Four Great Suspense / Alfred Hitchcock
Translatid by Souren Dutta

প্রকাশ কালঃ ১৯৪৯

প্রকাশকঃ
অশোক রায়
এপিপি
১১৭ কেশব চন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলিকাতা–৭০০ ০০৯

বর্ণসংস্থাপনঃ
লোকনাথ লেজারগ্রাফার
৪৪এ, বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা–৭০০ ০০৯

মুদ্রকঃ
দে'জ অফসেট
১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা— ৭০০ ০৭৩

প্রচ্ছদঃ অশোক রায়

ফোর গ্রেট সাসপেন্স

দি মিস্ট্রি অফ দি সিলভার স্পাইডার

এক ◻ শিয়রে মৃত্যু ছিল

নির্জন রাস্তা। দুরন্ত গতিতে গাড়ী ছুটে চলেছে।

হঠাৎ বব এনড্রুস চিৎকার করে উঠল, বাইরে তাকিয়ে দেখ।

ওরথিংটন, ভালো করে লক্ষ্য রাখ। পিট ক্র্যাশন সঙ্গে সঙ্গে তার কথার প্রতিধ্বনি করল।

চকিতে ওরথিংটনের দৃষ্টি আছড়ে পড়ল বাইরে রাস্তার ওপর। সোনার পাত বসানো রোলস-রয়েসের ষ্টিয়ারিং হুইলটা দু'হাতের মুঠোয় আঁকড়ে ধরল সে। এবং মুহূর্তে জোরে ব্রেক কষল। একটা যান্ত্রিক শব্দ উঠল। শব্দটা থিতিয়ে পড়ার আগেই তিন গোয়েন্দা গাড়ীর পিছনের সীটে গড়িয়ে পড়ল। তখন রোলস-রয়েস থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল হোঁচট খাওয়ার মত, ঝকঝকে লিমোসিনের থেকে মাত্র ইঞ্চিখানেক দূরত্বের ব্যবধানে। একটা নিশ্চিত দুর্ঘটনা কোনো রকমে ঠেকান, এই আর কি!

সঙ্গে সঙ্গে বহু লোক লিমোসিনের দরজা খুলে বেরিয়ে এলো। ওদিকে চালকের আসন থেকে ওরথিংটন নেমে আসা মাত্র তারা তাকে ঘিরে ধরল। তারা তখন দারুন উত্তেজিত। অপরিচিত এবং অদ্ভুত অদ্ভুত সব ভাষায় বিড়বিড় কি করে কি যেন বলছিল। তবে তাদের হাবভাব দেখে স্পষ্টতই মনে হচ্ছিল, তারা ক্ষুব্ধ, তারা প্রতিবাদে মুখর। কিন্তু ওরথিংটনের কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। সে তাদের অবজ্ঞা করল। শুধু তাই নয়—অপর গাড়ীর দিকে এগিয়ে গেল সে। তারপর সেই গাড়ীর সোফারকে উদ্দেশ্য করে রূঢ় ভাষায় অভিযোগ করল ওরথিংটন। সোফারের পরনে লাল ইউনিফরম।

ওহে, শোনো আমার ভালমানুষ, ওরথিংটন বলল—তুমি নিজেই তো ষ্টপ সিগন্যাল (থামার সংকেত) অবহেলা করলে! এক রকম বলতে গেলে তুমি আমাদের দু'জনেরই ক্ষতি করলে। এটা সম্পূর্ণ তোমার দোষ।

প্রিন্স ডিজ্জারো সব সময় যে পথে চলেন সেটাই ঠিক পথ, বুঝলে? অপর সোফার দম্ভের সঙ্গে বলল—অন্য কারোর তাঁর চলার পথে বাধা সৃষ্টি করার অধিকার নেই, তাঁর চলার পথে তারা আসতেই পারবে না।

এতক্ষণে পিট, বব এবং জুপিটার সামনে উঠে যে যার আসনে সোজা হয়ে উঠে বসেছিল। বাইরে সেই দৃশ্যের দিকে চোখ পড়তেই তারা বিস্ময় ভরা চোখে তাকিয়ে রইল। সত্যি, সে এক অদ্ভুত দৃশ্যই বটে, নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। লিমোসিনের ভেতর থেকে যারা হঠাৎ বন্দুকের গুলির মত ঠিকরে বেরিয়ে এসেছিল তারা তখন রাগে উত্তেজনায় উন্মত্ত। ওরথিংটনের দীর্ঘ বলিষ্ঠ চেহারার সামনে তারা তখন তান্ডব-নৃত্য শুরু করে দিয়েছিল। তাদের মধ্যে যে লোকটা সব থেকে বেশী লম্বা, এবং সম্ভবত দলনেতা, সে এবার ইংরেজীতে বলল।

মূর্খ! ওরথিংটনের দিকে তাকিয়ে সে চিৎকার করে উঠল—প্রিন্স ডিজ্জারোকে এক রকম খুন করেই ফেলেছিলে তুমি। একটা আন্তর্জাতিক জটিলতা সৃষ্টি করতে তুমি। তোমার শিক্ষা হওয়া উচিত।

বাজে কথা বলো না। আমি ঠিকই পথচলার নিয়ম-কানুন মেনে চলেছি, কিন্তু তোমরা

তা করনি। ওরথিংটন দৃঢ়তার সঙ্গে জবাব দিল—দোষ তোমাদের চালকেরই!

কে এই রাজকুমার? পিট ববকে ফিস্‌ফিস্‌ করে জিজ্ঞেস করে তাদের ওপর লক্ষ রাখতে গিয়ে।

কেন, তুমি কাগজ পড় না? বব তেমনি নিচু গলায় তাকে পাল্টা প্রশ্ন করল। ইউরোপের ভারানিয়া নামে এক দেশ থেকে আসছেন উনি। আর এই ভারানিয়া দেশটার বিশেষত্ব কি জান? পৃথিবীর সবচেয়ে ছোট সাতটি দেশের মধ্যে একটি দেশ ঐ ভারানিয়া। প্রাকৃতিক দৃশ্য এবং শহর দেখার জন্যে তিনি এখন আমেরিকায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

কি আশ্চর্য! এই রাজকুমারকে আমরা একরকম খতমই করে ফেলছিলাম। পিট বলল।

কিন্তু ওরথিংটন ঠিক পথেই চলছিল। জুপিটার জোন্স ওরথিংটনকে সমর্থন করে বলল—এসো, এখন গাড়ীর মধ্যে আমাদের এভাবে চুপচাপ বসে থাকাটা ঠিক হচ্ছে না, তাই এসো নেমে গিয়ে তাকে আমাদের নৈতিক সমর্থন জানাই।

জুপিটারের কথায় বব এবং পিট দু'জনেই সায় দিয়ে গাড়ী থেকে নেমে এলো।

ওদিকে তারা গাড়ী থেকে নেমে দাঁড়াতেই লিমোসিনের দরজাও খুলে যেতে দেখা গেল। ববের চেয়ে একটু বেশী লম্বা ধরনের ছেলে গাড়ী থেকে নেমে দাঁড়াল। ইউরোপিয়ান ষ্টাইলে ছাঁটা কালো চুল। তাদের থেকে সে মাত্র কয়েক বছরের ছোট হলে হবে কি, গাড়ী থেকে নেমেই সঙ্গে সঙ্গে পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্যে নিজের ঘাড়ে দায়িত্ব নিয়ে নিল সে।

চুপ, সবাই চুপ করো! মৃদু চিৎকার করে উঠলেন তিনি। আর তখুনি উত্তেজিত লোকগুলো একেবারে শান্ত হয়ে গেল। তবে ওরথিংটনকে তেমনি ঘিরে রাখল তারা। এখন একেবারে শান্ত পবিবেশ। কারোর মুখে টুঁ শব্দটি নেই। হাত তুলে তিনি কি যেন ইশারা করলের্ন এবং ওরথিংটনের দিকে এগিয়ে গেলেন। সবাই তখন তাঁকে অনুসরণ করল শ্রদ্ধায় মাথা নত করে।

আমি তোমাদের কাছে ক্ষমা চাইছি। রাজকুমার সুন্দর ইংরেজী ভাষায় বলল, সত্যি, আমার ড্রাইভারেরই দোষ। যাইহোক, আমি তোমাদের কথা দিচ্ছি, ভবিষ্যতে সে যাতে ট্রাফিক আইন ঠিক মত মেনে চলে।

কিন্তু মহামান্য রাজকুমার, তাদের মধ্যে সেই দীর্ঘাকৃতি লোকটি প্রতিবাদ করতে গেল। রাজকুমার ভিজারো হাত নেড়ে তাকে চুপ করতে বললেন। তারপর তার দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে তিনি এবার বব, পিট এবং জুপিটারের দিকে আগ্রহ ভরা চোখে তাকালেন। তিন গোয়েন্দা তখন উত্তেজিত জনতার সঙ্গে মিশে গিয়েছিল।

এই অপ্রীতিকর ঘটনার জন্যে আমি দুঃখিত। রাজকুমার তাদের তিনজনকে উদ্দেশ্য করে বললেন—তোমাদের সোফারের উপস্থিত বুদ্ধির জন্যে ধন্যবাদ। সে ওরকম বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছিল বলেই একটা মারাত্মক দুর্ঘটনা এড়ানো গেছে। আমার অনুমান, তোমরা ঐ রাজকীয় গাড়ীর মালিক, তাই না? এই বলে তিনি সেই রোলস রয়েসের দিকে ভাল করে তাকালেন।

না, ঠিক মালিক বলা যায় না, জুপিটার তাদের হয়ে জবাব দিল—তবে প্রয়োজনের সময় আমরা ওটা ব্যবহার করে থাকি।

রোলস-রয়েসের আসল ইতিহাস বলার সময় এখন নয়, জুপিটার ভাবল, ঐ গাড়ীটা ব্যবহার করার জন্যে কি ভাবে তাকে প্রতিযোগিতায় লড়তে হয়েছিল, সেই কাহিনী নাইবা বলা হলো রাজকুমারকে।

হলিউডে আলফ্রেড হিচককের সঙ্গে দেখা করে তারা তাদের শেষ অভিযানের গল্প শোনাতে

গিয়েছিল। এবং বাড়ি ফেরার পথে এমন মারাত্মক দুর্ঘটনার মুখোমুখি দাঁড়াতে হলো তাদের। কি মনে করে দুর্ঘটনার আগের ঘটনার কথা চেপে গেলো রাজকুমারের কাছে।

তোমাদের নিশ্চয়ই জানতে ভীষণ কৌতূহল হচ্ছে, কে আমি! আমি কে, তাই না, খুব স্বাভাবিক সেই কৌতূহল। তোমাদের মত বয়সী ছেলেদের এরকম কৌতূহল হয়ে থাকে। ঠিক আছে, এবার আমাদের পরিচয়টা তোমাদের কাছে দিচ্ছি।

আমি হচ্ছি ভারানিয়ার ডিজারো মনচেষ্টান। রাজকুমার নিজেই নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন—সত্যি কথা বলতে কি জানো তোমরা আমাকে রাজকুমার বলে যতই ডাকো না কেন, আমি এখনো সরকারী ভাবে রাজকুমার হইনি। তবে আগামী মাসে আমার অভিষেক হতে চলেছে। কিন্তু আমি আমার প্রজাদের কখনই বাধা দিতে পারি না, বলতে পারি না তোমরা আমাকে রাজকুমার বলে ডেকো। তবে এবার তোমাদের খোঁজ-খবর নেওয়া যাক, কি বল? তোমরা ঠিক আমেরিকান ছেলেদের মত, কি বল?

এটা একটা অদ্ভুত প্রশ্ন, আগের আগের প্রশ্নগুলো এত অস্পষ্ট ছিল না। তবে তারা নিজেরা স্বীকার করল, তাদের মধ্যে আমেরিকান ছেলেদের বৈশিষ্ট্যের ছাপ আছে বৈকি! কিন্তু তারা নিশ্চিত নয়, ছেলেটি এর কি অর্থ করেছে।

জুপিটার এতক্ষণ খুব মন দিয়ে তাদের কথাবার্তা শুনছিল। এবার সে তার অন্য দুজন সহযোগীদের হয়ে উত্তর দিল।

বব এবং পিটের মধ্যে হয়, আমেরিকান ছেলেদের বৈশিষ্ট্যের ছাপ থাকতে পারে। কিন্তু। আমি মনে করি না, আমাকে আপনি ঠিক টিপিকাল আমেরিকান ছেলে হিসেবে চিহ্নিত করতে পারেন। তার কি কারণ জানেন? জুপিটার নিজের থেকেই নিজের প্রশ্নের উত্তর দিল সঙ্গে সঙ্গে—আমার সম্বন্ধে লোকের ধারণা, আমি নাকি খুব আত্মাভিমানী। এবং খুব লম্বা চওড়া কথা বলে থাকি। এবং কখনো কখনো নিজেকে নাকি অন্যদের থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চাই, তাদের আমার ভীষণ অপছন্দ নাকি। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার কি জানেন, লোকে আমার সম্বন্ধে যে যাই ভাবুক না কেন, আমি কিন্তু আমার মধ্যে কোনা পরিবর্তন দেখতে পাই না।

বব এবং পিট নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করল। জুপিটার এতক্ষণ যা বলল, সব সত্যি যদিও এই প্রথম অপ্রিয় হলেও সত্যি কথাটা জুপিটারকে স্বীকার করতে শুনল তারা। তাদের হাসাহাসি করার আর একটা কারণ হলো, জুপিটারের মত বুদ্ধিমান, গাট্টা-গোট্টা চেহারার ছেলে যে নিজের ভুল স্বীকার করবে, এ যেন মোটেই ভাবা যায় না। যে কেউ তাকে অতি চালাকের গড়ায় দড়ি বলে আখ্যা দিয়ে থাকে। তবে যে সব ছেলেরা তার প্রতি ঈর্ষান্বিত, এবং যে সব বয়স্করা তার মানসিক ধৈর্য দেখে বিস্মিত, তারাই জুপিটারের নামে এ ধরনের কুৎসা রটাতে মজা পায়। তবে তাদের মধ্যে ব্যতিক্রম জুপিটারের বন্ধুরা। তার বন্ধুরা তার নামে শপথ নিয়ে রেখেছে তার উপদেশ ছাড়া তার এক পাও চলবে না। কারণ তারা জানত, তাদের কোনো সমস্যা থাকলে জুপিটার ছাড়া অন্য কেউ তার সমাধান করতে পারবে না।

সেই জুপিটার পকেট থেকে একটা কার্ড তখন বের করল। সেই কার্ডটা ছিল তিন গোয়েন্দার পরিচয়পত্র। এই কার্ড ছাড়া সে কোথাও যেত না।

এই কার্ডে আমাদের নাম লেখা আছে। সে আরো বলল, আমি হচ্ছি জুপিটার জোনস, ওর নাম পিট ক্র্যাশন, আর ববের দিকে ফিরে সে বলল, বব এনড্রুস।

বিদেশী ছেলেটি তার হাত থেকে কার্ডটা নিয়ে সেটা বেশ আগ্রহ দেখিয়ে পড়তে থাকলেন।

সেই কার্ডে এই রকম লেখা ছিল ঃ

অনুসন্ধানকারী তারা তিনজন * আমরা যে কোনো ব্যাপারে অনুসন্ধান করে থাকি *

? ? ?

প্রথম অনুসন্ধানকারী—জুপিটার জোন্স

দ্বিতীয় অনুসন্ধানকারী—পিটার ক্র্যাশন

তৃতীয় অনুসন্ধানকারী—বব এনড্রুস।

ওদিকে তারা তিনজন তখন অপেক্ষা করছিল। সেই সঙ্গে ভাবছিল কখন সে জানতে চাইবে ঐ প্রশ্নচিহ্নগুলো কিসের? কার্ডটা দেখে সবাই প্রথম এই প্রশ্নটাই করে থাকে।

ব্রোজস। ডিজারো বললেন। তাঁর ঠোঁটে স্মিত হাসি। তাঁর হাসিটা বড় সুন্দর। তাঁর শ্বেতশুভ্র দাঁতগুলো পিটের গায়ের ধবধবে সাদা রঙকেও লজ্জা দেয় যেন। তার মানে, তিনি বললেন, এর অর্থ কি জানো? ভারানিয়ানদের ভাষায়, মহান। আমার ধারণা, প্রশ্নচিহ্নগুলো তোমাদের সরকারী প্রতীক।

কি আশ্চর্য। এত সহজেই তিনি সত্যটা অনুমান করে ফেললেন? নতুন করে তারা তার দিকে শ্রদ্ধার চোখে তাকাল।

এবার ডিজারোর পালা। পকেট থেকে একটা কার্ড বার করে সেটা তিনি এবার জুপিটারের হাতে তুলে দিলেন।

এটা আমার কার্ড, রেখে দাও।

বব এবং পিট জুপিটারের পিছনে ভিড় করে দাঁড়াল। তাদের দু'চোখে গভীর আগ্রহ, কার্ডে কি লেখা আছে দেখতে হবে। কার্ডটা অত্যন্ত বেশী সাদা এবং খুব শক্ত কার্ডের ওপর সূক্ষ্ম এনগ্রেভ করা ডিজারো মনটেসটানের নাম লেখা কেবল। নামের ওপর সোনালী এবং নীল রঙে খোদাই করা পাখীর মাথার ঝুঁটি বা শিখা জাতীয় ঐ রকম কিছু। মনে হয় যে সোনালী জালের মধ্যে একটা মাকড়সা, সঙ্গে তরোয়াল। তবে কাজটা এতই জটিল যে, খুব সহজে চেনা মুশকিল। খুঁটিয়ে ভালো করে না দেখলে প্রথমে বুঝতে অসুবিধে হবে।

ওটাই আমার সাঙ্কেতিক চিহ্ন। ডিজারো অতি বিনয়ের সঙ্গে বলল, ওটা একটা মাকড়সা। ভারানিয়া রাজপরিবারের শাসনকালের দীপ্ত-শিখা ওটা। সে এক বিরাট ইতিহাস, বলতে গেলে তোমাদের অনেক কিছুই বলতে হয়, আমাদের জাতীয় প্রতীক চিহ্ন হিসেবে কেন আমরা মাকড়সাকে বেছে নিলাম। তবে বব, পিট এবং জুপিটার শুনে রাখ, তোমাদের সঙ্গে মিলিত হতে পেরে আমি অত্যন্ত খুশি।

তারপর সে একে একে তিনজনের সঙ্গে করমর্দন করল।

এই জায়গায় এসে ডিজারোর এক সঙ্গী তাদের তিনজনকে ঠেলে দিয়ে নিজের পথ তৈরী করে নিল। ছোট বেঁটে-খাটো লোক, মুখে তার হাসি সব সময় যেন লেগেই আছে। সদা-সতর্ক প্রহরীর মত লিমোসিনের পিছনে দাঁড়িয়ে থাকা কালো রঙের গাড়ী থেকে নেমে ছুটে এসেছিল সে। তার কথা শুনে মনে হলো, লোকটা নিশ্চয়ই অ্যামেরিকান।

ইয়োর হাইনেস, আমাকে ক্ষমা করবেন, সে বলল, আমরা কিন্তু আমাদের নির্দিষ্ট কর্মসূচী থেকে পিছিয়ে পড়ছি। শুনে সুখী হলাম, ওটা আদৌ কোনো দুর্ঘটনা নয়। কিন্তু আজই যদি শহর ঘুরে দেখতে হয় তাহলে এখুনি এখান থেকে আমাদের রওনা হওয়া উচিৎ।

ডিজারোকে কেমন নিরুৎসাহ বলে মনে হলো। তাঁর সেই ভাবটা কথার প্রকাশ পেল।

শহর ভ্রমণে আমার কোনো উৎসাহ নেই। অনেক শহর আমি দেখেছি। তাছাড়া এখন আমি অন্য কথা ভাবছি। ভাবছি এই সব ছেলেদের সঙ্গে আরো কিছুক্ষণ গল্প করি, এদের সম্বন্ধে আরো কিছু জানতে ইচ্ছে করছে ভীষণ। সত্যি কথা বলতে কি জান, এমন সুন্দর অ্যামেরিকান ছেলেদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার এই প্রথম সুযোগ আমার জীবনে ঘটল। তার চোখেমুখে একটা নিটোল তৃপ্তির ভাব ফুটে উঠতে দেখা গেল।

তোমাদের কাছ থেকে একটা খবর আমি জানতে চাই, অতঃপর তিনি সেই তিন অনুসন্ধানকারীদের দিকে ফিরে বললেন, আচ্ছা ডিসনিল্যান্ডে কি সত্যি মজা আছে? মানে সেখানে গেলে বেশ আনন্দ পাওয়া যাবে তো। সেখানে যাওয়ার জন্যে আমার অনেকদিন থেকে ভীষণ ইচ্ছে রয়েছে।

তারা তাঁকে খুব উৎসাহ দিল। ডিসনিল্যান্ডের প্রশংসা করে বলল, জায়গাটার একটা বিরাট ঐতিহ্য আছে। এবং সেখানে যাওয়ার সুযোগটা হাতছাড়া করা উচিৎ নয়।

এবার ডিজারোর মুখ দেখে মনে হলো, তিনি সন্তুষ্ট, তবে সেই সঙ্গে বুঝি বা একটু চিন্তিতও!

আপনাকে খুব চিন্তিত বলে মনে হচ্ছে? তারা তিনজন একসঙ্গে প্রশ্ন করে তাকাল ডিজারোর পানে।

ডিজারোও তাকিয়েছিল তাদের দিকে। হ্যাঁ ভাই, তোমরা ঠিকই ধরেছ। চিন্তা করার মতই ব্যাপারটা। আচ্ছা তোমরাই বল, দেহরক্ষীদের সঙ্গে নিয়ে বেরোনয় সত্যি কি কোনো মজা আছে? ডিজারো দুঃখ করে বলল, আমার অভিভাবক ডিউক, ষ্টিফেন, তারপর রিজেন্ট, আমার রাজকুমার হিসেবে অভিষেক না হওয়া পর্যন্ত এখন যে ভারানিয়া শাসন করছে, তারা আমার দেহরক্ষীদের কি হুকুম দিয়েছে জান? আমার ধারে কাছে কাউকে যেন ঘেঁষতে না দেওয়া হয় আমার ঠান্ডা কিংবা কোনো সংক্রামক অসুখ হয়ে যাওয়ার ভয়ে। এ এক অবাস্তব, হাস্যকর ব্যাপার, কি বল? আমি দেশের এমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ লোক নই যে আমার ওপর বিশ্বাসঘাতকতা করে কেউ আমাকে গোপনে হত্যা করবে। তাছাড়া আমার বিশ্বাস। ভারানিয়ায় কোনো শত্রু নেই। আর সেই সঙ্গে আমি নিজেকে একজন অতি সাধারণ মানুষ বলে মনে করি। কেন যে ওরা আমাকে এত গুরুত্ব দেয়, বুঝতে পারিনা।

এই পর্যন্ত, বলে ডিজারো একটু সময়ের জন্যে থামলেন, হয়তো মনঃস্থির কিংবা তার কোনো ইচ্ছা প্রকাশ করার জন্যে।

হ্যাঁ, অনুমানটা মিথ্যে নয়। তারা যা ভেবেছিল ঠিকই তবে ডিজারোর মনের সেই গোপন কথাটা তাদের জানা ছিল না। আর তারা জানবেই বা কি করে? তারা তো অনুসন্ধানকারীর দল, জ্যোতিষী তো আর তারা নয় যে, হাত দেখে কিংবা কপালের রেখা পড়ে কারোর মনের গোপন কথাটা প্রকাশ করে দেবে।

অবশ্য খুব বেশী সময় অপেক্ষা করতে হলো না তাদের। ডিজারো তাদের সব জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়েছিল পরমুহূর্তেই।

আচ্ছা, তোমরা কি আমার সঙ্গে ডিসনিল্যান্ড যাবে?

ডিজারো শুধালেন, আমাকে সব ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখাবে না? তোমাদের সেই উপকার আমি কখনো ভুলবোনা। আসলে কি জান, আমি একটা পরিবর্তন চাই, সঙ্গী হিসেবে আমি তোমাদের আমার বন্ধু হিসেবে পেতে চাই। আমার অনুরোধ তোমরা রাখবে না?

সেই অনুরোধ তাদের ভীষণ অবাক করে দিল, বিচলিত করে তুলল। সে যাই হোক,

তার প্রস্তাবে তারা পুরোপুরি রাজী হয়ে গেল। আজ তাদের তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য প্রোগ্রাম ছিল না, তাই তারা সঙ্গে সঙ্গে ডিসনিল্যান্ডে যাওয়ার প্রস্তাবটা গ্রহণ করল। তবে ডিজারোর সঙ্গে যাওয়ার আগে তারা তাদের ছোটোখাটো কয়েকটা ব্যক্তিগত কাজ সেরে নিতে ভুলল না।

প্রথমে জুপিটার তার জেঠিমাকে ফোন করল জোনস স্যালভেজ ইয়ার্ডে। বেশী দূর তাকে যেতে হল না, রোলস রয়েলসের ফোনটাই ব্যবহার করল সে ডিজারো গভীর আগ্রহ নিয়ে সেদিকে তাকিয়ে রইল। ডিজারোর সঙ্গীরা ভিড় করল অ্যামেরিকান সরকারের পাঠান রক্ষীদলের গাড়ীতে।

তারপর বব, পিট এবং জুপিটার প্রিন্স ডিজারোর সঙ্গে লিমোসিন গাড়ীতে চড়ে বসল। সেই লম্বাটে লোকটা, যে এতক্ষণ সম্ভাবনাময় দুর্ঘটনা নিয়ে হৈ চৈ করছিল, তীক্ষ্ণস্বরে কথা বলছিল, সে-ও এসে বসেছিল ডিজারোর পাশে।

ডিউক ষ্টিফেন এটা পছন্দ করবেন না, ভ্রুকুটি করে সেই লম্বা লোকটা বলল, তিনি আমাদের বলে দিয়েছিলেন, কোন ঝুঁকি না নিতে।

কিন্তু এতে ঝুঁকি নেই ডিউক রোজাস! ডিজারো সংক্ষেপে বললেন, ডিউক ষ্টিফেনের এখন জানা উচিৎ আমার কি পছন্দ, আমি কি চাই? দুমাসের মধ্যে আমি আমার দেশের শাসক হতে যাচ্ছি। এবং আমার আদেশই তখন আইন বা হুকুম বলে গণ্য হবে, ডিউক ষ্টিফেনের নয়। এখন মারকোসকে সাবধান করে দিয়ে বলো, এখন থেকে সে যেন ট্র্যাফিক নিয়মগুলো ঠিকমতো মেনে চলে, অবাধ্য হলে আর ক্ষমা করবোনা। তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে, এই নিয়ে তিনবার সাংঘাতিক দুর্ঘটনা ঘটার হাত থেকে কোনো রকমে আমরা রক্ষা পেয়েছি তার অমন সৃষ্টিছাড়া অবহেলার জন্যে। গাড়ী চালাতে গিয়ে সে মনে করে যেন ভারানিয়ার রাজপ্রাসাদে বসে আছে। তার এই অভিনয় অসহ্য। এখন দেখতে হবে এরকম ঘটনা যেন আর না ঘটে, বুঝলে?

হ্যাঁ, বুঝেছি! অতঃপর ডিউক রোজাস গাড়ীর চালকের দিকে তাকিয়ে তাকে ভর্ৎসনা করল এবং হুকুম করল, ট্র্যাফিক আইন মেনে ঠিক মত গাড়ী চালাবার জন্যে। ড্রাইভার মাথা নেড়ে তার সম্মতি জানাল। তারপর তাঁরা আবার নিজেদের মধ্যে আলোচনায় ফিরে এলো। বব, পিট এবং জুপিটার যদিও-ড্রাইভার এবং ডিউক রোজাসের মধ্যে বিদেশী ভাষায় কথাবার্তার কোনো অর্থই বুঝতে পারেনি, তবু তারপর থেকে তারা দেখল, ড্রাইভার যেন সব ট্রাফিক নিয়মগুলো সুবোধ বালকের মত মেনে চলছে। এবং সেই সঙ্গে খুব সতর্কতার সঙ্গে গাড়ী চালাচ্ছে।

ডিসনিল্যান্ডে পৌঁছতে তাদের সময় লাগল মিনিট পঁয়তাল্লিশ। আসার পথে ডিজারো তাদের তিনজনকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে জানতে চাইলেন আমেরিকা দেশটা কেমন? বিশেষ করে ক্যালিফোর্নিয়া শহরটার ব্যাপারে তাঁকে যেন একটু বেশী আগ্রহী বলে মনে হলো। এই পঁয়তাল্লিশ মিনিট তারা তিনজন ডিজারোর ক্রমাগত প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে হিমসিম খেয়ে গিয়েছিল। তবে ডিসনিল্যান্ড পৌছে তাদের ভ্রমণ-পিয়াসী মন আনন্দে মেতে উঠল। এবং তার প্রাণ খুলে নিজেদের মধ্যে গল্পগুজব করতে থাকল।

এক সময় দেখা গেল ডিউক রোজাস তাদের অনেক পিছনে পড়ে গেছে। প্রিন্স ডিজারোর চোখ দুটো কেমন উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তখন তাঁকে ভ্রমণের নেশায় পেয়ে বসেছিল। সামনেই

ছিল একটা পার্ক। গোলাকৃতি পার্ক, তাকে ঘিরে সার্কুলার মিনি ট্রেন চলছিল তখন প্রিন্স ডিজারোব দৃষ্টি এড়ায় না। একটা খুশির আমেজ নিয়ে তিনি প্রস্তাব দিলেন ঐ মিনি ট্রেনে চড়ে একটা প্লেজার ট্রিপ দেওয়া যাক।

বব, পিট এবং জুপিটার তাঁর প্রস্তাবে রাজী হয়ে গেল! তবে কাজটা খুব দ্রুত এবং অন্য লোকেদের দৃষ্টি এড়িয়ে সারতে হবে। কথাটা ভাবা মাত্র তারা চারজন তেমনি দ্রুত জনতার ভীড়ে মিশে গেল। এবং বলতে গেলে একরকম ছুটেই খুদে রেল ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্মে উঠল। আর ঠিক তখনই একটা মিনি ট্রেন এসে ষ্টেশনে থেমেছিল। তারা আর বিন্দুমাত্র দেরী না করে সেই ট্রেনের একটা কামড়ায় চড়ে বসল। প্রিন্স ডিজারোর লোকেরা কেউ তাদের দেখতে পেল না এবং তারাও। অথচ তারা যখন পার্কের ভেতর দিয়ে ছুটতে ছুটতে একেবারে শেষ প্রান্তে গিয়ে পৌঁছেছিল তখন যদি তারা পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখত, তাহলে নিশ্চয়ই তাদের চোখে পড়ত, ডিউক এবং তাব দলের লোকেরা কেমন ব্যর্থ হয়ে তাদের খুঁজে ফিরছে।

তবে তারা একেবারে ব্যর্থ হয়েছে ঠিক তা নয়। শেষ পর্যন্ত ডিউক রোজাস এবং তার দলের লোকেরা তাদের দেখে ফেলেছিল। তারপর মিনি ট্রেন ছাড়ার আগেই তারা সেই খুদে ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্মে গিয়ে হাজির হলো হন্তদন্ত হয়ে।

শেষ পর্যন্ত তারা যখন ট্রেন থেকে নামল, ডিউক রোজাস তার সাঙ্গপাঙ্গদের সঙ্গে নিয়ে ছুটে গেলো প্রিন্স ডিজারোর সামনে। কিন্তু সে মুখ খোলবার আগেই ডিজারো তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন তার দিকে। তাঁর দু'চোখ থেকে আগুন ঝরে পড়ছিল তখন।

তুমি আমার সঙ্গে থাকনি। তুমি অনেক পিছিয়ে পড়েছিল। ডিউক ষ্টিফেনের কাছে তোমার বিরুদ্ধে রিপোর্ট করা হবে।

কিন্তু-কিন্তু-কিন্তু, আমতা আমতা করতে থাকে।

ডিজারো তাকে থামিয়ে দিলেন। যথেষ্ট হয়েছে। এখন যাওয়া যাক এখান থেকে। জায়গাটা সত্যি চমৎকার। কিন্তু আমার দুঃখ হচ্ছে, আমার যা কাজের চাপ, তাতে দ্বিতীয়বার এখানে ফিরে আসা যাবে না।

এবার ফেবার পালা।

বড় গাড়ীটার সামনে ফিরে এসে ডিজারো হুকুম করলেন ডিউক রোজাসকে দেহরক্ষীদের সঙ্গে পিছনের গাড়ীতে ওঠার জন্যে। এ এক রকম ভালই হলো। তারা এখন রকি বীচের দিকে ফিরে চলেছে। বেশ মজা হবে, তারা চারটি ছেলে এখন রকি বীচের পথে যাওয়ার সময় কেমন স্বাধীন ভাবে কথা বলতে পারবে, যে যার মনের কথা নিঃসঙ্কোচে প্রকাশ করতে পারবে।

লিমোসিন একটু পরেই দ্রুত গতিময় হয়ে উঠল। প্রিন্স ডিজারো মুহূর্তে একবার জানালা পথে চোখ রেখেই তারপর তিনি তাঁর দৃষ্টি ফেরালেন তাদের দিকে, খোঁজখবর নিলেন তাদের সম্বন্ধে। প্রত্যুত্তরে তারা তিনজন এক এক করে তাদের গোয়েন্দা সংস্থার জন্মলগ্ন থেকে শুরু করে কি ভাবে পরবর্তীকালে তারা আলফ্রেড হিচককের বন্ধু হয়ে গেল, এবং তাদের রোমাঞ্চকর কয়েকটি অভিযানের কাহিনী সংক্ষেপে বলল তারা প্রিন্স ডিজারোকে।

ডিজারো তো শুনে অবাক। বলে কি তারা? এই কিশোর বয়সে এত সাহসের অধিকারী হলো কি করে তারা? সত্যি, তাদের সেই সাহসের প্রশংসা করতে হয়। ব্রোজ। তোমরা মহান। ইউরোপীয় ছেলেটি দারুণ উত্তেজিত অবস্থায় চিৎকার করে বলে উঠল, ওঃ তোমরা কেমন

স্বাধীন, কেমন সুখী। কিন্তু তোমাদের ওপর আমার ভীষণ হিংসে হয়। অ্যামেরিকান ছেলেদের এত স্বাধীনতা দেওয়া হয়ে থাকে? আশ্চর্য! অথচ আমাদের দেশে ছেলেমেয়েদের স্বাধীন ভাবে চলাফেরা করাটা আমাদের বাড়ীর লোকেরা মোটেই পছন্দ করেন না, বিশেষ করে রাজকুমার হয়ে জন্মান কি যে অভিশাপ, তোমাদের বোঝাতে পারব না। আমার ইচ্ছে ছিল, আমি যেন রাজকুমার না হই। জানো, বলতে গেলে এই রকমই ইচ্ছে ছিল আমার। তবে সে উপায় এখন নেই যখন, তখন আমাকে আমার কর্ত্তব্য তো করতেই হবে, কি বল? আমার এখন কর্ত্তব্য হলো, আমার দেশকে নেতৃত্ব দেওয়া, যদিও দেশটা আমাদের খুব ছোটো। কিন্তু—

কিন্তু কি রাজকুমার? তারা তিনজন এক সঙ্গে প্রশ্ন করে বসল।

তোমাদের চুপি চুপি বলছি, শোনো। প্রিন্স ডিজারো সত্যিসত্যি নিচু গলায় বলল, আমি কখনো স্কুলে যাইনি, সারা জীবন বাড়িতে মাষ্টারের কাছে পড়াশোনা করেছি। তাহলে তোমরা বুঝতেই পারছ, আমায় বন্ধুর সংখ্যা খুবই কম। এবার এই অ্যামেরিকায় আসা না পর্যন্ত আমার জীবনে এমন উত্তেজনাময় ঘটনা আর কখনো ঘটেনি। আমার জীবনে আজই এই প্রথম এত আনন্দ, এত মজা উপভোগ করলাম এবং এ সবই তোমাদের জন্যে সম্ভব হলো বন্ধু।

একটু থেমে প্রিন্স ডিজারো বললেন—আমি তোমাদের আমার প্রিয় বন্ধু বলে ভাবতে পারি? তোমাদের বন্ধুত্ব আমার একান্ত কাম্য, কই তোমরা চুপ করে রইলে কেন বল, কিছু তো বলবে?

হ্যাঁ, তারা বলার জন্যই তো উম্মুখ হয়ে বসে আছে। মনে মনে ভাবল তারা।

আপনার বন্ধু হতে পারলে আমরা অত্যন্ত খুশি হবো, পিট উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল, নিজেদের ধন্য বলে মনে করব।

ধন্যবাদ। প্রিন্স ডিজারো এক গাল হেসে বলল—তোমরা শুনলে অবাক হবে, আজই প্রথম ডিউক রোজাসের সঙ্গে অমন রূঢ় ব্যবহার করলাম। মনে হয় সে খুব ব্যথা পেয়েছে। ডিউক ষ্টিফেনও আঘাত পাবে শুনলে। তবে এই তো শুরু। আরো শক্ পাওয়ার জন্যে তাদের অপেক্ষা করতে হবে। হাজার হোক, আমি রাজকুমার এবং আমিও তাই চাই, তা তোমাদের কি মত বল?

তা আপনার অধিকার জাহির করলেই তো পারেন। জুপিটার পরামর্শ দিল। কিন্তু বব আরো কঠোর হতে বলল তাকে— ওদের ওপর আপনার ক্ষমতা প্রয়োগ করছেন না কেন? আমার মনে হয়—

হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছ, এবার আমার ক্ষমতা প্রয়োগ করতে হবে। ববের প্রস্তাবটাই ডিজারোর খুব মনঃপুত হলো। মনে হলো সে যেন খুব উল্লসিত। ডিউক ষ্টিফেন এখন কিছু বিস্ময়ের অপেক্ষায় আছে।

*   *   *

ইতিমধ্যে তারা রকি বীচে পৌঁছে গিয়েছিল। জুপিটার ড্রাইভারকে হুকুম করল জোন্স সালভেজ ইয়ার্ড খুঁজে বার করার জন্যে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে বড় লোহার গেট ঠেলে প্রবেশ করল।

বব পিট এবং জুপিটার গাড়ী থেকে নেমে দাড়াল। কিন্তু প্রিন্স ডিজারো গাড়ীর মধ্যে বসে রইল। জুপিটার তাঁকে আহ্বান জানাল, তাদের হেডকোয়ার্টার দেখার জন্যে।

ডিজারো তাদের অনুরোধ গ্রহণ করতে পারল না। অক্ষমতা প্রকাশ করল মাথা দুলিয়ে।

কিন্তু আমার যে হাতে আর সময় নেই বন্ধু, ডিজারো বললেন কৈফিয়ত দেওয়ার মত করে—আজ রাত্রে এক জায়গায় আমরা একটা ডিনার-পার্টিতে নিমন্ত্রণ আছে। তাছাড়া কাল সকালেই ভারানিয়ায় আমার ফিরে যাচ্ছি।

কালই আপনি ফিরে যাচ্ছেন? জুপিটার ক্ষুণ্ণ হয়ে বলল।

হ্যাঁ বন্ধু, কালই ফিরে যেতে হচ্ছে ডেনজোয়, ভারানিয়ার রাজধানী এই ডেনজো শহর। সেখানে ধ্বংসপ্রাপ্ত এক প্রাচীন দুর্গের মধ্যে একটা প্রাসাদে বাস। বিরাট প্রাসাদ। প্রায় তিনশো ঘর নিয়ে এই প্রাসাদ। কিন্তু প্রাসাদটা বিরাট হলে হবে কি, সেটা কেমন স্যাতসেতে, খুব একটা আরামদায়ক নয়। তোমরা জান না, রাজকুমার হতে গেলে সে কি ঝামেলা। কত জরিমানা? আরো কত কি যেন। এ ধরনের প্রাসাদে থাকা মানে রাজকুমার হওয়ার এ যেন আর এক খেসারত, আর এক জরিমানা!

তাই তো বলছি দু'দিন আমাদের সঙ্গে আনন্দ উপভোগ করে গেলে হত না? বব এবার অনুরোধ করল—আপনি রাজী হয়ে যান।

না, না, আমি থাকতে পারব না যদিও আমার থাকার খুব ইচ্ছে ছিল। কিন্তু দেশে আমাকে তাড়াতাড়ি ফিরে যেতেই হবে। এবং দেশ শাসন করার জন্যে প্রস্তুত হতে হবে। তবে আমি তোমাদের কোনোদিন ভুলতে পারব না, ভোলা যায়ও না। এবং আমি নিশ্চিত যে, একদিন তোমদের সঙ্গে আবার আমার দেখা ঠিক হবে!

এরপর বিদায় নিয়ে প্রিন্স ডিজারো ড্রাইভারকে গাড়ী স্টার্ট দেওয়ার নির্দেশ দিল। এবং মুহূর্তে লিমোসিনের চাকাগুলো সচল হয়ে উঠল। তার পিছু নিল ছোট গাড়ীটা, প্রতিটি জানলায় দেহরক্ষীদের সতর্ক দৃষ্টি তাদের তিনজনের ওপর থেকে ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল। সেই তিনটি কিশোর প্রিন্স ডিজারোকে চলে যেতে দেখল।

রাজপুত্র হিসেবে ছেলেটি অতি চমৎকার। পিট মন্তব্য করল। জুপিটার তখন অন্যমনস্ক ভাবে, কি যেন ভাবছিল। পিট তা লক্ষ্য করে মৃদু চিৎকার করে উঠল—জুপ, কি ভাবছ জুপ তুমি?

জুপিটার চোখ দু'টো ছোট করে তাকাল।

আমি কি ভাবছিলাম জান? জুপিটার বলতে থাকে—সকালের সেই ঘটনার কথা। ছবিটা হঠাৎ আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল। ভয়াবহ সেই দৃশ্য। ডিজারোর গাড়ীটা প্রায় আমাদের ধাক্কা দিয়ে উড়িয়ে দিতে যাচ্ছিল, হয়তো সেই সঙ্গে লিমোসিন গাড়ীটাও ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যেতে পারত। আচ্ছা, এই সম্ভাব্য দুর্ঘটনার ব্যাপারে তোমাদের কি কিছুই মনে হয় না সেটা অস্বাভাবিক কিংবা সেরকম কিছু!

অস্বাভাবিক? ববের কণ্ঠস্বর দিশেহারার মত শোনাল। না, মানে প্রিন্স ডিজারোর সৌভাগ্য যে, আমাদের গাড়ীটা তাঁর গাড়ীতে ধাক্কা দিয়ে প্রচন্ড ঝড় তোলেনি। ধাক্কা দিলে, উঃ কি যে হতো? হ্যাঁ, সেই ভয়াবহ দৃশ্যের কথাই আমি ভাবছিলাম। আর এ থেকে তোমার কি ধারণা হয়?

ডিজারোর গাড়ীর ড্রাইভার মারকোস, জুপিটার সকালের সেই অস্বাভাবিক দৃশ্যের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলল—সেই রাস্তার এক ধারে সে আমাদের সামনে এসে হঠাৎ কেন জানি না থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। সে নিশ্চয়ই আমাদের দেখতে পেয়েছিল। তার উচিৎ ছিল গাড়ীর স্পীড বাড়িয়ে দ্রুত আমাদের গাড়ীটা এড়িয়ে যাওয়া। কিন্তু তা সে করল না, তার পরিবর্তে

হঠাৎ সে জোরে ব্রেক কষল। ওরথিংটন পাকা ড্রাইভার যদি না হতো, তাহলে নিশ্চয়ই ডিজারো যেখানে বসেছিলেন ঠিক সেই জায়গার ওপর আমাদের ছুটন্ত গাড়ীটা গিয়ে সজোরে ধাক্কা মারত। সম্ভবত সেই দুর্ঘটনায় তিনি নিহত হতেন।

আমার ধারণা, পিট বলল—ঘটনার আকস্মিকতায় হয়তবা বিহ্বল হয়ে পড়েছিল। এবং সেইজন্যেই হয়ত সে অমন ভুল করে থাকবে।

আমার কেমন অবাক লাগে, জুপিটার ফিসফিস শব্দে বলল—সে যাই হোক, আমার মনে হয়, এটা তেমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা নয়। প্রিন্স ডিজারোর সঙ্গে মিশে যে আনন্দ আমরা পেয়েছি, সেটাই আশ্চর্যের কথা। আমার তো মনে হয় না আমরা তাঁকে আবার কখনো দেখতে পাবো।

দুই □ হঠাৎ আহ্বান

কয়েকদিন পরের ঘটনা।

তিন খুদে গোয়েন্দা তাদের হেডকোয়ার্টারে এক গোপন আলোচনায় মিলিত হলো।

জোনস সালভেজ ইয়ার্ডে তাদের হেডকোয়ার্টার। চারপাশ স্তূপিকৃত কাঠের তক্তা। অনেক উঁচু। বাইরে থেকে কেউ টেরই পাবে না, এখানে তাদের হেডকোয়ার্টার। গোপন গোয়েন্দা সংস্থা বলে যেন সব কিছুই গোপন রাখতে চায় তারা। চাকা লাগান চলমান অফিসঘর। যেকোনো সময় যেকোনো জায়গায় তাদের হেডকোয়ার্টারের অফিসঘর স্থানান্তর করা যায়।

বব সবেমাত্র সকালের ডাকে আসা চিঠিটা পড়ে টেবিলের ওপর রেখেছিল তখন। চিঠিটা ম্যালিবু বীচ থেকে এক ভদ্রমহিলা লিখেছিলেন। ভদ্রমহিলার প্রিয় কুকুরটাকে নাকি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তাই তিনি চিঠিতে তাদের অনুরোধ করে লিখেছেন, তারা যেন তাঁর সেই প্রিয় কুকুরটির সন্ধান করে দেয়। ভদ্রমহিলার কুকুর হারানর ব্যাপারটা ফিরে আবার ভাবতে যাবে, ঠিক সেই সময় টেলিফোনটা বেজে উঠল শব্দ করে।

তাদের অফিসের প্রাইভেট ফোনটা খুব কমই বেজে উঠে। ফোনের খরচ তাদের ফার্মের আয় থেকে বহন করা হলেও সালভেজ ইয়ার্ডের টিটাস জোনসের খুব কাজে লাগে। তবু ঘন ঘন টেলিফোনের রিং হয় না। যখন হয়, সব সময় যেন একটা উত্তেজনা বহন করে নিয়ে আসে। জুপিটার রিসিভারটা তার হাতের মুঠোয় শক্ত করে ধরল।

হ্যালো। মাউথপীসে মুখ রেখে সে বলল—থ্রী ইনভেস্টিগেটারস, জুপিটার জোনস কথা বলছি।

সুপ্রভাত, খুদে গোয়েন্দা জুপিটার। আলফ্রেড হিচককের ভরাট গলার শব্দ অফিসঘরে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরতে থাকল। সে সময় জুপিটার কান থেকে রিসিভারটা আলতো করে সরিয়ে রেখেছিল, কারণ আলফ্রেড হিচককের উচ্চ কণ্ঠস্বর তার কানে খুব লাগছিল। তোমরা সবাই তাহলে এখন অফিসেই আছ, কি বল? তোমাদের অফিসে থাকতে দেখে আমি এখন খুব খুশি। শোনো জুপিটার, আমি তোমাকে একটা খুব গোপন সংবাদ দিচ্ছি, কাউকে জানাবে না। জানালে তোমরা বিপদে পড়তে পারো। হ্যাঁ, যে খবরটা তোমাকে জানাতে যাচ্ছিলাম, শোনো তাহলে! খুব শীগগীর তোমাদের কাছে একজন অতিথি যাচ্ছে।

একজন অতিথি? জুপ তার কথার পুনরাবৃত্তি করে বলল—স্যার, কোনো কেসের ব্যাপারে কি?

আমি তোমাদের কিছুই বলতে পারবো না। আলফ্রেড হিচকক প্রত্যুত্তরে বললেন—গোপনীয়তা বজায় রাখব বলে আমি শপথ নিয়েছি, সোজাসুজি তার নাম আমি কি করে উচ্চারণ করব বল! যাইহোক, তোমাদের অতিথির সঙ্গে আমার কথা হয়েছে এবং সবচেয়ে বেশী পারিশ্রমিকের বিনিময়ে তোমার নাম আমি তার কাছে সুপারিশ করেছি। হঠাৎ তোমাদের চমকে দিয়ে একটা বিস্ময়কর আমন্ত্রণ তোমরা পাবে। ব্যাস এই পর্যন্ত, আমি যা জানি তাই তোমাদের সব খুলে বললাম। আমি তোমাকে, স্যরি, তোমাদের প্রস্তুতির জন্যে আমি তোমাকে খবরটা আগাম জানিয়ে রাখতে চেয়েছিলাম, এই আর কি! আমার কাজের অনেক তাড়া আছে। এখুনি আমাকে রিসিভারটা নামিয়ে রাখতে হচ্ছে। আমার এখন বলতে ভীষণ ইচ্ছে হচ্ছে, গুডবাই—ফোন কেটে দেওয়ার শব্দ হলো।

জুপিটার রিসিভারটা ক্রেডেলের ওপর নামিয়ে রাখল। তিনটি কিশোর পরস্পরের দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারা স্তব্ধ, হতবাক। আলফ্রেড হিচকক কি বলতে চাইলেন?

তোমরা কি মনে করো, এটা আর একটা কেস? বব প্রশ্ন করল।

অনুমান কিংবা ভবিষ্যৎবাণী করার মত সময় তাদের হাতে ছিল না। কারণ ঠিক সেই মুহূর্তে হেডকোয়ার্টারের উন্মুক্ত স্কাইলাইটের ভেতর দিয়ে ম্যাথিলডা জোনসের উচ্চ কণ্ঠস্বর কেঁপে কেঁপে উঠল।

জুপিটার! বাইরে বেরিয়ে এসো! তোমাকে কে যেন ডাকছে।

মিনিটখানেক পরেই তিন কিশোর দু'নম্বর টানেলের ভেতর দিয়ে বেরিয়ে গেল। টানেলটা আর কিছুই নয়, একটা বিরাট পাইপ তাদের অফিস ঘর থেকে বেরিয়ে সালভেজ ইয়ার্ডের সেই স্তূপিকৃত কাঠের তক্তাগুলোর মধ্যে গিয়ে মিশেছে। বাইরে থেকে বোঝাই যায় না পাইপের শেষ কোথায়? কোথায় গিয়ে মিশেছে সেটা! সেখান থেকে উদ্ধার প্রাপ্ত ভাঙ্গা জাহাজের টুকরো টুকরো যন্ত্রপাতি এবং কাঠের তক্তার ভেতর দিয়ে পথ করে বেরিয়ে আসতে হলো তাদের।

একটা ছোটো গাড়ী পার্ক করা ছিল সেখানে। এবং সেই গাড়ীর এক ধারে একটি যুবক দাঁড়িয়েছিল। দেখামাত্র তারা তাকে চিনতে পারল। যুবকটি সেদিন প্রিন্স ডিজারোর দেহরক্ষীদের মধ্যে অন্যতম ছিল। সারাটা দিন সেই যুবকটি তাদের ছায়ার মত ঘিরে রেখেছিল।

হ্যালো! যুবকটি তাদের লক্ষ্য করে বলল—আমার মনে হয় না, আমার সঙ্গে তোমার ভাল করে আলাপও হয়নি। যাইহোক, এখন তোমাদের কাছে আমার পরিচয়টা প্রকাশ করা যাক। আমার নাম বারট ইয়াং, আর এই আমার পরিচয়পত্র।

সে তাদের চোখের সামনে মেলে ধরল একটা কার্ড সেই কার্ডে তার নাম, ঠিকানা, পেশা, সব কিছু লেখা ছিল। তারপর একটু পরেই সেই কার্ডটা সে তার ওয়ালেটে চালান করে দিল।

আমি আমেরিকান সরকারের একজন সরকারী প্রতিনিধি, এক সরকারী বিশেষ কাজে এসেছি তোমাদের কাছে; সে বলল—কথাটা খুব গোপনীয়, তোমাদের সঙ্গে আড়ালে কোথায় আলোচনা করা যায় বল তো?

আসুন আমাদের সঙ্গে। জুপিটার বলল। চোখ দুটো বড় বড় করে তাকাল সে। বলে কি লোকটা? একজন সরকারী এজেন্ট তাদের সঙ্গে কথা বলতে চায়! তাও আবার গোপনে? তাছাড়া সে নাকি আবার হিচককের সঙ্গে তাদের সম্বন্ধে খোঁজ-খবর নিয়ে রেখেছে। এর মানে

কি তাহলে? লোকটা তাদের একটু ভাবিয়ে তুলল।

ওয়ার্কশপ সেকশানে ফিরে এলো সে। দু'টি পুরনো চেয়ার তার চোখে পড়ল। পিট এবং বব একটা বাক্সের ওপর বসেছিল সেখানে।

তোমরা নিশ্চয়ই আন্দাজ করেছ, কেন আমি এখানে এসেছি। বারট ইয়াং জিজ্ঞেস করে তাকাল তাদের দিকে। না, তারা এখনো কোনো অনুমান করতে পারেনি, তবে তারা তার মুখ থেকে শোনার জন্যে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল। আগন্তুক তাদের সব জল্পনা কল্পনার অবসান করে বলল—তোমরা নিশ্চয়ই ভারানিয়ার প্রিন্স ডিজারোকে চেন? ব্যাপারটা তাকে কেন্দ্র করেই।

প্রিন্স ডিজারো! বব চিৎকার করে বলে উঠল—কেমন আছেন তিনি?

তিনি ভালই আছেন এবং তিনি তাঁর শুভেচ্ছা পাঠিয়েছেন। বারট ইয়াং বলল। কয়েকদিন আগে তাঁর সঙ্গে আমার কথা হচ্ছিল তোমাদের নিয়ে। তাঁর ইচ্ছে, তোমরা তিনজন ভারানিয়ায় গিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করো। সপ্তাহ দু'য়েকের মধ্যেই তাঁর অভিষেক হচ্ছে। তিনি চান সেই সময় পর্যন্ত তোমরা তাঁর সঙ্গে থাকে।

ও। পিট উচ্ছসিত হয়ে বলে উঠল, কি মজা, আমরা তাহলে ইউরোপে বেড়াতে যাচ্ছি? আপনি নিশ্চিত, তিনি আমাদের সত্যি সত্যি তাঁর কাছে পেতে চান?

হ্যাঁ, হ্যাঁ তোমরা, তোমরা ছাড়া আর কেউ নয়। বারট ইয়াং প্রত্যুত্তরে বলল—সেদিন তোমরা সবাই তাঁর সঙ্গে ডিসনিল্যান্ডে যাওয়াতে মনে হয় তিনি তোমাদের প্রকৃত বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছেন। আসল কথা কি জান? তাঁর খুব বেশী বন্ধু-বান্ধব নেই। ভারানিয়ায় যে কয়টি কিশোর আছে, তিনি জানেন না, তাদের মধ্যে প্রকৃত বন্ধু কে তাঁর, এবং কে বা কারা তাঁকে তোষামোদ করে থাকে, কারণ তিনি রাজপুত্র, ভারানিয়া দেশের ভাবী রাজা। কিন্তু তোমরা যে তাঁর সত্যিকারের বন্ধু, এ কথা তিনি বেশ ভাল করেই জেনে গেছেন। তাঁর খুব ইচ্ছে, কয়েকজন বন্ধু তাঁর সঙ্গে থাক, এবং সেই প্রয়োজনেই তিনি তোমাদের সঙ্গ কামনা করছেন। আমি তোমাদের সত্য ঘটনা বলছি, এই মতলবটা আমিই প্রথমে তার মাথায় ঢোকাই।

আপনি এ কাজ করেছেন? বব জানতে চাইল—কিন্তু কেন? বলুন কেন আপনি প্রিন্স ডিজারোর কাছে আমাদের নাম প্রস্তাব করলেন?

তোমরা কি একান্তই সে কথা জানতে চাও? ঠিক আছে, বারট ইয়াং বলল—ব্যাপারটা এই রকম। ভারানিয়া দেশটা শান্তিপ্রিয়। এবং নিরপেক্ষ সুইজারল্যান্ডের ভারানিয়ার আমরা, মানে ইউনাইটেড ষ্টেটস ভীষণ পছন্দ করি।

তার মানে বন্ধুভাবাপন্ন দেশ ছাড়া অন্য কোনো দেশকে ভারানিয়া সাহায্য করে না।

জুপিটার এতক্ষণ চুপচাপ বসেছিল। সে এবার থাকতে না পেরে প্রতিবাদ করে উঠল, ভারানিয়ার মত ছোট একটা জাতি অন্যের কি সাহায্যেই বা লাগতে পারে?

শুনলে হয়ত আশ্চর্য হবে তোমরা, গুপ্তচরদের পক্ষে দেশটা আদর্শ। কিন্তু আমি সেই উদ্দেশে সেখানে যাচ্ছি না। যাই হোক, এখন আমার প্রশ্ন হলো, তোমরা কি যাবে?

ছেলেরা পরস্পরের দিকে চোখ ছোট করে তাকাল। হ্যাঁ, তারা নিশ্চয়ই যেতে চায়। কিন্তু এদিকে কতকগুলো অসুবিধেও কাছে বৈকি। প্রথমতঃ তাদের পরিবারের কথা চিন্তা করতে হবে, তারপর খরচের কথা। বারট ইয়াং সঙ্গে সঙ্গে এ দুটো সমস্যার সমাধান করে দিল।

আমি তোমাদের পরিবারদের সঙ্গে কথা বলব। বারট ইয়ং বলল—আশা করি আমি তাঁদের

বোঝাতে পারব, তোমরা সেখানে ভাল লোকের হাতেই পড়বে। প্রথমতঃ আমি কথা রাখব। আর তোমরা তো রাজকুমারের অতিথি হয়ে সেখানে যাচ্ছ। খরচার কথা তোমাদের ভাবতে হবে না। আমরা তোমাদের প্লেনের টিকিট কেটে দেওয়ার ব্যবস্থা করব। তাছাড়া তোমাদের পকেট খরচাও আমরা দেবো। আমরা চাই তোমরা সেখানে গিয়ে বিচিত্র ধরণের অ্যামেরিকান ছেলেদের মত অভিনয় করো, ভারানিয়ানরা তাঁদের যেমন করে কল্পনা করে থাকে। তার মানে সুভেনির কিনে এবং ছবি তুলে সময় কাটিয়ে দিতে হবে তোমাদের সেখানে।

খবরটা বব এবং পিটকে দারুণ উল্লসিত করে তুলল। তবে জুপিটারকে ভ্রুকুটি করে তাকাতে দেখা গেল।

অ্যামেরিকান সরকার কেন এই সব করতে যাবে? জুপিটার প্রশ্ন করল। কেবলমাত্র বদান্যতা দেখানোর জন্যে নিশ্চয়ই নয়। ও ভাবে কোনো সরকার উদারতা দেখাতে যায় না শুধু শুধু।

আলফ্রেড হিচকক বলছিলেন তোমরা খুব স্মার্ট। বারট ইয়ং হাসল। তোমাদের সম্বন্ধে তাঁর ধারণা যথার্থ। আমার ছোটো ভায়েরা শোনো, তোমাদের ভারানিয়ায় থাকার সময় সরকার চান, এজেন্ট হিসেবে তোমরা সেখানে কাজ করো।

তার মানে আপনি বলতে চান, প্রিন্স ডিজারোর হয়ে আমাদের গোয়েন্দাগিরি করতে হবে? পিটের চোখে ঘৃণা ঝরে পড়ছিল।

বারট ইয়াং তার মাথা দুলিয়ে বলল—না, না ও সব কোনো ব্যাপারই নয় আদৌ। কিন্তু তোমাদের চোখ কান সব সময় খুলে রাখতে হবে। সেখানকার সব ঘটনার ওপর কড়া নজর রাখতে হবে। আর কোনো সন্দেহজনক কিছু দেখা কিংবা শোনামাত্র তখুনি খবর পাঠিয়ে দেবে।

সন্দেহজনক মানে? কি বলতে চান। বব প্রশ্ন করে তাকাল তার দিকে। তাহলে একটু খুলেই বলি। বারট ইয়ং কেমন রহস্যময় গলায় বলল—ব্যাপারটা কি জান? আমাদের কাছে খবর আছে, ভারানিয়ায় একটা রোমাঞ্চকর ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে। তবে সেই ঘটনাটা যে কি, তা আমরা জানি না। তবে আমাদের ধারণা, সেটা জানার জন্যে তোমারা আমাদের সাহায্য করতে পারবে।

খুব অদ্ভুত ব্যাপার তো! জুপিটার ভ্রুকুটি করে বলল—আমি ভেবেছিলাম, খবর সংগ্রহের উৎস আছে সরকারের।

আমরা তো কেবলই মানুষ, বারট ইয়ং বলল—ভারানিয়া দেশটা খুব কঠিন সেখান থেকে শেখার কিছু নেই। দেখ, ভারানিয়ার লোকেরা এতই স্পর্শকাতর এবং গর্বিত যে, অপর দেশের সাহায্য নেবার প্রয়োজন মনে করে না তারা। শুধু তাই নয়, তুমি যদি কিছু দিতে চাও কিংবা তাদের কোনো উপকার করতে চাও, তাতে তারা ভীষণ অপমানবোধ করবে।

খুবই স্বাভাবিক। জুপিটার গম্ভীর ভাবে বলল।

হ্যাঁ, সব স্বাধীনতাকামী মানুষেরই তাই কাম্য। তবে আমরা একটা গোপনসূত্রে খবর পেয়েছি, গুজব কিনা জানিনা, সেখানে কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে। এদিকে ডিউক ষ্টিফেন, রিজেন্ট, এদের সম্বন্ধে আমাদের ভাববার আছে। প্রিন্স ডিজারোর যতদিন না অভিষেক হচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত ডিউক ষ্টিফেনই কার্যত সে দেশের শাসক, প্রধানমন্ত্রী ডিউক ষ্টিফেন এবং সমগ্র সুপ্রিম কাউন্সিল, যেটা আমাদের কংগ্রেসের মত, ছোটোখাটো একটা খুব কঠিন সংস্থা। আমাদের ধারণা, ডিউককে তারা রাজকুমার হতে দেবেন না শেষ পর্যন্ত। যে ভাবেই হোক, তাঁর রাজকুমার হওয়া তারা ঠেকাবেনই।

কিন্তু আমাদের তাতে মাথা ঘামানোর দরকার কি বলুন? পিটার মন্তব্য করল, এটা তাদের দেশের রাজনৈতিক ব্যাপার, তারা নিজেরা তার মোকাবিলা করুক, আমরা তো এটাই চাই, চাই না?

নিশ্চয়ই। এখন সাধারণ ভাবে বলতে গেলে বলতে হয়, এটা তাদের রাজনৈতিক ব্যাপার। এবং আমাদের দেশ এ ব্যাপারে একেবারে হাত গুটিয়ে বসে থাকাই উচিৎ। কিন্তু ব্যাপার এত সহজে মেটার কথা নয়। কানাঘুষোয় আর একটা খবর শোনা যাচ্ছে, ডিউক ষ্টিফেনের মনে নাকি এর চেয়েও বিরাট একটা পরিকল্পনা আছে। এবং সেটার সাফল্য নির্ভর করছে, তারা কতদূর এগুতে পারে। এখন আমাদের জানতে হবে তার সেই গোপন ইচ্ছেটা কি? আমাদের হয়ে তোমরাই সেই গোপন সংবাদটা সংগ্রহ করতে পারো ডিজারোর প্যালেসে তার অতিথি হয়ে থাকার সময়! যে কাজ তোমরা পারো, আমরা কিন্তু পারবো না। আমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে ভারানিয়ার লোকেদের সঙ্গে সাহস করে মিশতে পারবে, কিংবা তাদের কাছ থেকে সত্য ঘটনা জেনে আসতে পারবে। হয়তো ডিজারো এ-ব্যাপারে কিছু জানেন এবং তিনি এত বেশী গর্বিত যে কারোর সাহায্য চাইবেন না, কিন্তু আমার বিশ্বাস সে কথা তিনি নিশ্চয়ই বলতে পারেন। আবার এমনও হতে পারে, অন্য লোকেরা তোমাদের অতি সাধারণ কিশোর ভেবে তারা তোমাদের অবজ্ঞা ভরে অবহেলা করে, ভালো করে তেমন নজরই দেবে না তোমাদের ওপর। আর সেই ফাঁকে কোনো গোপন তথ্য তোমাদের কাছে স্লিপ করে বেরিয়ে আসতে পারে।

খুবই স্বাভাবিক।

তাহলে তোমরা বুঝতেই পারছ, এটা একটা বিরাট প্রশ্ন। এমন গুরুত্বপূর্ণ কাজের ভার তোমরা নেবে?

বব এবং পিট অপেক্ষা করল জুপিটারের জন্যে। তাদের ফার্মের প্রধান হিসেবে জুপিটারই এক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নিতে পারে, যা বলার সেই বলতে পারে। জুপিটার একটু সময়ের জন্যে কি যেন ভাবল, তারপর মাথা নাড়ল।

আপনারা আমাদের যা করতে বলছেন, তাতে যদি প্রিন্স ডিজারোর সাহায্য হয়, আমরা নিশ্চয়ই তা করবো। জুপিটার আরো বলল—সেই সঙ্গে আমাদের বাড়ির অভিভাবকদেরও সম্মতি থাকা চাই। তবে ডিজারোকে বলেছি, আমরা তাঁর বন্ধু হতে চাই, এবং তাঁর বিরুদ্ধে যায় এমন কোনো খারাপ কাজ আমরা করব না হ্যাঁ, এই কথাই আমি শুনতে চাইছিলাম। বারট ইয়াং মৃদু চিৎকার করে বলে উঠল। তবে একটু সতর্ক হতে হবে। ডিজারোকে জানতে দেবে না, সেখানে কোনো অঘটন কিছু ঘটতে যাচ্ছে। বরং চেষ্টা করবে তিনি যেন তোমাদের কিছু বলেন সম্ভব হলে। আর একটা কথা তোমাদের বলে রাখি, তোমাদের সেখানে যাওয়ার উদ্দেশ্যটা যেন কেউ জানতে না পারে। ভারানিয়ার প্রায় সব লোকই ডিজারোকে ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে এবং তার প্রতি তাদের পূর্ণ আনুগত্য আছে। ডিউকের বাবা গত আট বছর আগে শিকার করতে গিয়ে নিহত হন। প্রজারা আজও তাঁকে ভক্তি করে, পুজো করে। ডিউক ষ্টিফেনকে তারা খুব পছন্দ করে না। কিন্তু এখন কথা হচ্ছে, তারা যদি ভাবে, তোমরা গুপ্তচরগিরি করছ, এমন কি তাদের ভালোর জন্যেও, তখন তারা তোমাদের রেহাই দেবে না, প্রচন্ড হাঙ্গামা বাধাবে। অতএব তোমরা সেখানে তোমাদের মুখ বন্ধ করে চোখ কান খুলে রাখবে। বুঝেছ? বারট ইয়াং নিজের থেকেই আবার বলল—ঠিক আছে, আমার ছোট ভায়েরা, এবার কাজে

নেমে পড়া যাক, কেমন।

তিন □ রূপোর মাকড়সা

রৌদ্রস্নাত ভারানিয়া।

এক ঝলক ঠান্ডা বাতাস ববের দেহের ওপর দিয়ে বয়ে গেল। সে তখন পাথরের ব্যালকনির ওপর দাঁড়িয়ে প্রাচীন ডেনজো শহরের চারপাশে তাকিয়ে দেখছিল। জোরে হাওয়া বইছিল তখন। অশান্ত গাছের পাতায় সকালের সূর্যের আলোটা কেমন অদ্ভুতভাবে ঢেউ খেলে যাচ্ছিল, তার ঢেউ খেলে যাচ্ছিল, তার ঢেউ এসে পড়ছিল অদূরে বিরাট বিরাট টাওয়ারগুলোর ওপর এবং পাবলিক বিল্ডিংগুলোর ওপর। আধ মাইল দূরে একটি বিরাট চার্চের গোলাকার সোনালী গম্বুজ ছোট একটা পাহাড়ের ওপর উঁকি দিচ্ছিল। নিচে পাথর বসানো কোর্টইয়াড। কয়েকজন মহিলা কড়া বুরুশ দিয়ে পাথরগুলো ঘসে ঘসে ধুচ্ছিল।

পাঁচতলা সমান উঁচু পাথরের প্যালেস। সেই প্যালেসের পিছনে চওড়া খরস্রোতা ডেনজো নদী শহরের ভেতর দিয়ে কলকল শব্দে প্রবাহিত হচ্ছিল। নদীর বুকে ভ্রমণবিলাসীদের ছোট ছোট কয়েকটা নৌকো ভাসতে দেখা যাচ্ছিল, তাদের চলার গতি অতি শ্লথ। নৌকোগুলো দারুণ সুন্দর করে সাজানো, নৌকোর চারপাশে নীল জল, মাথার ওপর নীলাকাশ। নীলে নীলে মিশে গিয়ে একাকার হয়ে গিয়েছিল। বর্ণময় দৃশ্য। তিনতলার ব্যালকনি থেকে সেই সুন্দর মনোরম দৃশ্য দেখতে দেখতে মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছিল বব।

ক্যালির্ফোনিয়া থেকে এখানকার দৃশ্যের অনেক পার্থক্য আছে অবশ্যই। পিট খোলা জানালাপথ পেরিয়ে আসার সময় বলল, একবার দেখা মাত্র তুমি অনায়াসে বলে দিতে পারবে, শহরটা বেশ পুরনো। তারপর পিট ব্যালকনিতে এসে ববের সঙ্গে মিলিত হলো।

তেরশো পঁয়তিরিশে এই শহরের গোড়াপত্তন হয়। বব বলল। এমন চমকপ্রদ অভিযানে আসার আগে বব ভারানিয়া শহর এবং তার ইতিহাস নিয়ে যথেষ্ট পড়াশোনা করে এসেছিল। অবশ্য পিট কিংবা জুপিটার কেউ তার এই দিকটার কথা জানত না। বব আবার বলতে শুরু করল। এই প্রাচীন শহরটা বারে বারে শত্রুরা আক্রমণ করেছে এবং অমানুষের মত এদের ওপর ধ্বংসের ষ্টীমরোলার চালিয়েছে। তবু এ সব সত্ত্বেও এই ছোট্ট শহরের মানুষদের মনোবল খুব শক্ত। তারা আবার নতুন উদ্যমে দ্বিগুণ উৎসাহ নিয়ে ভাঙ্গা শহর ফিরে আবার গড়ে তোলার কাজে কোমর বেঁধে নেমে পড়েছিল। সেই কোন ষোলোশো পঁচাত্তরের পর থেকে এখানে শান্তি বিরাজ করছিল বেশ। প্রিন্স পল তখনকার সময়ের এক রাজদ্রোহীকে চরম শাস্তি দিয়ে রাতারাতি জাতীয় নেতা হয়ে যান, আমাদের ঠিক জর্জ ওয়াশিংটনের মতন। এখানকার সব কিছু আমাদের চোখে পড়ছে, সবই প্রায় তিনশো বছরের পুরনো। তবে শহরে আধুনিক ডিজাইনে তৈরী একটা অঞ্চলও আছে, যদিও এই মুহূর্তে সেটা দৃশ্যত নয়।

আমার খুব পছন্দ এই শহর, পিট প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে বলল—আমার মনে হয়, এই শহরের সঙ্গে অন্য কোনো শহরের তুলনাই হয় না।

আর এরঙ্গ আয়তনই বা কত কম দেখ। মাত্র পঞ্চাশ বর্গ মাইল। বব তাকে বলল—সত্যি জাতি হিসেবে এরা সংখ্যায় অল্প। অদূরে ঐ ছোটো পাহাড়গুলোর দিকে তাকিয়ে দেখ? সবচেয়ে উঁচু ঐ পাহাড়টা হচ্ছে ভারানিয়ার সীমানা। ডেনজো নদীর সাতমাইল বরাবর জায়গা এই দেশের সীমানার পরিধি। আঙ্গুর আর সুতী বস্ত্রের দেশ এই ভারানিয়া। এবং এখানে বিদেশী.

অতিথিদের আগমন এখানকার অর্থ সমাগমের একটা ভালো পথ বলা যেতে পারে। ছবির মত দেশ বলে টুরিষ্টদের আগমন একটু যেন বেশী এখানে। আর এই টুরিষ্টদের কৃপায় এখানকার বেশীর ভাগ দোকানীরা সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে আজও বেচে আছে। তাই টুরিষ্টদের জন্যে তাদের কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই যেন।

ওদিকে জুপিটার জোনস তাঁর চকচকে স্পোর্টস শার্টের বোতাম আঁটতে গিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো, এবং বাইরের সেই সুন্দর মনোরম পাহাড়ী দৃশ্য দেখে ক্রমশই উত্তেজিত হয়ে উঠল সে। আঃ সে অপূর্ব দৃশ্য! ঠিক যেন ছায়াছবির দৃশ্য দেখছি। তবে এ দৃশ্য ক্যামেরায় ধরে রাখার নয়, এটা বাস্তব চিত্র। আচ্ছা বব, ওখানে ওটা কোন চার্চ বল তো?

আমার মনে হয়, ওটা নিশ্চয়ই সেণ্ট ডোমিনিকের হবে। বব বলল—সব চেয়ে বড় চার্চ, এবং একমাত্র ঐ চার্চেই সোনার গম্বুজ আছে। সেই সঙ্গে দুটি বিরাট বিরাট অট্টালিকা, লোকে সে দুটিকে ঘণ্টা-ঘর বলেই চেনে। দেখ, দেখ মোচার মতন দেখতে লম্বা মিনারের চূড়াগুলো? ওগুলোর মধ্যে অনেকগুলো ঘণ্টা আছে। বাঁদিকের টাওয়ারের ভেতরে আটটা ঘণ্টা আছে, সেই ঘণ্টাগুলো চার্চের কাজকর্মের জন্যে এবং জাতীয় ছুটির দিনে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ডানদিকের মিনার বা টাওয়ারের একটা বিস্ময়কর পুরনো ঘণ্টা আছে প্রিন্স পলের ঘণ্টা। ষোলশো পঁচাত্তরেও বিদ্রোহ দমনের সময় প্রিন্স পল সেই বিস্ময়কর ঘণ্টাটা বাজিয়ে তাঁর অনুগামীদের জানাতে চেয়েছিলেন, তিনি তখনো বেঁচে আছেন এবং তিনি তাদের সাহায্য চান। তাতে কাজ হয়েছিল। তাঁর অনুগামীরা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে বিদ্রোহীদের দেশছাড়া করে দিয়েছিল। সেই থেকে ঐ ঘণ্টাটা কেবল রাজপরিবারের জন্যে বাজান হয়ে থাকে।

এই রাজ পরিবারের কোনো রাজকুমারের অভিষেকের সময় ঐ ঘণ্টাটা একশোবার বাজান হয়, তবে খুব ধীরে ধীরে। তাছাড়া রাজকুমারের জন্ম-লগ্নে পঞ্চাশবার ঘণ্টা বাজান হয়, এবং রাজকুমারী জন্মালে পঁচিশবার ঘণ্টার শব্দ শোনা যায়। আর রাজ পরিবারের কারোর বিয়ের সময় পঁচাত্তরবার ঘণ্টা বাজান হয়ে থাকে। তবে বিয়ের বেলায় ঘণ্টার শব্দ প্রচন্ড জোরে হয়ে থাকে। এবং এমনি তীব্র সেই শব্দ যে, তিন মাইল দূর থেকেও সেই শব্দ শোনা যায়।

খুব ভালো একটা পুরনো রেকর্ড তাহলে। পিটার হাসল। এখন আমাদের ডিজারোর সঙ্গে দেখা করার জন্যে প্রস্তুত হতে হবে, জুপিটার তাদের স্মরণ করিয়ে দিল। খানিক আগে রাজপরিবারের সরকার বলে গেছে, ডিজারো নাকি আমাদের সঙ্গে ব্রেকফাষ্টে যোগ দিতে আসছেন।

ব্রেকফাষ্টের কথা বলতে গেলে আমাকে কিছু তাহলে বলতে হয়, পিটার বলল, এখন আমরা খাবো কোথায়?

অপেক্ষা করো, সময় হলেই দেখতে পাবে, জুপিটার প্রত্যুত্তরে বলল, ততক্ষণে এসো, আমাদের জিনিষপত্রগুলো মিলিয়ে দেখে নিই সব ঠিক আছে কিনা। যাই বলো, আমরা এখানে আমাদের বিশেষ কাজে এসেছি।

এই বলে সে ঘরে ফিরে গেলো। ঘরের ছাদটা অনেক উঁচু। দেওয়ালগুলো চওড়া। ঘরের এক গোনায় ছ'ফুটেরও বেশী চওড়া একটা খাট দেখা যাচ্ছিল। তারা তিনজন শুয়েছিল। ঐ খাটের ওপর ডিজারো পরিবারের ব্যবহৃত জামাকাপড় পরেছিল। জামার ওপর তাদের বংশমর্য্যাদার চিহ্ন সূচিত।

তাদের ব্যাগগুলো তখনো ষ্ট্যান্ডের ওপর পড়েছিল। তারা নিজেদের ব্যাগগুলো মাত্র একবারই

খুলেছিল, পায়জামা এবং টুথব্রাশ বার করার জন্যে। তাও সে গতকাল সন্ধ্যায় এখানে এসে পৌঁছনোর পর। একটা জেট প্লেন তাদের প্রথমে নিউইয়র্কে নিয়ে যায়, এবং সেখান থেকে প্যারিসে তারপর। সেই যাইহোক কোনো শহরই তারা বেরিয়ে দেখেনি, কারণ বিমানবন্দর ছেড়ে বাইরে আর যাওয়া হয়ে ওঠেনি। প্যারিসে বিমান ছেড়ে তারা হেলিকেপ্টারে গিয়ে ওঠে। এবং শেষ পর্যন্ত সেই হেলিকেপ্টারই তাদের ডেনজোর ছোট্ট বিমানবন্দরে এনে নামিয়ে দেয়।

ডেনজো বিমানবন্দরে একটা গাড়ী তাদের জন্যে অপেক্ষা করছিল। সেই গাড়ীতে চড়েই তারা এই রাজপ্রাসাদে এসে উঠেছিল গতকাল সন্ধ্যায়। সেখানে রাজপরিবারের সরকার তাদের স্বাগত জানায়। প্রিন্স ডিজারো তখন নিজে আসতে পারেন নি, তখন তাঁকে একটা খুব জরুরী মিটিং-এ যেতে হয়েছিল। তবে তিনি বলেছিলেন, আজ সকালে তাদের সঙ্গে ব্রেকফাষ্টের টেবিলে মিলিত, হবেন। তারপর রাজপরিবারের সরকার তাদের বিভিন্ন করিডোর ঘুরিয়ে শেষে এই শয়নকক্ষে নিয়ে আসে। তিন অনুসন্ধানকারীরা তখন ভীষণ ক্লান্ত। পরিশ্রান্ত। কথা বলতে পারছিল না। অবসন্ন দেহে কোনো রকমে পা টলতে তারা বিছানার ওপর লুটিয়ে পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে রাতের ঘুম এসে তাদের চোখে ধরা দেয়, নাকি আত্মসমর্পণ করে, বলা মুসকিল। মুহূর্তে তারা ঘুমের কোলে ঢলে পড়েছিল তখন ব্যাগগুলো না খুলেই।

এখন তাদের খেয়াল হলো, ব্যাগগুলো খুলল। এবং প্রয়োজনীয় পোষাকগুলো যে যার ব্যাগ থেকে বার করে নিল।

কিন্তু পোষাকগুলো এখন নিত্য ব্যবহারের জন্যে রাখা যায় কোথায়? ঘরের ভেতরে চোখ বুলতে গিয়েই তাদের নজরে পড়েছিল একটা বড় আকারের পোষাক রাখার ক্যাবিনেটের ওপর। দেখে মনে হয়, সেটা প্রায় পাঁচশ বছরের পুরনো, এবং দুর্গটা তৈরীর পর থেকে অজানা থেকে গিয়েছিল একরকম। এক সময় তাদের দৃষ্টি থমকে দাঁড়াল তিনটি জিনিষের ওপর, সেগুলোর ওপর তাদের হাত এখনও পড়েনি।

তিনটি ক্যামেরা। একেবারে নিটোল ক্যামেরাও বলা যায় না। তবে ক্যামেরার মতন দেখতে। এবং সেগুলো অবশ্যই ক্যামেরা বটে। বড় আকারের ক্যামেরা এবং অত্যন্ত দামী দেখতে, সঙ্গে ফ্ল্যাশবাল্বও ছিল। তবে একটা মজার ব্যাপার হলো কি জান? সেই ক্যামেরাগুলো তুমি আবার রেডিও হিসেবেও ব্যবহার করতে পারো। ক্যামেরার পিছনে বিশেষভাবে তৈরী শক্তিশালী রেডিও সহজেই বহনযোগ্য। ফ্ল্যাশবাল্বের সংযোজনটা আবার অ্যানটেনার কাজও করতে পারে, অর্থাৎ খবর দেওয়া-নেওয়ার কাজে উপযুক্ত। পরীক্ষা করে দেখতে পারো ক্যামেরায় ঠোঁট লাগিয়ে, তাহলে দেখবে, দশ মাইলের মধ্যে তোমার গলার স্বর ছড়িয়ে পড়েছে। এমন কি ঘরের ভেতরের কণ্ঠস্বর বেশ কয়েক মাইলের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে।

এই সব ক্যামেরা-কাম-পোর্টেবেল রেডিওর ব্যান্ড দুটি যোগাযোগ করার জন্যে। অন্য কোনো সাধারণ রেডিওর এই সব রেডিওর কোনো কথাবার্তা শোনা যাবে না, যদি না সব রেডিওর চ্যানেলগুলো একই সমান্তরাল রেখায় অবস্থিত হয়। বিছানার ওপর পড়ে থাকা ঐ তিনটি রেডিও ছাড়া ঠিক ঐ মডেলের রেডিও এখন অ্যামেরিকান দূতাবাসে পড়ে আছে। সেই বারট ইয়াং অপেক্ষা করছে। লস এঞ্জেলস থেকে নিউইয়র্কে আকাশপথে সে তাদের সঙ্গে উড়ে এসেছিল। আন্তরিক ভাবেই সে তাদের সঙ্গে সারাটা পথ গল্প-গুজব করে সময় কাটিয়ে দিয়েছিল। এবং বলাবাহুল্য, গল্প করার ছলে সে তাদের কাজের ব্যাপারে কঠোর নির্দেশ দিয়ে রেখেছিল।

অন্য আরো অনেক আলাপ-আলোচনার মধ্যে সে তাদের বলেছিল, সে তাদের কাছ থেকে খুব বেশী দূরে সরে থাকবে না। সেই সঙ্গে তাদের কাছে তার একান্ত আশা হলো, ক্যামেরা-কাম-পোর্টেবল রেডিও মারফত তারা তার সঙ্গে সব সময় যোগাযোগ রেখে চলবে। এবং সেই সব গোপন খবরগুলো যেন রাতের দিকে পাঠানর ব্যবস্থা করা হয়। খুব শীগগীর সত্যি সত্যি যদি কোনো জরুরী ঘটনা ঘটে যায়? তাহলে।

বন্ধুগণ, তাহলে এখন তোমরা আমার কথাগুলো বুঝতে পারলে তো! সে বলল, হয়তো সব কিছু সহজ স্বচ্ছলভাবে চলে যাবে বিনা বাধায়, এবং প্রিন্স ডিজারোর অভিষেক নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট সময়েই হবে। কিন্তু এ কথাও আবার আমার মনে হয়েছে, কোথায়, কোথায় যেন একটা চক্রান্ত চলছে, ষড়যন্ত্র চলছে প্রিন্স ডিজারোর বিরুদ্ধে, আমাদের বিপদে ফেলার জন্যে, আমাদের কষ্ট দেওয়ার জন্যে। তাই আমার খুব আশা, ষড়যন্ত্র এবং ষড়যন্ত্রকারীদের হদিশ তোমরা আমাদের দিতে পারবে তোমাদের অভিজ্ঞতা তোমাদের বিচার বুদ্ধি খাটিয়ে। এতক্ষণ তোমাদের যা বললাম, সে নিয়ে কোনো প্রশ্ন কর না। তবে একটা কথা জেনে রাখো, ভারানিয়া নিজেদের ব্যাপারে অত্যন্ত সজাগ, তাদের ব্যাপারে বাইরের কেউ নাক গলাক তারা তা চায় না। তাই বলছি, ওদের কিছু বুঝতে না দিয়ে এখানে তোমরা ঘুরে বেড়াও, সুন্দর সুন্দর দৃশ্যের ছবি তুলে নেবে ক্যামেরায়, এবং চোখ কান খুলে রাখো। তারপর নিয়ম মত ক্যামেরা-কাম রেডিও মারফত আমাকে এখানকার উল্লেখযোগ্য ঘটনার ওপর রিপোর্ট দেবে। তোমাদের রেডিও মারফত খবরা-খবর গ্রহণ করার একটা কেন্দ্র আমাকে খুলতে হবে, সম্ভবত অ্যামেরিকান দূতাবাসে।

এখন এই পর্য্যন্ত! প্যারিসের বিমানে ওঠার পর থেকে তোমাদের কথা তোমাদের নিজেদের ভাবতে হবে। তখন তোমরা সম্পূর্ণ তোমাদের হয়ে যাবে, কেবল রেডিও মারফত যোগাযোগ করার সময় তোমাদের অন্যের কথা ভাবতে হবে। তারপর অন্য এক বিমানে চড়ে আমি ভারানিয়ায় যাবো তোমাদের সঙ্গে মিলিত হবার জন্যে। এরপর নতুন কোনো ঘটনা ঘটলে নতুন করে আবার আমাদের পরিকল্পনা করতে হবে। রিপোর্ট করার সময় তোমরা কোর্ড নম্বর ব্যবহার করবে যেমন—প্রথম, দ্বিতীয়, এবং রেকর্ড, বুঝলে?

এই পর্য্যন্ত বলে বারট ইয়াং ভ্রূ কুঁচকে তাকিয়েছিল তাদের দিকে। এবং তারাও কেমন অবাক হয়ে তাকিয়েছিল তার পানে। কাজটা বেশ শক্ত এবং অত্যন্ত ভয়াবহ বলেই মনে হয়েছিল তখন। উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন, এটা ঠিক যে, ইউ, এস, গভর্ণমেণ্টের গুপ্তচর (সিক্রেট এজেন্ট) হিসেবে কাজ করতে চলেছে তারা।

বারট ইয়াং-এর কথা মনে করে সবাই এখন যেন একটু দমে গেল। কারোর মুখে কথা নেই। একটা অদ্ভুত স্তব্ধতা বিরাজ করতে থাকে। পিটই প্রথম সেই নীরবতা ভঙ্গ করল। সে তার ক্যামেরাটা হাতে তুলে নিয়ে চামড়ার কেশটা খুলে ফেলল। চামড়ার কেসের নিচে আরো একটা গোপন জিনিস লুকনো ছিল, খুব ছোট সাইজের একটা টেপরেকর্ডার, শক্তিশালী, ঘরের বাইরের কারোর কথাবার্তা নিখুঁতভাবে টেপ করে নিতে পারে। টেপ করার কথা আদৌ সে জানতেও পারবে না। আর পারবেই বা কি করে বল? তার সামনাসামনি তো আর টেপ করা হচ্ছে না।

ডিজারোর সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার আগে, পিট বলল, মিঃ ইয়াং'র সঙ্গে আমাদের একবার যোগাযোগ করা উচিৎ নয় কি? মানে তাকে জানিয়ে রাখা ভালো, এখানকার সব

কাজকর্ম ঠিক ঠিক চলছে।

উত্তম প্রস্তাব, জুপিটার তাকে সমর্থন করে বলল—আমি এখন ব্যালকনির বাইরে যাচ্ছি প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি তোলার জন্যে।

এই বলে সে তার ক্যামেরাটা তুলে নিল। এবং ব্যালকনি থেকে দ্রুত বেরিয়ে গেলো সে। তারপর চামড়ার কেসটা খুলে প্রথমেই সে সেন্ট ডোমিনিকচার্চের সোনার গম্বুজের ছবি তুলল। সেই সঙ্গে রেডিও ব্রডকাস্টিং ট্রানসমিটারের সুইচটা অন করে দিল।

প্রথম রিপোর্ট, ক্যামেরার ওপর এমন ভাবে ঝুঁকে পড়ল সে যেন লেন্সের ওপর চোখ রেখে একটা ভালো সাইট-সীন খুঁজছে সে। তেমনি ভাবে ক্যামেরার ওপর ঝুঁকে পড়ে জুপিটার নরম গলায় বলল—এই প্রথম খবর দিচ্ছি, আপনি কি আমার কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছেন?

সঙ্গে সঙ্গে খুব নিচু গলায় উত্তর এলো, যা তিন ফুটের ব্যবধানের বাইরে থেকে শোনা যাবে না।

হ্যাঁ, আমি তোমার কথা শুনতে পাচ্ছি। বারট ইয়াং প্রত্যুত্তরে বলল—কোনো খবর আছে? নাকি কিছু জানতে চাও তুমি?

না, না, পরীক্ষা করে দেখছিলাম, এই আর কি। প্রিন্স ডিজারোর সঙ্গে এখনো পর্য্যন্ত দেখা আমরা করিনি। কথা আছে ব্রেকফাস্টের সময় তাঁর সঙ্গে আমাদের দেখা হচ্ছে।

আমি এখানে তৈরী হয়ে থাকছি। যখন যেমন ঘটবে আমাকে জানিও, বুঝলে।

রগার, জুপিটার সতর্ক হলো দরজায় নক্ করার শব্দ শোনামাত্র ঘরের ভেতরে ছুটে এলো।

ওদিকে পিটার তখন দরজা খুলে দিয়েছিল। দরজার ওপারে প্রিন্স ডিজারো তখন তাদের দিকে তাকিয়ে মৃদু মৃদু হাসছিলেন।

আমার প্রিয় বন্ধু। পিট! বব! জুপিটার! ডিজারো চিৎকার করে উঠে তাদের দিকে তার হাতটা বাড়িয়ে দিলেন উষ্ণ করমর্দনের জন্য ইউরোপীয় ষ্টাইলের অনুকরণে। তোমাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে আমি খুব খুশি। আমার দেশ, আমার এই শহর সম্বন্ধে তোমাদের কি মতামত বল। তবে একথাও ঠিক যে, পুরো শহরটা ঘুরে দেখার মতন সময় তোমরা এখনো পাওনি, তেমন পেয়েছ নাকি? খুব শীগগীর, মানে ব্রেকফাস্টের পরেই শহর দেখতে বেরুবো আমরা।

এবার তিনি ঘুরে দাঁড়ালেন, হাতের ইশারায় কাকে বা কাদের যেন কি বললেন তিনি।

ভেতরে এসো, সেই লোকটাকে তিনি নির্দেশ দিলেন—জানলার ধারে টেবিলটা রাখার ব্যবস্থা করো।

সঙ্গে সঙ্গে আটজন ভৃত্য ঘরের ভেতরে এসে ঢুকল। তাদের পরণে লাল টকটকে পোষাক, জামায় রাজ পরিবারের ভৃত্যদের তকমা আঁটা। মুহূর্তে টেবিল চেয়ার যথাস্থানে সাজান হয়ে গেল। টেবিলের ওপর রূপোর বড় বড় থালা, গ্লাস এবং ঢাকনি রাখছিল। ভৃত্যেরা টেবিল সাজানর সময় প্রিন্স ডিজারো তাদের সঙ্গে আনন্দ মুখর আলোচনায় মেতে উঠলেন। মাঝে মাঝে রসিকতা করতেও কসুর করছিলেন না তিনি।

টেবিলের ওপর তুষার শুভ্র লিলেনের চাদর পাতা ছিল। এবং রূপোর থালা বাসনগুলো শোভা পাচ্ছিল। ভৃত্যেরা এক এক করে প্লেটগুলোর ওপর থেকে ঢাকনাগুলো খুলে দিতেই তাদের চোখের সামনে ভেসে উঠল ডিম, শুকরমাংস, সস, টোষ্ট, কেক এবং গ্লাস ভর্তি দুধ।

দেখতে বেশ ভাল লাগছে। পিট চিৎকার করে বলে উঠল, আমার ভীষণ খিদে পেয়েছে।

হ্যাঁ, হ্যাঁ নিশ্চয়ই, ডিজারো বলল—সবাই মিলে এখন খাওয়া যাক। এসো বব, ওদিকে

তাকিয়ে কি দেখছ তুমি?

বব তখন অবাক চোখে একটা বিরাট মাকড়সার জালের দিকে তাকিয়েছিল। মাকড়সার জালটা এ প্রান্ত থেকে ওপ্রান্তে জড়ানো ছিলো। একটা বিরাট মাকড়সার পা দেওয়ালের ফাঁক দিয়ে উঁকি মারছিল তার দিকে। বব অবাক হয়ে ভাবছিল, ডিজারের প্রাসাদে অনেক ঝি-চাকর খাটছে। কিন্তু দেওয়ালের ঐ মাকড়সার জালটা দেখে মনে হয়, তারা তেমন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে থাকতে চায় না বোধহয়।

যেই মাত্র ঐ মাকড়সার জালটার দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্যে পা বাড়াল ঠিক সেই মুহূর্তে প্রিন্স ডিজারো একটা অদ্ভুত কাজ করে বসলেন। ছেলেদের অবাক করে তাদের বিস্ময় বিহ্বল দৃষ্টির সামনে প্রিন্স ডিজারো হঠাৎ ববের পায়ে সজোরো ল্যাং মারতেই সে মেঝের ওপর ছিটকে পড়ল মাকড়সার জালটা ঝেঁটিয়ে পরিস্কার করার আগেই।

পিট এবং জুপিটার আরো অবাক হলো ডিজারো কেমন আন্তরিক ভাবে ববকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করছেন। তাঁর কথা বলার ভঙ্গীটা বড় অদ্ভুত এবং অতি দ্রুত।

আমারি ভুল হয়েছে বব, এখানে আসার সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে সাবধান করে দেওয়া উচিৎ ছিল। প্রিন্স ডিজারো বললেন—কিন্তু আমি সময় পাইনি। ঈশ্বরের কৃপায় ঠিক সময়ে আমি তোমাকে বাধা দিয়েছিলাম, মাকড়সার জালটা নষ্ট করতে দিইনি। তা না হলে এখনি আমি তোমাদের বাড়িতে পাঠিয়ে দিতাম। তবে ঐ মাকড়সার জালটা এখনো অক্ষত থাকায় আমি খুব খুশি। এটা একটা শুভ লক্ষণ। এর অর্থ, তোমরা আমাকে সাহায্য করতে পারবে।

কথা বলতে বলতে হঠাৎ তিনি তাঁর কণ্ঠস্বর খাদের নিচে নামিয়ে আনলেন এমন করে যেন বাইরে কেউ তাঁর কথা শুনছিল। তাই তিনি দ্রুত ছুটে গেলেন বাইরে বারান্দায়। বারান্দায় তখন লাল জ্যাকেট পড়া একজন ভৃত্য দাঁড়িয়েছিল হয়ত বা তাঁর কথা শুনেছিল নীরবে। লোকটার চেহারা বেশ আকর্ষণীয়। মাথার চুল কালো, ঘন কালো গোঁফ।

কি ব্যাপার বিলকিস? ডিজারো জানতে চাইলেন।

ইয়োর হাইনেস, যদি আপনার কোনো কিছুর প্রয়োজন হয়, তাই আপনার হুকুমের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছি, এই আর কি। লোকটি বলল।

এখন কিছু লাগবে না। চলে যাও। আধ ঘণ্টা পরে ডিসগুলো নিয়ে যাওয়ার জন্যে ফিরে এসো। তারা অবাক হয়ে নিচু গলায় তাঁকে বলতে শুনল।

ডিউক ষ্টিফেনের লোক ছিল সে। হয়ত সে আমাদের ওপর নজর রাখছে, গুপ্তচরগিরি করছে। একটা খুব জরুরী ব্যাপার নিয়ে তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করতে হবে। আমি তোমাদের সাহায্য চাই। জানো, ভারানিয়ার ঐতিহাসিক রূপোর মাকড়সাটা চুরি হয়ে গেছে!

চার □ ডিজারোর ব্যাখ্যা

অনেক কথা বলার আছে তোমাদের, ডিজারো বললেন, অতএব নতুন করে শুরু করার আগে খেয়ে নেওয়া যাক। আমাদের সবার খিদেও পেয়েছে খুব, কি বল? তাই বলছি, খাওয়ার পর আলোচনা শুরু করা বেশ সহজ হবে বলে মনে হয়।

অতএব তারা পেট ভর্তি করে খেলো। তারপর ভৃত্যরা ঘরে ঢুকে টেবিল, চেয়ার এবং পরিত্যক্ত খাবার ডিসগুলো সরিয়ে নিয়ে গেল। ডিজারো ঘরের বাইরে একবার উঁকি দিয়ে দেখে নিল বিলকিস তাদের কথায় আড়ি পাতছে কিনা। না, তার টিকি দেখা গেল না। নিশ্চিত

হয়ে ডিজারো জানলার ধারে চেয়ার টেনে নিয়ে তাদের সামনে বসল এবং প্রসঙ্গের জের টেনে বলল।

শোনো বন্ধুরা ভারানিয়ার ইতিহাস আমি তোমাদের কিছু বলতে চাই। প্রিন্স ডিজারো বলতে শুরু করলেন অতঃপর। তখন ১৬৭৫ সাল। প্রিন্স পলের অভিষেক হওয়ার সব ঠিক তখন। ঠিক সেই সময় দেশে হঠাৎ বিদ্রোহ দেখা দিতে তাঁকে আত্মগোপন করতে হয়। এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের স্ট্রীট গায়কের বাড়িতে তিনি আশ্রয় নেন। সেই গায়ক জনসাধারণকে আমোদ-প্রমোদ বিতরণ করে অর্থ উপার্জন করত। তারা তাদের জীবন বিপন্ন করে প্রিন্স পলকে তাদের বাড়ির চিলে-কোঠার ঘরে লুকিয়ে রাখে। তাঁর শত্রুরা তাঁকে অবশ্যই খুঁজে বার করতে পারত, কারণ তারা ভারানিয়ার ছোট বড় প্রতিটি বাড়ি তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখেছে। এমন কি প্রিন্স পলের আশ্রয়দাতা সেই গায়কের বাড়িও তাঁর শত্রুদের দৃষ্টি এড়ায়নি। শেষ পর্যন্ত তারা তার চিলে-কোঠার ঘরের সামনে গিয়েও হাজির হয়েছিল। কিন্তু এর মধ্যে একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটে গিয়েছিল সেই চিলে-কোঠার ঘরের সামনে। বাইরে থেকে দরজায় তালা ঝুলিয়ে লাগিয়ে রেখেছিল সেই গায়ক ভদ্রলোক। ওদিকে প্রিন্স পল ঘরে ঢোকা মাত্র বাইরে দরজার ওপর একটা বিরাট আকারের মাকড়সা এমন নিখুঁত ভাবে জাল বিস্তার করেছিলে, দেখে মনে হচ্ছিল বেশ কয়েকদিন দরজার ওপর কারোর হাত পড়েনি, অর্থাৎ দরজা খোলা হয়নি। এই সব দেখে-শুনে বিদ্রোহীরা সেই চিলে-কোঠার ঘরটা খুলে দেখার প্রয়োজন মনে করেনি।

তিন দিন প্রিন্স পল সেখানে লুকিয়েছিলেন না খেয়ে জলস্পর্শ না করে। সেই গায়ক পরিবার দরজা না খুলে তাঁকে খাওয়ানোর কোনো সুযোগই পাননি। দরজা খুলতে হলে সেই মাকড়সার জাল নষ্ট করে ফেলতে হয়, বুঝলে! অথচ জালটা দরজার ওপর থাকা একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল তখন। বুঝতেই পারছ কারণটা কি? দরজার ওপর মাকড়সার জাল দেখেই প্রিন্স পলের শত্রুপক্ষ সন্দেহ না করে চলে যায়। তাহলে এর থেকে অনায়াসে ধরে নেওয়া যায় যে, সেই মাকড়সা, মাকড়সার জালটাই সেদিন প্রিন্স পলের প্রাণরক্ষকের ভূমিকা নিয়েছিল। একেবারে শেষ দিকে আমাদের পূর্বপুরুষরা সাহস করে মাথা তুলে দাঁড়ায়, প্রাসাদের সেই ঐতিহাসিক ঘণ্টাটা বাজায়, যে ঘণ্টাটা আমরা এখন প্রিন্স পলের পরিচয় দিয়ে থাকি। ঘণ্টাটা বাজানোর উদ্দেশ্য হলো, প্রিন্স পলের অনুগামীদের আহ্বান করার জন্যে। এবং শেষ পর্য্যন্ত তারাই বিদ্রোহীদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দেয়।

তারপর।

তারপর সিংহাসন আরোহণ করার সময় তার গলায় রূপোর চেনে একটা সুন্দর রূপোর মাকড়সা ঝুলতে দেখা যায়। সেই রূপোর মাকড়সাটা দেশের সবচেয়ে ভালো রৌপ্যকারকে দিয়ে তৈরী করান হয়েছিল। সেই থেকে তিনি সরকারী ভাবে ঘোষণা করেন ভারানিয়া জাতীয় সৌভাগ্যের প্রতীক হিসেবে এবং রাজপরিবারের রাজকীয় প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। শুধু কি তাই? তিনি এও ঘোষণা করলেন, এখন থেকে কোনো রাজকুমার গলায় প্রিন্স পলের সেই রূপোর মাকড়সা লাগান চেনটা গলায় না ঝোলালে তাঁর অভিষেক সম্পন্ন হবে না। কড়া নির্দেশ। সে নির্দেশ আজও কেউ অমান্য করতে পারেনি।

সেই দিন থেকে ভারানিয়ায় মাকড়সা সৌভাগ্যের প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আসছে। গৃহস্থবধূরা তাদের বাড়িতে মাকড়সার জাল বুনতে দেখলে খুশি হয়। কেউ সেই মাকড়সাকে ইচ্ছে করে আঘাত করে না, কিংবা তার বোনা জালের ক্ষতি করে না।

কিন্তু আমার মা কখনো এ সব সহ্য করতে পারেন না। পিট চিৎকার করে বলল—মাকড়সার জাল তিনি মৃত্যুর মতন ভয় করেন। তাঁর মতে মাকড়সারা ভীষণ নোংরা এবং বিষাক্ত হয়।

আবার অপর দিকে বলা যায়, জুপিটার বলে উঠল—জীব-জন্তুদের মধ্যে মাকড়সাই খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন জন্তু, ছোট্ট বেড়ালের মত প্রায়ই তারা নিজেদের দেহ পরিস্কার করে থাকে। তবে কালো রঙের বিধবা মাকড়সারা সময় সময় ভীষণ বিষাক্ত হয়ে ওঠে, কিন্তু তাকে তুমি আঘাত না করলে সে তোমাকে কামড়াবে না। এমন কি বড় সাইজের বিষাক্ত মাকড়সাগুলো অতটা বিপজ্জনক নয় যতটা তাদের সম্বন্ধে প্রচার করা হয়। তাছাড়া বেশীর ভাগ মাকড়সা, বিশেষ করে এই পৃথিবীতে মোটেই ক্ষতিকারক নয়। বরং তারা আমাদের উপকার করে থাকে অন্য সব কীটপতঙ্গ খেয়ে ফেলে।

সে কথা ঠিক, প্রিন্স ডিজারো তাকে সমর্থন করলেন। এখানে ভারানিয়ায় কোনো ক্ষতিকর মাকড়সা নেই। আমরা যেটাকে প্রিন্স পলের মাকড়সা বলে থাকি, সেটা বিরাট আকারের এবং খুব হ্যান্ডসাম, সুন্দর দেখতে। কালোর ওপর সোনালী ছাপ এবং স্বাভাবিক ভাবেই দরজার ওপর এই সব মাকড়সারা জাল বিস্তার করে থাকে, তবে সময় সময় ঘরে ভেতরেও প্রবেশ করে তারা। বব, খানিক আগে তুমি যে মাকড়সার জালটা এক রকম নষ্ট করে ফেলতে যাচ্ছিলে সেটা প্রিন্স পলের মাকড়সার বংশধর। যাই হোক এটা একটা শুভ সূচনা, আমার দুঃসময়ে তোমরা আমাকে সাহায্য করতে এসেছ।

ভাল কথা, ঠিক সময়ে সেই মাকড়সার জালটা সম্পূর্ণ ভাবে নষ্ট করার আগেই আপনি আমাকে বাধা দিয়েছিলেন বলে আমার খুব আনন্দ হচ্ছে। বব এবার আসল প্রসঙ্গে ফিরে এসে জিজ্ঞেস করল—কিন্তু আপনার অসুবিধেটা কি, তাই বলুন!

ডিজারো প্রথম একটু ইতস্ততঃ করলেন। তারপর মাথা নাড়লেন।

আমি ছাড়া অন্য আর কেউ এ ব্যাপারটা জানে না, ডিজারো বললেন, তা না হলে আমার নিশ্চিত ধারণা, ডিউক ষ্টিফেন হয়ত জানে। ভারানিয়ার নবাগত রাজকুমারকে বংশের দীর্ঘ দিনের ঐতিহ্য হিসেবে অভিষেকের সময় প্রিন্স পলের রূপোর মাকড়সা লাগান চেনটা অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে। অতএব এখন থেকে দু'সপ্তাহ পরে আমাকেও সেটা গলায় ঝোলাতে হবে আমার অভিষেকের সময়। কিন্তু আমি তা পারব না।

কিন্তু, কিন্তু কেনই বা আপনি পারবেন না, পিটার জিজ্ঞেস করল, তা তো বলবেন?

প্রিন্স ডিজারো বলতে চাইছেন, রূপোর মাকড়সাটা চুরি গেছে, জুপিটার তার হয়ে বলল—তাই নয় কি ডিজারো?

ডিজারো জোরে জোরে মাথা নাড়লেন এবার।

হ্যাঁ সেই রূপোর মাকড়সা সত্যিই চুরি গেছে, এবং তার পরিবর্তে একটা বিকল্প রূপোর মাকড়সা তৈরী হয়ে পড়ে আছে। কিন্তু বিকল্প রূপোর মাকড়সাটা কোনো কাজে আসবে না যতক্ষণ না আমি আসলটা খুঁজে বার করতে পারি। আমার সন্দেহ হয় নির্দিষ্ট দিনে আমার ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেলে, কেসটা পুলিশের হাতে চলে যাবে, পুলিশ এনকোয়ারি বসাবে, নানান দুর্নাম ছড়াবে। সে এক বিশ্রী ব্যাপার। আর সে রকম যদি কিছু ঘটেই, না, না আমি সে কথা বলতে পারব না।

ডিজারো এখানে একটু সময় থেমে দেখে নিলেন তারা তার কথা শুনছে কিনা? তারপর কি ভেবে আবার বলতে শুরু করলেন—আমি বুঝতে পারছি, তোমাদের কাছে এটা একটা

ছোটো-খাটো জুয়েলারি বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু ভারানিয়ার মানুষদের কাছে সেই রূপোর মাকড়সাটা তাদের দেশের রাজার সোনার মুকুটের মত মূল্যবান বলে মনে করে। না শুধু তাই নয় আরো আছে; রাজপরিবারের প্রতীক হিসেবে এর একটা আলাদা মূল্য আছে, এবং এই ভারানিয়ায় অন্য কেউ সেই মাকড়সার নকল কিংবা অন্য আর একটা তৈরী করতে পারবে না।

তাই বুঝি! বব অস্ফুটে বলল।

হ্যাঁ। আমাদের দেশটা ছোট হলেও আমাদের একটা পুরনো ঐতিহ্য আছে। আমরা সেটাকে এই পরিবর্তনশীল আধুনিক জগতেও আঁকড়ে ধরে রাখতে চাইছি। হয়তো সেই ঐতিহ্যটাকে আমরা আরো শক্ত করে আঁকড়ে ধরে রাখতে চাইছি, কারণ আমাদের সামনে হরেক রকম পরিবর্তন হতে দেখছি, অথচ কোনো কিছুই স্থায়ী নয়। আর তাই তো পুরনো যা কিছু সেটাই আঁকড়ে ধরে রাখতে চাইছি বেশী করে। শুনেছি তোমরা অনুসন্ধানকারীর দল। এবং তোমরা আমার বন্ধুও বটে! আচ্ছা তোমাদের কি মনে হয়, আমার জন্যে তোমরা কি আসল রূপোর মাকড়সাটা খুঁজে আনতে পারবে? পারবে, পারবে তোমরা?

জুপিটার তার নিচের ঠোঁটটা কামড়ে কি যেন চিন্তা করছিল ধ্যানমগ্ন যোগীর মতন।

এই মুহূর্তে সঠিক কিছু আমি বলতে পারব না ডিজারো, জুপিটার বলল—আচ্ছা এই রূপোর মাকড়সাটা কি প্রমাণ সাইজের?

ডিজারো মাথা নাড়লেন—না, তার সেটা ছিল আমেরিকার কোয়ার্টার মুদ্রার মতন।

তার মানে সেটা খুবই ছোটো, যে কোনো জায়গায় সেটা লুকিয়ে রাখা যায়। হয়তা সেটা নষ্ট করে ফেলা হয়েও থাকতে পারে।

না, আমি অবশ্য তা মনে করি না। ডিজারো তাকে বললেন—আমি নিশ্চিত, সেটা এখনো নষ্ট করা হয়নি। অভিষেকের প্রয়োজনে সেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। খানিক আগে তুমি বলছিলে, সেটা কেউ হয়ত লুকিয়ে রেখে থাকবে। হ্যাঁ, তোমার এই অনুমান সত্য এবং সেটাই সম্ভব। তবু কেউ যদি সেটা লুকিয়ে রেখে থাকে, তাহলে তার সতর্ক হওয়া উচিৎ। কারণ সেটা তার কাছে না থাকলে তার মৃত্যু অনিবার্য। এমন কি ডিউক ষ্টিফেনের ক্ষেত্রেও।

অতঃপর প্রিন্স ডিজারো একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

ঠিক আছে, ডিজারো আরো বললেন—আমি তো তোমাদের কাছে সব খুলে বললাম। তোমরা যে আমাকে কি ভাবে সাহায্য করবে, জানি না, তবে আমার একমাত্র আশা যে, তোমরা পারবেই। যেভাবেই হোক না কেন। আর এই কারণেই বোধহয় কেউ আমাকে পরামর্শ দিলে আমি আমার অভিষেক উৎসবে আনার আমেরিকান বন্ধুদের কাছে পেতে চাইব। আর ক্রমে তোমরা আমার কাছেই আছ। কিন্তু তোমরা যে গোয়েন্দা, সে কথা এখানকার কেউ জানে না, এবং কেউ যেন জানতেও না পারে। তাই তোমরা যা কিছু করবে গোপনে সাধারণ আমেরিকান কিশোরদের মতন। এই পর্য্যন্ত বলে ডিজারো তাদের মুখের দিকে তাকাল, কি যেন খুঁজল সে। কি ভাবছ তোমরা? পারবে, পারবে তোমরা আমাকে সাহায্য করতে?

জানি না, জুপিটার সততার সঙ্গে বলল—কাজটা প্রথমে যতটা সহজ ভাবা গিয়েছিল এখন অতটা সহজ মনে হচ্ছে না। ছোট্ট একটা রূপোর মাকড়সা, সেটা কোথাও গোপনে লুকিয়ে রাখা হলো তা খুঁজে বার করা খুবই মুশকিল। তবে আমরা চেষ্টা করে দেখব। তাই আমাদের প্রথম কাজ হবে, যেখান থেকে সেটা চুরি গেছে বলে মনে হয়, সেই জায়গাটা একবার আমাদের

নিজের চোখে দেখা দরকার এবং জায়গাটা কি রকম সেটাও দেখতে হবে। আপনি বলছিলেন, সেই রূপোর মাকড়সার একটা নকল নাকি করা হয়েছে।

হ্যাঁ, খুব চমৎকার অনুকরণ করা হয়েছে। কিন্তু নকলই মাত্র। এসো, আমার সঙ্গে এসো। এখনই আমি তোমাদের দেখাচ্ছি। সেই ঘরটা প্রায় ধ্বংস হয়ে গেছে।

তারা তিনজন তাদের ক্যামেরাগুলো সঙ্গে নিল। ডিজারো তাদের পাথরের লম্বা করিডোর দিয়ে তাদের নিয়ে গেল। মাঝে সিঁড়ি পথে কয়েক ধাপ নিয়ে নামতে হয়েছিল তাদের। সেখানকার করিডোর আরো বেশী চওড়া। দেওয়াল, মেঝে এবং ছাদ সবাই পাথরের।

তিনশো বছর আছে তৈরী সেই প্যালেস। ডিজারো তাদের বললেন—প্যালেসের ভিত এবং দেওয়ালগুলোর কিছু অংশ নিয়ে এটা একটা দুর্গ ছিল। পরে ডিজারোর পূর্বপুরুষরা সেটা এখনকার প্যালেসের রূপ দেয়, অসংখ্য ঘর এখানে। বেশ কয়েক ডজন ঘর খালি পড়ে আছে। সত্যি কথা বলতে কি, ওপরের দুটো তলায় কারোর পায়ের ধুলো বোধহয় এখনো পড়েনি। ভারানিয়া অত্যন্ত গরীব দেশ, সে কথা তো আগেই আমি তোমাদের বলেছি। এত বড় প্রাসাদের সব ঘরগুলো খোলা এবং পরিষ্কার করার জন্যে অনেক ঝি-চাকর রাখতে হয় তাহলে। কিন্তু তাদের সকলের মাইনে দেওয়ার মত অত টাকা কোথায় বল? তাছাড়া কয়েকটা ঘর আধুনিকরণ করা হয়েছে আমাদের বাস করার জন্যে, বাকী ঘরগুলো রোদ্দুরের মুখ না দেখতে পাওয়ার জন্যে স্যাঁতস্যাঁতে ভিজে ভিজে, বাসের অযোগ্য। অথচ সব ঘরগুলো ঢেলে সাজানোর জন্যে যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন তা আমাদের নেই। তাহলে ভেবে দেখ বিনা উষ্ণতায় সেই সব ঘরে বাস করা কি কঠিন ব্যাপার।

হ্যাঁ, তারা সহজেই সেটা অনুমান করতে পারে। যদিও এটা আগষ্ট মাস, ডিজারোর প্যালেসের ভেতরটা অত্যন্ত ঠান্ডা।

পুরনো দুর্গের পরিত্যক্ত অংশে আরো অনেক অন্ধকার ঘর খালি পড়ে আছে, যেখানে সূর্যের আলো কখনো প্রবেশ করে না। ডিজারো সিঁড়ি দিয়ে একটার পর একটা ধাপ নামতে নামতে বলে—গোপন প্রবেশ পথ দিয়ে এলাম। এবং টেরই পাইনি কখন এই সিঁড়িটা আমাদের এখানে এসে নামিয়েছে। যে কোনো মুহূর্তে আমি পথ হারিয়ে ফেলতে পারি।

বলে ডিজারো হাসলেন। কেমন বুঝছ বন্ধুরা? তোমাদের দেশের হরর ফিল্ম তৈরী করার পক্ষে এই প্যালেসটা আদর্শ, কি বল ঠিক কিনা? ডিজারো তেমনি হাসতে হাসতে বললেন—গোপন পথ দিয়ে ভূতের আনাগোনা, তাদের সন্দেহজনক চলাফেরা, বিকট হাসি, বুকফাটা কান্না, এসব দেখে-শুনে কি মনে হয় তোমাদের? তবে সৌভাগ্যবশতঃ আমাদের এখানে কোনো ভূত-প্রেতের আড্ডা নেই। প্রিন্স ডিজারো হঠাৎ সামনের দিকে তাকিয়ে নিচু গলায় বললেন—সাবধান, ঐ দেখ ডিউক ষ্টিফেন এদিকেই এগিয়ে আসছেন।

তারা ততক্ষণে একটা ছোটো করিডোরের সামনে এসে পড়েছিল। সেই দীর্ঘ বলিষ্ঠ লোকটা দ্রুত ছুটে এলো সেখানে। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে ডিজারোর দিকে তাকিয়ে সামান্য একটু মাথা নত করল সে।

সুপ্রভাত ডিজারো, সে এবার তাদের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল—এরাই কি আপনার সেই আমেরিকান বন্ধুরা?

তার গলার স্বরটা কেমন ঠান্ডা নিষ্প্রভ। অথচ তার দৃষ্টি বেশ তীক্ষ্ণ, টিকোল নাক, সৌখীন গোঁফ দেখে মনে হয় না, লোকটা ভীরু প্রকৃতির। অথচ—

সুপ্রভাত ডিউক ষ্টিফেন, ডিজ্জারো প্রত্যুত্তরে বললেন—হ্যাঁ, এরা আমার বন্ধু। পরিচয় করিয়ে দিই, জুপিটার জোনস, পিটার ক্র্যাশন এবং বব এনড্রুস। এরা সবাই আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া শহর থেকে আসছে।

প্রত্যেকের সঙ্গে পরিচয়ের সময় সেই লম্বা লোকটা তার মাথা ইঞ্চিখানেক ঝোঁকাচ্ছিল। খুব সতর্কতার সঙ্গে সে তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে তাদের নিরীক্ষণ করছিল পরিচয় করার সময়।

সুস্বাগতম, ভারানিয়ায় তোমাদের স্বাগত জানাচ্ছি। সেই একই রকম ঠান্ডা গলায় সে বলল—তা আপনি কি আপনার বন্ধুদের এই পুরনো দুর্গটা ঘুরিয়ে দেখাচ্ছেন?

হ্যাঁ, আমরা সেই ঘরের ধ্বংসাবশেষ দেখতে যাচ্ছি। ডিজ্জারো বললেন—এরা আমাদের জাতির ইতিহাস জানতে খুবই আগ্রহী। ডিউক ষ্টিফেন, তাদের দিকে ফিরে এবার তিনি বললেন—ভারানিয়ার রাজপ্রতিনিধি আমার বাবা শিকার করতে গিয়ে নিহত হওয়ার পর থেকে উনি আমাদের দেশ শাসন করে আসছেন।

প্রিন্স, ডিউক ষ্টিফেন তাড়াতাড়ি বলল—আপনাদের ভালর জন্যেই বলছি, আমি আপনার সঙ্গে যাবো। তাছাড়া আপনার অতিথিদের প্রতি আমার একটু সৌজন্য তো দেখান উচিৎ।

ভাল কথা, ডিজ্জারো উত্তরে বললেন, যদিও তিনি অনুসন্ধানকারী তাদের ভাষায় বলতে পারত এই শেষ চালটা চালার জন্যে তিনি অপেক্ষা করছিলেন। কিন্তু, ডিজ্জারো একটু থেমে আবার বললেন—আমাদের অনেক সময় লাগবে। এই দীর্ঘ সময় আপনাকে আটকে রেখে আপনার কাজের ক্ষতি তো আমরা করতে পারি না। আমার বিশ্বাস ডিউক ষ্টিফেন, আজ সকালে আপনাকে তো আবার কাউন্সিল মিটিং-এ যোগ দিতে হচ্ছে, তাই না?

হ্যাঁ, লোকটি প্রত্যুত্তরে বলল তাদের থেকে এক পা পিছিয়ে পড়ে—মিটিংটা আপনার অভিষেকের প্রস্তুতি নিয়ে আলোচনা করার জন্যে ডাকা হয়েছে। সেই আনন্দময় উৎসবের খুব বেশী দেরীও নেই, আর মাত্র দু'সপ্তাহ বাকী আছে। তবে কিছু সময় আমি খরচ করতে পারব।

ডিজ্জারো এরপর আর কিছু বললেন না। তবে সামনে বড় ঘরটা পৌঁছল না পর্য্যন্ত তিনি তাদের করিডোর দিয়ে হাঁটিয়ে আনলেন। ঘরটা লম্বা-চওড়ায় যেমন বিরাট, তেমনি প্রায় দোতলা সমান উঁচু। দেওয়ালে সুন্দর সুন্দর সব ছবি-আঁকা ছিল। এবং সারা ঘরটা কাঁচের কেসে ভর্তি ছিল। সেই সব কাঁচের কেসগুলোর মধ্যে খুব যত্ন করে সাজান ছিল পুরনো পতাকা, শীল্ড, মেডেল, বই এবং অন্য আরো পুরনো জিনিষের ধ্বংসাবশেষ। তাদের আরো একটা জিনিষ চোখে পড়ল, প্রত্যেকটা জিনিষের গায়ে ছোট একটা কার্ড ঝোলানো ছিল, আর সেই কার্ডে প্রতিটি জিনিষের পরিচিতি টাইপ করা ছিল। তিন কিশোর একটা কাঁচের কেসের সামনে ঝুঁকে পড়ল। সেই কেসের মধ্যে একটা ভাঙ্গা তলোয়ার রাখা ছিল। কার্ডে লেখা ছিল ১৬৭৫ সালে বিদ্রোহীদের দমন করার জন্যে প্রিন্স পল সাফল্যের সঙ্গে সেই তলোয়ারটা ব্যবহার করেছিলেন।

এখানে এই ঘরের ভেতরে, ডিউক ষ্টিফেন তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যে বলল—আমাদের জাতির ইতিহাসের পূর্ণ বিবরণ দেওয়া আছে। কিন্তু এখন কথা হচ্ছে কি জান, জাতি হিসেবে আমরা খুবই ছোটো এবং তেমন উত্তেজনাপূর্ণ ইতিহাস আমাদের নেই। তোমরা আমেরিকা থেকে আসছ, বিরাট দেশ তোমাদের হালফ্যাসানের বিল্ডিং, হালফ্যাসানের পোষাক, গাড়ী, সব কিছুর মধ্যে একটা নতুনত্ব আছে। তাই আমি বেশ ভাল করেই জানি, সন্দেহাতীত ভাবে তোমাদের চোখে আমাদের সব কিছুই অদ্ভুত, পুরনো ফ্যাসনের বলে মনে হয়েছে,

কি বল?

না স্যার, জুপিটার ভদ্রভাবে বলল, এখনো পর্য্যন্ত আপনাদের দেশের যা যা দেখেছি সব কিছুই খুবই আকর্ষণীয় লেগেছে আমাদের কাছে, বিশ্বাস করুন।

কিন্তু তোমাদের দেশের বেশীর ভাগ লোক, ডিউক ষ্টিফেন বলল, আমাদের অপদার্থ, অবাস্তব ভেবে থাকে। আমরা নাকি সময়ের সঙ্গে তাল দিতে না পেরে অনেক পিছিয়ে আছি। তবু তোমাদের কথা শুনে খুব খুশি হলাম। আমার আশা, আমাদের এই শ্লথ গতিতে তোমরা বিরক্ত বোধ করবে না। যাই হোক, এখন আমাকে ক্ষমা করতে হবে। এখনই আমাকে কাউন্সিল মিটিং-এ যোগ দিতে যেতে হচ্ছে। এই বলে সে ঘুরে দাঁড়াল এবং লম্বা লম্বা পা ফেলে চলে গেল।

বব এতক্ষণে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। সে যে আমাদের পছন্দ করেনি, এটা নিশ্চিত, বব নিচু গলায় বলল।

কারণ তোমরা আমার বন্ধু, ডিজারো আরো বললেন, আর সে চায় না আমার কেউ বন্ধু হোক। সে চায় না আমি তার মুখের ওপর কথা বলি কিংবা তার বিরোধিতা করি যেমন আমি এখন করেছি, বিশেষ করে আমেরিকা বেড়াতে যাওয়ার পথ থেকে। তবে তাকে ভুলে যাও। দেখ, এই ছবিটা হচ্ছে প্রিন্স পলের।

ডিজারো তাদের একটা প্রমাণ সাইজের আঁকা ছবির সামনে নিয়ে গেল। লোকটির পরনে লাল রঙের অপূর্ব ইউনিফরম, গলায় সোনার বোতাম। তাঁর হাতের তলোয়ারের প্রান্ত ভাগটা মেঝে স্পর্শ করেছিল। মুখে আদর্শবানের ছাপ, স্থির চোখে ঈগলের দৃষ্টি। তার অপর প্রসারিত হাতের ওপর একটা মাকড়সা বসেছিল। খুব কাছ থেকে ছেলেরা সেটা পরীক্ষা করে দেখল। হ্যাঁ, মাকড়সাটা সত্যিই খুব হ্যান্ডসাম দেখতে, কালো ভেলভেটের মত গায়ের রঙ, মাঝে সোনালী ছাপ।

আমার পূর্বপুরুষ। ডিজারোকে কেমন গর্বিত দেখাচ্ছিল। বিজয়ীর বেশে প্রিন্স পল। এবং তাঁর প্রাণ রক্ষাকারী সেই মাকড়সাটা।

তিন কিশোর তন্ময় হয়ে ছবিটা দেখছিল। পিছন ফিরে তাকালে তারা দেখতে পেত ঘরটা লোকে লোকারণ্য হয়ে গেছে, বেশীর ভাগ লোকই ভ্রমণার্থী। তারা তখন বিভিন্ন ভাষায় কথা বলছিল, এমন কি ইংরিজিতেও। তাদের কারোর হাতে ক্যামেরা গাইড-বুক, কিংবা এক সঙ্গে দুটোই ছিল। দুজন রাজরক্ষী ঘরের ভেতর স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাদের প্রত্যেকের হাতে বল্লম জাতীয় ধারালো অস্ত্র।

এক শক্ত-সমর্থ অ্যামেরিকান দম্পতী তাদের চার জনের পিছনে দাঁড়িয়েছিল।

উঃ, কি কুৎসিত। তারা সেই মহিলাকে বলতে শুনল, ঐ জঘন্য পুরনো মাকড়সাটার দিকে তাকিয়ে দেখ?

চুপ। লোকটি তাকে সতর্ক করে দিয়ে বলল, এই লোকগুলোকে শুনিয়ে কোনো কথা বলো না। জানো, ঐ মাকড়সাটা তাদের সৌভাগ্যের প্রতীক। তাছাড়া মাকড়সা তাদের কাছে অতি প্রিয়। এ ভাবে তাদের বদনাম করো না।

আমি কাউকে তোয়াক্কা করি না। মেয়েটি উত্তরে বলল, একটা মাকড়সা দেখতে পেলে পায়ের তলায় পিষে মারব।

পিটার এবং বব হাসল। ডিজারোর চোখ দুটি ঝলসে উঠল। ধীরে ধীরে তারা ঘরের ভেতরে

ঘুরে দেখতে থাকল। এক সময় তারা একটা দরজার সামনে এসে দাঁড়াল সেখানে তৃতীয় রক্ষী ডিজারোর দৃষ্টি আকর্ষণ করে দাঁড়িয়েছিল।

এই দরজা দিয়ে আমি প্রবেশ করতে চাই সার্জেন্ট, ডিজারো বললেন। সৈনিক তাকে সসম্ভ্রমে স্যালুট জানাল।

হ্যাঁ স্যার, এই বলে সে একপাশে সরে দাঁড়াল।

ডিজারো পকেট থেকে চাবি বার করে পেতলের পাত মোড়া ভারী দরজাটা খুলল। দরজার ওপারে ছোটো-খাটো একটা হলঘর। শেষ প্রান্তে তারা আর একটা দরজা দেখতে পেল। সেই দরজাতেও তালা লাগানো ছিল। ডিজারো সেটাও খুললেন। এবং এর পরেও তৃতীয় একটা দরজা ছিল, সেটা অবশ্য লোহার গ্রীলের। শেষ পর্য্যন্ত সেই দরজাটা খোলা হলে তারা একটা ছোটো ঘরে গিয়ে প্রবেশ করল। ঘরটা আট ফুট বাই আট ফুট, কতকটা ব্যাঙ্কের ভল্টের মত দেখতে।

চার দেওয়ালের এক দেওয়ালে কাঁচের ক্যাবিনেট দেখা যাচ্ছিল। তার মধ্যে শোভা পাচ্ছিল রাজপরিবারের গহনা, মুকুট, রাজদন্ড এবং বহু নেকলেস আর আংটি। তিন কিশোরের দৃষ্টি মুহূর্তের জন্যে থমকে দাঁড়াল সেখানে।

ওগুলো রাণীর জন্যে, যখন কেউ এ প্রাসাদে রাণী হয়ে আসে তার জন্যে এই সব গহনা যত্ন করে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। ডিজারো বললেন, আমরা তেমন ধনী নই, সেই জন্যে খুব বেশী গহনা আমাদের নেই। কিন্তু ঐ সামান্য গহনাগুলো আমরা পাহারা দেবার বেশ ভাল রকম ব্যবস্থাই করেছি, যা তুমি নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছ। যাই হোক, এগুলো দেখতেই তো আমরা এসেছি, কি বল?

ঘরের ঠিক মাঝখানে একটা ক্যাবিনেটের দিকে তারা এগিয়ে গেল। এখানে একটা বিশেষ খুটির ওপর রূপোর চেন ঝুলছিল, আর সেই চেনে লাগানো ছিল একটা রূপোর মাকড়সা। যেন একটা জীবন্ত মাকড়সা। দু'চোখে বিস্ময় নিয়ে তারা তিনজন অবাক হয়ে দেখছিল সেই অদ্ভুত দৃশ্যটা। সত্যি, নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাসই করা যেত না, সেটা আসল কি নকল। রূপোর ওপর এনামেল করা, ডিজারো তাদের আরো ভালো করে বোঝাবার জন্যে বললেন, তোমরা হয়তো ভেবেছিলে, এটা সম্পূর্ণ রূপোর তৈরী, তাই না? না, ওটা কালো এনামেলের ওপর সোনার জলের ফুটকি কাটা। চোখ দুটো ছোটো ছোটো চুনি, তবে খুব উজ্জ্বল। কিন্তু ওটা ভারানিয়ার আসল রূপোর মাকড়সা নয়। আসলটা এর থেকে অনেক, অনেক উন্নত।

মাকড়সাটা তিন কিশোরের কাছে ভাল লাগল বলে মনে হলো। ডিজারোর প্রস্তাবটা তারা গ্রহণ করল। তারা নকল মাকড়সাটা খুঁটিয়ে দেখল বারবার যাতে করে যদি কখনো তাদের আসল রূপোর মাকড়সাটা চোখে পড়ে যায় তখন চিনতে ভুল না হয় যেন।

আসল রূপোর মাকড়সাটা গত সপ্তাহে চুরি যায়, এবং তার বদলে নকল মাকড়সাটা ওখানে রেখে দেওয়া হয়। ডিজারো দুঃখের সঙ্গে বললেন, আমার মনে হয়, একমাত্র ডিউক ষ্টিফেনই এই কাজ করতে পারে। কিন্তু এ কথাও ঠিক যে, বিনা প্রমাণে সরাসরি আমি কিছু বলতে চাই না।

এদিকে রাজনৈতিক পরিস্থিতি অত্যন্ত গুরুতর। সুপ্রীম কাউনসিলের প্রতিটি সদস্য ষ্টিফেনের নিজের লোক। আমার অভিষেক না হওয়া পর্যন্ত আমার ক্ষমতা খুবই সীমিত। আর তারা চায় না, আমার অভিষেক হোক। তাই আমার অভিষেক বন্ধ করার প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে

রাজকীয় রূপোর মাকড়সাটা চুরি করার ব্যবস্থা করা হয়। তোমাদের আমি আগেই বলেছি, রূপোর চেনে সেই মাকড়সার প্রতীক গলায় ঝুলতে না দেখলে রীতি অনুযায়ী আমার অভিষেক সম্পূর্ণ হতে পারে না। আর অভিষেক সম্পূর্ণ না হলে দেশের সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব আমি পেতে পারি না, শাসক হিসেবে দেশ শাসনও করতে পারি না।

হ্যাঁ, সে কথা আপনি আগেই বলেছেন। জুপিটার তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিল। যাই হোক, এরপর এ ব্যাপারে আলোচনা দীর্ঘ করে আমি তোমাদের আর বিরক্ত করতে চাই না। তাছাড়া আমাকেও একটা মিটিং-এ যোগ দিতে হবে এখুনি। এখন আমি তোমাদের এই প্যালেসের বাইরে নিয়ে যাবো। সেখানে জন্যে একটা গাড়ী অপেক্ষা করছে, ড্রাইভার তোমাদের নির্দেশে শহরের উল্লেখযোগ্য জায়গাগুলো তোমাদের ঘুরিয়ে দেখাবে। রাতে ডিনারের পর আবার তোমাদের সঙ্গে আমার দেখা হবে, এবং তখন আরো বিস্তারিত আলোচনা করা যাবেখন।

তারপর তিনি তাদের জুয়েল ভল্ট থেকে বার করে নিয়ে এলেন, প্রতিটি দরজায় ফিরে আবার তালা লাগালেন। সেই ঐতিহাসিক ঘরের ধ্বংসাবশেষ থেকে বেরিয়ে এসে ডিজারো তাদের সঙ্গে করমর্দন করলেন এবং তাদের বললেন বাইরে কোথায় তাদের জন্যে একটা গাড়ী অপেক্ষা করছে।

ড্রাইভারের নাম রুডি। ডিজারো আরো বললেন—আমার খুব বিশ্বাসী সে। তোমাদের সঙ্গে যাওয়ার খুব ইচ্ছে ছিল আমার। রাজকুমারের জীবন-যাপন করতে করতে হাঁপিয়ে উঠেছি। তোমাদের মত সাধারণ মানুষ হয়ে অনেক কিছু করতে ইচ্ছা হয়। যাও তোমরা এখন বাইরে গিয়ে উপভোগ করে এসো। রাতে আবার দেখা হচ্ছে, কেমন!

তারপর তিনি সেখানে আর দাঁড়ালেন না। করিডোরে দ্রুত হেঁটে চলে গেলেন।

বব মাথা ঝাঁকিয়ে বলল—জুপিটার তোমার কি মনে হয়? ডিজারোর জন্যে তাঁর আসল রূপোর মাকড়সাটা কি আমরা উদ্ধার করতে পারব?

জুপিটারের চোখে একরাশ বিস্ময় এবং হতাশা থিক্‌থিক করছিল তখন। তেমনি হতাশ ভাবে সে বলল—কেমন করে সেটা সম্ভব আমিতো বুঝতে পারছি না। আমাদের ভাগ্য প্রসন্ন না হলে সঠিক কিছু এখুনি বলা যাবে না!

তিন অনুসন্ধানকারী কিশোর ভারানিয়ার রাজধানী শহর দেখে খুব আনন্দ উপভোগ করল। নতুন গড়ে ওঠা ক্যালিফোর্নিয়ায় তাদের জন্ম, সেখানেই তারা বড় হয়েছে। তাই এই শহরটা তাদের কাছে সম্পূর্ণ নতুন ঠেকল। এই শহর অবিশ্বাস্য ভাবে পুরনো। এমন কি সাধারণ মানুষের এপার্টমেন্টগুলোও পাথরের তৈরী, কিংবা পাথরজাতীয় হলুদ ইঁটের তৈরী। ঘরের বহু ছাদ শ্লেট পাথরের তৈরী। সর্বত্র পায়রার ঝাঁক চোখে পড়ল, বিশেষ করে সেণ্ট ডোমিনিক চার্চের সামনে।

তাদের গাড়ীটা ছিল প্রাচীন যুগের মত, মাথায় ছাদ নেই তবে ভ্রমণের উপযোগী গাড়ী। চলমান গাড়ীতে বসে শহরের পূর্ণ একটা ছবি তাদের চোখের সামনে ভেসে উঠছিল। তাদের ড্রাইভারটি তরুণ ও স্মার্ট। পরনে সৌখীন ইউনিফরম, ভালো ইংরিজী বলতে পারে। রুডি তার নাম। রুডি তাদের নীচু গলায় বলল, তার ওপর তারা বিশ্বাস রাখতে পারে, প্রিন্স ডিজারোর প্রতি তার পূর্ণ আনুগত্য আছে।

এক সময় তারা ডেনজো শহর ছাড়িয়ে গাড়ী চালিয়ে একটা পাহাড়ের ওপর উঠে এলো, উঁচু পাহাড়ের ওপর থেকে নদীর সৌন্দর্য উপভোগ করার জন্যে। সেখানে কিছু ছবি তুলল

ারা। তারপর পাহাড় থেকে নামার পথে রুডি নিচু গলায় তাদের ইশারা করে বলল—মনে হ আমাদের কেউ যেন অনুসরণ করছে সেই প্যালেস থেকে বেরুবার পর থেকেই। এখন ামি ঐ পার্কের সামনে গাড়ী পার্ক করে রাখছি। আপনারা ঐ পার্কের ভেতরে হেঁটে চলে ন। নাচ-গান হচ্ছে, উপভোগ করুন। তবে পিছন ফিরে কখনো তাকাবেন না যেন। ওদের ঝতে দেবেন না, আপনারা ওদের সন্দেহ করছেন।

পিছনে ফিরে তাকাবেন না। কড়া হুকুম, মানতেই হয় তাহলে। কিন্তু কে কে তাদের অনুসরণ রছে? আর কেন, কেনই বা?

আবার ইচ্ছে হয় কি ঘটতে যাচ্ছে আরো বেশী করে জানি। রঙীন সুদৃশ্য পথের ধার ায়ে যেতে গিয়ে জুপিটার রেগে গিয়ে বিড়বিড় করে বলতে থাকে, কেন অন্য কেউ আমাদের নুসরণ করতে যাবে? এ ব্যাপারে আমরা কিছুই জানি না।

কেউ কেউ হয়তো ভাবছে আমরা জানি। জুপিটার মন্তব্য করল।

আমার কেউ কেউ মনে করে বসে আছে, আমরা জেনে গেছি। বব আরো বলল, সে হচ্ছি আমি।

রুডি হঠাৎ গাড়ী থামিয়ে দিল। জায়গাটা বেশ মনোরম। গাছ-পালায় ভর্তি বিরাট একটা বাগান-বাড়ীর মতন। সেখানে বহু ভবঘুরের দল সন্ধ্যের আগে থেকে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। একটা অস্পষ্ট বাজনার শব্দ ভেসে আসছিল তখন।

এটা হচ্ছে আমাদের প্রধান পার্ক। রুডি তাদের জন্যে গাড়ীর দরজা খুলতে গিয়ে বলল, আস্তে আস্তে পার্কের একেবারে মাঝখানে চলে যান, ওখানে নাচ-গান, ব্যায়াম প্রদর্শনী, সার্কাস দেখানো হচ্ছে। আপনারা সেই সব আমুদে লোক, ব্যায়ামবিদ এবং ক্লাউনদের কাছে পৌছলে কিছু ছবি তুলে নেবেন। তারপর সেই মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করবেন কে বেলুন বিক্রী করছে এবং তার একটা ফটো তুলতে দেওয়ার জন্যে তাকে অনুরোধ করবেন। মেয়েটি আমার বোন, এলেনা। আপনাদের ফিরে না আসা পর্য্যন্ত আমি এখানে অপেক্ষা করব। ওহো, আপনাদের আবার বলে রাখি, পিছন ফিরে তাকাবেন না। সম্ভবতঃ আপনাদের কেউ অনুসরণ করছে। তবে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। অন্তত এখন নয়।

বাজনার শব্দ অনুসরণ করে গাছের তলা দিয়ে আস্তে আস্তে হাঁটছিল তারা। পিটার ড্রাইভারের কথাটা পুনরাবৃত্তি করে বলল—ঠিক আছে, এই আশ্বাসবাণী আমাদের সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার পক্ষে যথেষ্ট।

আচ্ছা ডিজ্জারোকে আমরা কি ভাবে সাহায্য করতে পারি? বব জানতে চাইল। এ যেন বুনো হাঁসের পিছনে ছোটা। আমরা কি কিছুই করতে পারি না।

পরের ঘটনার জন্যে আমাদের অপেক্ষা করতে হবে, জুপিটার বলল—আমার অনুমান, আমরা কারোর সঙ্গে যোগাযোগ করি কিনা তা দেখার জন্যে হয়তো আমাদের অনুসরণ করা হচ্ছে। বারট ইয়াং-এর কথাই ধরা যাক না কেন এক্ষেত্রে।

তারা আরো খানিকটা পথ এগিয়ে গেলো এবং এক উন্মুক্ত জায়গায় এসে দাঁড়াল। সেখানে ঘাসের ওপর অনেক লোক বসে গল্প-গুজব করছিল। সামনেই একটা ছোট্ট নাচ-গানের মঞ্চ। সেই মঞ্চের ওপর আট জন বাঁশি-বাদক সুন্দর পোষাক পরে চড়া সুরে বাঁশি বাজাচ্ছিল তখন। এক সময় তারা থামতেই উপস্থিত সবাই তাদের হাততালি দিয়ে প্রশংসা জানাল। আরো ভালো একটা সুরে বাঁশি বাজানোর জন্যে তারা দাবী করতে বাঁশিবাদকরা সঙ্গে

সঙ্গে নতুন সুরে মেতে উঠল।

তিন তদন্তকারী কিশোর সেই মঞ্চের সামনে বৃত্তাকারে ঘুরে বেড়াতে থাকল। সেখানে অনেক লোকই তো ভবঘুরের মত ঘুরে বেড়াচ্ছিল, তাই তারা কি করে বুঝবে কে তাদের অনুসরণ করছে। ঠিক এই মুহূর্তে তারা সিমেন্ট বাঁধানো চওড়া একটা জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছিল।

রুডির বর্ণনা মত এখানে, হ্যাঁ ঐ তো আমুদে লোকগুলোকে দেখা যাচ্ছে। সবাই ওদের দেখে কেমন মজা পাচ্ছে, আনন্দ উপভোগ করছে। দুজন মল্লবীর অবিশ্বাসভাবে লাফাচ্ছিল, ডিগবাজি খাচ্ছিল মঞ্চের ওপর। দর্শকরা ঘন ঘন হাততালি দিচ্ছিল। ওদিকে দর্শকদের মধ্যে এক দল ক্লাউন ঝুড়ি হাতে মাটির ওপর টুস্‌কি মারছিল তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যে। ভবঘুরেরা তাদের সেই ছোটো ঝুড়িতে একটা করে মুদ্রা ফেলে দিচ্ছিল।

সেই ভীড়ের মধ্যে একটি মেয়ে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল এক সময়। পরনে নেটিভ চাষীদের কষ্টিউম। হাতে এক গুচ্ছ বেলুন। বেলুন বিক্রী করতে করতে একটা মিষ্টি গান গাইছিল সে। গানের ভাষাটা এই রকম ঃ শোনো পথিকবর, একটা বেলুন কিনে আকাশে উড়িয়ে দাও, সেটা তোমার মনের গোপন ইচ্ছে বহন করে নিয়ে যাবে আকাশে। তার গানের ভাষা ছিল ইংরিজি, তাই বুঝতে অসুবিধে হলো না তাদের। অনেক লোক তার গান শুনে মুগ্ধ হচ্ছিল এবং লাল, নীল, হলুদ রঙের বেলুন তার কাছ থেকে কিনে আকাশে উড়িয়ে দিচ্ছিল যেমন করে খাঁচার পাখীদের মুক্তি দেয় আকাশে। আর যতক্ষণ না তাদের বেলুনগুলো অদৃশ্য হয়ে যায় ততক্ষণ তারা আকাশ পানে তাকিয়ে থাকে।

ক্লাউনদের ছবি তোলো পিট, জুপিটার নির্দেশ দিল তাকে। ওদিকে ঐ মল্লবীরদের কয়েকটা স্ন্যাপ আমি নিচ্ছি। তারপর ববের দিকে ফিরে সে বলল, বব, তুমি চারিদিকে চোখ-কান খুলে রাখ, দেখ যদি সন্দেহজনক কিছু দেখতে কিংবা শুনতে পাও।

ঠিক আছে, প্রথম (জুপিটারের সাংকেতিক নাম)। এই বলে পিট ক্লাউনদের ভীড়ে মিশে গেল নিমেষে।

ববকে সঙ্গে নিয়ে জুপিটার মল্লবীরদের দিকে এগিয়ে গেল। এক জায়গায় থামল সে। হাতের ক্যামেরার কেস মুক্ত করল সে। পরমুহূর্তেই মল্লবীরদের দিকে ক্যামেরার লেন্সটা ঘুরে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে ফ্ল্যাশ-বাল্ব জ্বলে উঠল, অর্থাৎ প্রথম স্ন্যাপ নিল সে। তারপর হঠাৎ তাকে কেমন ব্যতিব্যাস্ত বলে মনে হলো। মনে হয় ক্যামেরাটা নিয়ে ভীষণ অসুবিধেয় পড়েছে সে। আসলে তখন সে অন্য মতলবে ছিল। নিঃশব্দে ক্যামেরার পিছনে সেট করা শক্তিশালী রেডিও ট্রান্সমিটারটা চালু করার চেষ্টা করছিল। সামান্য একটু চেষ্টাতেই ট্রান্সমিটার চালু হয়ে গেল।

প্রথম কথা বলছি, নিচু গলায় সে বলল—আপনি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন?

হ্যাঁ, বেশ জোরে এবং পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছি। ক্যামেরার পিছনে বারট ইয়াং-এর কণ্ঠস্বর ভেসে এলো। ওখানকার পরিস্থিতি কি রকম?

আমরা এখন বহির্দৃশ্য দেখে বেড়াচ্ছি। জুপিটার প্রত্যুত্তরে বলল—প্রিন্স ডিজারো আমাদের সাহায্য চান ভারানিয়ায় সৌভাগ্যের প্রতীক সেই রূপোর মাকড়সাটা উদ্ধার করার জন্যে। সেটা নাকি চুরি গেছে এবং তার পরিবর্তে বিকল্প একটা নকল মাকড়সা ফেলে রেখে গেছে দুবৃর্ত্তেরা।

ওঃ। বারট ইয়াং চিৎকারে করে ওঠে, এ সব কথা বারবার শুনতে শুনতে আমার কান পঁচে গেছে। মোদ্দা কথা বল, তোমার তাকে সাহায্য করতে পারবে কিনা?

কেমন করে পারব আমি তো বুঝতে পারছি না, জুপিটার স্বীকার করল।

হ্যাঁ, আমিও তাই মনে করি, বারট ইয়াং তাকে সমর্থন করে বলল—তবে একেবারে হাল ছেড়ে দিলে চলবে কেন? চেষ্টা করে যাও আর তোমাদের চোখ খুলে রাখো। আর কোনো খবর আছে?

আমরা এখন এখানকার প্রধান পার্কে ঘুরে বেড়াচ্ছি। সম্ভবতঃ আমাদের ওপর এখানে নজর রাখা হচ্ছে। তবে কার লোক সে তা বলতে পারব না। আরও এও জানি না তারা সংখ্যায় ক'জন?

ঠিক আছে তাদের খুঁজে বার করার চেষ্টা করো, তবে খুব সাবধানে। পরে আমাকে খবর দিও। কিন্তু খুব সাবধান! আমাকে খবর পাঠানর সময় দেখবে তোমার আশেপাশে বাইরের কেউ যেন না থাকে। এই যে তুমি আমার সঙ্গে কথা বলছ, এটা টের পেলে তারা তোমাদের আরো বেশী সন্দেহ করবে। এই পর্য্যন্ত বলে বারট ইয়াং ট্রান্সমিটার বন্ধ করে দিল তার দিক থেকে।

এবার জুপিটার নিয়ম রক্ষার জন্যে উদ্দেশ্যহীন ভাবে মল্লবীদের আরো কতকগুলো ফটো তুলল। ওদিকে বব চারদিক ঘুরে ঘুরে দেখতে থাকল! কিছুই সে দেখতে পেল না, অর্থাৎ তাদের কেউ অনুসরণ করছে বলে তারা যা সন্দেহ করছিল তেমন কোনো সন্দেহজনক লোককে দেখতে পেল না সে। অগত্যা পকেট থেকে অ্যামেরিকান মুদ্রা বার করে সে ক্লাউনদের ঝুড়িতে ফেলে দিল।

এবার ক্লাউন তার পোষা একটা ফ্রেঞ্চ কুকুরকে হাজির করল দর্শকদের সামনে। কুকুরটা বার কয়েক ডিগবাজি খেলো। এবং সঙ্গে সঙ্গে তার সামনের পা দুটোর ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

ওদিকে সেই মেয়েটির সামনে দর্শকরা ভীড় করে দাঁড়িয়েছিল, বেলুনগুলো কি ভাবে সে আকাশে উড়িয়ে দেয় তা দেখার জন্যে।

এখন ঐ মেয়েটির একটা ফটো তুলতে হবে। জুপিটার তার বন্ধুদের উদ্দেশ্য করে বলল। অতঃপর তারা সবাই মেয়েটির দিকে এগিয়ে গেল। জুপিটার তার ক্যামেরা প্রস্তুত করছিল। মেয়েটি তাকে দেখে হাসল। এবং ছবি তোলাবার জন্যে স্থির হয়ে দাঁড়াল। জুপিটার তার ছবি তুলল তারপর মেয়েটি তার বেলুনের গুচ্ছ নিয়ে জুপিটারের সামনে এগিয়ে এলো।

আপনারা তো অ্যামেরিকান?

জুপিটার মাথা নাড়ল।

তাহলে অ্যামেরিকান কিশোর, একটা বেলুন কিনে আকাশে উড়িয়ে দিন। মেঘের রাজ্য পেরিয়ে বেলুনটাকে স্বর্গে যেতে দিন। সেখানে আপনাদের মনের ইচ্ছেটা বহন করে নিয়ে যেতে দিন। প্লিজ—

পিটার মেয়েটির দিকে তাকিয়ে একটু হাসল। মেয়েটি মাথা নিচু করে তার হাসির প্রত্যুত্তর দিল। পিটার এবং পকেট থেকে কয়েকটা অ্যামেরিকান মুদ্রা বার করে তার হাতে দিতে সে তাদের প্রত্যেকের হাতে একটা করে বেলুন ধরিয়ে দিল। তারপর মেয়েটি মুদ্রাগুলো গুনে নেবার ছলে নিচু হয়ে ঝুঁকে পড়ে ফিস ফিস করে তাদের শুধালো—তোমাদের অনুসরণ করা হচ্ছে। একটি পুরুষ এবং একটি নারী। তাদের তেমন বিপজ্জনক দেখতে নয়। আমার মনে হয় তারা তোমাদের সঙ্গে কথা বলতে চায়। সামনে আইসক্রীমের দোকান দেখতে পাচ্ছ?

ওখানে টেবিলের ওপর গিয়ে বসো, সেই সঙ্গে আইক্রীমের অর্ডার দাও। এই ভাবে তোমাদের সঙ্গে কথা বলার একটা সুযোগ দাও তাদের।

তিন কিশোর যে যার বেলুন হাতে নিয়ে মনে মনে ইচ্ছা প্রকাশ করল এমন করে যেন কোনো ব্যাপারে শপথ নিচ্ছে। তারপর তারা তাদের বেলুনগুলো আকাশে উড়িয়ে দিল। বেলুনগুলো আকাশে বিন্দুর মত দেখতে না হওয়া পর্য্যন্ত সেদিকে থেকে কেউ চোখ ফেরাল না। তারপর তারা আইসক্রীম স্টলের সামনে ছুটে গেল। এবং তিন কিশোর একটা খালি টেবিল দখল করে বসে পড়ল। ওয়েটার তাদের দেখতে পেয়েছিল। হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলো সে। আইসক্রীম? গরম চকোলেট? নাকি স্যান্ডউইচ?

তারা মাথা নাড়ল। ওয়েটার মৃদু হেসে চলে গেল। সামনে তাকাতে গিয়ে তারা দেখল এক দম্পতী সেই মেয়েটির কাছ থেকে বেলুন কিনছে। বব তাদের চিনতে পারল। আজ সকালে প্রিন্স পলের প্রমাণ সাইজের ছবির সামনে তারা যখন তন্ময় হয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল তখন এই দম্পতি তাদের পিছনে দাঁড়িয়েছিল। এবং সে এখন নিশ্চিত জেনে গেছে, এরাই তাদের অনুসরণ করছে।

আস্তে আস্তে সেই ভদ্রমহিলা তাদের দিকে ফিরে দ্রুত গলায় জিজ্ঞেস করল।

তোমারা অ্যামেরিকান নও? ভদ্রমহিলা তাদের দিকে ফিরে দ্রুত গলায় জিজ্ঞেস করল।

ইয়েস ম্যাডাম, জুপিটার উত্তরে বলল—আপনারাও তো অ্যামেরিকান, তাই না?

হ্যাঁ, আমরা নিশ্চয়ই অ্যামেরিকান। ভদ্রমহিলা আরো বলল—এবং ক্যালিফোর্নিয়া থেকে আসছি, ঠিক তোমাদের মতন।

জুপিটারের মুখটা কঠিন হয়ে উঠল। ঐ দম্পতী কি করে জানল যে, তারাও ওদের মতন ক্যালিফোর্নিয়া থেকে আসছে?

ভদ্রলোক বোধহয় তাদের মনের কথাটা টের পেয়ে গিয়েছিল। তাই সে তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করল—তোমরা তো ক্যালিফোর্নিয়া থেকে আসছ, আসছ না? যাইহোক, দেখছি তোমরা ক্যালিফোর্নিয়ার ষ্টাইলের স্পোর্টস সার্ট পড়ে আছ।

হ্যাঁ স্যার। জুপিটার স্বীকার করল—আমরা ক্যালিফোর্নিয়া থেকেই আসছি। কাল রাত্রে আমরা এখানে এসেছি।

আজ সকালে পুরানো দুর্গে সেই ভগ্ন বিদ্ধস্ত ঘরে আমরা তোমাদের দেখেছি। ভদ্রমহিলা বলল—আমার প্রিয় ছেলেরা, একটা কথা তোমাদের জিজ্ঞেস করছি, তখন প্রিন্স ডিজ্জারো তোমাদের সঙ্গে ছিলেন, তাই না?

জুপিটার মাথা নেড়ে বলল—হ্যাঁ, তিনি আমাদের তার প্রাসাদ ঘুরিয়ে দেখাচ্ছিলেন। তারপর সে বব এবং পিটারের দিকে ফিরে বলল—আমার মতে ওয়েটার আমাদের মতো আইসক্রীম আনার আগে আমরা আমাদের হাত দু'টো ভালো করে ধুয়ে এলে ঠিক হত না? খুব বেশী দূর যেতে হবে না, খুব কাছেই ক্লাউনারা যেখানে খেলা দেখাচ্ছিল ঠিক তার পিছনে ওয়াশরুম দেখে এসেছি। চলো, সেখানে যাওয়া যাক। তারপর সে সামনের টেবিলে সেই দম্পতীদের দিকে ফিরে তাকাল।

আমরা হাত মুখ ধুয়ে যাচ্ছি। আপনাদের কাছে আমার একটা অনুরোধ আছে। আমাদের এই ক্যামেরাগুলোর দিকে দয়া করে একটু নজর রাখবেন।

নিশ্চয়ই দেখব বৎস। ভদ্রলোক একগাল হেসে বলল—কিছু ভেব না, আমরা থাকতে

তোমাদের জিনিষ কিছুই চুরি হতে দেবো না।

ধন্যবাদ স্যার। বব কিংবা পিটারকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই জুপিটার দ্রুত উঠে দাঁড়াল। এবং তেমনি দ্রুতগতিতে হাত ধোবার ঘরের দিকে এগিয়ে চলল। অপর দুজন তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে ছুটতে বাধ্য হলো।

জুপিটার তোমার মতলব কি বলতো? পিটার তার কাছে গিয়ে ফিস্ ফিস্ করে জিজ্ঞেস করল। আমাদের দামী ক্যামেরাগুলো ওভাবে ওখানে ফেলে চলে এলে কেন?

চু-উ-প। জুপিটার তাকে সতর্ক করে দিয়ে বলল—একটা কোনো মতলব আছে বলেই তো চলে এলাম। আমার সঙ্গে এসো বলছি।

· তারা সেই মেয়েটির খুব কাছ দিয়ে গেল। মেয়েটি তার বেলুন বিক্রী বন্ধ করে তাদের দিকে তাকিয়েছিল। জুপিটার না থেমেই নিচু গলায় বলল—ঐ দম্পতীদের ওপর একটু নজর রাখবেন। আমাদের ক্যামেরাগুলো ওরা স্পর্শ করলে আমাদের জানাবেন। মিনিট খানেকের মধ্যে আবার ফিরে আসছি।

মেয়েটি সম্মতিসূচক মাথা নাড়ল।

তিন অনুসন্ধানকারী কিশোর এখন এমন অলসভাবে ঘোরাফেরা করছিল যেন সাধারণ ভ্রমণার্থী, বেড়াতে বেরিয়েছে।

পাথরের তৈরী ওয়াশরুম। মাথার ওপর বিরাট গাছের আচ্ছাদন। চারিদিকে এক অদ্ভুত নির্জনতা। এই রকম একটা পরিবেশ তারাও চাইছিল। সেখানে তারা তিনজন ছাড়া অন্য কেউ আর ছিল না। পিট এই সুযোগে ফেটে পড়ল, তোমার মতলব কি জুপিটার?

ওরা দু'জন, জুপিটার তাকে বলল—আমরা চলে আসার পর তারা হয়তো নিজেদের মধ্যে কথা বলবে। তাদের মুখ ফসকে কোনো গোপন কথা বেরিয়ে যেতে পারে হয়তো বা।

কিন্তু তাতে আমাদের কি লাভ হবে? বব তার সঙ্গে হাত ধুয়ে প্রশ্ন করল। ক্যামেরার ভেতরে মিনি টেপরেকর্ডারটা আমি চালিয়ে এসেছিল। জুপিটার তাকে বলল—সেটা খুব সূক্ষ্ম এবং অনুভূতিশীল। তারা যা বলবে সঙ্গে সঙ্গে সব টেপ হয়ে যাবে সেখানে। ব্যাস এখন এই পর্য্যন্ত। এখন এর বেশী আলোচনা করা ঠিক হবে না। কেউ হয়তো আমাদের কথা শুনে ফেলবে। তারপর তারা নীরবে হাত ধুয়ে ধীরে ধীরে আবার তাদের টেবিলের সামনে ফিরে এলো। আসার সময় সেই বেলুন বিক্রেতা মেয়েটির পাশ দিয়ে এলো তারা। মেয়েটি মাত্র একবারই মাথা নাড়ল। তার মনে তাদের অনুপস্থিতিতে তেমন কিছু ঘটেনি । টেবিলের ওপর তাদের ক্যামেরাগুলো তেমনি পড়েছিল। সেই ভদ্রলোক এবং ভদ্রমহিলা তাড়িয়ে তাড়িয়ে কফি খাচ্ছিল।

বৎস, তোমাদের ক্যামেরা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায়নি। ভদ্রলোক নম্রভাবে বলল—এই দেশ, এই দেশের লোকেরা খুবই সৎ। ওয়েটার তোমাদের অর্ডারে সার্ভ করতে এসেছিল। কিন্তু আমি তাকে বলেছি, তোমাদের ফিরতে দু'এক মিনিট সময় লাগতে পারে। ওহো, ঐতো সে আবার এসে গেছে।

ওয়েটার ট্রে হাতে তাদের টেবিলের সামনে এগিয়ে এলো। এবং টেবিলের ওপর এক এক করে স্যান্ডউইচ, হট চকোলেট এবং আইসক্রীম রাখল সে। তারা জেনে গেছে আজ তাদের ভাগ্যে লাঞ্চ নেই। অথচ তাদের খুব খিদেও পেয়েছিল। তাই তারা খাবারগুলো দ্রুত নিঃশেষ করে ফেলল। কয়েক মিনিট পরে সেই ভদ্রলোক এবং ভদ্রমহিলা কফি খাওয়া শেষ

করে তাদের বিদায় সম্ভাষণ জানাতে উঠে দাঁড়াল এবং পরমুহূর্তে সেখান থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আমাদের সঙ্গে তাদের আরো কথা বলার ইচ্ছে থাকলে তারা তাদের মনটা বদলাত পিটার মন্তব্য করল, এত তাড়াতাড়ি চলে যেত না তাহলে।

আমার বিশ্বাস আমাদের অনুপস্থিতিতে তারা নিশ্চয়ই নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে থাকবে। জুপিটার বলল। সঙ্গে সঙ্গে সে তার ক্যামেরার ছোটো বোতামের ওপর হাত রেখে চাপ দিল। অর্থাৎ টেপরেকর্ডারের টেপটা সে ফিরে আবার ঘোরোতে চাইল। কিছু সময় পরে অন্য আর একটা বোতাম টিপল সে। এবার টেপটা বাজতে শুরু করল। প্রথমে হিসহিস শব্দ, তাও অস্পষ্ট। তারপর সেই লোকটার কণ্ঠস্বর ভেসে এলো। সব উত্তেজনায় লাফিয়ে উঠল।

টেপটা কাজ করেছে। বব চিৎকার করে উঠল। জুপ, তুমি যা অনুমান করেছিলেন ঠিকই।

চু-উ-প। জুপিটার তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল—এখন শোনা যাক ওরা কি বলেছিল? খাওয়া বন্ধ করো না, তাহলে কেউ সন্দেহ করতে পারে। আর ক্যামেরার দিকেও তাকিও না।

জুপিটার টেপটা পিছন দিকে ঘুরিয়ে আবার নতুন করে চালু করে দিল। সেই সঙ্গে ভলিউমটা কমিয়ে দিল যাতে করে পাশের টেবিলের লোক শুনতে না পায়। তাদের আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল এই রকম ঃ

পুরুষ ঃ আমার মনে হয় ফ্রেডি আমাদের বুনো হাঁস খুঁজতে পাঠিয়েছে। হ্যাঁ, তারা বুনো হাঁস ছাড়া আর কি? ঐ তিন কিশোর যদি অনুসন্ধানকারী হয় তাহলে আমি প্রতিজ্ঞা করছি, আমি আমার মাথার টুপিটা খেয়ে ফেলব।

নারী ঃ ফ্রেডি অমন ভুল কখনো করে না। তার বক্তব্য হলো তারা তিনজন বেশ স্মার্ট। সে তাদের পরীক্ষা করে দেখে নিয়েছে। তাদের তুমি তিন অনুসন্ধানকারী বলতে পারো।

পুরুষ ঃ এটা তাদের অভিনয় ছাড়া কিছু নয়। তুমি আমাকে দেখাতে পারো, তারা কোনো কেস সমাধান করতে পেরেছে? কেবল ভাগ্য ছাড়া! ওরকম বোকা বোকা চেহারার ছেলে আমি কখনো দেখিনি, আমি ঐ মোটা ছেলেটির কথা বলছি আর কি।

এই সময় পিট এবং বব তাদের চাপা হাসিটা খুব কষ্ট করে দমন করল। হয়ত জুপিটারকে একটু বোকা দেখতে, কিন্তু সেই মন্তব্যের কোনো তোয়াক্কা করল না সে।

নারী ঃ কে বোকা, কে মোটা তা আমাদের দেখবার দরকার নেই। আমরা তাদের গতিবিধি দেখতে এখানে এসেছি। ফ্রেডি বলে দিয়েছে তাদের অনুসরণ করার জন্যে। আর দেখতে হবে তারা অন্য কারোর সঙ্গে যোগাযোগ করে কিনা! তার ধরাণা, তার সি, আই, এ'র হয়ে কাজ করছে।

পুরুষ ঃ কাউকে কি বলতে হবে তারা জানে না। আর পাঁচটা বাচ্চা ছেলেদের মত তারা এখানে বেড়াতে এসেছে! অন্য কাউকে তাদের অনুসরণ করতে দাও।

নারী ঃ তাহলে তুমি তাদের সঙ্গে দেখা করে বলবে না ডিউক ষ্টিফেনের পরিকল্পনা মত প্রিন্স যাতে চলে, তারা যেন সেই ভাবে ডিজারোকে বোঝায়?

পুরুষ ঃ না, আমার মনে হয় না মতলবটা ভালো। তবে আমার ধারণা, কেবল একটা কাজই আমাদের করতে হবে, যে কাজটা ফ্রেডি অনেকদিন থেকেই প্ল্যান করে আসছে। কাজটা হলো প্রিন্স ডিজারোকে সিংহাসনে আরোহন করতে না দেওয়া এবং ডিউক ষ্টিফেনকে এ দেশের স্থায়ী শাসক হিসেবে সুযোগ করে দেওয়া। তারপর ষ্টিফেনের ওপর আমাদের আগের

প্রভাব-প্রতিপত্তি আরো বাড়িয়ে বস্তুত আমাদের সিন্ডিকেট এবং রোবারটোই তাদের দেশ শাসন করবে। এই হচ্ছে ফ্রেডির ইচ্ছে।

নারী ঃ তোমার গলার স্বরটা একটা কমাও ত্রে। কেউ হয়তো তোমার কথা শুনে ফেলছে।

পুরুষ ঃ না, এখানে আমাদের কথা শোনার জন্যে কেউ বসে নেই। ম্যাবেল, আমি তোমাকে বলে রাখছি, পরিকল্পনাটা খুবই নিখুঁত, এ রকম দাবী আজ পর্য্যন্ত কেউ বোধহয় করেনি। ডিউক ষ্টিফেনকে সামনে রেখে একবার আমরা এই দেশটা নিজেদের কবলে আনলে তখনই আমাদের আসল ক্ষমতা শুরু হবে। পরের দেশের কথা ভাবা বন্ধ করে তুমি কি কখনো নিজের দেশের কথা ভেবেছ? ভেবেছ কি তুমি তোমার নিজের দেশে শাসক হলে কি করবে? তা না ভেবে শুধু শুধু পরের দেশ—

নারী ঃ তার মানে তুমি বলছ, ঝামেলা হবে? না, আমরা এই দেশটাকে আরো সভ্য এবং মন্টি কারলোর থেকেও বড় করে তুলব।

পুরুষ ঃ হ্যাঁ। তাহলে এখানে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। আমরা এ-দেশের নাগরিকদের গোপন অর্থ নিরাপদ জায়গায় লুকিয়ে রাখার সুযোগ করে দেবো, যা তাদের সরকার হদিশ পাবে না। তবে সেটাই হবে কেবল শুরু। আমরা এখানে বিশেষ বিশেষ আইন তৈরী করবো। তার মানে কোনো দেশের অপরাধী এ দেশে আশ্রয় নিলে সে দেশের সরকার তাকে কোনো মতেই গ্রেপ্তার করতে পারবে না। যে কোনো দেশের যে কোনো লোক এখানে এসে নিরাপদে থাকতে পারবে, ততদিন তারা আমাদের ন্যায্য পাওনা দিয়ে চলবে। ভবিষ্যতে ভারানিয়া হবে অসৎ লোকদের স্বর্গরাজ্য।

নারী ঃ হ্যাঁ, কথাটা ঠিকই শোনাচ্ছে। কিন্তু ধরো যদি ডিউক ষ্টিফেন আমাদের প্ল্যান মত চলতে না চায়?

পুরুষ ঃ তাকে চলতেই হবে, যদি সে ক্ষমতায় থাকতে চায়! আমরা তাকে ভালোভাবে বোঝানর চেষ্টা করেছি। ওঃ, আমি তোমাকে বলছি, ভারানিয়া দেশটা খুবই সুন্দর, এবং সম্পদশালী। আমাদের কাজ হবে সেগুলো আহরণ করে নেওয়া।

নারী ঃ চু-উ-প! ঐ দেখ তারা ফিরে আসছে।

পাঁচ □ অজানা শত্রু

এরপর টেপের কণ্ঠস্বর একেবারে স্তব্ধ হয়ে যায়। জুপিটার অভ্যাসবশত ক্যামেরাটা ঘোরালো টেপ রেকর্ডারের সুইচটা অফ করার জন্যে। এবং টেপটা ফিরে আবার ঘুরিয়ে রাখার জন্যে।

কি সাংঘাতিক ব্যাপার! পিট বিস্মিত হয়ে বলল, বারট ইয়াং যা ভয় করেছে তাই ঘটতে যাচ্ছে। অশুভ সূচনা। এ খুবই খারাপ। তারা কেন শান্তিপ্রিয় দেশটাকে অসৎ লোকেদের স্বর্গরাজ্য করে তুলতে চাইছে! কি আশ্চর্য!

বারট ইয়াংকে এখনই আমাদের খবর দেওয়া উচিৎ। বব চিৎকার করে উঠল। জুপিটার ভ্রুকুটি করল। আমিও তাই মনে করি। জুপিটার বলল, আমি তাকে সমস্ত টেপটা বাজিয়ে শোনাতে চাই। কিন্তু অনেক বেশী সময় লাগবে, তাতে কারোর চোখে পড়ে গেলেও পড়ে যেতে পারে। তার চেয়ে আমরা তাকে সংক্ষেপে এই নতুন ঘটনার কথা বলব!

জুপিটার ক্যামেরাটা হাতে তুলে নিল। এবং ফিল্ম বদলাবার ভান করল। সেই ফাঁকে ট্রান্সমিটারের সুইচটা অন করে দিল সে। সঙ্গে সঙ্গে নরম গলায় সে বলল—আমি প্রথম

রিপোর্ট করছি। আপনি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ, বেশ জোরে এবং স্পষ্ট। বারট ইয়াং'র কণ্ঠস্বর ভেসে এলো। কোনো নতুন কিছু ঘটেছে নাকি?

জুপিটার খানিক আগের ঘটনা সংক্ষেপে বলল।

এটা খুব খারাপ। সব শেষে বারট ইয়াং বলল। সেই ভদ্রলোক এবং ভদ্রমহিলার যা বিবরণ তুমি দিলে তাতে মনে হয় লোকটা ম্যাক্স গ্রোগান, নেভাদার জুয়াড়ি। এবং সঙ্গিনী মহিলাটি তার স্ত্রী। এরা আমাদের দেশের অপরাধ সংস্থার অংশীদার। ফ্রেডি এবং রোবারটো, যে দুজনের নাম তারা করেছে, তারা নিশ্চয়ই ফ্রেডি ম্যাকগ্রো এবং রোবারটো রাওলেট। এরা দু'জনেই এক সময়ের বড় জুয়াড়ি ছিল। সমস্ত ব্যাপারটা যেন আমাদের স্বপ্নের অতীত, এ যেন কল্পনাও করা যায় না। মুষ্টিমেয় কয়েকজন অসৎ লোক ভায়ানিয়ার সিংহাসন দখল করতে চাইছে।

এই প্রথম সুযোগেই প্রিন্স ডিজারোকে সাবধান করে দাও। এবং আজই। তারপর আগামীকাল অ্যামেরিকান দূতাবাসে তোমরা চলে এসো। কারণ আমার মনে হয়, তোমাদের পক্ষে ঐ দুর্গটা এখন আর মোটেই নিরাপদ নয়। ডিজারোকে আমরা সরকারীভাবে সাহায্য করতে পারি, যদি তিনি আমাদের অনুরোধ করেন। কিন্তু তাঁর কাছ থেকে অনুরোধ না আসা পর্য্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। একটু থেমে বারট ইয়াং আবার বলতে থাকে— আমরা স্বপ্নেও যা ভাবিনি তোমরা তার চেয়েও অনেক বেশী কাজ করেছ, অনেক দূর এগিয়ে গেছ, অনেক দুঃসাহসিক কাজ করে ফেলেছ যা তোমাদের করার কথা নয়। কিন্তু এখন থেকে খুব সাবধান হবে, বুঝলে!

ছয় □ চমকপ্রদ আবিস্কার

তিন অনুসন্ধানকারী কিশোর বিকেলের বাকী সময়টা বাইরের প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে কাটিয়ে দিল। তারা কয়েকটা পুরনো দোকান এবং একটি আকর্ষণীয় মিউজিয়াম দেখে এলো। তারপর স্টীমারে চড়ে নদীপথে বেড়াল কিছুক্ষণ।

মাঝে মাঝে রুডি তাদের খবর দিতে থাকল, এখনো তাদের অনুসরণ করা হচ্ছে। তবে এখন যারা তাদের অনুসরণ করছে তারা ভারানিয়ান সিক্রেট সারভিসেসের লোক। আর তাদের আনুগত্য রয়েছে ডিউক ষ্টিফেনের ওপর।

সম্ভবত তারা এমনি আপনাদের দেখছে। রুডি আরো বলল—কিন্তু এতে আমার সন্দেহ আছে। তোমাদের সম্বন্ধে তারা খুবই আগ্রহী। আর আমি জানি, কেনই বা তারা এত আগ্রহী।

ছেলেরাও জানত কেন তাদের এত আগ্রহ। তারা ভেবে পায় না, কেন অন্য কেউ তাদের ওপর এত আগ্রহ দেখাবে? এখনো পর্য্যন্ত তারা তো কিছুই করেনি। এবং অবশ্যই প্রিন্স ডিজারোকে আদৌ এখনো পর্য্যন্ত কোনো সাহায্যই তারা করতে পারেনি।

সময় সময় তাদের চোখে পড়ছিল রাস্তার ধারে ধারে কেউ বেহালা বাজাচ্ছে, কেউ বা বাঁশি বাজাচ্ছে।

চিত্তবিনোদনকারীর দল। অনেক বছর আগে প্রিন্স পলকে যে পরিবার আশ্রয় দিয়েছিল, এরা তাদের বংশধর। আমিও তাদের একজন। আমার বাবা এদেশের প্রধানমন্ত্রী হতে পারতেন যদি না ডিউক ষ্টিফেন তাঁকে পদচ্যুত করতেন। বিশ্বাস করুন আমরা প্রিন্স ডিজারোর অতি বিশ্বস্ত প্রজা। প্রিন্স পলের বদান্যতায় আমাদের সরকারী কোনো কর দিতে হয় না। রুডি একটা চমকপ্রদ ঘটনার কথা শোনালো।

ডিউক ষ্টিফেনের বিরোধী একটা দল আমরা তৈরী করে ফেলেছি। আমরা নিজেদেরকে চিত্তবিনোদনকারী দল হিসেবে গণ্য করে থাকি। আমি আপনাদের হলফ করে বলতে পারি, এখানকার অধিকাংশ লোক ডিউক ষ্টিফেনকে পছন্দ করে না। তারা তাকে প্রচন্ডভাবে ঘৃণা করে।

প্রত্যেক নাচ-গানের দলের সামনে দিয়ে গাড়ী চালাতে গিয়ে রুডি গাড়ীর গতি কমিয়ে আনছিল। তারপর একজন মিউজিসিয়ান তাকে সামান্য একটু মাথা নুইয়ে অভিবাদন জানাল তখন সে গাড়ীর গতি বাড়িয়ে দিল।

এই খেলায় ওদের দু'জনের অংশ থাকতে পারে, বিড়বিড় করে বলল সে। যারা আপনাদের ওপর নজর রাখছে তাদের ওপর আমরাও নজর রাখছি। আমরা সব সময় আপনাদের ওপর দৃষ্টি রেখে যাবো। রাজপ্রাসাদেও আমাদের লোক আছে, এমন কি রাজরক্ষীদের মধ্যেও। আমরা অনেক কিছুই জানি। কিন্তু আমরা কিছুতেই বুঝতে পারছি না তাদের কাছে আপনারা কি করে এত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠলেন। অবশ্য আমি একটা সম্ভাবনার কথা চিন্তা করছি, ডিউক ষ্টিফেনের এক জঘন্য পরিকল্পনা।

* * *

এরপর তারা সাইটসীন দেখতে দেখতে তাদের অনুসরণকারীদের কথা ভুলেই গেল! রাতের ডিনারটাও তারা বাইরে রেষ্টুরেণ্টে খেয়ে নিল।

তারা এক সময় খুব ক্লান্ত হয়ে দুর্গে ফিরে এলো। তবে তাদের মন খুব উৎফুল্ল দেখাচ্ছিল।

রাজপরিবারের ছোটো বেঁটেখাটো সেই সরকার ভদ্রলোক দ্রুত ছুটে এলো তাদের অভিবাদন জানানর জন্যে। পরনে টকটকে লাল রঙের ঢিলা পোষাক।

গুড ইভনিং জেণ্টেলমেন, বলল সে, প্রিন্স ডিজারো খুব দুঃখিত আজ রাতে আপনাদের সঙ্গে তিনি দেখা করতে পারছেন না বলে। তবে কাল সকালে তিনি আবার আপনাদের সঙ্গে ব্রেকফাষ্ট করবেন। এখন আমি আপনাদের ঘরে পৌঁছে দিয়ে আসি চলুন। আমার সন্দেহ হয়, আপনারা নিজেরা আপনাদের ঘর ঠিক খুঁজে পাবেন না।

লোকটির আন্তরিকতা দেখে প্রথমে তারা খুব খুশি হলো। কিন্তু পরমুহূর্তে তাকে কি রকম অদ্ভুত ধরণের লোক বলে মনে হলো। তাদের ঘরে ঢুকতে দেখে সঙ্গে সঙ্গে সে পিছন ফিরে সরে পড়ল এমন করে যেন খুব একটা জরুরী কাজের কথা মনে পড়ে গেছে তার।

ওক কাঠের শক্ত দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে ঘরের ভেতরে তাকাল তারা। পরিপাটি করে সাজান ঘর! বিছানা তৈরী। কিন্তু তারা তাদের সুটকেসগুলো যেখানে রেখে গিয়েছিল সেখানেই পরে আছে। মাকড়সার জালটা বিছানা ঘেঁষে দেওয়ালের গায়ে তেমনি ছড়ান ছিল। একটা বড় কালো রঙের মাকড়সার গায়ে সোনালী ছাপ তাদের দেখামাত্র ছুট দিল। নিমেষে ফাটা দেওয়ালের ফাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেলো।

বব হাসল। এখন সে স্বীকার করতে বাধ্য হলো, ভারানিয়ার মাকড়সারা বস্তুত পবিত্র জীব। এবং সে এও স্বীকার করল, খুব কাছ থেকে ভালো করে পরীক্ষা করলে দেখা যাবে সত্যি বেশ হ্যান্ডসাম এখনকার মাকড়সারা।

কোনো নতুনত্ব নেই, জুপিটার বলল—তবু মনে হয় মিঃ ইয়াংএর সঙ্গে আমাদের একবার যোগাযোগ করা উচিৎ। হয়তো তিনি এ ব্যাপারে আমাদের নির্দেশও দিতে পারেন। সতর্কতা হিসেবে পিট, তুমি দরজাটা লক করে এসো।

পিট দরজা লক করতে চলে গেলো। সেই ফাঁকে জুপিটার ক্যামেরার ঢাকনা খুলে রেডিওর ট্রানসমিটারটা অন করে দিল।

আমি প্রথমএ রিপোর্ট করছি, জুপিটার বলল! আপনি কথা শুনতে পাচ্ছেন তো?

হ্যাঁ, স্পষ্ট এবং জোরে। বারট ইয়াং-এর কণ্ঠস্বর ভেসে এলো। নতুন কোনো খবর আছে?

তেমন বিশেষ কিছু নয়। জুপিটার বলল—একটু আগে আমরা সাইটসীন দেখে ফিরেছি। তবে সারাটা দিন ডিউক ষ্টিফেনের সিক্রেট সারভিসের লোকেরা আমাদের অনুসরণ করেছিল।

তোমাদের সম্বন্ধে সে খুব চিন্তিত। বারট ইয়াং চিন্তিত সুরে বলল—ডিজারোকে এখনো তোমরা বলনি? খবরটা তিনি কি ভাবে নিলেন?

আমরা তার সঙ্গে দেখা করতে পারিনি। তাঁর খাস সরকার আমাদের খবর দিল কাল সকালের আগে তিনি আমাদের সঙ্গে দেখা করতে পারছেন না।

হায় হায়—রেডিওয় বারট ইয়াং'র আক্ষেপ ধ্বনি শুনতে পেল তারা সবাই। তাঁকে খুব চিন্তিত বলে মনে হলো। আমার কেমন যেন সন্দেহ হয়, ইচ্ছে করে তারা তাঁকে তোমাদের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চাইছে। যাইহোক কাল সকালে তাঁর সঙ্গে তোমাদের আলাপ করতেই হবে। খুব জরুরী ব্যাপার। তাকে বলো। এখন ক্যামেরার ভেতর থেকে টেপটা বার করে তোমার পকেটে রেখে দাও। কাল এখানে দূতাবাসে আসার সময় আমার জন্য টেপটা অবশ্যই আনবে। আমাদের এখানে আসছ কেউ যেন না টের পায়। সাইটসীন দেখতে বেরিয়ে ড্রাইভার তোমাদের আমাদের এখানে নিয়ে এসেছে, এ রকম ভাব দেখাবে। কেসটা এখন থেকে ক্রমশঃ জটিল হয়ে উঠল। বুঝলে?

হ্যাঁ স্যার। জুপিটার প্রত্যুত্তরে বলল।

এখনো আমরা ভাবছি ডিজারোকে কি ভাবে সাহায্য করা যায়। ডিউক ষ্টিফেন দারুন ধুরন্ধর লোক। সব আট ঘাট বেঁধে কাজে নেমেছে। রেডিও, খবরের কাগজ এবং টেলিভিসন কর্তৃপক্ষের ওপর এত ঘনিষ্ঠ প্রভাব বিস্তার করে রেখেছে, সাধারণ লোকের কাছে আমরা যেতেই পারছি না। কিন্তু একটা উপায় আমাদের খুঁজে বার করতেই হচ্ছে যাতে করে সম্ভব হলে কালই তোমাদের ডিউটি থেকে অব্যাহতি দেওয়া যায়।

হ্যাঁ স্যার, জুপিটার বলল—আপনি যা ভালো বোঝেন করবেন।

অতঃপর ট্রান্সমিটারের সুইচটা অফ করে দিল সে। বারট ইয়াং'র নির্দেশ মত টেপটা ক্যামেরার ভেতর থেকে বার করে নিল জুপিটার। আগামী কাল সকালে টেপটা বারট ইয়াং'র হাতে তুলে দিতে হবে।

এটা নাও পিট, জুপিটার বলল—এটা তুমি সঙ্গে নিয়ে চলো। তবে হ্যাঁ, সাবধান, টেপটা বাইরে অন্য কারোর হাতে চলে না যায় দেখবে।

ঠিক আছে, পিটার প্রত্যুত্তর বলল, আপনার পরামর্শ মতই কাজ চলবে! পিট তার পকেটে টেপটা চালান করে দিল।

জুপিটার যখন বারট ইয়াং'র সঙ্গে সঙ্গে কথা বলছিল তখন বব বড় ওয়ারড্রবের ড্রয়ার হাতড়াচ্ছিল তার রুমাল খোঁজর জন্যে। অবশ্য তার রুমালগুলো ঠিক জায়গাতেই ছিল। কিন্তু একটা রুমালে টান দিতেই একটা মৃদু ধাতব শব্দ শুনতে পেল সে। একটা অজানা কৌতূহল। ব্যাপারটা কি তাহলে দেখতে হয়। একটা ভারী ধাতব জিনিষ তার রুমালগুলোর মধ্যে লুকানো ছিল। সে টেনে বার করল। মুহূর্তের-অবাক আর্ত চিৎকারে পরিণত হলো।

জুপ! পিট! দেখ, তাকিয়ে দেখ!

চকিতে তারা ববের দিকে ফিরে তাকাল বিস্ময়, বিমূঢ় চোখে।

মাকড়সা! পিট ভয়ার্তকণ্ঠে বলল,—ওটা ফেলে দাও।

ওটা ক্ষতিকর, জুপিটার তার সঙ্গে গলা মিলিয়ে বলল,—

ওটা প্রিন্স পলের মাকড়সা। বব, ওটা মেঝের ওপর রেখে দাও।

তোমরা কেউই বুঝতে পারছ না! বব মৃদু চিৎকার করে বলে উঠল,—এটা জীবন্ত মাকড়সা নয়। এটা সেই মাকড়সা।

সেই মাকড়সা? পিট তার কথার পুনরাবৃত্তি করে বলল,—তার মানে কি বলতে চাইছ তুমি?

ভারানিয়ার সেই ঐতিহাসিক রূপোর মাকড়সা। বব তাকে বলল,—যেটা জুয়েল ভল্ট থেকে নিখোঁজ হয়েছিল এবং সেটা হতেই হবে। এটা এমনি নিখুঁত যে তোমরা ভেবেছিলে এটা জীবন্ত মাকড়সা কিন্তু তা নয়। আসলে এটা ধাতুর তৈরী, যেমন আর একটা আমরা দেখেছিলাম। অবশ্য ধাতুটা দামী। জুপিটার এবার নিজের চোখে দেখার জন্যে সেই রূপোর মাকড়সা স্পর্শ করল। তুমি ঠিকই বলেছ বব, জুপিটার বলল,—এটা একটা মাষ্টারপীস। এটা প্রিন্স পলের সেই আসল রূপোর মাকড়সা না হয়ে যেতে পারে না। তা এটা তুমি কোথায় পেলে বব?

আমার রুমালগুলোর তলায় এটা ছিল। কেউ হয়তো লুকিয়ে রেখে থাকবে। আমি ভাল করে জানি, সকালে এটা ওখানে ছিল না।

জুপিটারের ভ্রু কুঁচকে উঠল! তার মুখ দেখে মনে হচ্ছিল, গভীর ভাবে কি যেন চিন্তা করছে সে।

আচ্ছা ভারানিয়ার এই রূপোর মাকড়সাটা আমাদের ঘরে কে লুকিয়ে রাখতে গেল? এক রকম নিজের মনেই কথাটা বলল সে। কেউ আমাদের চুরির দায়ে দায়ী করতে না চাইলে এর কোনো মানে হয় না। আর সে ক্ষেত্রে—

আমরা কি করব জুপ? পিট চিন্তিত হয়ে জিজ্ঞেস করল,—রূপোর মাকড়সা সমেত আমাদের ধরা পড়া মানেই মৃত্যুর পরোয়ানা হাতে পাওয়া।

আমার ধারণা—জুপিটার বলতে শুরু করে আবার থেমে গেল। কিন্তু জুপিটারের মনের কথা জানার উপায় ছিল না তাদের কারোর। ঠিক সেই মুহূর্তে ঘরের বাইরে হলঘরে কয়েক জোড়া ভারী বুটের শব্দ শোনা গেল। একটু পরেই দরজায় জোর নক করার শব্দ হলো। তারপর দেখা গেল কে যেন দরজার হাতল ঘোরাচ্ছে খোলার জন্য। পরমুহূর্তে এক ক্রুদ্ধ কণ্ঠ শোনা গেল,—শাসন কর্তার নামে এখুনি দরজা খুলে দাও বলছি। আইনের স্বার্থে দরজা খুলে দাও।

কয়েকটা মুহূর্ত।

জুপিটার এবং পিটার দরজার সামনে ছুটে গেল। এবং দরজার খিলটা শক্ত করে চেপে ধরল দুজনে।

ওদিকে ববও স্তব্ধ, হতবাক। এরপর তাকে কি করতে হবে, কি তার করা উচিত পরিষ্কার করে কিছু ভাবতে পারে না সে। কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মতো ভারানিয়ার রূপোর মাকড়সাটা হাতে নিয়ে সে তখন ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে ভাবছিল, সেটা নিয়ে কি করবে সে!

সাত □ আরোহণ

দরজায় আবার প্রচন্ড ধাক্কা পড়ল। যে কোনো মুহূর্তে দরজা ভেঙ্গে পড়তে পারে।

শাসনকর্তার নামে দরজা খুলে দাও বলছি! আইন অমান্য করো না, দরজা খুলে দাও। আবার সেই কণ্ঠস্বর গর্জে উঠল।

ওদিকে পিট এবং জুপিটার দরজার ওপর তাদের সমস্ত শক্তি দিয়ে দরজা বন্ধ রাখার চেষ্টা করল। বব তার হাতের সেই সুন্দর এনামেল করা রূপোর মাকড়সাটার দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে থেকে ঠিক করল, এটা তাকে লুকোতেই হবে। কিন্তু কোথায়?

লুকোবার জায়গা খোঁজে সে ঘরের চারদিকে। দিশেহারা বব। কোথায় লুকোবে? কার্পেটের নিচে? না, সুবিধের নয় জায়গাটা। বিছানার নিচে? না, কোনটাই ভাল নয়। তাহলে কোথায়? কোথায় লুকোলে কেউ টের পাবে না!

বাইরে প্রহরীরা তখন দরজায় আছড়ে পড়ছিল। দরজা ভেঙ্গে ঢুকতে চায় তারা। জানলার পর্দাটা সরে গেল। সঙ্গে সঙ্গে এক যুবকের মুখ ভেসে উঠল। ব্যাপারটা আরো বেশী জটিল হয়ে উঠল। এই নতুন আক্রমণে পিট এবং জুপিটার স্তম্ভিত, বিস্মিত।

শোনো আমি রুডি কথা বলছি! নবাগত মৃদু চিৎকার করে বলে উঠল—সঙ্গে আমার ছোটো বোন এলেনাকে সঙ্গে এনেছি।

এলেনা তার দাদার পাশে এসে দাঁড়াল। ছেলেদের মত ট্রাউজার এবং জ্যাকেট পড়ে সে তার দাদার পাশে দাঁড়িয়েছিল।

চলে এসো! এলেনা অনুরোধ করল, তোমাদের এখান থেকে পালিয়ে যেতে হবে। এক সাংঘাতিক অপরাধে তারা তোমাদের গ্রেপ্তার করতে যাচ্ছে।

দরজায় আঘাতটা এবার আরো তীব্র হলো। কেউ বোধহয় কুঠার দিয়ে আঘাত করছিল। তবে তিন ইঞ্চি পুরু ওক কাঠের দরজা খুব সহজে ভাঙ্গা যায় না।

পর্দায় ছায়াচিত্রের দৃশ্যের মত দ্রুত সমস্ত ঘটনাগুলো ঘটে যেতে থাকলো। অন্য ছেলে হলে যে কোন মুহূর্তে বিদ্রোহ দেখা দিতে পারতো। যাইহোক, তারা জেনে গেছে ঐ জায়গা থেকে তাদের বেরিয়ে যেতেই হবে!

এসো পিট! জুপিটার চিৎকার করে উঠল, বব রূপোর মাকড়সাটা সঙ্গে নিয়ে চলে এসো, আমরা এখান থেকে চলে যাচ্ছি।

বব দীর্ঘক্ষণ ইতস্তত: করল। অবশেষে সে তার দলের সঙ্গে মিশে গেলো। এলেনা পথ করে তাদের ব্যালকনিতে নিয়ে এলো। তারপর তারা এলেনাকে অনুসরণ করে বাড়ির পিছনে চলে এলো। বাইরে তখন প্রচন্ড ঠান্ডা, সেই সঙ্গে এক বুক অন্ধকার থিক থিক করছিল। এলেনা বলল—নার্ভকে শক্ত রাখার চেষ্টা করো তোমরা। ভয় নেই, আমি তোমাদের পথ করে নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যাচ্ছি।

এলেনা ছেলেদের মতন লাফিয়ে লাফিয়ে চলছিল। ব্যালকনির ছোটো এবং সূক্ষ্ম স্তম্ভের ওপর এক লাফে উঠে দাঁড়াল সে। জুপিটার ইতস্তত: করল।

আমার ক্যামেরা! জুপিটার বলল, আমি ভুলে সেখানে ফেলে এসেছি।

এখন আর ফিরে যাওয়ার সময় নেই। রুডি তাড়া দিল—দরজা ভেঙ্গে পড়তে বড় জোর দু'মিনিট কি তিন মিনিট সময় লাগতে পারে। তাই এক সেকেন্ড সময়ও আমরা নষ্ট করতে পারি না।

বস্তুতঃ ক্যামেরা-কাম-রেডিওর কথা মন থেকে তাড়িয়ে দিয়ে জুপিটার অবশেষে পিটকে অনুসরণ করতে থাকল। এলেনা তাদের পথ করে দিয়ে এগুচ্ছিল দ্রুত গতিতে বেড়ালের মতন।

ভয় পাওয়ার সময় এটা নয়। চলো, সামনে এগিয়ে চলো। পিছনে দরজায় তখনো আঘাতের পর আঘাত পড়ে যাচ্ছিল। তারা একটা কোনায় এসে দাঁড়াল। রাতের ঠাণ্ডা বাতাস এসে তাদের গায়ে বিঁধল কাঁটার মতন। অদূরে ডেনজো নদী রাতের অন্ধকারে দ্রুত বয়ে যাচ্ছিল। রুডির হাতটা ববের কাঁধে এসে পড়ল, বব সোজা হয়ে দাঁড়াল। সে আবার তার ভারসাম্য ফিরে পেলো এবং তাদের অনুসরণ করল।

দ্রুত পা চালাও। রুডি তার কানে কানে বলল, সময় নেই।

এক জোড়া পায়রা তাদের মাথায় ওপর দিয়ে উড়ে গেল। বব তাদের অনুসরণ করল। তারা অন্য আর এক ব্যালকনিতে এসে পড়ল। দেওয়ালে পিঠ দিয়ে, পায়ের তলায় পাথরের সরু লিনটেন। একটু অসাবধান হলে একেবারে নিচে পাথরের ওপর আছড়ে পড়বে। এখানে এসে তারা পাঁচজন এক সঙ্গে মিলিত হলো।

এখন আমাদের উঠতে হবে। এলেনা ফিস্ ফিস্ করে বলল—এই দড়িটা ধরো। মাঝে মাঝে গিট আছে এতে। আর একটা দড়ি ব্যালকনির নিচে ঝোলানো আছে ওটা এখানকার লোকেদের বুদ্ধু বানানর জন্যে। তারা ভাববে সেই দড়ি ধরে আমরা নিচে নেমে গেছি। কিন্তু আমরা সেই দড়িটা আদৌ ব্যবহার করছি না।

দড়িটা ওপর থেকে ঝোলানো ছিল। এলেনা সেই দড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে থাকল। পিট তাকে অনুসরণ করল সহজ ভাবে। জুপিটার আস্তে এবং ঘোঁতঘোঁত করতে করতে উঠতে লাগল। বব তাকে ওপরে উঠতে সাহায্য করল এবং তাকে অনুসরণ করতে থাকল।

রুডি এক মুহূর্তের জন্যে তাদের ছেড়ে চলে গেল। সরু আলসের ওপর দিয়ে ঘুরে ঘুরে কি যেন লক্ষ্য করছিল সে। মনে হয় সে যেন ডিউক ষ্টিফেনের লোকেদের ওপর নজর রাখছিল। নরম গলায় সে বলল—তারা এখনো দরজায় ধাক্কা দিয়ে যাচ্ছে। যাই হোক এখুনি তাদের চোখের আড়াল হয়ে যেতে হবে আমাদের।

কি বললে? বব এখানে একটু থামল রুডির কথা শোনার জন্যে। মাথা ঘোরানো মাত্র ডান হাতটা তার ফসকে গেল। দড়ির গিটটা আলগা ছিল। অন্ধকারে তার ভারী দেহটা নিচের দিকে পড়তে থাকে। যাই হোক, একটা ভারী পাথরের ওপর তার ভারী দেহটা আছড়ে পড়তেই পতনের হাত থেকে রেহাই পেয়ে গেল সে। ববের মাথাটা একটা পাথরের ওপর ধাক্কা খেল এবং তার চোখের সামনে কল্পনার লাল, নীল হলুদ রঙের আলো এসে পড়তে থাকল যেন।

বব। রুডি তার ওপর ঝুকে পড়ে জিজ্ঞেস করল—বব, আপনি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন? আপনি কি আহত?

বব চোখ মেলে তাকাল। তার চোখের ওপর থেকে রঙীন আলোগুলো তখন অপসারিত। রুডির মুখটা তার চোখের সামনে ভেসে উঠল। সে তখন পাথরের ওপর পড়েছিল, তার মাথায় আঘাত লেগেছিল।

বব, তুমি ঠিক আছ তো? রুডি উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করল।

আমার মাথায় আঘাত লেগেছে। বব প্রত্যুত্তরে বলল—তবে আমার মনে হয় ঠিক আছি। বব উঠে বসে চারিদিক তাকিয়ে দেখল। সে তখন একটা ব্যালকনির ওপরে ছিল, ব্যাস, এটুকুই

সে বলতে পারে। তাছাড়া দুর্গের চারপাশে ঘন মুঠো মুঠো অন্ধকার ঝরে পড়ছিল, নিচে ডেনজো নদী এবং অদূরে ডেনজো শহরের অস্পষ্ট আলো তার চোখের ওপর এসে পড়ছিল।

এখানে আমি কি করছিলাম? রুডিকে সে জিজ্ঞেস করল, খানিক আগে তুমি আমাদের ঘরের জানলার সামনে এসে দাঁড়ালে, ঘর থেকে বেরিয়ে আসার জন্যে চাপ দিলে আমাদের। আর এখন আমি ব্যালকনির ধারে পড়ে রয়েছি, মাথায় প্রচন্ড আঘাত পেয়ে। আমার কি হয়েছিল?

প্রিন্স পল আমাদের রক্ষা করেছেন। রুডি গভীর আর্তনাদ করে বলল—আপনি পড়ে গিয়েছিলেন এবং মাথায় আঘাত পেয়েছেন। এখন কথা বলার সময় নয়। এখন কি দড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে পারবেন? ববের হাতে দড়িটা ধরিয়ে দিল রুডি।

বব দড়িটার দিকে এমন করে তাকায়, যেন সে এর আগে সেটা দেখেনি। সে এখন দারুণ ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত। তার মাথা ঝিমঝিম করছিল।

জানি না, বব বলল—তবে চেষ্টা করব।

কিন্তু আপনাকে আগের মতন তেমন স্বাভাবিক বলে মনে হচ্ছে না। রুডি দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে বলল—আমরা আপনাকে ওপরে টেনে তুলল। আপনি স্থির হয়ে দাঁড়ান, আপনার বুকে এবং কাঁধে দড়িটা জড়িয়ে দিতে দিন, তাতে আপনাকে আমাদের টেনে তুলতে সুবিধে হবে। আমি এখন ওপরে উঠে যাচ্ছি। সেখানে থেকে আমরা আপনাকে ওপরে টেনে তুলব। আপনাকেও একটু সাহায্য করতে হবে। সাবধানে উঠবেন, দেওয়ালটা অসমান আছে, গা বাঁচিয়ে উঠবেন। যাই হোক, আপনাকে আমরা পড়তে দেবো না। নিচের ব্যালকনি থেকে রুডি ওপরের দিকে তাকিয়ে তাদের উদ্দেশে বলল, আমি আসছি। এখানে একটা অঘটন ঘটে গেছে।

অন্ধকারে দড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে থাকে রুডি। নিচে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে বব তখন খানিক আগের ঘটনার কথা ভাববার চেষ্টা করছিল, কিন্তু কিছুই তার মনে পড়ছিল না। কেবল একটা কথাই তার মনে আছে, রুডি তাদের ঘর থেকে বেরিয়ে আসার জন্যে তাড়া দিচ্ছিল এবং শেষ পর্যন্ত তার জেদাজেদিতেই তারা ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিল। তারপরের কথা তার আর মনে নেই।

রুডি জানলা টপকে ওপরে উঠে এলো। ববের বন্ধুরা অধীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছিল।

বব একটু অসুবিধেয় পড়েছে। রুডি বলল, তাকে আমাদের ওপরে টেনে তুলতে হবে। আমরা চারজন মিলে পারব না তাকে টেনে তুলতে? আসুন চেষ্টা করে দেখা যাক, পারা যায় কিনা!

অতঃপর চার জোড়া হাত পড়ল দড়ির ওপর। পরমুহূর্তে দড়িটা নড়ে উঠল নিচ থেকে ওপরে। বব শূন্যে ঝুলতে থাকে।

খানিক পরেই ববের কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

আমি এসে গেছি, বব বলল—আমি ভালই আছি বলে মনে হচ্ছে! মানে মাথায় আঘাত লাগলেও এখন আমি ভাল ভাবেই নড়তে চড়তে পারছি। তবে কি করে ওভাবে আঘাত পেয়ে ব্যালকনির ধারে পড়ে গেলাম, ঠিক বুঝতে পারছি না।

তার জন্যে কিছু নয়, এলেনা বলে উঠল—আপনার মাথার আঘাতটা যখন ভাল হয়ে গেছে বলছেন।

হ্যাঁ, আমি এখন সুস্থ। বব তার কথার পুনরাবৃত্তি করল।

তারা এখন দুর্গের অন্য আর এক বেডরুমে এসে প্রবেশ করেছিল। স্যাঁতসেঁতে এবং নোংরা ঘর, ফারনিচারের কোনো বালাই ছিল না। রুডি এবং এলেনা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে অতি সন্তর্পণে বাইরেটা একবার দেখে নিল।

এই মুহূর্তে পথ খুব পরিষ্কার। রুডি খবর দিল! এখন আপনাদের কোনো গোপন জায়গায় লুকিয়ে রাখতে হবে। এলেনা, তোমার কি মনে হয়? এদের আমরা নিচের কোনো পরিত্যক্ত কক্ষে রেখে আসব?

মানে তুমি মাটির নিচের কারাকক্ষের কথা বলছ?

এলেনা বলল—না, আমি তা মনে করি না। যে দড়িটা আমরা নিচে ফেলে এসেছি সেটা প্রহরীদের মনে সন্দেহ জাগাবে। স্বভাবতই তারা নিশ্চয়ই এখন ওঁদের খোঁজাখুঁজি করছে নিচের তলায়।

এলেনা জানালা পথে নিচের দিকে তাকাল। নিচে কোর্টইয়ার্ডে ঘন ঘন টর্চের আলো ঝলসে উঠছিল। এলেনা সেদিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে বলল—এরই মধ্যে প্রহরীরা কোর্টইয়ার্ডে ওঁদের খুঁজতে শুরু করে দিয়েছে। আমার মত এখন ওঁদের ছাদের ওপর রেখে আসা উচিৎ। তারপর কাল গভীর রাতে কোনো এক সময় মাটির নিচের কোনো কারাকক্ষে চালান করে দেওয়া যাবে। পরে সেখান থেকে গোপনে অ্যামেরিকান দূতাবাসে আশ্রয় নেওয়ার ব্যবস্থা করে দিলে ঠিক হবে আশা করি।

ভালো প্রস্তাব। রুডি তাকে সমর্থন করল। তারপর তিন অনুসন্ধানকারীদের দিকে ফিরে সে বলল—এখন আমরা উপরে যাচ্ছি। দুর্গের এই দিকটা এক রকম পরিত্যক্ত বলা চলে। তার ওপর আপনারা নিচে নেমে গেছেন বুঝতে পারলে প্রহরীরা এদিকে সার্চ করতে আর আসবে না। জুপিটার আপনার রুমালটা আমাকে দিন।

সাদা রুমাল। জুপিটারের নামের আদ্যাক্ষর মনোগ্রাম করা ছিল। রুডি তার রুমালটা ভাঁজ করে বলল—এটা আমরা এখানে ফেলে যাবো, ওদের মিথ্যে হয়রানি করানর জন্যে। এখন আমাকে অনুসরণ করুন আপনারা। এলেনা, তুমি পিছন দিকে লক্ষ্য রাখ।

* * *

রুডি ছাদে উঠে বলল—আগেকার দিনে এখান থেকে তীরধনুক ছুঁড়ে শত্রুপক্ষকে আঘাত করা হত। কিংবা ওপর থেকে ফুটন্ত জল নিচে ফেলে তাদের ঘায়েল করা হত। কিন্তু এখন সব শান্ত এবং শান্তির পরিবেশ বলে এখানে ছাদে পাহারার কোনো ব্যবস্থা ছিল না। দু'পাশে দুটো চিলে-কোঠার ঘর ছিল। তারা একটা ঘরে এসে আশ্রয় নিল। ঘরের ভেতরে জানলার কাঁচের কোনো বালাই ছিল না। আসবাবপত্র বলতে তিনটি কাঠের বেঞ্চ। তাদের তিনজনের শোয়ার পক্ষে যথেষ্ট। রুডি চলে যাওয়ার আগে তাদের বলল—আমরা কাল রাতে না আসা পর্যন্ত তোমরা এখানে বেশ নিরাপদে থাকবে বলেই মনে হয়।

জুপিটার একটা কাঠের বেঞ্চের ওপর তার ক্লান্ত দেহটা এলিয়ে দিলো।

এখানকার আবহাওয়া উত্তপ্ত দেখে আমি খুব খুশি। জুপিটার জিজ্ঞেস করল, কিন্তু হঠাৎ এখানকার হাওয়া এমন গরম হলো কেন বল তো?

একটা বিশেষ পরিকল্পনার জন্যে। এলেনা তার কথার উত্তর দিলো—ভারানিয়ার সেই ঐতিহাসিক রূপোর মাকড়সাটা চুরি করার অপরাধে তোমাদের গ্রেপ্তার করা হতে পারে। কেউ হয়তো প্রিন্স ডিজারোর অভিষেক চাইছে না। তাই হয়তো এমন জঘন্য খেলা সে খেলছে

এখানে। কারণ চুরি করব বলে মনে করলেও তোমরা কিছুতেই সেটা চুরি করতে পারো না। পারো চুরি করতে?

না, জুপিটার ধীরে ধীরে বলল—আমরা কিছুতেই সেটা চুরি করতে পারতাম না। মাকড়সা আমাদের হেপাজতে আছে। বব সেটা ওঁদের দেখাও তো। বব তার একটা হাত নিজের জ্যাকেটের পকেটে রাখল। তারপর সে অপর পকেটে চেষ্টা করল। না, সেখানেও নেই। সে কি! বব ভীষণ ভয় পেলো, সতর্ক হলো। সে তার পোষাকের প্রতিটি ভাঁজ তন্ন-তন্ন করে খুঁজল, কিন্তু ব্যর্থ হলো। অবশেষে সে ক্লান্ত ভাবে বলল—জুপ, আমি খুব দুঃখিত। সেটা আমাদের কাছে নেই। উত্তেজনাবশতঃ আমি হয়তো কোনো জায়গায় ফেলে দিয়ে থাকবো কিংবা হারিয়ে থাকবো।

আট □ববের বিস্মৃতি

রূপোর মাকড়সাটা আপনার কাছেই ছিল এবং সেটা আপনি হারিয়েছেন? রুডি ববের দিকে ক্রুদ্ধ চোখে তাকিয়ে রইল।

ভয়ঙ্কর ব্যাপার তাহলে, এলেনা জিজ্ঞেস করল—কিন্তু এ রকম ব্যাপার কি করে ঘটল?

জুপিটার সব খুলে বলল। প্রিন্স ডিজারোই তাদের বলেছেন, রূপোর মাকড়সাটা নাকি পাওয়া যাচ্ছে না। এবং তিনি তাদের তিনজনের সাহায্য চেয়েছিলেন সেটা খুঁজে বার করার জন্যে। বব তাদের একথাও বলল—ডিজারো তাদের ভল্টে নিয়ে গিয়ে নকল রূপোর মাকড়সাটা দেখিয়েছে। ডিউক ষ্টিফেনের ওপর তার নাকি প্রচন্ড সন্দেহ আছে। সে নাকি রূপোর মাকড়সাটা সরিয়ে ফেলে প্রিন্স ডিজারোর অভিষেক বানচাল করে দিতে চায়। বব তাকে আরো বলল, কিভাবে সে তার রুমালের মধ্যে থেকে আসল রূপোর মাকড়সাটার সন্ধান পেয়েছিল।

হ্যাঁ, এবার আমি প্লটটা বুঝতে পেরেছি। রুডি দৃঢ়স্বরে বলল—ডিউক ষ্টিফেন সেই রূপোর মাকড়সাটা আপনাদের ঘরে লুকিয়ে রেখেছিল। তারপর ডিউক ষ্টিফেন তার বিশ্বস্ত লোক পাঠিয়ে আপনাদের গ্রেপ্তারের ব্যবস্থা করেছিল। তার ধারণা ছিল রূপোর মাকড়সা সমেত আপনাদের হাতে নাতে ধরে ফেলবে। প্রিন্স ডিজারোর সামনে সে প্রমাণ করে ছাড়বে, আপনারা চোর, রূপোর মাকড়সা চুরি করে পালাচ্ছিলেন। ডিজারো আপনাদের ওপর বিরক্ত হবেন। আপনারা তিনজন চুরির অপরাধে এই দেশ থেকে বিতাড়িত হবেন। ডিউক ষ্টিফেন তখন পাকাপাকিভাবে নিজের নামে রাজত্ব চালাতে থাকবে।

এখন যদিও সেই রূপোর মাকড়সাটা নেই, তবু ডিউক ষ্টিফেন নিজের থেকে নতুন করে আপনাদের বিচার করতে শুরু করে দেবেন। সে আপনাদের বিরুদ্ধে সেই রূপোর মাকড়সাটা চুরি করে অন্য কোথাও লুকিয়ে রাখার জন্যে অভিযোগ তুলবে। এমন কি অ্যামেরিকান দূতাবাসে আপনাদের নিরাপদে পৌঁছে দিলেও। পিট মাথা নেড়ে বলল—আমি এখনো কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না। কেনই বা এখানকার লোকেরা রূপোর মাকড়সাটাকে এক গুরুত্ব দিচ্ছে? মানে আমি বলতে চাই, ধরো সেটা যদি আগুনে পুড়ে কিংবা অন্য কোনোভাবে হারিয়েই যায়, তখন কি হবে?

তাহলে তখন সারা দেশটা শোক পালন করবে। এলেনা জবাব দিল। কিন্তু সেক্ষেত্রে প্রিন্স ডিজারোকে কেউ দোষ দিতে যাবে না। তবে একথা ঠিক যে, সেই রূপোর মাকড়সাটা আমাদের কাছে প্রিন্স পল কি মানে করতে চেয়েছিলেন সেটা ব্যাখ্যা করা খুবই কঠিন। সেটা কোনো

দামী অলঙ্কারের মধ্যে পড়ে না, সেটা একটা প্রতীক চিহ্ন। সেটা আমাদের স্বাধীনতা, আমাদের দেশের স্বাধীনতা, আমাদের বিশ্বাস এবং আমাদের সৌভাগ্যের প্রতীক। রুডি আরো বলল—সম্ভবতঃ আমরা সংস্কারমুক্ত নই। তবে প্রিন্স পল হয়তো সেই প্রবাদটা রটনা করে থাকবেন, সে তাঁর অভিষেকের সময়, একটি মাকড়সার নিরাপত্তার ওপর আমাদের দেশের স্বাধীনতা এবং সৌভাগ্য নির্ভর করছে। এবং সেই রূপোর মাকড়সাটা হারানর অর্থ হলো দেশে প্রাকৃতিক বিপর্যয় ডেকে আনা। হয়তো তিনি সে কথা বলতে চাননি। কিন্তু পরে এ দেশের লোকেরা তাঁর সেই কথিত প্রবাদটাকে সত্যি বলে ধরে নিয়েছে এবং আজও সেটা মেনে চলছে। এক্ষেত্রে প্রিন্স ডিজারোর হেপাজত থেকে সেই রূপোর মাকড়সাটা হারানোর অর্থ হলো, তাঁর প্রজারা তাঁকে অবিশ্বাস করে তাঁকে আর তারা কখনো ভালোবাসবে না। এখন অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে রুডি বলল—আমরা যদি সেই রূপোর মাকড়সাটা প্রিন্স ডিজারোকে ফিরিয়ে না দিতে পারি তাহলে ডিউক ষ্টিফেন অবশ্যই জয়ী হয়ে যাবে এক্ষেত্রে।

কি আশ্চর্য। বব মৃদু চিৎকার করে উঠল—এ আমি কি করলাম? হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়েও সেটা আমি হারিয়ে ফেললাম।

এই সময় পিট এবং জুপিটার ববের পকেট সার্চ করল। তন্নতন্ন করে। কিন্তু বারবারই তাদের ব্যর্থ হতে হলো। ববের কাছে সেই রূপোর মাকড়সাটা নেই।

ভাল করে ভেবে দেখ বব। জুপিটার অভিযোগ করল—সেটা তোমার পকেটেই ছিল। এখন সেটা কোথায় গেল?

বব সামনের দিকে ঈষৎ ঝুঁকে পড়ে চিন্তা করল।

ঠিক খেয়াল হচ্ছে না। বব বলল—শেষ ঘটনার কথা যা আমার মনে আছে তা হলো, আমাদের বেডরুমের সামনে রুডি দাঁড়িয়ে আছে, সে আমাদের বারবার ইশারা করে বলছে, ঘর থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসো। তারপর নিচের ব্যালকনিতে রুডিকে আমার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে থাকতে দেখেছি। ব্যাস এই পর্যন্ত। তারপর সব কিছু অন্ধকার, কিছুই মনে নেই।

সাময়িক বিস্মৃতি। জুপিটার ঠোঁট কামড়ে বলল—হঠাৎ কেউ মাথায় প্রচন্ড আঘাত পেলে আগের এবং পরের ঘটনার কথা ভুলে যাওয়াটা খুবই স্বাভাবিক। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সেই বিস্মৃতি বেশ কয়েকদিন, এমন কি বেশ কয়েক সপ্তাহও হতে পারে। আবার কখনো কখনো কয়েক মিনিটের ব্যবধানও হতে পারে। সাধারণতঃ ধীরে ধীরে তার স্মৃতি শক্তি আবার ফিরে আসে, তবে সব সময় নয়। ববের হয়েছে তাই। ব্যালকনিতে মাথায় আঘাত পেয়ে মিনিট তিন চার আগের ঘটনার কথা ভুলে গেছে সে।

হ্যাঁ, আমারও তাই মনে হয়, বব তাকে সমর্থন করে বলল—আমি তখন সেই রূপোর মাকড়সাটা কোথায় লুকবো ভাবছি। ঘরের মধ্যে লুকোবার তেমন কোন নিরাপদ জায়গা পেলাম না। বিছানার গদীর নিচে, টেবিলের ড্রয়ারে? না, কোনো জায়গাই নিরাপদ নয়। কারণ যে কোনো মুহূর্তে সেই জায়গাগুলো লোকের চোখে পড়ে যেতে পারে।

তাহলে মনে হয়, স্বাভাবিক নিয়মে, রুডি বলল—তখন আমাকে দেখামাত্র আপনি হয়তো সেটা আপনার জামার পকেটে লুকিয়ে ফেলেছিলেন। তারপর দড়ি বেয়ে ওপরে ওঠার সময় হয়তো সেটা আপনার পকেট থেকে পড়ে গিয়ে থাকবে।

কিংবা এও হতে পারে, ঘর থেকে বেরিয়ে আসার সময় সেটা আমার হাতের মধ্যেই ছিল। বব অখুশি হয়ে বলল—তারপর বাইরে আলসের ওপর দিয়ে হাঁটার সময় সেটা হয়তো

হাতের মুঠো থেকে খসে পড়ে থাকবে। এবং তা হলে সেটা হয় আলসের ওপর নয়তে নিচে কোর্ট ইয়ার্ডে পড়ে গিয়ে থাকবে।

তা কোর্ট ইয়ার্ডে পড়ে থাকলে সেটা অবশ্যই পাওয়া যাবে। রুডি অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বলল—আর তাই যদি হয় তাহলে আমরা নিশ্চয়ই জানতে পারব। কিন্তু যদি সেটা না পাওয়া যায়?

এলেনার দিকে তাকাল সে। এলেনা মাথা নেড়ে তাকে সমর্থন করল।

ডিউক ষ্টিফেনের লোকেরা সম্ভবতঃ সেটার জন্যে আপনাদের ঘর সার্চ করবে না, এলেন বলল—তাদের ধারণা, সেটা এখনো আপনাদের কাছেই আছে। অতএব ষ্টিফেনের লোকের এখনো যদি কোর্ট ইয়ার্ডে সেটা না পেয়ে থাকে, তাহলে আগামীকাল রাত্রে অবশ্যই আমাদের নিচে কোর্ট ইয়ার্ডে গিয়ে সেটা খুঁজে দেখতে হবে।

নয় □ পালাবার মতলব

রুডি এবং এলেনা তাদের ছেড়ে চলে যাওয়ার পর পিট, বব এবং জুপিটার কাঠের বেঞ্চের ওপর ঘুমোবার চেষ্টা করল। বিছানা বলতে কিছুই নেই, শুধু কাঠের তক্তা। তবে সন্ধ্যের অভিযানে তারা ভীষণ ক্লান্ত ছিল বলে বোধহয় কিছুক্ষণের মধ্যে গভীর ঘুমে এলিয়ে পড়ল

পরের দিন সূর্যের আলো চোখে এসে পড়তেই পিটের ঘুম ভেঙে গেল। জুপিটারের আগেই ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল। ওদিকে বব তখনও ঘুমাচ্ছিল।

সুন্দর একটি দিনের শুরু। পিট অতি অন্তর্পণে একবার তাকিয়ে দেখে নিয়ে বলল—তবে ব্রেকফাষ্ট লাঞ্চ কিংবা ডিনার যে কোত্থেকে আসবে তার কোনো সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না খাবারের কথা শুনলে আমার খুব আনন্দ হয়। পিট ফিসফিস করে বলল।

আর আমি খুব খুশি হবো যেদিন এই প্যালেস থেকে বেরিয়ে যেতে পারবো। জুপিটার উত্তরে বলল—জানি না রুডির প্ল্যানটা যে কি?

আর আমি ভাবছি ঘুম থেকে জেগে উঠে বব কি খেয়াল করতে পারবে সেই রূপোর মাকড়সাটা নিয়ে কি করেছে সে? পিট মন্তব্য করল।

ঠিক সেই মুহূর্তে বব ঘুম থেকে জেগে উঠল।

আমরা কোথায়? বব জিজ্ঞেস করল। তারপর মাথায় হাত বুলিয়ে সে বলল—উঃ, আমি এখন খেয়াল করতে পারছি, আমার মাথায় প্রচন্ড আঘাত লেগেছে।

সেই রূপোর মাকড়সাটা নিয়ে তুমি কি করেছ, খেয়াল করতে পার? পিট ফেটে পড়ল।

কিন্তু বব তার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বলল—আমি বুঝতে পারছি, আমরা কোথায়? আমার মনে পড়ছে আমার মাথায় কিভাবে আঘাত লেগেছিল? আমার মনে আছে, তোমরা আমাকে কি বলেছ? ব্যাস এই পর্যন্ত।

তার জন্য তুমি কিছু ভেবো না বব, জুপিটার বলল—তোমার স্মৃতিশক্তি ফিরে না আসা পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করতে হবে।

ও-হো। পিট মৃদু চিৎকার করে উঠল, জানলার সামনে দাঁড়িয়ে, কে যেন ছাদের ওপর উঠে আসছে। এ দিকেই সে তাকাচ্ছে।

তারা তিনজন সঙ্গে সঙ্গে জানলার সামনে ভীড় করে দাঁড়াল। লোকটার হাতে ঝাঁটা, ডাষ্টপ্যান এবং নোংরা মোছার কাপড়। তার বেশভূষা দেখে মনে হয়, সে এখানকার ঝাড়ুদার হবে।

সন্দেহজনকভাবে একবার চারদিক তাকিয়ে নিয়ে ঘরের ভেতরে ঢুকে পড়ল সে।

ওকে ভেতরে আসতে দাও, জুপিটার বলল—দেখে মনে হচ্ছে লোকটা প্রহরী নয়। মনে হয় সে নিশ্চয়ই জানত, আমরা এখানে এসে উঠেছি।

পিট দরজাটা পুরো খুলে দিল তাকে ঘরে প্রবেশ করার সুযোগ করে দেওয়ার জন্যে।

দাঁড়াও! লোকটা ইংরিজী শব্দের ওপর জোর দিয়ে বলল—আমায় যে কেউ অনুসরণ করছে না এ ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে নিন আগে।

তারা আরো কয়েক মিনিট জানালায় চোখ রাখল। না, অন্য কাউকে আর দেখা যাচ্ছে না।

ভালো। লোকটা এবার বলল—আমি এখানকার একজন ঝাড়ুদার। কোনো রকমে সবার দৃষ্টি এড়িয়ে ওপরে উঠে এসেছি। রুডির কাছ থেকে খবর নিয়ে এসেছি। সে জানতে চেয়েছে, বব কি স্মৃতিশক্তি ফিরে পেয়েছে। সে কি খেয়াল করতে পারছে।

না। তাকে বলো, জুপিটার বলল—বব এখনো কিছুই খেয়াল করতে পারছে না।

রুডি আরো বলছিল, একটু ধৈর্য ধরে থাকুন। আবার রাত হলো অন্ধকার ঘনিয়ে এলে সে আপনাদের কাছে আসবে। এর মধ্যে আপনাদের জন্যে এই খাবারগুলো রেখে যাচ্ছি। লোকটা তার এ্যাপ্রনের ঢাউস পকেটের ভেতর থেকে স্যান্ডউইচ, ফল এবং জল ভর্তি প্ল্যাসটিক ব্যাগ বার করে তাদের সামনে রাখল। তিন কিশোর তৃপ্তির সঙ্গে খাবারগুলো খেতে শুরু করল।

লোকটা বেশীক্ষণ দাঁড়াল না। আমাকে এখুনি ফিরে যেতে হবে। সে বলল—আমার ওপর সবার নজর রয়েছে। যাইহোক আপনারা ধৈর্য ধরে থাকুন। প্রিন্স পল আপনাদের এবং আমাদের প্রিন্স ডিজারোকে অবশ্যই রক্ষা করবেন। লোকটা চলে গেল তারপর।

ববের দিকে এক টুকরো স্যান্ডউইচ ছুঁড়ে দিতে গিয়ে জুপিটার বলল—একটু রয়েসয়ে খাবারগুলো খেতে হবে, বিশেষ করে জলের ষ্টক খুবই কম। তবে আমাদের ভাগ্য ভালো, এই অভিশপ্ত দুর্গে রুডি এবং এলেনার মতন বন্ধু আমরা পেয়েছি।

হ্যাঁ, দেখতে হবে কোন বংশের ছেলে তারা? জুপিটার বলল—তবে প্রিন্স ডিজারোর বাবার রাজত্বের সময় তাদের বাবা ছিল এ দেশের প্রধানমন্ত্রী। তাছাড়া রুডি বলছিল, তাদের বংশের লোকেরাই নাকি প্রিন্স পলকে একদিন তার বিদ্রোহী প্রজাদের হাত থেকে রক্ষা করেছিল। সেই মহান বংশের ছেলে মেয়ে তারা অতএব ভালো হবে না কেন? কিন্তু দুঃখের কথা হলো, ডিউক ষ্টিফেন এ দেশের শাসক হতেই রুডির বাবাকে অবসর নিতে বাধ্য করে সে। সেই থেকে ষ্টিফেনের ওপর তার কেমন যেন সন্দেহ হয়। প্রিন্স ডিজারোর নিরাপত্তার ওপর কড়া নজর রাখার জন্যে রুডির বাবা একটা গোপন দল তৈরী করে। তারা নিজেদের সেই দলকে চিত্তবিনোদনকারী পার্টি হিসেবে আখ্যা দেয়। আর সেই দলের লোকেরাই গতকাল আমাদের গ্রেপ্তার হওয়ার খবর পেয়ে ছুটে এসেছিল আমাদের এখানে উদ্ধার করে নিয়ে আসার জন্যে। রুডির বাবা প্রধানমন্ত্রী থাকার সময় এই দুর্গেই থাকত। অতএব রুডি এবং এলেনার এখানকার পথ ঘাট সবই জানা আছে খুব ভালো করে।

হ্যাঁ, তারা মহান কাজই করেছে। পিট এবার একটা প্রশ্ন রাখল জুপিটারের সামনে। তোমার কি মনে হয় রুডি এবং এলেনা সত্যিই কি আজ রাতে আমাদের এই দুর্গ থেকে উদ্ধার করে বাইরে নিয়ে যেতে পারবে? অবশ্য তার আগে কেউ যদি না আমাদের ধরে ফেলে।

হ্যাঁ, তারা তো তাই মনে করে। জুপিটার প্রত্যুত্তরে বলল—শুনেছি তারা তাদের দলের

লোক আরো বাড়াচ্ছে দলটাকে শক্ত করার জন্যে। আমার মনে হয় এখান থেকে বেরিয়ে আমরা একবার অ্যামেরিকান দূতাবাসে গিয়ে পৌঁছতে পারলে আর কথা নেই! তারপর অ্যামেরিকান দূতাবাসে যে টেপটা তোমাকে আমি দিয়েছিলাম সেটাও পেয়ে যেতে পারি। সেটা একটা উল্লেখযোগ্য প্রমাণ।

আমি জেমস বন্ড হতে পারলে খুব খুশি হতাম। পিট বলল—সে তার ইচ্ছে মত হাতের কাছে সব কিছু পেয়ে যায়। কিন্তু আমি কিংবা তুমি কেউই জেমস বন্ড নই। অতএব রুডির ওপর আমাদের এখন নির্ভর করে থাকতে হবে।

আমাদের সাধ্যমত কাজ করতে হবে। জুপিটার তাকে বলল—এখান থেকে না বেরোনো পর্যন্ত প্রিন্স ডিজারোকে সাহায্য করতে পারব না। আর সেই সময় পর্যন্ত এই খাবারগুলো আমাদের ব্রেকফাস্ট বল চাই লাঞ্চ বল সব কিছুই এই দিয়ে সারতে হবে। অতএব—

পিট দ্বিতীয়বার আর একটা স্যান্ডউইচে দাঁত বসাতে যাচ্ছিল। তাড়াতাড়ি সেটা মুখ থেকে বার করে বলল—ধন্যবাদ, কথাটা মনে করিয়ে দেওয়ার জন্যে। লাঞ্চ না খেলে আমার যেন পেটই ভরে না। অথচ জানি না কতক্ষণ যে, এই ছাদের ওপর পড়ে থাকতে হবে।

দিন যেন আর কাটতে চায় না। কতক্ষণ আর জানলার ধারে তাকিয়ে সেই ছোট, চিলেকোঠার ঘরে বসে থাকা যায়? অবশেষে রাত গভীর হওয়ার পর গাঢ় অন্ধকারে দুটি অস্পষ্ট ছায়া ছাদের ওপর উঠে আসতে দেখল তারা। কোনো কথা নেই, কোনো শব্দ নেই। সিঁড়ির মুখে রুডি ও এলেনার সঙ্গে তাদের দলের এক প্রহরীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল, সে তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে এমন ভান করল, যেন সে তাদের আদৌ দেখতেই পায়নি। অন্ধকার ছাদে উঠে তারা আর একবার ভালো করে দেখে নিল, কেউ তাদের লক্ষ্য করছে কিনা। কিন্তু পিট তাদের সময় মত ঠিক দেখে ফেলেছিল। তার আগে রুডি সংকেত জানানর জন্যে রুমালের আড়ালে ফ্ল্যাশ লাইট জ্বালিয়ে একটু ঝুঁকি নিয়ে ফেলেছিল। পিট তাদের ঘরে ঢোকার জন্যে পথ করে দিল। আমরা যাওয়ার জন্যে তৈরী, রুডি তাদের তিনজনকে বলল—আমাদের প্ল্যান হচ্ছে এই দুর্গ থেকে আপনাদের উদ্ধার করে নিয়ে অ্যামেরিকান দূতাবাসের আশ্রয়ে পৌঁছে দেবো। এদিকে একটা গুজব শোনা যাচ্ছে, ডিউক ষ্টিফেন তার পরিকল্পনা দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আমাদের ধারণা, আগামীকাল সকালেই প্রিন্স ডিজারোর অভিষেক বাতিল করে দেবে সে এবং নিজেকে অনির্দিষ্টকালের জন্যে ভারানিয়ার শাসক বলে ঘোষণা করবে। দুর্ভাগ্যবশতঃ তাকে বাধা দেওয়ার ক্ষমতা আমাদের নেই। অবশ্য প্রিন্স ডিজারোর প্রজারা তার বিপদের কথা শুনতে পেলে তাঁকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবে এই অভিশপ্ত দুর্গ থেকে। কিন্তু তাঁর বিপদের কথা তাঁর প্রজাদের জানার উপায় নেই। তাই প্রথমেই আমাদের প্রচার যন্ত্রগুলো সব দখল করে নিতে হবে।

এখানে একটু থেমে রুডি জিজ্ঞেস করল—রূপোর মাকড়সাটা কোর্টইয়ার্ডে পাওয়া যায়নি। বব, আপনি কোথায় রেখেছেন?

বব এবারও মাথা নাড়ল। খেয়াল করতে না পারার জন্যে সে খুব অনুতপ্ত। আচ্ছা সেই রূপোর মাকড়সাটা আমরা হাতে পেলে, জুপিটার জিজ্ঞেস করল—তাতে প্রিন্স ডিজারোর কি কোনো উপকার হতে পারে?

হ্যাঁ, তা হতে পারে। এলেনা উত্তর দিল—আমাদের দল তখন দেশবাসীদের কাছে আবেদন জানাবে, বিশ্বাসঘাতক ডিউক ষ্টিফেনকে পরাস্ত করার জন্যে তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করবে।

সেক্ষেত্রে প্রিন্স পলের দাবী মত আর একবার প্রমাণ হবে ভারানিয়ার রূপোর মাকড়সা সৌভাগ্যের প্রতীক।

সে যাইহোক, জুপিটার বলল—রূপোর মাকড়সাটা আমাদের খুঁজে পেতেই হবে। অতএব এই দুর্গ ছেড়ে যাওয়ার আগে আমার মত ব্যালকনির চালসেগুলো এবং আমাদের ঘরটা তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখা উচিৎ।

কিন্তু তাতে প্রচন্ড বিপদের ঝুঁকি আছে। রুডি বলল—তবু সেই সম্ভাবনাটা আমরা উড়িয়ে দিতে পারি না। জুপিটারের প্রস্তাব মত চলুন খুঁজে দেখা যাক।

দশ ☐ বিপজ্জনক অবতরণ

ছাদের ওপর প্রহরীদের পরিত্যক্ত ঘর ছেড়ে চলে আসার আগে তারা সব রকম সতর্কতা অবলম্বন করল। খাবারের কাগজগুলো তুলে নিয়ে দেওয়াল ঘেঁষে নিচে ফেলে দিল। নিচ দিয়ে ডেনজো নদী বয়ে যাচ্ছিল। নদীর জলে সেই কাগজগুলো ভেসে যাবে। অতএব কোনো চিহ্নই থাকছে না। তারপর তারা সিঁড়ি পথে নিচে নামতে থাকল। রুডি বাড়তি দুটো ফ্ল্যাশলাইট সঙ্গে এনেছিল জুপিটার এবং পিটের জন্যে।

মেঘ ভর্তি অন্ধকার আকাশ। বৃষ্টি পড়ছিল তখন। বৃষ্টির ফোঁটাগুলো বেশ বড় বড়।

অন্ধকার থিকথিক করছিল সারাটা সিঁড়ি পথে এবং করিডোরে। মাঝে অন্ধকারে রুডি দলছাড়া হয়ে পড়েছিল। তবে শেষ পর্যন্ত সে তাদের নিচের তলায় একটা খালি ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে খিল দিয়ে দিল দরজায়।

এখন আমরা এখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিতে পারি। রুডি আরো বলল—এখন থেকে বিপদ আমাদের শুরু হলো। তবে আমার মনে হয় না, দুর্গের অভ্যন্তরে তারা আপনাদের খুঁজছে এখনো। তাই সেদিক থেকে নির্ভাবনায় থাকা যেতে পারে। আর সেই সুযোগে রূপোর মাকড়সাটা আমাদের খুঁজে বার করতে হবে। তবে সেটা পাই আর না পাই নিচে আমাদের নেমে যেতেই হবে। তারপর মাটির নিচের সেই অন্ধকার কারাকক্ষ থেকে সুযোগ মতো ময়লা জল বেরুনোর ড্রেন পথ দিয়ে দুর্গের বাইরে যেতে হবে। সেখানে নিরাপদ আশ্রয় নিতে পারবেন বলে আমার মনে হয়। আর তখন থেকেই আমাদের দলের কাজকর্ম বেড়ে যাবে। দেওয়ালে দেওয়ালে পোষ্টার পড়বে। পোষ্টারের ভাষা হবে এই রকম—প্রিন্স ডিজারো ভয়ঙ্কর বিপদে পড়েছেন। ডিউক ষ্টিফেন ভারানিয়ার সিংহাসন দখল করে নিতে চায়। এরপর কি যে ঘটবে তা আমরা জানি না, বলতে পারি না।

জানলার সামনে গিয়ে রুডি বলল, এখন এই খোলা জানলা টপকে নিচে ব্যালকনির আলসের ওপর নামতে হবে, যদি বব সেখানে ভুল করে রূপোর মাকড়সাটা ফেলে রেখে থাকে। পিট এবং জুপিটার তাকে অনুসরণ করল।

বব এবং এলেনা জানলা টপকে আলসেতে নামল। এলেনার হাতের ফ্ল্যাসলাইট ঝলসে উঠল। সেই আলোর ববের সন্ধানী চোখ মাকড়সার খোঁজে সন্ত্রস্থ হয়ে উঠল। না, এখানেও তারা ব্যর্থ হলো। এক সময় রুডি নিচু গলায় তাদের ডাকলো, নিচে নেমে এসো। বব এবং এলেনা দড়ি বেয়ে নিচে নেমে এলো।

রূপোর মাকড়সাটা এখানে নেই। রুডি ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল, হয়তো সেটা ববের হাত ফসকে নিচে ডেনজো নদীতে পড়ে গিয়ে থাকতে পারে। কিন্তু আমি নিজে তা মনে করি

না। আমার ধারণা ঘর থেকে দ্রুত বেরিয়ে আসার সময় নিশ্চয়ই মাঝপথে কোথাও ফেলে থাকবে, হয়তো ব্যালকনিতে কিংবা ধারে-কাছে অন্য কোথাও।

সেই বীভৎস অন্ধকার, বাতাসে শীতের তীক্ষ্ণতা এসব উপেক্ষা করে আলসের উপর দিয়ে অতি সন্তর্পণে হাঁটছিল তারা, মাঝে মাঝে রুডির হাতের ফ্ল্যাস লাইট ঝলসে উঠছিল। একটু অসাবধান হলেই নিচে ডেনজো নদীর কালো জলে তলিয়ে যাবে তারা। ভয়, শঙ্কা, এবং উৎকণ্ঠা নিয়ে তারা পরবর্তী ব্যালকনিতে গিয়ে পৌঁছল, কিন্তু রূপোর মাকড়সার সন্ধান এখানেও পাওয়া গেল না।

তাহলে এখন আমরা করব কি? পিট নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল।

চলো এবার ভেতরে যাওয়া যাক। জুপিটার প্রত্যুত্তরে বলল, আমাদের বেডরুমটা আর একবার সার্চ করে দেখতে হবে।

*　　　　*　　　　*

নিস্তব্ধ রাত্রি। ঘরের বাইরে জমাট অন্ধকার। মাঝে মাঝে ঝিঁঝি-পোকার শব্দ শোনা যাচ্ছিল।

ঘরের ভেতরে ঝিঁঝি-পোকা থাকার মানে ভাগ্য ভালো হওয়া। পিট ফিস্ ফিস করে বলল— যাইহোক, আমাদের উদ্দেশ্য হয়তো সফল হতে পারে।

আপনারা বলেছিলেন, বব সেই রূপোর মাকড়সাটা হাতে নিয়ে ঘরের ভেতরে ছোটাছুটি করছিল। এলেনা বলল, তাই যদি হয় তাহলে সারা ঘরটা আমাদের তন্ন-তন্ন করে খুঁজতে হবে। তবে খুব সাবধান! ফ্ল্যাশ লাইটটা এমনভাবে জ্বালবেন, যেন ঘরের বাইরে কেউ দেখতে না পায়।

ববের হাতে ফ্ল্যাসলাইট ছিল না! তাই সে পিটের ফ্ল্যাস লাইট অনুসরণ করে সন্ধানী দৃষ্টি বুলাচ্ছিল ঘরের মেঝের ওপর। হঠাৎ তার চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে উঠল মেঝের ওপর চকচকে একটা জিনিয পড়ে থাকতে দেখে তাড়াতাড়ি সেটা হাতে তুলে নিল বব। কিন্তু এবারও তাকে ব্যর্থ হতে হলো। সেটা ছিল এলুমিনিয়াম ফয়েল, গতকাল ক্যামেরার ফিল্ম ব্যবহার করতে গিয়ে সেটা মেঝের ওপর ফেলে রেখেছিল। তবু বব দমল না। আগের চেয়ে বেশী উৎসাহ নিয়ে সে তারা বিছানা হাতড়ে দেখতে থাকল অতঃপর।

ক্রিক! ক্রিক! বিরক্তিকর শব্দ। ঝিঁঝি পোকাটার ব্যাঘাত ঘটিয়েছিল তারা। পিট তার হাতের ফ্ল্যাসলাইটে দেখল বিছানা ঘেঁষে দেওয়ালটার ওপর সেই মাকড়সার জালটা সেই একই ভাবে তখনো ঝুলছিল! এবং সেই জালের মধ্যে ঝিঁঝি-পোকাটা আটকে গেছে। সেই জালের বাইরে আসার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করছে সে। দেওয়ালের ফাটল থেকে দুটো মাকড়সা উঁকি মারছিল। তাদের মধ্যে একটি মাকড়সা সেখান থেকে বেরিয়ে এসে ঝিঁঝিপোকার চারপাশে আরো ঘন জাল বিস্তার করল।

ববের খুব ইচ্ছে হচ্ছিল ঐ ঝিঁঝি-পোকাটাকে মুক্ত করে দেয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সে তার ইচ্ছের হাতটা গুটিয়ে নিল। তার মনে পড়ল, মাকড়সার জালটা নষ্ট করতে গেলে হয়তো মাকড়সাটা সরে যেতে পারে। অথচ এই মাকড়সাই ভারানিয়ার সৌভাগ্যের প্রতীক চিহ্ন।

একটু আগে তুমি না বলছিলে ঘরের ভেতরে ঝিঁঝি-পোকা থাকাটা সৌভাগ্যের চিহ্ন, বব পিটকে বলল; কিন্তু এই ঘরটা ঝিঁঝি-পোকাটার পক্ষে শুভ নয়। আমার আশঙ্কা, ঐ ঝিঁঝি-পোকাটার মত আমাদেরও না বন্দী-জীবন যাপন করতে হয়!

পিট চুপ করে থাকল।

ওদিকে জুপিটার, রুডি এবং এলেনা ওয়ারড্রব, ববের সুটকেশ, বিছানা সব তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখল, কিন্তু রূপোর মাকড়সার হদিশ কোথাও পাওয়া গেল না।

আবার সেই অনিশ্চয়তা। আবার তারা ঘরের মাঝখানে মিলিত হলো সবাই।

আশ্চর্য! সেই রূপোর মাকড়সাটা এখানেও নেই। রুডি কেমন দিশেহারার মত বলল—সেটা আমরা খুঁজে পেলাম না, সৈনিকরাও পায়নি, তবু সেটা বেপাত্তা। আমার আশঙ্কা, বব বোধহয় দড়ি ধরে ওপরে ওঠার সময় সেটা ফেলে দিয়ে থাকবে। তবে এখনো আমি বুঝতে পারছি না, তাই যদি হবে তাহলে কেন, কেন সেটা কোর্টইয়ার্ডে পড়ে থাকতে দেখা যাবে না?

তাহলে এখন আমরা কি করব রুডি? জুপিটার জিজ্ঞেস করল। সাধারণতঃ এসব কাজে জুপিটারই তাদের নেতৃত্ব এবং পরামর্শ দিয়ে থাকে। কিন্তু এখানে রুডির পরামর্শ মতই সবাইকে চলতে হবে। কারণ সে তাদের থেকে বয়স্ক এবং এই দুর্গের গোপন পথ-ঘাট তার ভালো জানা আছে বলে।

আপনাদের নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব আমাদের দু'জনের। রুডি বিড়বিড় করে বলল—যা কিছু এই পর্যন্ত করতে পারব। অতএব এখুনি আমাদের এখান থেকে ফিরে যেতে হবে, আর—

ঠিক সেই মুহূর্তে দরজাটা সশব্দে খুলে গেল। বিদ্যুতিক আলোগুলো জ্বলে উঠল। প্যালেসের দু'জন ইউনিফরম পরা প্রহরী দ্রুত ঘরের ভেতরে প্রবেশ করল।

তোমরা যে যেখানে আছ দাঁড়িয়ে থাক। একপাও নড়বে না। তারা চিৎকার করে বলে উঠল—তোমাদের গ্রেপ্তার করা হলো! এবার আমরা অ্যামেরিকান গুপ্তচরদের হাতে-নাতে ধরে ফেলেছি।

ঘটনার আকস্মিকতায় কয়েক মুহূর্ত তারা স্তব্ধ বিমূঢ়ের মত দাঁড়িয়ে রইল। ইতিমধ্যে রুডি তার কর্তব্য ঠিক করে নিয়ে প্রহরী দুজনের উপর অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

এলেনা! রুডি চিৎকার করে বলল—ওদের নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে দাও। আমার জন্যে চিন্তা করো না। তোমরা পালাও!

আসুন! এলেনা কঁকিয়ে ওঠার মত করে বলল জানলার দিকে যেতে গিয়ে—আমাকে আপনারা অনুসরণ করুন।

বব জানলার দিকে যাবার চেষ্টা করল। রুডি তখন একজন প্রহরীর সঙ্গে ধ্বস্তাধ্বস্তি করছিল। অপর প্রহরী তখন জুপিটারের জামার কলার ধরে তাকে তার নাগালের মধ্যে আনার চেষ্টা করছিল। তারা দু-জনেই তখন মাটিতে পড়ে গিয়েছিল। এবং বব তাদের মধ্যে একরকম বন্দী অবস্থায় অসহায়ের মতন দাঁড়িয়ে তার ভবিষ্যত চিন্তা করছিল! জুপিটার এবং সেই বিশালদেহী প্রহরী আচমকা ধাক্কা দিল ববকে। টাল সামলাতে না পেরে বব মেঝের ওপর পড়ে গেল আবার। মেঝের ওপর কার্পেট বিছানো থাকলেও তার মাথায় প্রচন্ড আঘাত লাগল।

দ্বিতীয়বার বব চোখে অন্ধকার দেখল।

এগার ☐ রহস্যময় এনটন

অনেকক্ষণ পরে জ্ঞান ফিরে পেয়ে বব জুপিটার এবং রুডির কথাবর্তা শুনতে পেল। ওয়েল, জুপিটার বিষণ্ণ মনে তখন বলছিল—মাকড়সার জালে ঝিঁঝিঁ পোকার বন্দী হওয়ার

মত আমাদের অবস্থা এখন। আমি ভাবতেই পারিনি, আমাদের ঘরের বাইরে প্রহরীরা আমাদের ওপর এতক্ষণ নজর রাখছিল।

এবং আমিও? রুডিও তেমনি বিষণ্ণ কণ্ঠে বলল—আমি ভেবেছিলাম, পরিত্যক্ত ঘর, তারা এ ঘরটার কথা ভুলে যাবে। যাইহোক, অন্তত পিট এবং এলেনা এখান থেকে পালাতে পেরেছে।

কিন্তু তারাই বা কি করতে পারে? জুপিটার জিজ্ঞেস করল।

তা তো বলতে পারি না। হয়তো কিছুই করতে পারবে না, কেবল আমার বাবা এবং অন্যদের খবর দেওয়া ছাড়া। বাবা আমাদের উদ্ধার করতে পারবেন বলে তো মনে হয় না। তবে ডিউক ষ্টিফেনের অত্যাচার এড়ানর জন্যে তিনি অন্তত কোনো গোপন জায়গায় গা ঢাকা দিতে পারবেন।

অর্থাৎ আমাদের এবং ডিজারোকে বিপন্ন অবস্থায় ফেলে দিয়ে? জুপিটার হতাশ হয়ে বলল—ভাগ্যের একি পরিহাস! প্রিন্স ডিজারোকে আমরা সাহায্য করতে এসে আমরা নিজেরাই ভেসে গেলাম।

ভেসে গেলাম? এ কথার অর্থ আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না।

মানে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হওয়া ছাড়া আর কি? জুপিটার এবার ববের দিকে তাকিয়ে বলল—আমার মনে হয় ববের জ্ঞান ফিরে আসছে। বেচারা দু'বার মাথায় আঘাত পেল।

বব ধীরে ধীরে চোখ মেলে তাকাল। তার চোখের ওপর থেকে অন্ধকারের পর্দাটা সরে যেতেই সে দেখল প্রায় অন্ধকারে একটু পাথরের ঘরে তারা তিনজন বন্দী হয়ে আছে। ঘরের মধ্যে একটিমাত্র লোহার দরজা। দরজায় একটা ছোট্ট গর্ত, হয়তো বাইরে থেকে উঁকি মারার জন্যে সেই গর্তটা ব্যবহার করা হয়ে থাকে। জুপিটার এবং রুডি তার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ল। বব উঠে বসল, তার মাথা ঝিমঝিম করছিল ভীষণ।

এরপর ভারানিয়ায় এলে মাথায় হেলমেট পড়ে আসব। বব হাসার চেষ্টা করল।

ভালো। আপনি তাহলে সুস্থ হয়ে উঠেছেন! রুডি মৃদু চিৎকার করে বলে উঠল।

বব, তুমি কিছু মনে করতে পার? জুপিটার তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করল—খুব ভালো করে ভেবে দেখ—

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই আমার মনে পড়ছে, বব প্রত্যুত্তরে বলল—সেই দুজন প্রহরী ঘরের ভেতরে হঠাৎ ঢুকে পড়ল। এবং তুমি এবং রুডি দু'জনে তাদের সঙ্গে লড়াই শুরু করে দিলে। আর আমি মাথায় আঘাত পেয়ে—

না, আমি সে কথা জানতে চাইছি না, জুপিটার তাকে বাধা দিয়ে বলল—আমি জিজ্ঞেস করছি, তুমি সেই রূপোর মাকড়সার খবর কিছু কি জান? মানে খেয়াল করতে পার কি? কখনো কখনো প্রথম আঘাতে মানুষ তার আগের সব স্মৃতি হারিয়ে ফেলে, তারপর পরের আর এক আঘাতে সে আবার তার আগের স্মৃতিশক্তি ফিরে পায়।

না, বব মাথা নেড়ে বলল—এখনো আমার কাছে সব শূন্য বলে হচ্ছে।

এ এক রকম ভালই হলো, রুডি বলল, ডিউক ষ্টিফেন তাহলে ববের কাছ থেকে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য তথ্য বার করে নিতে পারবে না।

সেই সময় বাইরে দরজায় তালা খোলার শব্দ হলো। একটু পরেই লোহার দরজা খুলে দুজন প্রহরী ঘরে প্রবেশ করল। তাদের হাতে ধারালো তলোয়ার চকচক করছিল।

চলে এসো, তাদের মধ্যে একজন প্রহরী গর্জে উঠল—ডিউক ষ্টিফেন তোমাদের ডাকছেন জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্যে। আমাদের সঙ্গে চলে এসো। পথে কোনো রকম চালাকী করতে

যেও না। তা হলে ফল ভালো হবে না, মনে রেখ। বলে সে তার তলোয়ারটা শূন্যে দোলাল তাদের সতর্ক করে দেওয়ার জন্যে।

* * *

স্যাঁতসাঁতে করিডোর। চারিদিক পাথর দিয়ে ঘেরা। কোথাও আলোর চিহ্ন নেই। সেই অন্ধকার পথ দিয়ে সৈনিকদের অনুসরণ করে তারা একটা বিরাট ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল। লণ্ঠনের মৃদু আলোয় ঘরটা অস্পষ্ট। থমথমে পরিবেশ। এখুনি বুঝি বা এক পৈশাচিক নৃত্য শুরু হয়ে যাবে। ববের বুকের ভেতরটা কেমন ধকধক করে উঠল। এমন কি জুপিটারের মুখটাও কেমন ম্লান দেখাচ্ছিল। এ রকম ভুতুড়ে ঘরের দৃশ্য তারা এর আগে বেশ কয়েকটা হরর ছবিতে দেখেছিল। বহুযুগ আগে এরকম ঘরে নিরীহ লোকেদের ওপর অমানুষিক অত্যাচার চালান হত। এ ঘরের আর এক নাম শাস্তিঘর। এবং এই ঘরটাও সেই আসল শাস্তি-ঘর।

ঘরের এক প্রান্তে একটা কুৎসিত র‍্যাক দেখা যাচ্ছিল। সেই কুৎসিত বিভৎস র‍্যাকের ওপর মানুষকে শুইয়ে জীবন্ত বলি দেওয়া হয়ে থাকে। জ্যান্ত মানুষটার দেহ থেকে হাড় মাংস আলাদা করে ফেলা হয় সেখানে। র‍্যাকের পাশেই ছিল একটা বিরাট চাকা। সেই চাকায় জীবন্ত মানুষকে শক্ত করে বেঁধে দেওয়া হয়। চাকাটা প্রায় মেঝে স্পর্শ করেছিল এবং সেটা যন্ত্রচালিত। যন্ত্রের সাহায্যে চাকাটা চালু হলেই জীবন্ত লোকটা বার বার পাথরের মেঝের ওপর আছড়ে পড়বে এবং এই ভাবেই তার দেহের সমস্ত হাড়গুলো রেণু রেণু হয়ে গুঁড়িয়ে যাবে। এ ছাড়া ঘরের মধ্যে আরো অনেক রকম শাস্তি দেওয়ার অস্ত্র দেখা যাচ্ছিল। কিন্তু ভয়ে তারা সেদিক থেকে তাড়াতাড়ি দৃষ্টি সরিয়ে নিল। ঘরের ঠিক মাঝখানে ধাতুর তৈরী এক বিরাট মহিলার প্রতিবিম্ব দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল তারা। জুপিটার কিংবা বব কেউ সেটার দিকে তাকাল না।

জবানবন্দী নেওয়ার ঘর। রুডি ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল। তার গলার স্বর একটু যেন কাঁপছিল। আমি এই ঘরের কথা আগে শুনেছিলাম। মধ্যযুগীয় অত্যাচারী রাজা ব্ল্যাক প্রিন্স জনের রাজত্বকালে এই ঘরে নিরীহ লোকদের ওপর অমানুষিক অত্যাচার চালান হত বলে শুনেছি। অবশ্য তার রাজত্বের পর এই ঘরটা একরকম বন্ধই ছিল বলা যায়। আমার মনে হয় আমাদের ভয় দেখানর জন্যে ডিউক ষ্টিফেন এই ঘরে এনে তুলেছে। শুধু তাই নয়, আমাদের উপর অত্যাচার চালাতেও দ্বিধা করবে না সে?

হয়তো রুডির কথাই ঠিক। সেই মানুষ বলি দেওয়ার র‍্যাক, মানুষের হাড় গুঁড়ো করার বিরাট চাকা, লৌহ মানবী বব এবং জুপিটারকে প্রচন্ড ভয় পাইয়ে দিল। একটা চাপা উত্তেজনায় তারা ছটফট করতে থাকল।

চুপ। চুপ করো। একজন প্রহরী রুডির দিকে তাকিয়ে গর্জে উঠল—ডিউক ষ্টিফেন আসছেন।

দরজার সামনে প্রহরীরা তাকে শ্রদ্ধা জানাতে উঠে দাঁড়াল। ডিউক রোজার্সকে সঙ্গে নিয়ে ডিউক ষ্টিফেন ঘরে প্রবেশ করল একটু পরেই। তার মুখে এক বীভৎস কুৎসিত হাসি ফুটে উঠতে দেখা গেল।

ইঁদুরগুলো ফাঁদে পড়েছে তাহলে। ডিউক ষ্টিফেন তাদের উদ্দেশ্য করে বলল, শোনো তোমাদের কাছ থেকে আমি কয়েকটা খবর জানতে চাই। ঠিক ঠিক উত্তর না দিলে ফল ভালো হবে না, আগে থেকে তা বলে রাখছি।

ওহে বিশ্বাসঘাতক ছোকরা, ষ্টিফেন এবার রুডির দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল—তাহলে

তুমিও এর মধ্যে আছ? এর ফল কি জান। তোমার বাবা এবং তোমাদের পরিবারের ওপর কঠোর অত্যাচার চালানো হবে এরপর থেকে। মনে থাকে যেন, আমার শপথ কখনো মিথ্যে হয় না।

রুডি দাঁতে দাঁত চেপে দাঁড়িয়ে রইল, কোনো কথা বলল না।

আর তোমরা, আমার অ্যামেরিকান কিশোররা, রাগে গরগর করতে করতে ষ্টিফেন এবার তাদের দু'জনের দিকে ফিরে বলল—অন্তত তোমাদের দুজনকে আমি আমার হাতের কাছে পেয়েছি। আমি তোমাদের জিজ্ঞেস করব না, কেন তোমারা এদেশে এসেছ? তোমাদের ফেলে আসা ক্যামেরাগুলোই তোমাদের এখানে আসার উদ্দেশ্য প্রকাশ করে দিয়েছে। তোমারা যে অ্যামেরিকান সরকারের গুপ্তচর, ঐ ক্যামেরাগুলোই তার জ্বলন্ত প্রমাণ। ভারানিয়ার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার জন্যে তোমরা এখানে এসেছ। তবে তার চেয়েও জঘন্য অপরাধ তোমরা করেছ। তোমরা ভারানিয়ার সৌভাগ্যের প্রতীক সেই রূপোর মাকড়সাটা চুরি করেছ।

সে তাদের দিকে ঝুঁকে পড়ল। তার মুখটা কালো হয়ে উঠল, তার মুখের চোয়াল দুটো শক্ত হয়ে উঠেছে।

বল, বল সেটা কোথায়? ষ্টিফেন আরো বলল—সত্যি কথা বললে আমি তোমাদের ওপর নরম হবো। ভাবব তোমরা ছেলেমানুষ, বোকার মত এই কাজ করে ফেলেছ না জেনে শুনে। বল, আমার প্রশ্নের উত্তর দাও চটপট।

না, আমরা সেটা চুরি করিনি। জুপিটার দৃঢ়স্বরে বলল—অন্য কেউ সেটা চুরি করে আমাদের ঘরে লুকিয়ে রেখে থাকবে।

তাই নাকি! ডিউক ষ্টিফেনের চোখ দুটো ঝলসে উঠল—তাহলে তোমরা স্বীকার করছ সেটা তোমরা হাতে পেয়েছিলে। সেটাও একটা মস্ত বড় অপরাধ, বুঝলে? কিন্তু আমি একটু নরম প্রকৃতির লোক। তোমাদের সব অপরাধ ক্ষমা করে দেবো যদি তোমরা সেটা আমার হাতে ফিরিয়ে দাও। বল, সেটা এখন কোথায়, কোথায় রেখেছ?

বব জুপিটারের উত্তরের জন্যে অপেক্ষা করল। কিন্তু জুপিটার তখন ইতস্ততঃ করছিল। তবে সত্যি কথা বলার মধ্যে তেমন কোনো ক্ষতি অনুভব করল না সে।

আমরা জানি না, সেটা কোথায়! জুপিটার শেষ পর্যন্ত বলল—আর আমাদের কোনো ধারণাও নেই এ ব্যাপারে।

তার মানে তুমি আমাকে ধাপ্পা দিচ্ছ? ডিউক ষ্টিফেন গর্জে উঠল। ঠিক আছে অন্য একজনকে বলতে দাও। তারপর সে ববের দিকে ফিরে বলল—আমার খুদে ইঁদুর, তুমি যদি দয়া চাও তো বল, সেই রূপোর মাকড়সাটা কোথায়?

জানি না, বব খোলাখুলি জানিয়ে দিল, আমারও কোনো ধারণা নেই এ ব্যাপারে।

কিন্তু সেটা তোমাদের হাতে এসেছিল এক সময়। ডিউক ষ্টিফেন আবার রাগে চিৎকার করে উঠল, তোমরা তা স্বীকার করেছ। অতএব তোমরা জানো, সেটা কোথায়। তোমরা কি সেটা লুকিয়ে রেখেছ? নাকি কাউকে সেটা দিয়ে দিয়েছ। উত্তর দাও, তা না হলে তোমাদের খুব ক্ষতি হবে।

বললাম তো আমরা জানি না এখন সেটা কোথায় গেছে। জুপিটার নির্লিপ্ত ভাবে বলল, সারারাত ধরে আপনি আমাদের প্রশ্ন করতে পারেন, তবে এর বেশী কিছু আমরা আপনাকে বলতে পারব না।

তার মানে তোমরা আমার অবাধ্য হচ্ছো? ডিউক ষ্টিফেন রাগে গরগর করতে করতে বলল—ঠিক আছে তোমাদের জেদ ভাঙ্গার ওষুধ আমাদের এ ঘরে আছে। ঐ যে লৌহ মানবীটাকে দেখছ, ওটার ভেতরটা ফাঁকা হলেও ধারালো ইস্পাতের ফলায় ভর্তি, তোমাদের মত কচি ছেলেদের দেহে একবার গেঁথে গেলে রক্ষা নেই। ঐ লৌহমানবী ধীরে ধীরে তোমাদের জড়িয়ে ধরবে। তারপর—

জুপিটার চুপ করে রইল। তার হয়ে রুডি দৃঢ়স্বরে বলল—আপনি আমাদের ভয় দেখাতে পারেন না। আমরা জেনে গেছি আপনার প্ল্যানের কথা, প্রিন্স ডিজারোর কাছ থেকে আপনি সিংহাসন ছিনিয়ে নিতে চান। আর ভারানিয়ার মানুষদের বোঝাতে চান যে, আপনিই এদেশের উপযুক্ত এবং দয়ালু শাসক। কিন্তু তারা যদি আপনার অত্যাচারের কথা, প্রিন্স ডিজারোর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার কথা জেনে যায়, তাহলে তারা আপনাকে কখনই ক্ষমা করবে না। অতীতের সেই অত্যাচারী ব্ল্যাক প্রিন্স জনের মত শাস্তি আপনাকে পেতেই হবে। তারা আপনার দেহের একটা হাড়ও আস্ত রাখবে না।

তোমার দৃঢ়তা দেখে আমি বিস্মিত। ডিউক ষ্টিফেনের ঠোঁটে ক্রূঢ় হাসি। কিন্তু আমি আপাততঃ অমন কঠিন শাস্তি তোমাদের দেব না। অন্য ব্যবস্থা আমার ঠিক করা আছে। এই বলে সে প্রহরীদের ইশারায় কি যেন সংকেত করল।

সেই বৃদ্ধ জিপসি এনটনকে এখানে নিয়ে এসো। ডিউক ষ্টিফেন হুকুম করল।

বহু প্রাচীন বৃদ্ধ এই জিপসি এনটন! রুডি তার বন্ধুদের কানে কানে বলতে থাকে, সে—

চুপ! ডিউক ষ্টিফেন ধমকে দিল।

পরক্ষণেই দরজার দিকে ফিরে তাকাতেই তারা দেখল এক বৃদ্ধকে প্রহরীরা পাহারা দিয়ে এদিকেই নিয়ে আসছে। দীর্ঘ বলিষ্ঠ চেহারা, বয়সের ভারে এতটুকু নুইয়ে পড়েনি এখনো সে। গাঁয়ে একটা জমকালো রং চঙের র‍্যাগ। কানে সোনার রিং। মুখে কোথাও এতটুকু মাংসের চিহ্ন ছিল না। গাল দুটো ঝুলে পড়েছিল, স্পষ্ট চোয়াল। তার মুখটা এতই কালো যে, নীল উজ্জ্বল চোখ দুটো বড় বেশী উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল যেন।

এ হচ্ছে সেই বৃদ্ধ এনটন। আজকের যুবকদের থেকে অনেক বেশী ক্ষমতার অধিকারী সে। ডিউক ষ্টিফেন এবার বৃদ্ধ এনটনের দিকে ফিরে বলল—আমি তোমার ক্ষমতা প্রয়োগ করতে চাই। এই তিনটি ছেলে কিছু গোপন খবর জানে, কিন্তু বলতে চায় না। আমার জন্যে সেই গোপন তথ্যগুলো কি করে প্রকাশ করতে হয় ওদের তুমি শিখিয়ে দাও।

বৃদ্ধ জিপসির শুকনো মুখে এক অদ্ভুত হাসি ফুটে উঠতে দেখা গেল।

বৃদ্ধ এনটন কারো হুকুম মানে না। সে বলল—গুড নাইট, ডিউক ষ্টিফেন। বৃদ্ধ জিপসির এমন বেয়াদপি দেখে ডিউক ষ্টিফেনের মুখ কালো হয়ে গেল তবু এই মুহূর্তে তার রাগ দমন করে সে তার জামার পকেট থেকে কয়েকটি স্বর্ণমুদ্রা বার করে তার দিকে ছুঁড়ে ফেলে সে বলল—আমি তোমাকে হুকুম করতে চাইনি এনটন। আমি তোমার কাছ থেকে সাহায্য চাইছি আমি তোমাকে উপযুক্ত পারিশ্রমিকই দেব। ঐ স্বর্ণমুদ্রাগুলো রেখে দাও।

বৃদ্ধ জিপসির মুখে খুশির হাসি ফুটে উঠল। র‍্যাগের আড়াল থেকে হাত বার করে স্বর্ণমুদ্রাগুলো সে তুলে নিল। তার হাতের বিরাট বিরাট নখগুলো দেখে বব এবং জুপিটার শিউরে উঠল।

ডিউকের দিকে তাকিয়ে এক রহস্যময় হাসি হেসে বৃদ্ধ জিপসি বলল—এমন দয়ালু

লোকেদের এনটন অবশ্যই সাহায্য করবে। তা আপনি কি খবর জানতে চান ডিউক ষ্টিফেন?

ভারানিয়ার সেই রূপোর মাকড়সাটা কোথায় আছে এই ছেলেগুলো জানে। সেটা এরা লুকিয়ে রেখেছে। কিন্তু স্বীকার করতে চাইছে না। ইচ্ছে করলে আমি ওদের ওপর দৈহিক অত্যাচার করে ওদের পেট থেকে সত্যি কথা টেনে বার করতে পারতাম। কিন্তু তা আমি চাই না। তুমি তো জানো, আমি কেমন দয়ালু লোক। তোমার ক্ষমতা অনেক এবং সেটা যন্ত্রণামুক্ত। এখন তোমার সেই ক্ষমতা প্রয়োগ করে ওদের প্রশ্ন কর।

বৃদ্ধ এনটন আদেশ মাথা পেতে নিল। নত মাথা উঁচু করে এবার সে তাদের দিকে ফিরে তাকাল। তারপর র‍্যাগের আড়াল থেকে একটা পিতলের কাপ এবং একটা ছোটো থলি বার করল সে। কাপের মধ্যে শস্যবীজ জাতীয় কিছু পাউডারের গুঁড়ো ঢালল। এক সময় হঠাৎ সবাইকে চমকে দিয়ে সে তার ঝোলার ভেতর থেকে একটা আধুনিক সিগারেট লাইটার বার করে সেই কাপের পাউডারে আগুন জ্বালাল। হাল্কা নীল রঙের ধোঁয়া বেরিয়ে এলো সেই জ্বলন্ত পাউডারের আগুন থেকে।

তারপর সে জুপিটার বব এবং রুডির মুখের কাছে কাপটা নিয়ে গিয়ে হুকুম করল—সত্যের ধোঁয়া তোমরা নাকে টেনে নাও গভীর ভাবে। কথা শোনো, এটা আমার হুকুম।

তারা মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো। সেই নীল ধোঁয়া তাদের নাসারন্ধ্রে গিয়ে প্রবেশ করল। একটু পরে তাদের শরীরটা কেমন হাল্কা হয়ে গেল, তাদের মনটা কেমন খুশি খুশি হয়ে উঠল।

এখন আমার দিকে তাকাও, বৃদ্ধ এনটন বলল—আমার চোখের ওপর তোমাদের দৃষ্টি রাখ।

তারা খুব চেষ্টা করল স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার জন্যে। কিন্তু যন্ত্রচালিতের মত এক সময় তারা বৃদ্ধ এনটনের দিকে তাকাতে বাধ্য হলো। এনটনের নীল গভীর দুটি চোখের দিকে তাকাল তারা। তার চোখ দুটো যেন নীল গভীর সমুদ্র এবং সেই নীল সমুদ্রে তারা একটু একটু করে তলিয়ে যেতে থাকল। ঠিক আছে, এখন বল, এনটন আবার হুকুম করল—রূপোর মাকড়সাটা কোথায়? বল?

আমি জানি না, রুডি চুপ করে থাকবে মনে করলেও শেষ পর্যন্ত বলে ফেলল। সে ছাড়া বব এবং জুপিটার তার কথার প্রতিধ্বনি করে বলল, আমি জানি না—......আমি জানি না......

আঃ। এনটন খিঁচিয়ে উঠল—কাপের ওপর মুখ রেখে আবার নিঃশ্বাস নাও, গভীর ভাবে নিঃশ্বাস নাও। এই বলে সে সেই কাপটা তাদের মুখের সামনে মেলে ধরল।

দ্বিতীয়বার নাকের ভেতর সেই নীল ধোঁয়াটা প্রবেশ করতেই ববের শরীরটা অদ্ভুত হালকা হয়ে গেল। সে যেন হাওয়ায় ভাসতে থাকল। জুপিটার এবং রুডির অবস্থাও তাই। তাদের পায়ের তলার মাটি যেন সরে যাচ্ছিল।

বৃদ্ধ জিপসি এবার রুডির কপাল স্পর্শ করল হালকা ভাবে তার আঙুলগুলো দিয়ে। রুডির খুব কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে সে তার চোখের দিকে পলক পতনহীন চোখে তাঁকিয়ে রইল। রুডিও তাকিয়েছিল তার নীল চোখের দিকে একদৃষ্টে। তার বেঁচে থাকার প্রশ্ন জড়িয়ে না থাকলে সে এমন করুণ চোখে তার দিকে তাকিয়ে থাকত না।

এখন, বৃদ্ধ এনটন ফিস্‌ফিস্ করে বলল—কোনো কথা বল না। তবে চিন্তা কর। রূপোর মাকড়সাটার কথা চিন্তা কর। ভাব সেটা কোথায়? আঃ। অনেক, অনেকক্ষণ পরে রুডির কপালের ওপর থেকে হাতটা তুলে নিয়ে বৃদ্ধ জিপসি এবার জুপিটারের কপালে রাখল সেই একই

ভঙ্গীতে এবং একই বার্তা উচ্চারণ করল সে। আর একবার সে অস্ফুট উচ্চারণ করল, আঃ।

তারপর সে ববের কাছে গেল। কপালে সে তার হাত ঠোকান মাত্র ববের মনে হলো যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল তার সারা শরীরের ভেতর দিয়ে। বব তার নীল চোখে এক অদ্ভুত দ্যুতি দেখতে পেল। তার দৃষ্টি এত গভীর যে, সে যেন ববের মনের কথা পড়ার চেষ্টা করছে। ববের মনে হলো, আপনা থেকেই সে যেন সেই রূপোর মাকড়সাটার কথা চিন্তা করতে শুরু করে দিয়েছে! সে যেন আবার তার হাতের চেটোয় সেটা দেখতে পেল। তারপর সেটা অদৃশ্য হয়ে গেল। সে জানে না, কোথায় সেটা গেল। স্মরণও করতে পারে না সে—তার চিন্তার মেঘ জমে উঠল নিমেষে।

বৃদ্ধ জিপসি তখন দিশেহারা। ববকে বারবার সে বলতে থাকে—ভেবে দেখ। অবশেষে ব্যর্থ হয়ে সে ফিরে দাঁড়াল। বব চোখ মেলে তাকাল; যেন সে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

বৃদ্ধ এনটন এবার ডিউক ষ্টিফেনের দিকে তাকিয়ে বলল—প্রথম ছেলেটি আদৌ রূপোর মাকড়সাটা দেখেনি। এবং সে জানে না সেটা কোথায়। মোটা ছেলেটি দেখেছিল বটে, কিন্তু সে সেটা হাতে নেয়নি। সে-ও জানে না সেটা কোথায়। ছোটো ছেলেটির হাতে সেই রূপোর মাকড়সাটা এসেছিল বটে কিন্তু তারপর—

হ্যাঁ, কি বললে? ডিউক ষ্টিফেন কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করল—বলে যাও। তার ভাবনার মাঝে রাশি রাশি মেঘ এসে ভীড় করে যায়। রূপোর মাকড়সাটা সেই মেঘের আড়ালে হারিয়ে যায়। এ রকম কেসের মুখোমুখি আমি এর আগে হইনি। সে জানত মাকড়সাটা কোথায় গেছে, কিন্তু এখন আর খেয়াল করতে পারছে না। এক বুক শূন্যতা তার মনটাকে ভরিয়ে দিয়েছে এবং এই ভাবেই সে ভুলে গেছে। যতক্ষণ না সে মনে করতে পারছে, আমার কিছু করার নেই।

সহস্র অভিশাপ। ডিউক ষ্টিফেন হতাশ হয়ে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে পড়ল। চেয়ারের হাতলের ওপর বারবার সে হাত ঠুকতে থাকল রাগে, উত্তেজনায়।

জিপসি আমাকে বল, বলতে গিয়ে সে তার গলার সুর পালটে ফেলল। বৃদ্ধ এনটন, আমি তোমার প্রচেষ্টার প্রশংসা করছি। তারা রূপোর মাকড়সার হদিশ দিতে না পারার জন্যে তোমার কোনো দোষ নেই। কিন্তু তোমার তো প্রচুর ক্ষমতা শুনেছি। আচ্ছা এনটন বলতে পারো, এই রূপোর মাকড়সাটা কোথায় বলতে পার? ডিউক ষ্টিফেন উদ্বেগকণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, আর ভারানিয়ার সিংহাসনে বসার কি হবে আমার? তোমাকে এখন দেখতে হবে, ঐ বোকা দুর্বলচিত্তে ছোটো ছেলেটি যেন সিংহাসনে বসতে না পারে।

বৃদ্ধ এনটন ধূর্ত হাসি হাসল।

যদিও সেটা রূপোর মাকড়সা, তবে রূপো বাদ দিলে সেটা কেবলই একটা মাকড়সা। বৃদ্ধ এনটন প্রত্যুত্তরে বলল—আর আপনার আকাঙ্খার কথা বলতে গেলে বলতে হয়, আমি আপনার বিজয়ধ্বনি শুনতে পাচ্ছি এখন আমাকে বিদায় দিন, ভীষণ ঘুম পাচ্ছে আমার।

ডিউক ষ্টিফেন হাত তুলে তার প্রহরীদের ইশারা করল। ওকে ওর বাড়িতে পৌঁছে দাও। তারপর সে ডিউক রোজার্সের দিকে ফিরল।

সব শুনলে তো। সেই রূপোর মাকড়সাটা কেবলই একটা মাকড়সাটা মাত্র। আমরা সেটা অবহেলা করতে পারি, সেটা কোনো গুরুত্বপূর্ণ নয়। আর এনটন তো বলল, জয় আমার নিশ্চিত। আমরা জানি এনটনের ভবিষ্যতবাণী কখনো ভুল হতে পারে না। এখন আর আমরা

অপেক্ষা করতে পারি না। কাল সকালেই ঘোষণা করে দাও প্রিন্স ডিজ্জারোকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পরবর্তী আদেশ ছাড়া আমি এখানকার সর্বময় শাসনকর্তা। আর আমেরিকা আমাদের দেশের ব্যাপারে নাক গলাতে না পারে তার রক্ষাকবচ হিসেবে ঘোষণা করে দাও তাদের দেশের দু'জন গুপ্তচর এবং চোরদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এবং রুডি রুডলফকে তার যোগ্য পুরস্কার দেবার ব্যবস্থা কর।

ঠিক আছে তাই হবে। ডিউক রোজাস মাথা নাড়ল।

কাল সকাল থেকে সারা ভারনিয়া আমার মুঠোর মধ্যে এসে যাবে। তারপর আমরা ঠিক করব ঐ শয়তান ছেলে দুটোর বিচার করব নাকি তাদের দেশ থেকে বহিষ্কার করে দেব। প্রহরী! এদের কারাকক্ষে ফিরিয়ে নিয়ে যাও।

তারপর সে ববের দিকে ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করল—শোনো খুদে ইঁদুর, আবার মনে করার চেষ্টা কর, রূপোর মাকড়সাটা কোথায় রেখেছ? এনটন যদিও বলেছে, সেটার কোনো মূল্য নেই, তবু আমি সেটা আমার অভিষেকের সময় গলায় ঝোলাতে চাই। সেটা আমাকে ভালোয় ভালোয় ফিরিয়ে দাও, তাহলে তোমার বিচারটা আমি সহজ করে দেব।

বব চুপ করে রইল।

এখন এদের এখান থেকে নিয়ে যাও। ডিউক ষ্টিফেন ক্ষুন্ন মনে প্রহরীদের দিকে তাকিয়ে হুকুম করল।

বার □ ভয়ংকর সুড়ঙ্গ পথে

দুজন প্রহরী পিট, বব এবং রুডিকে মাটির নিচে কারাকক্ষে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। রুডি সবার পিছনে হাঁটছিল। একজন প্রহরী তার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে নিচু গলায় বলল—দুর্গ থেকে বেরুবার ট্যানেল পথে আমাদের বন্ধু লোকেরা আছে। আপনাদের জন্যে অপেক্ষা করছে।

রুডি মাথা নাড়ল। একটু পরেই তারা সেই ছোট্ট কারাকক্ষে প্রবেশ করল। ঘরের ভেতরে একটি মাত্র মোমবাতি টিমটিম করে জ্বলছিল। লোহার দরজায় তালা দিয়ে প্রহরী দুজন ঘরের বাইরে পাহারা দিতে থাকে। এবং তারা তিনজন কারাকক্ষে এ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবতে থাকে।

নিস্তব্ধ কারাকক্ষ। বাইরে ডেনজো নদীর জলের মৃদু কলকল শব্দ ভেসে আসে।

রুডিই প্রথম সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করল।

এখানকার মাটির নিচ দিয়ে ড্রেন আছে, সেটা ডেনজো নদীতে গিয়ে পড়েছে। রুডি বলল, বাইরে প্রচন্ড বৃষ্টি হচ্ছে বলে মনে হয়। বৃষ্টির জল নিশ্চয়ই সেই ড্রেনের মধ্যে ঢুকছে। ড্রেনটা প্রায় একশো বছরের পুরনো এবং সেটা ঠিক পাইপও বলা চলে না, মানে ড্রেন সম্বন্ধে আপনাদের যা ধারণা তাই আর কি! আসলে সেগুলো পাথরের এক একটা টানেল, প্রমাণ সাইজ মানুষের উচ্চতা। তাই সহজেই সেই ড্রেনের মধ্যে লোকে চলা-ফেরা করতে পারে। শুকনো দিনে মানুষ মাইলের পর মাইল সেই ড্রেনের ভেতর দিয়ে অনায়াসে হেঁটে যেতে পারে। তবে বৃষ্টির দিনে সঙ্গে ছোটো খাটো একটা নৌকো নিতে হবে। এলেনা, আমি এবং কয়েকজন লোক ছাড়া এই গোপন পথের সন্ধান কেউ জানে না। সেই টানেলের ভেতরে আমরা যদি প্রবেশ করতে পারতাম তাহলে খুব সহজেই আমরা অ্যামেরিকান দূতাবাসে গিয়ে হাজির হতে

পারতাম। এবং আপনারা সেখানে আশ্রয় নিতে পারতেন।

আমরা যদি এক মিনিটের জন্যেও এই সেল থেকে বেরুতে পারতাম, রুডি আফশোষ করে বলল, সেই দুর্গের একেবারে শেষ প্রান্তে একটা ম্যানহোল আছে, সেটা সেই ড্রেনের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া আছে। আর সেই ড্রেনের ভেতরে আমাদের এক বন্ধু সাহায্য করার জন্যে অপেক্ষা করছে। প্রহরীদের মধ্যে একজন খানিক আগে আমাকে খবরটা দিল।

আমার মনে হয় জুপ ঠিকস বলেছিল, বব বলল, ডিউক ষ্টিফেন স্বেচ্ছায় আমাদের মুক্তি না দিলে আমরা এখান থেকে কখনই বেরুতে পারবো না। আচ্ছা ঐ জিপসি এনটন লোকটি কে? আমার মনে হয়, সে আমাদের মনে কথা পড়ে ফেলেছে।

রুডি মাথা নাড়ল। হ্যাঁ, আমাদের ভাবনাটা সে অন্তত আন্দাজ করতে পেরেছে। রুডি আরো খবর দিল, বৃদ্ধ এনটন ভারানিয়ার জিপসিদের রাজা, বয়স প্রায় একশোর কাছাকাছি। অসীম ক্ষমতা তার। অনায়াসে লোকের পেটের কথা টেনে বার করতে পারে সে। মনে হয়, রুপোর মাকড়সার ব্যাপারে প্রকৃত ঘটনা সে নিশ্চয়ই জানে। কিন্তু আমাকে হতাশ হতে হয়েছে, ডিউক ষ্টিফেনের বিজয়-ধ্বনি সে নাকি শুনতে পেয়েছে। এর অর্থ হলো, আমাদের সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাবে। আমার বাবাকে তারা কারাগারে নিক্ষেপ করবে, আমার বন্ধুদেরও। এবং এলেনা আর আমি—এই পর্যন্ত বলে সে চুপ করে গেল।

বব তাকে উৎসাহ দেওয়ার জন্যে বলল—কিন্তু আমরা হাল ছেড়ে দিতে পারি না। দৃঢ়স্বরে সে বলল, এমন কি কোনো আশা না থাকলেও। জুপ, তোমার কি মত বল?

আমার মতে, জুপিটার ধীরে ধীরে বলল—প্রথমে প্রহরীদের হাত করে এই ঘরের দরজা খোলাতে হবে। তারপর তাদের ওপর আমাদের ক্ষমতা প্রয়োগ করতে হবে।

কিন্তু বিনা অস্ত্রে দুজন বলিষ্ট প্রহরীদের সঙ্গে আমরা লড়ব কি করে? রুডি মন্তব্য করল—না, আমরা তা করতে পারি না।

আমি একটা কথা ভাবছিলাম। জুপিটার বলল—যদিও সেটা গল্প মাত্র, তবে বাস্তবে সেটা কাজে লাগান যেতে পারে। মিঃ হিচকক আমাদের একটা রহস্য গল্পের বই দিয়েছিলেন, গল্পটা সেই বই থেকে নেওয়া।

তা তোমার মতলবটা কি জুপ? বব আগ্রহ প্রকাশ করল।

সেই বইটার শেষ গল্পের মতন। জুপিটার বলতে থাকে, আমাদের মত একটি ছেলে এবং একটি মেয়েকে ঘরের ভেতরে তালাবন্ধ করে রাখা হয়েছিল। তখন তারা একটা মতলব আঁটল। নিজেদের পোযাক ছিঁড়ে দড়ি তৈরী করল। দড়ির দু'প্রান্তে দু'টি ফাঁস তৈরী করল। তারপর ছলে বলে কৌশলে তারা প্রহরীদের ঘরের মধ্যে টেনে আনল।

তারপর? গল্পটা রুডির খুব ভাল লাগল। গল্পের মধ্যে সত্যি বেশ রোমাঞ্চ এবং শিহরণ আছে। রুদ্ধশ্বাসে গল্পের শেষ অধ্যায়ে টেনে নিয়ে যেতে পারে পাঠক পাঠিকাদের। সব শুনে রুডি বলল—কিন্তু আমরা কি দিয়ে দড়ি তৈরী করব, ভেবে দেখেছ?

হ্যাঁ, সেটাও আমরা ভেবে রেখেছি। আমাদের গায়ের কম্বলগুলো আছে না? জুপিটার বলল—ঐ কম্বলগুলো ছিঁড়ে দড়ি তৈরী করে নিতে হবে। আর সেটা খুব সহজেই করা যাবে বলে মনে হয়।

হ্যাঁ, এটা কাজে লাগতে পারে। রুডি নিচু গলায় বলল—তাদের দু'জনের মধ্যে একজন প্রহরী একটু বন্ধুভাবাপন্ন লোক। ধরা পড়লে আমাদের সঙ্গে নকল যুদ্ধের ভান করবে সে।

এখন কথা হচ্ছে দ্বিতীয় প্রহরীকে আমাদের দলে কি করে টানা যায়? ঠিক আছে, দেখাই যাক না চেষ্টা করে।

তবে তার আগে তারা তাদের কম্বলগুলো ছুরি দিয়ে কেটে দড়ি তৈরী করতে ব্যস্ত হলো। কাজটা তারা নিঃশব্দে সারতে থাকল। আস্তে হলেও বেশ শক্ত এবং মজবুত ধরনের দড়ি তৈরী করে ফেলল। জুপিটার নিজের হাতে সেই দড়ির দু'দিকে ফাঁস তৈরী করল। তারপর সে সেটার কাঠিন্য পরীক্ষা করে দেখল। হ্যাঁ ঠিক কাছে, চলতে' পারে।

প্রহরীদের গলায় ফাঁস লাগাবার পক্ষে যথেষ্ট। জুপিটার নিচু গলায় বলল। এখন আমাদের পরের কাজটা সারতে হবে। বব, তুমি ঐ বাক্সের ওপর শুয়ে পড়। তারপর প্রথমে আস্তে আস্তে পরে জোরে জোরে যন্ত্রণায় কাতরানর মত কাতরাতে থাকবে। রুডি ফাঁস লাগান ঐ দড়িটা দরজার সামনে ফেলে রাখবে এমন করে যাতে দরজার ওপর থেকে প্রহরীরা ঘরে প্রবেশ করা মাত্র ঐ দড়ির ফাঁসে ধরা পড়বে এবং রুডি তার পরের কাজটা নিমেষে সেরে ফেলতে পারবে বলে আশা করি।

সবাই যখন প্রস্তুত, বব কাতরাতে শুরু করে দিল। প্রথমে আস্তে, পরে জোরে জোরে। মিনিট খানেক পরে একজন প্রহরী দরজার গর্তে চোখ রেখে চিৎকার করে উঠল-আস্তে। শব্দ বন্ধ কর। হুকুম করল সে।

জুপ ববের মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে চিন্তিত গলায় বলল, হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছে বব। গ্রেপ্তার হওয়ার সময় তার মাথায় আঘাত লেগেছিল। এখন জ্বর আসছে। তার জন্যে ডাক্তার ডাকা দরকার এখন।

তোমরা ছেলে-ছোকরার দল, এটা তোমাদের চালাকী।

আমি বলছি, সে অসুস্থ। আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না? বেশ তো, তোমরা ঘরে ঢুকে নিজেদের হাতে তার কপালে হাত দিয়ে দেখে যাও। তারপর না হয় ডাক্তার ডেকো। তোমরা আমাদের এ উপকারটা করলে আমরা সন্ধান দিতে পারি, রুপোর মাকড়সাটা কোথায়। ডিউক ষ্টিফেন খুশি হবে তাতে।

প্রহরী তখনো ইতস্ততঃ করতে থাকে। এবার রুডি তাকে বোঝাবার চেষ্টা করল।

তুমি নিশ্চয়ই জান, ডিউক ষ্টিফেন অ্যামেরিকানদের আঘাত করতে চায় না। ছোটো ছেলেটিকে এখুনি ডাক্তার দেখানো দরকার। তারা রূপোর মাকড়সাটা ফেরত দেওয়ার জন্যে তৈরী হয়ে আছে। তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা নাও, ছেলেটির অবস্থা ভালো নয়।

ঠিক আছে, আমাদের নিজের চোখে দেখতে দাও, ব্যাপারটা সত্যি কিনা। দ্বিতীয় প্রহরীটি এবার উত্তর দিল। এই প্রহরীটিই রুডিকে চুপি চুপি পরামর্শ দিয়েছিল তাদের অনুকূলে। তারপর সে প্রথম প্রহরীকে বোঝালো—ডিউক ষ্টিফেনের সম্মান যাতে ক্ষুণ্ণ না হয় সেদিকটা আমাদের দেখতে হবে, ছেলেটিকে তুমি দেখে এসো, সত্যিই সে অসুস্থ কিনা, আর এদিকে বাইরে আমি ততক্ষণ একা পাহারা দিচ্ছি। ভয় নেই ওরা বালক মাত্র।

ঠিক আছে, সত্যি যদি ছেলেটির শরীর অসুস্থ হয়ে থাকে তাহলে ডাক্তার ডাকব, আর যদি চালাকী করে থাকে তাহলে ওদের অবশ্য শাস্তি পেতে হবে।

অতঃপর লোহার ভারী দরজা ধীরে ধীরে খুলে গেল। এবং প্রথম প্রহরী কারাকক্ষে প্রবেশ করা মাত্র দড়ির ফাঁসে বন্দী হয়ে গেল সে। রুডি মুহূর্ত দেরী না করে দড়িটায় শক্ত করে টান দিল। সঙ্গে সঙ্গে একটা ভারী জিনিষ পতনের শব্দ হলো, প্রথম প্রহরী মেঝের ওপর

আছড়ে পড়ল। তার হাতের ইলেকট্রিক লণ্ঠনটা মেঝের ওপর গড়িয়ে পড়ল। ওদিকে জুপিটার তৈরী হয়েছিল। দড়ির অপর প্রান্তের ফাঁসটা সে তার গলায় লাগিয়ে দ্রুত টান দিল। রুডির হাতে তখন আর একটা দড়ি, যার দু'প্রান্তে দুটি ফাঁস লাগান ছিল। সে ফাঁস কার জন্যে?

বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও। প্রথম প্রহরী আর্ত চিৎকার করে ওঠে—শয়তান ছেলেগুলো আমাকে মেরে ফেলল।

দ্বিতীয় প্রহরীও আর্ত চিৎকার করে ওঠে—শয়তান ছেলেগুলো আমাকে মেরে ফেলল।

দ্বিতীয় প্রহরী ছুটতে ছুটতে কারাকক্ষে প্রবেশ করল। কিন্তু রুডিও প্রস্তুত ছিল এবং তারই জন্যে অপেক্ষা করছিল। একটা ফাঁস তার গলায় আটকে গেল। এবং অপর ফাঁসটা তার দুটো পায়ের মধ্যে জড়িয়ে গেল। এবার সে একটা অদ্ভুত কাজ করল। প্রথম এবং দ্বিতীয় প্রহরীর দুজনের দড়ি দুটো এক সঙ্গে জুড়ে দিল। তখন ওদের মধ্যে বাঁচার তাগিদ প্রচন্ড। দুজনেই গলার ফাঁস খুলে ফেলতে চায়। কিন্তু টানাটানির দরুণ দুজনে গলায় দড়ির ফাঁস আরো জোরে চেপে বসল। শেষ পর্যন্ত রাগে উত্তেজনায় এ ওকে আঘাত করতে শুরু করে দিল। রুডি তাদের কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল—জোরে লড়াই চালাও। আরো, আরো জোরে। থেমো না।

*　　　　*　　　　*

তাড়াতাড়ি করুন। রুডি এবার তার সঙ্গী দুজনকে উদ্দেশ্য করে বলল, অপর প্রহরীরা এখুনি এখানে এসে পড়তে পারে। জুপিটার, তাড়াতাড়ি পা চালান। আমাকে অনুসরণ করে আসুন আপনারা। ইতিমধ্যে রুডি করিডোর দিয়ে হাঁটতে শুরু করে দিল। অন্ধকার করিডোরে তাদের হাতের ইলেকট্রিক লণ্ঠনের সামান্য আলো কিছুই নয় তবে পথের নিশানা দেখানর পক্ষে যথেষ্ট। সেই লণ্ঠনের আলোয় দীর্ঘ পরিশ্রমের পর তারা সেই অতি প্রাচীন ম্যানহোলটা আবিস্কার করে ফেলল।

বহুদিনের পুরনো ম্যানহোল, ঢাকনায় ময়লা জমে জ্যাম হয়ে গিয়েছিল।

তাড়াতাড়ি করো। জুপিটার বলল—ম্যানহোলের ঢাকনায় একটা রিং দেখা যাচ্ছে। ঐ রিং'এর মধ্যে দড়ি লাগিয়ে টান দাও, খুলে যাবে ঢাকনাটা।

হ্যাঁ, তুমি ঠিক বলেছ। রুডি কাজে লেগে গেল অতঃপর। কম্বলের দড়ি তারা সঙ্গে এনেছিল। এখন সেটা কাজে লেগে গেল। প্রথমে ম্যানহোলের ঢাকনা খুলল না, দড়ি ছিঁড়ে গেল। দ্বিতীয়বারও সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হলো। তবে তৃতীয়বারের প্রচেষ্টা তাদের সাফল্য এনে দিল। ঢাকনাটা খুলে গেল। উল্লাসে ফেটে পড়ল তারা তিনজন।

ম্যানহোলের পথে পা বাড়িয়ে রুডি বলল—আমি প্রথমে যাবো। তোমরা আমাকে অনুসরণ করো।

এবারও তারা কম্বলের দড়িটা কাজে লাগাল। ম্যানহোলের মুখে দড়ি এক প্রান্তে শক্ত করে বেধে দিল এবং তারপর একে একে তারা তিনজন সেই দড়ি ধরে নিচে সুড়ঙ্গ পথে নেমে এলো। হাঁটু পর্যন্ত জল সুড়ঙ্গর নিচে। বব আর একটু হলে জলের তলায় তলিয়ে যেত আচমকা। ঠিক সময়ে রুডি তাকে ধরে ফেলেছিল।

সোজা হয়ে দাঁড়াও। রুডি ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল—ঐ জুপিটার নামছে, ওঁকে পথ করে দিন।

জুপিটারের ভাগ্য খারাপ। তাকে তারা ধরার আগেই জলের মধ্যে তার দেহটা গড়িয়ে

পড়ল। সে তার ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছিল। তবে পরক্ষণেই সে সামলে উঠল। পায়ের ওপর ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

প্রচন্ড ঠান্ডা। জুপিটার বলল।

হ্যাঁ, বৃষ্টির জল। রুডি সঙ্গে সঙ্গে বলল—এখান থেকে বেরুবার আগে আমাদের আরো ভিজতে হবে। তাই তাড়াতাড়ি চলে এসো। সবাই চলতে শুরু করল অন্ধকার সুড়ঙ্গ পথ দিয়ে। পায়ের নিচে জলের স্রোত।

অন্য প্রহরীরা নিশ্চয়ই এতক্ষণে আমাদের পালানর খবর পেয়ে গেছে। রুডি বলল—হয়তো তারা আমাদের অনুসরণ করছে। তাদের ভয় ডিউক ষ্টিফেনকে। তবে তারা এই সুড়ঙ্গ পথের সন্ধান জানে না আমি ছাড়া! খানিকটা পথ গিয়ে একটা উঁচু জায়গা আছে, সেখানে দরকার হলে আমরা একটু বিশ্রাম নিতে পারি। একরকম জোর করে সে তাদের দু'জনকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। এবার জলের গভীরতা বাড়তে থাকল। এক জায়গার ওপর থেকে জল পড়তে দেখল তারা। বব বলল—মনে হয় এখানে একটা ড্রেন আছে, রাস্তার ওপর, সেখান থেকে জল গড়িয়ে পড়ছে।

তারপর আর একটা মিনি জলপ্রপাতের মুখোমুখি হলো তারা।

এখান থেকে আমাদের বেরিয়ে পড়তে হবে, রুডি বলল—তবে আমাদের এতো বেপরোয়া হলে চলবে না, কারণ প্যালেস খুব কাছে বলেই মনে হয়। যাইহোক আমরা মনে হয় অনেকটা পথ চলে এসেছি। প্রহরীরা এখন আমাদের নাগালের বাইরে। এবার ওপরে ওঠার কাজ শুরু করে দিতে হবে।

ড্রেনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তারা থাকে দাঁড়াল। বাইরে থেকে আলো এসে পড়েছিল তাদের চোখের উপর। ওপর থেকে কেউ হয়ত তাদের অনুসরণ করছে। তারা চমকে উঠল।

তবে, তবে কি তারা ফাঁদে পড়ে গেছে!

তের ❑ অন্ধকারে আলোর চমক

উঠুন! রুডি তাড়া দিল, এবার আমাদের রাস্তার ওপর উঠতে হবে। আমি আগে উঠছি। ড্রেনের মুখে লোহার সিঁড়ি লাগান ছিল দেওয়ালে। রুডি সেই সিঁড়ি দিয়ে দ্রুত উঠে গেল। দু'হাত দিয়ে ড্রেনের ঢাকনি নয়, ঝাঁঝরিটা তুলে ধরতে চেষ্টা করল সে। এবং সফলও হলো, এক ঝলক আলো বাইরে থেকে নিচে অন্ধকার সুড়ঙ্গপথে ঢুকে পড়ল সেই মুহূর্তে! কিন্তু পরমুহূর্তেই সে ফিরে এলো।

প্রহরীরা পাহারা দিচ্ছে ড্রেনের মুখে। এখন ড্রেনের মুখ খুলে ওপরে উঠলেই তাদের হাতে আমাদের ধরা পড়তে হবে নির্ঘাত!

তাহলে এখন আমাদের কিছুক্ষণ এখানেই লুকিয়ে থাকতে হবে। জুপিটার হতাশভাবে বলল।

হ্যাঁ, আপনার কথাই ঠিক, রুডি তেমনি হতাশ সুরে বলল—এখন আমাদের ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করা যাক, ওরা যেন তাড়াতাড়ি এখান থেকে চলে যায়।

নিচে তখন সুড়ঙ্গ পথ একটা ক্ষীণ আলোর রেখা ড্রেনের দিকে ক্রমশই এগিয়ে আসতে থাকে। খানিক পরে একটা রোবট ম্যানহোলের নিচে এসে থমকে দাঁড়াল। আলোটা সেখান থেকেই আসছিল। রোবটের সামনে একটি যুবতী মেয়ে এবং পিছনের দিকে একটি ছেলে বসেছিল।

রুডি! মেয়েটি মৃদু চিৎকার করে উঠল, রুডি, তুমি কোথায়?

এলেনা! রুডি তার ডাকে সাড়া দিয়ে উঠল—আমরা এখানে এই যে ওপরে উঠে এসেছি। ঠিক ওখানে দাঁড়িয়ে থাক, আমরা যাচ্ছি।

লোহার সিঁড়ি পথে তারা নিচে নেমে এলো অতঃপর।

প্রিল পলকে ধন্যবাদ! এলেনা উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠল—শেষ পর্যন্ত তোমাদের দেখা পেলাম। তোমরা তাহলে তাদের হাত থেকে রক্ষা পেলে।

প্রহরী দুজনের মধ্যে একজন আমাকে খবর দিল, এই সুড়ঙ্গ পথে আমাদের বন্ধুরা অপেক্ষা করছে। এলেনাকে বলল রুডি। এখন তোমাদের দেখে মনে হচ্ছে, সে ঠিকই বলেছে।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করে আছি আমরা। এলেনা প্রত্যুত্তরে বলল—আমরা তো ধরেই নিয়েছিলাম যে, তোমরা মুক্ত হতে পারবে না! রুডি, তোমার আমার দেখা পেয়ে আমার যে কি আনন্দ হচ্ছে তা তোমাকে বোঝাতে পারবো না।

আর আমরাও তোমাদের দেখে অত্যন্ত খুশি হয়েছি। রুডি এবার নৌকোর ওপর বসে থাকা ছেলেটির দিকে সঙ্গে তাদের পরিচয় করে দিয়ে বলল—আমার খুড়তুতো ভাই ডিমিত্রি। তারপর সে তার বোনের দিকে ফিরে বলল—বাইরের খবর কি বল?

এখন কথা বলার সময় নয়। এলেনা তাড়াতাড়ি বলল—এখন এগিয়ে চলো।

নিচে অন্ধকার সুড়ঙ্গের মধ্যে হঠাৎ এক ঝলক দিনের আলো এসে পড়তে তারা চমকে উঠল।

বোধহয় ম্যানহোলের ঢাকনাটা খুলে ফেলেছে। ডিমিত্রি মৃদু চিৎকার করে বলে উঠল। ওরা আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে। এখান থেকে এখুনি আমাদের চলে যেতে হবে। ডিমিত্রি তার নৌকোর হাল ধরল শক্ত করে। নৌকোটা চলতে শুরু করল আবার। ছেলেরা ওপর দিকে তাকাল। প্রহরীরা সেই ড্রেন পথে নিচে নামছিল তখন। তাদের মধ্যে একজন চিৎকার করে উঠল ঐ যে ওরা পালাচ্ছে নৌকো করে। ডিমিত্রি জোরে জোরে হাল টানতে থাকল। প্রহরী তাদের ছুটন্ত নৌকোর নাগাল পেল না। জলের মধ্যে হাবুডুবু খেতে থাকল সে।

পরমুহূর্তে তারা গাঢ় অন্ধকার সুড়ঙ্গের মধ্যে ঢুকল আবার। রুডি পিছন দিকে তাকিয়ে বলল,—হাঁটা পথে তারা আমাদের অনুসরণ করবে, তবে তারা আস্তে আস্তে আসবে।

খুব সম্ভব তারা সামনে অন্য আরো ম্যানহোলের ঢাকনা খুলে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে। ডিমিত্রি বলল—আসলে ঐ জায়গার কতকগুলো টানেল এসে মিশেছে। আমি পথ বদলাচ্ছি।

গতকাল পার্কে আপনার নিশ্চয়ই ডিমিত্রিকে ব্যান্ড বাজাতে দেখে থাকবেন। রুডি অপর ছেলে দু'টিকে বলল—এই সুড়ঙ্গপথ তার নখদর্পনে। এলেনা এবং আমার মতন। মাঝে মাঝে সুড়ঙ্গপথ খুবই ছোটো হয়ে আসছিল। তার মানে সেখানে জলের পরিমাণ খুবই বেড়ে যাচ্ছিল। তাদের মধ্যে ববই সবচেয়ে ছোটো। দেখেশুনে মনে হচ্ছিল, সেই জল পার হতে ববের খুব অসুবিধে হবে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তার কোনো অসুবিধে হলো না।

আচ্ছা আমাদের পিট কোথায়? জুপিটার এলেনার দিকে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল। এলেনা তার কাছ ঘেঁষে বসেছিল।

আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে, এলেনা প্রত্যুত্তরে বলল—নৌকোটা ছোটো বলে তাকে আনা গেল না। তাছাড়া এখানকার চেয়ে আরো নিরাপদ জায়গায় সে আছে। আমি তাকে

এক নিরাপদ আশ্রয়ে রেখে আসতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আপনাদের দেখা না পাওয়া পর্যন্ত সে কোথাও যেতে চাইল না।

পিটের মত ছেলেই এমন বন্ধুপ্রীতি দেখাতে পারে। জুপিটার এবং বব ভাবল।

ডিমিত্রি, আমরা এখন কোথায়? রুডি জিজ্ঞেস করল। আমার ভয় হয়, আমি বোধহয় পথ হারিয়ে ফেলেছি।

লুকোবার জায়গা খুঁজছি। ডিমিত্রি উত্তরে বলল—মিনিট পাঁচেকের মধ্যে আমরা সেখানে পৌঁছে যাবো।

ঠিক সময়ে তারা একটা বিরাট ড্রেনের সামনে এসে পড়ল। ড্রেনের ঢাকনা সামান্য একটু খোলা ছিল, সেখান থেকে ওপরের আলো দেখা যাচ্ছিল।

মনে হচ্ছে, কেউ যেন ওপরে অপেক্ষা করছে। বব সতর্ক করার ভঙ্গীতে বলল।

আমাদের ভাগ্য ভালো হলে এখানে পিটের দেখা পেয়ে যেতে পারি। এলেনা বলল—এখানেই তার সঙ্গে আমরা দেখা করব বাল প্ল্যান করে এসেছি।

আলোটা আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠল। ইলেকট্রিক লণ্ঠনের আলো। জ্বলন্ত লণ্ঠনটা ড্রেনের মুখে রাখা ছিল। পিট ড্রেনের মুখে ঝুঁকে পড়ে তাদের আহ্বান জানাল।

তোমাদের দেখা পেয়ে আমার কি যে আনন্দ হচ্ছে। পিট আনন্দে চিৎকার করে বলে উঠল, ভীষণ একা একা লাগছিল আমার। অবশ্য অনেক লোক আমাকে সঙ্গ দিতে চাইল, কিন্তু আমি তাদের তাড়িয়ে দিয়েছি।

ডিমিত্রি তার নৌকোটা নিচে গুহার ধারে বেঁধে রাখল। অনেক দিনের পুরনো এই গুহা। প্রায় একশো বছর আগে ড্রেন তৈরী করার সময় এই গুহাটা আবিষ্কার করে তখনকার লোকেরা। রুডি তাদের ব্যাখ্যা করে বলতে থাকে—আর গুহার পাশে যে ছোট পাহাড়টা দেখছ ওটা ক্রমশঃ বেড়ে উঠছে। বছর খানেক আগে আমাদের গোপন আড্ডা জমানর সময় এই জায়গাটা প্রথম আমার চোখে পড়ে। কে জানত এই জায়গাটা আজ আমাদের এমন ঐতিহাসিক অভিযানের স্বাক্ষর হয়ে থাকবে।

এলেনা চুপ করেছিল এতক্ষণ। এবার সে মুখ খুলল—শোনো, এবার আমাদের আলোচনা করা দরকার। এলেনাকে কেমন চিন্তিত বলে মনে হলো। আমার মনে হয় না, আমাদের মূল পরিকল্পনার রূপ আমরা দিতে পারব।

প্রথমে বল, আমরা গ্রেপ্তার হওয়ার পর কি কি ঘটেছিল? রুডি জানতে চাইল। ডিমিত্রি, তা তুমি এখানে এলে কি করে?

ডিউক স্টিফেনের লোকেরা তোমার বাবাকে গ্রেপ্তার করতে এসেছিল। আমি তোমাদের বাড়িতেই ছিলাম। ডিমিত্রি বলল—আমার মনে অবস্থা তখন কি হতে পারে বুঝতেই পারছ? যাইহোক, গোপন দরজা দিয়ে আমি পালিয়ে এলাম পাশের ঘরে। সেখানে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলাম, কান খোলা রাখলাম। দল নেতা তোমার বাবাকে বিদ্রুপ করে তখন বলছিল—তোমার বিদ্রোহী ছেলেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আর খুব শীগগীর তোমারও বিচার হবে। কিন্তু এলেনার ব্যাপারে একটা কথাও বলল না সে। তাই আমার মনে হলো, সে নিশ্চয়ই তাদের হাত থেকে রেহাই পেয়েছে। আমি তোমাদের প্ল্যানের কথা জানতাম। তাই আমি এই সুড়ঙ্গের ভেতরে ঢুকে পড়লাম এলেনার সন্ধান পাওয়ার জন্যে। তখন বৃষ্টি পড়ছিল। সুড়ঙ্গের ভেতরে জলের স্রোত বইছিল। এই পুরনো নৌকোটা এখানে আগে থেকেই লুকনো ছিল, কাজে লেগে গেল।

হ্যাঁ, ডিমিত্রি ঠিক সময়ে আমাকে খুঁজে পেয়েছিল, এলেনা বলল—প্যালেস থেকে আমাদের প্ল্যান মত পালিয়ে এসে এখানে চলে আসি। ডিমিত্রির সঙ্গে দেখা হওয়ার পর আমরা ঠিক করে ফেলি, তোমাদের সন্ধান না পাওয়া পর্যন্ত আমরা এখানে অপেক্ষা করে থাকব। এসো, এবার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করা যাক।

তার আগে রেডিওর খবর শোনা যাক, ডিমিত্রি বাধা দিয়ে বলল—পিট, আপনাদের কাছে ট্রানজিসটার আছে?

হ্যাঁ, আছে বৈকি। পিট তার পকেট থেকে একটা ছোট্ট ট্রানজিসটার বার করে বলল—তোমাদের দেশের ভাষা বুঝতে পারছিলাম না বলে সুইচটা অফ করে দিয়েছিলাম।

ডিমিত্রি সেটা তার হাত থেকে ছিনিয়ে নিল। সুইচটা অন করতেই মিলিটারি বাজনার সঙ্গে ভারানিয়ান ভাষায় সংবাদ প্রচার হচ্ছিল তখন। ঠিক সংবাদ বলা যায় না, সেটা ঘোষণা মাত্র। এলেনা তিন অনুসন্ধানকারীদের ইংরাজীতে অনুবাদ করে দিল।

ভারানিয়ার নাগরিকদের রেডিও এবং টেলিভিসনের সামনে হাজির থাকতে বলা হচ্ছে। সকাল আটটার সময় প্রধানমন্ত্রীর রেকর্ড করা এক গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ প্রচার করা হবে জাতির উদ্দেশে।

তার মানে সকাল আটটার সময় তারা ঘোষণা করবে, বিদেশী পরিকল্পনা তারা ভেস্তে দিয়েছে, অর্থাৎ তোমাদের তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। প্রিন্স ডিজারোকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়েছে এবং পরবর্তী ঘোষণা না হওয়া পর্যন্ত ডিউক ষ্টিফেনই ভারানিয়ার শাসনকর্তা থাকছে। অবশ্যই তারা তোমাদের সহজে ছেড়ে দিচ্ছে না। তোমাদের বিচার করবে এবং দোষী সাব্যস্ত করে এ দেশ থেকে বহিষ্কার করে দেবে। তারপর রুডি এবং বাবাকে তারা জেলে পাঠাবে। উঃ কি সাংঘাতিক সেই পরিকল্পনা তাদের। এলেনা চমকে উঠল।

হায় ঈশ্বর! হতাশ হয়ে বব বলল—এখানে এসে আমরা ডিজারোর কি ক্ষতিই না করলাম। তার চেয়ে আমাদের বাড়িতে বসে থাকলেই ভালো হতো।

এ রকম ভবিষ্যৎবানী আগে থেকে কেউ করতে পারে না। এলেনা বলল—এখন আমাদের প্রথম কাজ হলো তোমাদের অ্যামেরিকান দূতাবাসে সাবধানে পৌঁছে দেওয়া। ডিমিত্রি, কি ঠিক বলেছি কিনা?

হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছ এলেনা।

কিন্তু তোমাদের কি হবে? এবং তোমাদের বাবার জন্যে ও প্রিন্স ডিজারোর জন্যে কি করবে ভেবে দেখেছ? জুপিটার জিজ্ঞেস করল।

সেটা পরের ভাবনা। এলেনা বলল—আমার এখন ভয় হচ্ছে, তাদের নিখুঁত পরিকল্পনার কথা ভেবে। সে যাইহোক, এখন যদি আমরা ডিজারোকে উদ্ধার করতে পারি, যদি তার প্রজাদের বিপদে সাহায্য করার জন্যে জাগিয়ে তুলতে পারি, তাহলে আমরা তাদের সব প্ল্যান ভেস্তে দিতে পারবো। তবে আগেই বলেছি ডিউক ষ্টিফেন এবং তার দলের লোকেরা খুবই সতর্ক এবং সব কিছুই তাদের পক্ষে রয়েছে, অন্তত এখনও পর্যন্ত।

হ্যাঁ, ডিমিত্রি তাকে সমর্থন করে বলল, তবু আপনাদের নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে দিতেই হবে। আমাদের জন্যে ভাবি না, আমরা তো মরেই গেছি। চলো, এখন এগোনো যাক। বাইরে দিনের আলো ফুটে গেছে। আর ঘণ্টা খানেকের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী রেডিও এবং টেলিভিসনে বক্তৃতা দেবে। আশা করি সেই সময় আমরা আপনাদের অ্যামেরিকান দূতাবাসে পৌঁছে দিতে

পারব।

তাহলে আমাকে অনুসরণ করো। এখন থেকে আমরা পায়ে হেঁটে যাবো। এই ছোট্ট নৌকোয় এক সঙ্গে সবাই ধরবে না।

একে একে সবাই জলে নামল। নতুন করে আবার তাদের অভিযান শুরু হলো।

চোদ্দ □ জুপিটারের পেরণা

বৃষ্টি থেমে গিয়েছিল। এদিকে ড্রেনের জলও কমে গেছে। এবং তারা সহজ ভাবে পথ চলতে পারছিল। এক জায়গায় অনেকগুলো সুড়ঙ্গ এসে মিশেছিল কিন্তু ডিমিত্রি জানে তার পথ কোনটা?

অ্যামেরিকান দূতাবাসের সামনের ম্যানহোল দিয়ে আমরা ওপরে উঠব! ডিমিত্রি বলল—ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করো, সেটা যেন তারা পাহারা না দেয়।

অ্যামেরিকান দূতাবাস থেকে দু'টো ব্লক আগে এসে ডিমিত্রি থমকে দাঁড়াল। মাথার ওপর একটা বড় সাইজের ম্যানহোল।

কি হলো? রুডি জিজ্ঞেস করল—এখনো আমাদের দুটো ব্লক যেতে বাকী আছে।

কেন জানি না আমার মনে হচ্ছে, অ্যামেরিকান দূতাবাসের সামনে তারা কড়া পাহারা দিচ্ছে নিশ্চয়ই। তারা জানে, আমরা সেখানেই উঠতে পারি। ডিমিত্রি তাকে বোঝাল, অতএব ম্যানহোলের মুখ দিয়ে ওপরে উঠতে গেলেই তারা আমাদের গর্তের মুখ থেকে ইঁদুর ধরার মত ধরে জেলে পুরে দেবে। আমার যদি না ভুল হয় তাহলে এখন সেন্ট ডোমিনিকা চার্চের পিছনে ফুলের বাজারের সামনে এসে পড়েছি। এখানে তারা আমাদের ওপর নজর রাখতে যাবে না। এই সুযোগ। বাজারের পিছন দিক দিয়ে অ্যামেরিকান দূতাবাসে ঢুকে পড়তে পারবো।

আমার বিশ্বাস, তুমি ঠিকই বলেছ, রুডি তাকে সমর্থন করে বলল—ঠিক আছে, এখানে আমরা বাকী জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারি না। চলো, এবার ওপরে ওঠা যাক।

পাথরের দেওয়ালে লোহার মই লাগান ছিল। ডিমিত্রি সেই মই বেয়ে ওপরে উঠে গেল প্রথমে। ড্রেনের মুখে লোহার ঢাকনি লাগান ছিল। দ্বিতীয়বারের চেষ্টায় ঢাকনিটা খুলে ফেলল সে।

তাড়াতাড়ি ওপরে উঠে এসো। ডিমিত্রি চিৎকার করে বলে উঠল—ওপর থেকে আমি হাত বাড়াচ্ছি, আমার হাত ধরে তোমরা এক এক করে ওপরে উঠে এসো।

ডিমিত্রি শক্ত হাতে প্রথমে এলেনাকে তারপর এক এক করে বব, জুপিটার, পিট এবং সবশেষে রুডিকে টেনে তুলল ওপরে।

তাদের অনুমানই ঠিক। ফুলের বাজার তাদের চোখের সামনে ভেসে উঠল। ষ্টলের লোকগুলো তাদের দিকে অবাক চোখে তাকাল। এরা আবার কারা? সাত সকালে ম্যানহোলের ঢাকলা খুলে নিচ থেকে ওপরে উঠে এলো।

রুডি এবং ডিমিত্রি ম্যানহোলের ঢাকনাটা চাপা দিয়ে দিল আবার। তারপর ডিমিত্রি ফুলপট্টির গলি ধরে হাঁটতে শুরু করে দিল। ফুলের ষ্টলের কৌতূহলী লোকেদের দৃষ্টিতে তার কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই। প্রায় পঞ্চাশ গজ হেঁটে যাওয়ার পর হঠাৎ সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। গলিটা ডান দিকে বাঁক নিয়েছিল সামনে খানিকটা পথ গিয়ে। সেই বাঁকের মাথায় হঠাৎ রাজপ্রাসাদের দু'জন প্রহরী তখন তাদের দিকেই আসছিল।

পেছন ফিরে পালাও। ডিমিত্রি চিৎকার করে বলে উঠল—লুকিয়ে পড়!

কিন্তু তখন অনেক দেরী হয়ে গিয়েছিল! তখন প্রহরীরা তাদের দেখে ফেলেছিল। তাদের পরনের ভিজে জামা প্যাণ্ট সাক্ষ্য দিচ্ছিল, তারা পলাতক আসামী। প্রহরীদের কাছে খবর দিল, রাজপ্রাসাদের পাঁচজন বন্দী কারাকক্ষ ভেঙ্গে পালিয়েছে। প্রহরীরা চিৎকার করে উঠল, সেই সঙ্গে তাদের পিছনে তাড়া করল।

আত্মসমর্পণ করো। প্রহরী তাদের উদ্দেশ্যে কথাটা। এ দেশের শাসনকর্তার নামে ধরা দাও, তোমরা গ্রেপ্তার হতে চলেছ।

আগে তো আমাদের তোমরা ধরো? ডিমিত্রি চিৎকার করে উত্তর দিল। তারপর রুডির দিকে ফিরে সে ফিসফিস করে বলল—আমাকে অনুসরণ করো। আমরা এখন চার্চের দিকে যাচ্ছি। জায়গাটা নিরাপদ বলেই মনে হয়।

ডিমিত্রি মুহূর্ত অপেক্ষা না করে ছুট দিল। তাকে অনুসরণ করল রুডি, এলেনা, জুপিটার, পিট এবং বব। মাঝে পথচারীরা তাদের ধাক্কায় দূরে ছিটকে পড়ল। আর তাদের পিছনে এক ডজন প্রহরী ধাওয়া করতে গিয়ে বাধা পেল ফলে বিক্রেতাদের কাছে। তারা সেই সরু গলি পথে ভীড় করে দাঁড়িয়েছিল। রাস্তা ছেড়ে সরে দাঁড়াও। একজন প্রহরী গর্জে উঠল।

বব দেখল তারা সেই ডোমিনিকা চার্চের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সে ভেবে পায় না, এখন চার্চে লুকিয়ে কি লাভ হবে? হয়তো কিছুটা সময় প্রহরীদেব চোখের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে থাকতে পারবে। কিন্তু এক সময় ধরা তো তাদের পড়তেই হবে। তবে ডিমিত্রির মনে কি মতলব আছে কে জানে। এবং এ নিয়ে তাকে এখন প্রশ্ন করার সময় নয়।

সেই ডামাডোলের মাথায় একজন প্রহরী তাদের পিছনে ছুটতে গিয়ে হঠাৎ রাস্তার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল। গেল গেল, একটা সম্মিলিত রব উঠল। তাব সঙ্গী প্রহরীরা সবাই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। তার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ল। সবার একই প্রশ্ন—কি হলো? আঘাত খুব গুরুতর নয়তো।

ববের আশঙ্কা, যে প্রহরীটা রাস্তার ওপর পড়ে গেল সত্যিই কি তার কোনো দুর্ঘটনা ঘটেছে? সম্ভবতঃ যারা তাদের বন্ধুস্থানীয় তাদের মধ্যে ঐ প্রহরীটা একজন এবং এই ভাবে অন্য প্রহরীদের ধরে রেখে সে তাঁদের পালিয়ে যাবার জন্যে সাহায্য করছে।

* * * *

খানিক পরেই চার্চের ভেতরে তাদের ঢুকতে দেখা গেল। ডিমিত্রি দরজায় খিল লাগিয়ে দিল। বিরাট হলঘর। বব ছাদের দিকে তাকিয়ে দেখল ঘরের কোনো ছাদ নেই, মানে চোখে পড়ে না। ওপরে, যতো ওপরে দৃষ্টি ছুঁড়ে দিলেও ছাদের কোনো চিহ্ন তার চোখে পড়ল না। ঘরের এক প্রান্তে সিঁড়ি, ভারী গ্রিল দিয়ে ঘেরা সেই সিঁড়ি। আট গাছা মোটা দড়ি ওপর থেকে ঝুলছিল। দেওয়ালের গায়ে রিং লাগানো ছিল, দড়িগুলো সেই সব রিং'এর মধ্যে বাঁধা ছিল।

বব সেদিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল, বেশীক্ষণ দেখার সময় ছিল না তার।

এরই নিচে মাটির তলায় কতকগুলো ঘর আছে, ডিমিত্রি বলল, প্রাচীনকালে ওখানে মৃতদেহ সমাধিস্ত করা হতো। আমরা এখন সেখানে আশ্রয় নিতে যাচ্ছি।

এখনও লুকিয়ে থাকার কোনো প্রয়োজন আছে নাকি? জুপিটার বলল।

সবাই অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল তার দিকে। জুপিটার অদ্ভুত ধরণের কথা বলল। তুমি

কি অন্য কিছু ভাবছ জুপ? পিট আগ্রহ প্রকাশ করল—আমি বলতে পারি, তুমি কি ভাবছ?

ঐ দড়িগুলো, জুপ পাশের দড়িগুলো দেখিয়ে বলল—ওগুলো প্রিন্স পলের ঘণ্টা? রুডি আন্দাজ করার চেষ্টা করল, জুপিটার কি বলতে চায়। না, এগুলো চার্চের ঘণ্টা বাজানর জন্যে। প্রিন্স পলের ঘণ্টাটা অন্য এক টাওয়ারের মধ্যে আছে। চার্চ পেরিয়ে ঐতো টাওয়ারের চূড়াটা দেখা যাচ্ছে। ওটা ঝুলান অবস্থায় থাকে সব সময়। দেশের স্বার্থে কচ্চিৎ বাজান হয়ে থাকে।

হ্যাঁ, জুপিটার তাড়াতাড়ি বলল—কিন্তু ডিজারো আমাদের বলেছিলেন—একশো বছর আগে প্রিন্স পল তাঁর বিদ্রোহীদের দমন করার জন্যে তাঁর অনুগত প্রজাদের আহ্বান করার জন্যে সেই ঘণ্টাটা বাজিয়েছিলেন।

তারা সবাই আবার জুপিটারের দিকে তাকিয়ে রইল। ডিমিত্রি গালে হাত বুললো। হ্যাঁ, ডিমিত্রি বলল—স্কুলের প্রতিটি ছাত্র সেই গল্প জানে। এটা আমাদের জাতীয় ঐতিহ্যের একটা অংশ। কিন্তু আপনি কি ভাবছেন, বলুন?

উনি বলতে চাইছেন, প্রিন্স পলের ঘণ্টাটা আমরা যদি এই মুহূর্তে বাজিয়ে দিই তাহলে প্রিন্স ডিজারোর সমর্থকরা এখুনি জেগে উঠবে, তাঁর সাহায্যের জন্যে ছুটে আসবে। রুডি বিস্মিত হয়ে বলে উঠল—একথা আগে আমরা কখনো ভাবিনি তো, ঐ প্রবাদটাকে আমরা পুরনো গল্প মনে করেছিলাম। আমাদের ধারণা ছিল, খবরের কাগজ, রেডিও এবং টেলিভিসন মারফতই দেশবাসীদের কাছে সংবাদ পৌছান যায়? কিন্তু ধরে আজ যদি—

ঘণ্টা বেজে উঠল। এলেনা দারুণ উত্তেজিত হয়ে উঠল। যাইহোক, একটু পরেই সেই জরুরী বেতার ঘোষণা হতে চলেছে। প্রজারা প্রিন্স ডিজারোকে ভালবাসে। তারা যদি বোঝে, ডিজারো বিপদে পড়েছে এবং তাদের সাহায্য তাঁর একান্ত প্রয়োজন তাহলে তখুনি তারা ছুটে আসবে।

কিন্তু যদি—ডিমিত্রি বলতে শুরু করল।

যদির কথা ভাববার সময় এখন নয়। রুডি মৃদু চিৎকার করে বলে উঠল—দরজায় ওদের ধাক্কা পড়ার জন্যে অপেক্ষা করো; কয়েক মুহূর্তের ব্যাপার।

সে তো ভালো কথা। ডিমিত্রি আর ইতস্ততঃ করল না।

ডিমিত্রি আরো বলল—রুডি, তুমি ওঁদের নিয়ে এগিয়ে যাও। এলেনা আর আমি অন্য রাস্তা ধরে যাচ্ছি, মাটির নীচে কবরখানায়। তারা আমাদের অনুসরণ করলে তোমাদেরই লাভ হবে। এলেনা, তারা যাতে আমাদের খোঁজ পেতে পারে, বিশেষ করে তাদের বিভ্রান্ত করার জন্যে একটা কোনো জিনিষ এখানে ফেলে যেতে হবে। তোমার একপাটি জুতো আমাকে দাও।

এলেনা তার পা থেকে ভিজে জুতো খুলে ডিমিত্রির হাতে তুলে দিল। তারপর সে রুডির দিকে ফিরে বলল—রুডি তোমরা তাড়াতাড়ি এখান থেকে চলে যাও। চার্চের লন পেরিয়ে প্রিন্স পলের ঘণ্টাঘরের দিকে এগিয়ে চলল রুডি। বব, পিট এবং জুপিটার তাকে অনুসরণ করল। এলেনা এবং ডিমিত্রি পিছনের দরজার দিকে দ্রুত ছুটে গেল, সম্ভবতঃ সেই রাস্তাটা মাটির নীচে কবরখানায় গিয়ে মিশেছিল।

বব একটু পিছিয়ে পড়েছিল। তার পায়ের যন্ত্রণাটা ক্রমশঃ বাড়ছিল।

বব দেখল খানিকটা এগিয়ে তারাও কেন জানি না দাঁড়িয়ে পড়েছিল। তারাও একটু খোঁড়াচ্ছিল। অতএব তাদের ধরে ফেলতে ববের কোনো অসুবিধে হলো না। সেন্ট ডোমানিকা

চার্চের মতই আর একটা ঘরে এসে উঠল তারা। ঐ ঘরেরও কোনো ছাদ নেই। দোতালার গুহার সিঁড়িটা চোখে পড়ল তাদের। দেওয়ালের গায়ে একটা দড়ি ঝুলে থাকতে দেখল তারা। দড়িটা সম্ভবতঃ প্রিন্স পলের সেই ঐতিহাসিক ঘণ্টার।

রুডি সিঁড়ির প্রথম ধাপে পা দিয়ে তাদের ডাকল—এসো, তাড়াতাড়ি ওপরে উঠে এসো।

পনের □ প্রিন্স পলের ঘণ্টা

পাথরের সিঁড়ির ধাপগুলো বড় খাড়াই। ববের জন্যে তাদের সকলেরই বেশ অসুবিধে হচ্ছিল। রুডি তার কষ্ট দেখে থমকে দাঁড়াল। কম্বলের দড়ির এক প্রান্ত ববের হাতে গুঁজে দিলো সে।

ঐ দড়িটা ধরে ঝুলে পড়। সিঁড়ির কয়েক ধাপ এগিয়েছিল সে। সেখান থেকে চিৎকার করে সে বলল—আমি আপনাকে সাহায্য করছি।

রুডি দড়িতে টান দিতেই ববের ওপরে উঠতে সুবিধে হলো। তারা একতলা সমান উঁচুতে উঠল। তারপর দোতলা পেরিয়ে তিনতলায় উঠে একটা লোহার গেটের সামনে এসে দাঁড়াল তারা। গেটটা ঠেলতে খুলে গেল প্রতিবাদের ঝড় তুলে। গেটের ওপরে সবাই পৌঁছে গেলে রুডি গেটটা লক্ করে দিল।

এইভাবে ওদের ঠেকান যাবে, রুডি বলল—প্রাচীনকালে, এমন কি সারা চার্চ বিদ্রোহী সৈন্যরা ঘিরে ফেললেও, চার্চের পুরোহিত এই লোহার গেটটা বন্ধ করে অনায়াসে বিপদসূচক টাওয়ার ঘণ্টা বাজাতে পারবেন। এর পর আরো দু'টো লোহার গেট আছে।

দ্বিতীয় গেটটা লক্ করা মাত্র বেল টাওয়ারের নিচে সৈনিকরা এসে জমায়েত হলো। তারা দ্রুত পায়ে ওপরে উঠতে থাকল। কিন্তু প্রথম গেটের মুখে তারা বাধা পেল। লোহার গেট ভাঙ্গার জন্যে প্রস্তুত হলো সৈনিকরা। লোহার গেটের ওপর হাতুড়ি পেটার শব্দে সারা বেল টাওয়ার গম্‌গম্ করে উঠল।

খুব শীগগীর গেটের তালা ভাঙ্গতে পারবে বলে মনে হয় না, জুপিটার মন্তব্য করল—যাইহোক, কিছু সময় আমরা হাতে পাচ্ছি।

অবশেষে তারা সেন্ট ডোমিনিকার গম্বুজের একেবারে শীর্ষে উঠে এলো। সেখান থেকে নিচের চলমান লোকগুলোকে পিঁপড়ের সারির মতন মনে হলো এবং বিরাট বিরাট গাড়ীগুলো খেলনা গাড়ির মতন দেখাচ্ছিল। দেখে শুনে মনে হলো, সবকিছুই বুঝি স্বাভাবিক, কেবল এখানে এই বেল টাওয়ার ছাড়া। এখানে এখন যুদ্ধকালীন আবহাওয়া বিরাজ করছিল।

তারা এবার ঘণ্টা-ঘরের ভেতরে প্রবেশ করল। দরজা খোলাই ছিল। তার আগে তৃতীয় গেটটা রুডি লক্ করে আসতে ভুলল না। ঘরের মধ্যে প্রিন্স পলের ঘণ্টাটা একটা বাঁশের ওপর ঝুলছিল। তাদের পায়ের শব্দ পেয়ে পায়রার খোপ থেকে পায়রাগুলো বাইরে বেরিয়ে গেল। বাইরে আলসের ওপর তারা ডানা মেলে দিলো।

তিন কিশোর এখানে এসে বুক ভরে নিঃশ্বাস নিল। এই অল্প সময়ে তাদের শরীরের ওপর দিয়ে অনেক ধাক্কা গেছে। তখন নিচে প্রথম গেটের ওপর উত্তেজিত প্রহরীরা প্রচন্ডভাবে আঘাত হানছিল। কেবল হৈ-চৈ আর শব্দ ছাড়া কোনো কারোর কাজ তারা করতে পারছিল না। প্রথম গেটের ওপারে দাঁড়িয়ে তাদের ব্যর্থ আস্ফালন দেখে না হেসে পারা যায় না। রুডি এবং জুপিটার মনে মনে খুশি হলো।

মনে হয় এবার তারা গেট ভাঙ্গার বিশেষজ্ঞদের ডেকে পাঠাবে। রুডি অনুমান করল। বিশেষজ্ঞরা আসার আগেই প্রিন্স পলের ঘণ্টাটা বাজাবার ব্যবস্থা করতে হবে। আর দেরী করলে চলবে না। এখন দেখা যাক, কি করে সেই ঘণ্টাটা বাজান যায়? ওহো, তার আগে ঘণ্টার দড়িটা নিচ থেকে টেনে তুলতে হবে, তা না হলে সৈনিকরা সেটা নিচে কোথাও বেঁধে রাখতে পারে।

ঘণ্টা-ঘরের মেঝেতে একটা গর্ত ছিল। বিরাট ঘণ্টার দড়িটা সেই গর্তের ভেতর দিয়ে নিচে ঝোলানো ছিল। সেই বিরাট ঘণ্টার নিচে দাঁড়িয়ে রুডি দড়িতে টান দিল। পিট এবং জুপিটারের সাহায্যে রুডি সেই দড়িটা ওপরে টেনে তুলল। দড়িটা সাপের মতন গুটিয়ে গেল। প্রহরীরা শেষ মুহূর্তে দড়িটা ওপরে উঠে যেতে দেখল। কিন্তু তখন অনেক দেরী হয়ে গিয়েছিল। দড়ির শেষ প্রান্ত তাদের নাগালের বাইরে চলে গিয়েছিল তখন।

* * *

ছেলেরা অবাক চোখে সেই ঐতিহাসিক ঘণ্টাটা দেখল! আকারে বিরাট। ঘণ্টার গায়ে ল্যাটিন ভাষায় খোদাই করা ছিল। ঘণ্টার দড়িটা একটা চাকার সঙ্গে জড়ানো ছিল। চাকাটা ঘোরাতেই ঘণ্টাটা নিজেই থেকেই ঘণ্টা-দোলকের গায়ে আঘাত করল। ছেলেরা স্তব্ধ, হতবাক। তাদের পরিচিতি ছোটো ছোটো ঘণ্টার সঙ্গে সেই সব ঘণ্টাগুলো বাজাতে হলে হাত দিয়ে দোলা দিতে হয়, চাকার সাহায্যে নয়।

কি আশ্চর্য! পিট ঘণ্টার বিরাট আকৃতির পরিমাপ করতে গিয়ে বলল—কি করে এই বিরাট ঘণ্টাটা বাজাব?

ওপর থেকে স্বাভাবিক ভাবে ঘণ্টা আমরা বাজাতে পারবো না। জুপিটার গভীর চিন্তা করে বলল—ঘণ্টাটা একটু কাত করে দিতে হবে। তারপর ঘণ্টা-দোলকটা ঘণ্টার গায়ে আঘাত করতে সুবিধে হবে। আমার মনে হয় তাতে কাজ হতে পারে!

চার কিশোর ঘণ্টার দড়িটা শক্ত করে টেনে ধরল। জুপিটারের নির্দেশে তারা এবার দড়িতে টান দিল। ধীরে ধীরে চাকাটা ঘুরে গেল। এবং ভারী ঘণ্টাটা কাত হয়ে চাকার দিকে গড়িয়ে পড়ল। এবার ঘণ্টা-দোলকটা ঘণ্টার ধাতব দেওয়াল থেকে মাত্র কয়েক ইঞ্চি দূরে ঝুলে রইল।

রুডি দড়িটা আলগা করে দিলো। এবার ঘণ্টা-দোলকটা খুব সহজেই ঘণ্টার গায়ে আঘাত করল এবং শব্দ তুলল।

সূর্যের আলো এসে পড়েছিল। ঘণ্টা-ঘরের খোলা দরজা পথে ঠাণ্ডা বাতাস বইছিল। আলসের ধারে পায়রার বক্‌বকম শব্দ ভেসে আসছিল।

এখন কত সময় বল তো? জুপিটার জিজ্ঞেস করল। রুডি তার কব্জিঘড়ির দিকে তাকাল।

আটটা বাজতে কুড়ি মিনিট বাকী এখনো। রুডি প্রত্যুত্তরে বলল—প্রধানমন্ত্রীর রেডিও এবং টেলিভিসন ভাষণ দিতে এখনো কুড়ি মিনিট সময় বাকী আছে। আমাদের তাড়াতাড়ি করতে হবে।

আমাদের ভাগ্য ভালো, কম্বলের দড়িটা এখনো আমরা কাছে রেখে দিয়েছি। জুপিটার চিন্তা করে বলল—এখন ঘণ্টার দোলকটা ধরে নাড়া দিতে হবে। তারপর—

ঘণ্টা-দোলকে কম্বলের দড়িটা বাঁধতে এক মিনিট সময় লাগল। এবার রুডি এবং পিট একটু পিছিয়ে গেল। এবং কম্বলের দড়িতে টান দিল, ঘণ্টা-দোলকটা দুলে উঠল সঙ্গে

সঙ্গে। এবং সেটা ঘণ্টার ধাতব দেওয়ালে আঘাত করল। এবার শব্দটা খুবই জোরে হলো। গভীর এবং দীর্ঘক্ষণ স্থায়ী হয়ে রইল ঘণ্টার শব্দটা। তারা আনন্দে নেচে উঠল।

আমাদের স্বপ্ন সফল হতে যাচ্ছে। উঃ কি আনন্দ, আনন্দ। সবার চোখে, মুখে এক অদ্ভুত আনন্দের বন্যা বয়ে গেল। বব ঘণ্টা থেকে বেরিয়ে করিডোরে এসে দাঁড়াল। উন্মুক্ত করিডোর। ঠিক করিডোর নয়, সিঁড়ির চাতাল আর কি। বব সেখান থেকে নিচের নিচের দিকে তাকাল কৌতূহলী জনতার ছবি দেখার জন্যে।

শব্দটা আমাদের. কানে ভীষণ লাগছে। জুপিটার বলল—আমাদের কারোর কাছে তুলো যখন নেই ভাবছি কানে রুমাল গুঁজে দিলে শব্দের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যেতে পারে। বব, পিট তোমাদের কাছে রুমাল আছে তো?

সঙ্গে সঙ্গে তারা তাদের পকেট থেকে যে যার রুমাল বার করে এবং তেমনি দ্রুতগতিতে রুমালগুলো চার ভাজ করে ফেলল। পরে জুপিটারের নির্দেশে ভাজ করা রুমাল যে যার কানে গুঁজে নিল। তারপর প্রিন্স পলের ঘণ্টাটা বাজাতে শুরু করে দিল তারা পালা করে।

পিট এবং রুডি বেশীক্ষণ সময় ঘণ্টা বাজানর কাজে লেগে রইল। কাজটা এই রকম, ঘণ্টা-দোলকটা হাত দিয়ে টেনে ধরা এবং পরক্ষণেই সেটা দোলার জন্যে টেনে ধরা এবং পরক্ষণেই সেটা দোলার জন্যে ছেড়ে দেওয়া। কম্বলের দড়িটা ঘণ্টা-দোলকের সঙ্গে বাঁধা ছিল। সেই দড়িটা স্প্রিং-এর কাজ করছিল। স্বাভাবিক নিয়মে ঘণ্টাটা বাজনার ব্যবস্থা থাকলে তাদের এতো ভাবনায় পড়তে হতো না। মিনিট খানেক পরে তারা থামল। তারপর ঘণ্টাটা আর একবার বেজে উঠল। এবং শব্দটা এত জোরে হলো, যেন ভারানিযাব সারা রাজ্যে ঘণ্টার শব্দটা ছড়িয়ে পড়ল। সাবধান! সাবধান! সেই শব্দটা বাতাসে বারবার ঘোষণা করতে থাকল।

নিচে প্রহরীদের কোনো সাড়া-শব্দ তারা শুনতে পাচ্ছিল না, কারণ তাদের কান রুমাল দিয়ে ঢাকা ছিল। তবে তারই মধ্যে বব একবার ঘণ্টা-ঘর থেকে বেরিয়ে বাইরের দৃশ্যটা দেখে এলো।

প্রিন্স পলের ঘণ্টার শব্দে কাজ হয়েছিল। রাস্তায় ভীড় জমতে শুরু করল। প্রতি মুহূর্তে জনতা এদিকে আসতে শুরু করল। তাদের সবার দৃষ্টি তখন বেল টাওয়ারের দিকে, যেখান থেকে ঘণ্টা বাজিয়ে বিপদের সংকেত জানান হচ্ছিল। আচ্ছা এতে কি তারা বুঝতে পারবে প্রিন্স ডিজারো বিপদে পড়েছেন এবং তাদের সাহায্যপ্রার্থী তিনি?

এক সময় ববের পাশে এসে দাঁড়াল জুপিটার। জুপিটার তার দৃষ্টি আকর্ষণ করল ভীড়ের দিকে তাকিয়ে। ভীড়ের মধ্যে কিসের যেন জটলা হচ্ছে। বহু লোক চিৎকার করে প্যালেসের দিকে তাকিয়ে কি যেন বলাবলি করছে। একটা আশার আলো তাদের চোখের সামনে ভেসে উঠল।

রাজপ্রাসাদের প্রহরীদের লাল ইউনির্ফম পড়া অবস্থায় জনতার ভীড়ে দেখা যাচ্ছিল। তাদের হাবভাব দেখে মনে হচ্ছিল, তারা বোধহয় জনতাদের ভীড় ছত্রভঙ্গ করার চেষ্টা করছে। কিন্তু নিরস্ত্র জনতা তাদের দূরে ঠেলে দিচ্ছিল বারবার। জনতার ভীড় ক্রমশই বাড়তে থাকল। এবং সেখান থেকে তারা রাজপ্রাসাদের দিকে এগুতে থাকল।

এর থেকে বোঝা গেল প্রিন্স পলের ঘণ্টার আওয়াজটা তারা বিপদের সংকেত ভেবে প্রিন্স ডিজারোর সাহায্যের জন্যে তৈরী হচ্ছে।

হঠাৎ ঘণ্টার শব্দ স্তব্ধ হয়ে গেল। পিট এবং রুডি তাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। তাদের দৃষ্টি নিচে রাস্তার ওপর। রুডি হাতে ট্রানজিসটার রেডিও। স্যুইচ অন করা ছিল। কিন্তু কিছুই শুনতে পাচ্ছিল না তারা। এক সময় তাদের খেয়াল হলো, তারা কানে রুমাল এঁটে দিয়েছিল। কথাটা মনে হতেই যে যার কান থেকে রুমাল সরিয়ে নিল।

তারা আবার কানে শুনতে পেল।

তখন রেডিওয় গরম গরম বক্তৃতা হচ্ছিল। রুডি ইংরিজীতে অনুবাদ করে দিচ্ছিল তাদের কাছে।

প্রধানমন্ত্রী বক্তৃতা দিচ্ছে। সে বলছে, ভারানিয়ার বিরুদ্ধে একটা ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দেওয়া হয়েছে। প্রিন্স ডিজ্জারোর অভিষেক অনির্দিষ্টকালের জন্যে মুলতুবি রাখা হয়েছে। ডিউক ষ্টিফেন দেশের সর্বময় কর্তৃত্ব গ্রহণ করেছে। এবং দেশবাসীর সামনে অপরাধীদের তিনি হাজির করবেন। তার মানে আপনাদের বিচার করবে সে। প্রিন্স ডিজ্জারোকে নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী দেশবাসীর কাছে আবেদন জানাচ্ছে, তারা যেন আইন শৃঙ্খলা মেনে তাকে সাহায্য করে।

আশ্চর্য! এতো অশুভ সংবাদ। পিট হতাশ হয়ে বলল—মিথ্যে ভাষণটাকে কেমন বিশ্বাসযোগ্য করে তুলল সে। এর থেকে ভারানিয়ার দেশবাসীদের কাছে আর কি কলঙ্ক হতে পারে?

কিন্তু কেউই এই মিথ্যে ভাষণ শুনছে না। রুডি উত্তেজিত হয়ে বলল—এই শহরের সবাই প্রিন্স পলের ঘণ্টা-ধ্বনি শুনতে পেয়েছে। এবং তারা সবাই রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে ব্যাপারটা জানার জন্যে। ঐ ভীড়ের দিকে আপনারা তাকিয়ে দেখুন! ইতিমধ্যে অনেকেই রাজপ্রাসাদের দিকে যেতে শুরু করে দিয়েছে। আমার এখন ভীষণ ইচ্ছে হচ্ছে ওখানে কি ঘটছে তা দেখার জন্যে।

দেখ! জুপিটার মৃদু চিৎকার করে বলে উঠল, সৈনিকরা প্রথম গেটটা ভেঙ্গে ফেলেছে। কি সর্বনাশ! দেখ, ওরা ওপরে উঠে আসছে। এখন কি হবে?

তারা সবাই দ্রুত পায়ে ওপরে উঠে আসছে। বুটের দাপাদাপি সিঁড়িতে শব্দ তুলছে। তারা শেষ গেটের সামনে এসে দাঁড়ালো ঠিক ঘণ্টা-ঘরের সামনে। গেটের সামনে সৈন্যরা গজরাচ্ছিল, উত্তেজনায় চিৎকার করছিল। ডিউক ষ্টিফেনের নামে শ্লোগান দিচ্ছিল।

দেশের শাসনকর্তার নামে গেট খুলে দাও। তাদের মধ্যে একজন অফিসার চিৎকারে করে বলে উঠল—তোমাদের সবাইকে গ্রেপ্তার করা হলো।

তাহলে আমাদের গ্রেপ্তার করো। প্রকাশ্যে বিরোধিতা করে রুডি বলল—আসুন পিট, ওরা এখান থেকে চলে না যাওয়া পর্যন্ত প্রিন্স পলের ঘণ্টা বাজিয়ে চলি।

সে এবং পিট ঘণ্টা-ঘরে প্রবেশ করে আবার ঘণ্টা বাজাতে শুরু করে দিলো। ঘণ্টা আবার বেজে উঠল, আবার সেটা ভারানিয়ার দেশবাসীকে সতর্ক করে ঘোষণা করতে থাকল, প্রিন্স ডিজ্জারো বিপদে পড়েছেন। তোমরা তাঁকে তাঁর সেই বিপদ উদ্ধার করার জন্যে এগিয়ে এসো। তাড়াতাড়ি—

কয়েক হাত দুরে সৈন্যরা তখন গেটের ওপর ভারী হাতুড়ি পিটছিল। তারা শেষ গেটটাও ভেঙ্গে ফেলতে চায়। তাদের চোখ থেকে মুঠো মুঠো আগুন ঝরে পড়ছিল।

পাঁচ মিনিট ধরে ছেলেরা প্রিন্স পলের সেই ঐতিহাসির ঘণ্টাটা বাজিয়ে চলল ভাররানিয়ার

মানুষদের সতর্ক করে দেওয়ার জন্যে। তারপর হঠাৎ এক সময় লোহার গেটটা ভেঙ্গে পড়ল। একটা বিকট শব্দ উঠল। এবং ক্রুদ্ধ সৈনিকরা রক্তচক্ষু দেখিয়ে চার কিশোরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

এখন। সেই ক্রুদ্ধ অফিসার-ইন-চার্জ তাদের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, তোমরা—তোমাদের শাস্তি পাওয়ার জন্য প্রস্তুত হও।

ষোল □ রূপোর মাকড়সার সন্ধানে

ডিউক ষ্টিফেনের নিষ্ঠুর সৈন্যরা তাদের ওপর অকথ্য অত্যাচার চালাল তাদের গ্রেপ্তার করে ধরে নিয়ে যাওয়ার সময়। এক রকম বলতে গেলে ঠেলতে ঠেলতে তাদের সেখান থেকে নিচে নামিয়ে নিয়ে এলো। নিচে প্রচুর সৈন্য একটা কঠিন বেষ্টনী তৈরী করে রেখেছিল। সৈন্যরা তাদের চারজনকে দ্রুত চার্চ থেকে টেনে বার করে নিয়ে এলো। রাস্তায় তখনো লোক ছিলো, কিন্তু এখন তত বেশী নয়। তারা কৌতূহলী চোখ নিয়ে তাদের দিকে তাকিয়েছিল। সৈন্যরা তাদের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠল। তারা ভয়ে সেখান থেকে পালিয়ে গেল।

প্রহরীরা চারজন কিশোরকে কয়েকটা ব্লক মিলিটারি কায়দায় হাঁটিয়ে নিয়ে এলো একটা অতি প্রাচীন পাথরের বাড়িতে। ভেতরে দুজন পুলিশ অফিসার তাদের সম্ভাষণ জানাল। তাদের পরনে নীল রঙের ইউনিফরম।

রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগ। পুলিশ অফিসার হুকুম করল—ডিউক ষ্টিফেনের আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত ওদের কারাকক্ষে চালান করে দাও।

পুলিশ প্রহরীরা ইতস্ততঃ করতে থাকে।

কিন্তু প্রিন্স পলের ঘন্টার ধ্বনি—তাদের মধ্যে একজন অস্ফুটে বলল।

শাসনকর্তার হুকুম। পুলিশ অফিসার ধমক দিয়ে উঠল—কথা না বাড়িয়ে এগিয়ে যাও। এই বলে সে উঠে দাঁড়াল এবং প্রহরীদের পথ দেখিয়ে দিলো। চারটে লোহার সেল খালি পড়েছিল। পিট এবং রুডিকে একটা সেলে নিক্ষেপ করা হলো, এবং জুপ ও ববকে উল্টো দিকে আর এক সেলে বন্দী করা হলো। সেলের দরজাগুলো লক আপ করে পুলিশ অফিসার নিজের হাতে পরীক্ষা করে দেখে নিলো, ঠিক মত তালা বন্ধ করা হয়েছে কিনা।

প্রহরীদের দিকে তাকিয়ে পুলিশ অফিসার তাদের সতর্ক করে দিলো—সাবধানে এদের পাহারা দাও, তা না হলে তোমাদের ফলভোগ করতে হবে। একটু থেমে সে আবার বলল—এখন আমি রাজপ্রাসাদে যাচ্ছি, ডিউক ষ্টিফেনকে খবর দিতে।

তাদের ছেড়ে সবাই চলে গেল এক সময়। রুডিদের সেলে দু'টি বাঙ্ক ছিল। একটা বাঙ্ক গা এলিয়ে দিয়ে সে বলল, তাহলে এখন আমরা তাদের হাতের মুঠোয়। কিন্তু দুঃখ করে সে বলল, আমরা আমাদের সাধ্যমত চেষ্টা করেছি। আমার আশঙ্কা, রাজপ্রাসাদে এখন কি ঘটছে কে জানে।

জুপিটার তার বাঙ্কের ওপর উঠে বসল। তার ভীষণ ঘুম পাচ্ছিল। কাল সারা রাত চোখের পাতা দুটো আমরা কেউ এক করতে পারিনি। জুপিটার বলল, আমার মনে হয়, ওরা আমাদের বিচারের জন্যে পাঠান না পর্যন্ত এখানে ভালো করে বিশ্রাম নেওয়া যাক। তবে সে যাইহোক, প্রিন্স পলের ঘন্টাধ্বনির কি প্রতিক্রিয়া হয় সেটাও দেখার বিষয়। সেই ঘন্টার শব্দের একটা সংকেত—

জুপিটার যা বলতে চায় ভুলে গেল। সে তার বক্তব্য শেষ করতে পারে না। সে তার চোখ রগড়াল। তারপর যে তাকাল সামনে বাঙ্কের দিকে। বব তখন ঘুমের কোলে ঢলে পড়েছিল। অপর প্রান্তের সেলে পিট এবং রুডির চোখেও ঘুমের কালো মেঘ এসেছিল। জুপিটারের ঐ এক স্বভাব কথা বলতে শুরু করে সেটা শেষ না করা পর্যন্ত সে চুপ করতে পারে না। অতএব কেউ তার কথা শুনছে না জেনেও নিজের মনেই সে বলতে শুরু করে দিল আবার।

প্রিন্স পলের ঘণ্টাটা একশো বছরের পুরনো। বব তার বাঙ্কের ওপর দেহটা এলিয়ে দিয়ে বলল—রেডিও এবং টেলিভিসনের চেয়েও পুরনো। ১৪৫৩ সালে তুর্কীরা কনসট্যানটিনোপল দখল করার পর সেখানে ঘণ্টা বাজান নিষিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। কারণ সেখানে ঘণ্টা বাজিয়ে দেশের লোককে বিদ্রোহী করে তোলা হতো। এবং, এবং—

এই প্রথম সে তার কথাটা অসমাপ্ত রেখে ঘুমিয়ে পড়ল।

*   *   *

অন্ধকারের সুড়ঙ্গ পথে চলতে গিয়ে ববকে অনেকবার হোঁচট খেতে হয়েছিল। পায়ে তার ভীষণ ব্যথা। এখন তাকে কেউ পথে ছেড়ে এলেও সে চলতে পারবে না।

বব। বব! জুপিটারের ডাকটা ববের মনে হলো যেন অনেক, অনেক দূর থেকে কেউ যেন তাকে ডাকছে। বব উঠে বসার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করল। মনে হলো কেউ যেন তার হাত দু'টো শক্ত করে ধরে আছে। জুপিটারের কণ্ঠস্বর তার কানে বাজছিল বার বার। বব, ঘুম থেকে জেগে ওঠো। ঘুম ভাঙ্গাও! বব ঘুমঘুম চোখে তাকাল। নিজের চেষ্টায় সে এবার উঠে বসল। জুপের চোখ থেকে তখনও ঘুম পুরোপুরি যায়নি। ববের দিকে তাকিয়ে হাসল সে।

বব! আমাদের এক অতিথি দেখা করতে এসেছেন। দেখ কে তিনি? জুপ এবং বব দু'জনেই দরজার দিকে তাকিয়ে দেখল, বারট ইয়াং দরজার সামনে দাঁড়িয়ে হাসছে তাদের দিকে তাকিয়ে।

বব! খুব ভাল কাজ করেছ তোমরা। বারট এগিয়ে গেল ববের সামনে। হাত বাড়িয়ে করমর্দন করে সে আবার বলল—তোমরা যা করেছ সাংঘাতিক দুঃসাহসিক কাজ। আমরা খুব চিন্তায় ছিলাম, বিশেষ করে তোমরা যখন আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিলে তখন সত্যিই আমি খুব ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু তোমাদের কাজ দেখে মনে হচ্ছে, আমাদের আশাতিরিক্ত কাজ করেছ। এতো ভাল কাজ যে তোমরা করতে পারবে, তা আমরা ভাবতেই পারিনি।

বব তার দিতে পিট পিট করে তাকাল। তারপর সে জিজ্ঞেস করল, প্রিন্স ডিজারো এখন কোথায় আছেন? তিনি নিরাপদে আছেন তো?

তা তিনি থাকতে পারেন কি করে? এই পথেই তিনি আসছেন, বারট ইয়াং বলল ডিউক ষ্টিফেন, প্রধানমন্ত্রী এবং তাদের অনুগামী সৈন্যদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বারট ইয়াং আরো একটা শুভ খবর দিল, রুডির বাবাকে জেল থেকে খালাস করে দেওয়া হয়েছে এবং তাকে আবার ভারানিয়ায় প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু আমি জানি, তোমরা এর চেয়েও বেশী গুরুত্বপূর্ণ খবর শোনার জন্যে ছটফট করছ। মানে তোমাদের সেই প্রিন্স পলের ঘণ্টাটা বাজানর পর এখানে তার কি প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। বব এবং জুপের দিকে তাকিয়ে তারা হাসছিল। তবে রাজপ্রাসাদের কোনো প্রহরী কিংবা তাদের অফিসারদের ঘটনাস্থলে দেখা গেল না।

বারট ইয়াং যতটা সম্ভব সংক্ষেপে তার কাহিনী বলে গেল। এখন বিকেল। আজ সকালে সে এবং অ্যামেরিকার রাষ্ট্রদূত রাজপ্রাসাদে গিয়েছিল বব, পিট এবং জুপিটারের খোঁজ খবর

নেওয়ার জন্যে। তখন রাজপ্রাসাদের প্রধান গেটটা ভেতর থেকে লক করা ছিল। এবং প্রহরীরা তাদের রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করার অনুমতি দিতে অস্বীকার করে।

তারা যখন প্রহরীদের সঙ্গে তর্ক করছিল রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করার অনুমতি দেওয়ার জন্যে, তখনই সেই ঐতিহাসিক ঘণ্টাটা বেজে উঠেছিল। প্রথম শব্দটা শুনে সবাই স্তব্ধ, হতবাক হয়ে গিয়েছিল। তারপর বিরামহীন ঘণ্টা বাজতে শুরু করলে জনতা রাস্তায় এসে নেমে পড়ে এবং প্যালেসের গেটের সামনে এসে জমায়েত হতে থাকে। বিরাট জনতার মিছিল পিঁপড়ের সারির মত রাজপ্রাসাদের দিকে এগিয়ে আসছে। তারা চিৎকার করে বলতে থাকে, আমাদের মহামান্য প্রিন্স ডিজারো কোথায়? আমরা তাকে সশরীরে দেখতে চাই। রাজপ্রাসাদের প্রহরীরা তাদের তাড়িয়ে দিতে গিয়ে অসহায় বোধ করে। তারা তখন বিশাল জনতার কাছে সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়েছিল। তারপর সেই উত্তেজিত জনতার মধ্যে থেকে কেউ একজন গেট-পোস্টের ওপর উঠে ততোধিক উত্তেজিত অবস্থায় ক্রুদ্ধ জনতার উদ্দেশে বলতে থাকে— প্রিন্স পলের ঘণ্টা বেজে ওঠার আর কোনো অর্থ হতে পারে না। এবং তাকে আমাদের বিপদ থেকে উদ্ধার করতেই হবে।

তারপর থেকে আমি কাজে লেগে গেলাম। বারট ইয়াং হাসতে হাসতে বলল, আমি কিছু কিছু ভারানিয়ান ভাষা জানতাম। তাই আমিও তাদের ভাষায় চিৎকার করে বলতে শুরু করলাম— প্রিন্স ডিজারোকে রক্ষা করো। ডিউক ষ্টিফেনকে খতম করে ফেল, তার কালো হাত গুঁড়িয়ে দাও! এ ধরণের স্লোগান আমার মুখ থেকে বেরিয়ে এলো। তখন তারা আগের চেয়ে বেশী তৎপর হয়ে উঠল। এবং এবার তারা রাজপ্রাসাদে ঢোকার গেটগুলো ভেঙ্গে চুরমার করে ফেলল। লোহার গেটগুলো প্রচন্ড শব্দ তুলে ভেঙ্গে পড়ল। তাবপর উত্তেজিত জনতা পিলপিল করে রাজপ্রাসাদে ঢুকে পড়ল। তাদের সঙ্গে আমিও মিশে গেলাম। প্রথম যে ছেলেটি চিৎকার করে উত্তেজনা ছড়িয়েছিল, আমি তার সঙ্গে যোগাযোগ করলাম। সে-ই আমাকে বলল, সে ডিউক ষ্টিফেনের বিরোধী দলের সদস্য এবং প্রিন্স ডিজারোর সমর্থক। তার পেশা লোকদের চিত্তবিনোদন করা।

জনতা তখন মূল রাজপ্রাসাদের দিকে এগিয়ে চলেছে। রাজপ্রাসাদের প্রহরীরা কাঠের পুতুলের মত দাঁড়িয়েছিল। আমার সঙ্গী লোনজো—

লোনজো? আরে সে তো আমার ভাই। রুডি গর্বের সঙ্গে বলল—তাহলে সে-ও মুক্তি পেয়েছে?

হ্যাঁ। এবং প্রিন্জ ডিজারোর এপার্টমেণ্ট যাওয়ার রাস্তা সে জানত। সারা রাজপ্রাসাদ জনতার হাতের মুঠোর মধ্যে চলে যেতে দেখে প্রহরীরা দ্রুত বদলে গেল। তারা তখন জনতার সুরে সুর মিলিয়ে প্রিন্স ডিজারোর দিকে চলে গেল। বেশীর ভাগ প্রহরী আর কোনো বাধা দিলো না আমাদের। আমরা প্রিন্স ডিজারোকে মুক্ত করলাম। এবং সত্যিকারের প্রিন্সের মতন সে দেশের সব তার নিজের হাতে তুলে নিলেন। তিনি প্রহরীদের হুকুম করলেন, ডিউক ষ্টিফেন এবং প্রধানমন্ত্রীকে গ্রেপ্তার করার জন্যে। সেই শয়তানরা গা ঢাকা দেওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করে ধরা পড়ে গেল শেষ পর্যন্ত।

বিশ্বাসঘাতক সৈন্যদের শায়েস্তা করতে কিছু সময় লাগল বটে, কিন্তু বাকী সৈন্যরা, যারা সব সময়ই প্রিন্স ডিজারোর প্রতি এতদিন গোপনে আনুগত্য দেখিয়ে এসেছিল, আজ তারা প্রকাশ্যে তাকে সমর্থন করল। প্রিন্স ডিজারো এখন তার উচ্ছেদকারীদের গ্রেপ্তার করার কাজে

ব্যস্ত। তবে তিনি এখানে যত শীগগীর সম্ভব আসবেন। এখন এক থেকে বোঝা যাচ্ছে, ক্যালিফোর্নিয়ায় তোমাদের গাড়ীর সঙ্গে প্রিন্স ডিজারোর গাড়ীর ধাক্কা লাগাটা কোনো আকস্মিক দুর্ঘটনা নয়, আসলে সেটা পূর্ব পরিকল্পিত। প্রিন্স ডিজারোকে হত্যা করার পরিকল্পনা।

প্রিন্স। জনতা চিৎকার করে ওঠে— প্রিন্স দীর্ঘজীবি হন।

তারপর ডিজারো নিজে এসে হাজির হলেন সেখানে। তাঁকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। তবে তাঁর চোখ দুটো বেশ উজ্জ্বল। তিনি সেলে প্রবেশ করতেই তারা সবাই তাকে পথ ছেড়ে দিলো।

আমার অ্যামেরিকান বন্ধুগণ। প্রিন্স ডিজারো তাদের উদ্দেশ্যে সম্বোধন করেই তাদের তিনজনকে এক এক করে জড়িয়ে ধরলেন।

তোমরা আমাকে বাঁচিয়েছ, আবার দেশকে বাঁচিয়েছ, প্রিন্স পলের ঘণ্টাধ্বনি ভারানিয়ার মানুষদের প্রেরণা জুগিয়েছে। আচ্ছা, সেই ঘণ্টার কথা তোমাদের মনে এলো কি করে?

কাজটা জুপিটারেরই! রুডি তার কাজের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে বলল—আমরা তখন রেডিও, টেলিভিসন এবং সংবাদপত্রের মাধ্যমে জনসাধারণকে কি ভাবে খবর দেওয়া যায়, সেই কথা ভাবছিলাম। প্রিন্স পলের ঘণ্টার কথা আমরা একবারও ভাবিনি! আশ্চর্য!

আপনি আমাদের বলেছিলেন, জুপিটার ডিজারোকে বলল—আপনার পূর্বপুরুষ প্রিন্স পল ১৬৭৫ সালের বিদ্রোহের সময় তিনি তাঁর প্রজাদের কাছ থেকে সাহায্য ভিক্ষা করে সেই ঘণ্টাটা বাজানর ব্যবস্থা করেন। তারপর থেকে সেই ঘণ্টাটা একবারই মাত্র এক রাজকীয় উৎসবে ব্যবহার করা হয়েছিল। কিন্তু আমি তখন ভেবেছিলাম, ঘণ্টাধ্বনি করে সবাইকে সতর্ক করে দেওয়ার এটাই উপযুক্ত সময়।

যাইহোক, প্রিন্স পলের ঘণ্টাটা কয়েকশো বছর আগের পুরনো। রেডিও, টেলিভিসান এবং খবরের কাগজের থেকে অনেক পুরনো। সেই ঘণ্টা সব সময় বিপদের সংকেত হিসেবেই ব্যবহার করা হয়েছে। অতএব—আবার সে তার কথাটা সম্পূর্ণ করতে পারল না। ডিজারো খুশি হয়ে হাসলেন। এবং তার পিঠ চাপড়ালেন।

তোমরা চমৎকার করেছ। তিনি চিৎকার করে উঠে বললেন—প্রিন্স পল বেঁচে থাকলে তিনি নিজেও তোমাদের নিয়ে গর্ব করতেন। ডিউক ষ্টিফেন এখন কঠোর পাহারায় জেলে বন্দী হয়ে আছে। এবং তাদের দুঃসাহসিক প্লটটা সম্পূর্ণ ভেস্তে দেওয়া হয়েছে। জয়ের চিহ্ন হিসেবে আমি আদেশ দিয়েছি আজকের রাতটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত প্রিন্স পলের ঘণ্টাটা যেন প্রতিনিয়ত বাজিয়ে যাওয়া হয়। তাহলে এখন সবই ভালো বলে মনে হচ্ছে, যদিও ভারানিয়ার সৌভাগ্যের প্রতীক রুপোর মাকড়সাটা এখনো হারানর খাতায় লিখে রাখা হয়েছে।

জয়ের ঘন্টা বাজছে! জুপিটার বিড়বিড় করে বলতে থাকে— প্রিন্স ডিজারো, আমার মনে হয় আমি বোধহয় সন্ধান করে ফেলেছি, রুপোর মাকড়সাটা কোথায় থাকতে পারে। তবে সেটা খুঁজে পেতে হলে রাজপ্রাসাদে এখুনি একবার যাওয়া দরকার।

মিনিট পনেরো পরে প্রিন্স ডিজারোর গাড়ীতে চড়ে তারা বিজয়োৎসব করতে বেরুলো জুপ, পিট এবং বব। উচ্ছল জনতা তাদের অভিবাদন জানাল রাস্তায় ভীড় করে। প্রিন্স ডিজারো সর্বক্ষণ মাথা নত করে দাঁড়িয়ে ছিলেন তাদের অভিবাদন গ্রহণ করার জন্যে।· ·বশেষে তারা রাজপ্রাসাদে এসে পৌঁছল। প্রথমেই তারা পিট, জুপিটার এবং ববের বেডরুমে, যেখানে তিন অনুসন্ধানকারীদের শুতে দেওয়া হয়েছিল, সোজা চলে এলো।

এখন, জুপিটার ঘরের চারিদিক, একবার তাকিয়ে দেখে নিয়ে বলল—আমার অনুমানটা

একবার পরখ করে দেখতে হয়। কারণ ঘরের সব জায়গাগুলো সার্চ করা হলেও, একটা জায়গাও কারোর দৃষ্টি কিংবা হাত পড়েনি। হয়তো আমার ভুলও হতে পারে।

জুপিটার এবার ঘরের এক কোণার দিকে তাকাল। তাদের খাটটা ছিল সে দিকেই। এবং মাকড়সার সেই বিরাট জালটা তখনো দেওয়ালের ওপর থেকে ঝুলছিল।

একটা বিরাট কালো মাকড়সা, গায়ে সোনালী ছাপ, তাকে দেখতেই জাল ছেড়ে ছুটে পালাল। এবং দেওয়ালের ফাটলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। অপর এক সোনালী ছাপ লাগানো মাকড়সা এক কালো দেওয়ালের ফাটলের মধ্যে থেকে তার দিকে অতি সন্তর্পণে তাকাচ্ছিল।

জুপিটার খুব সাবধানে হাত বাড়াল মাকড়সার জালের নিচ দিয়ে। তারা আশা করছিল, দ্বিতীয় মাকড়সাটা হয়তো জুপিটারকে বাধা দেবে প্রবলভাবে, কিন্তু কার্যত তা হলো না। জুপিটার আঙুল দিয়ে সেটা ধরে ফেলল। মাকড়সার জালের তলা দিয়ে সে সেটা আস্তে আস্তে তার চোখের সামনে নিয়ে এলো। এবং হাতের চেটোয় সেটা রাখল সে।

তারপর সে ডিজারোর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলল, দেখুন, তাকিয়ে দেখুন।

সেকি! ওটা ভারানিয়ার সেই রুপোর মাকড়সা? প্রিন্স ডিজারো চিৎকার করে উঠল সেটা তার হাত থেকে নিতে গিয়ে—এটা পেলে তাহলে?

শেষ পর্যন্ত ধারণা করে নিয়েছিলাম, ওটা কোথায় থাকতে পারে, জুপিটার তাঁকে বোঝাল—দেখুন, তখন প্রহরীরা দরজায় ক্রমাগত ধাক্কা দিয়ে যাচ্ছিল। ওদিকে জানলার ওপারে দাঁড়িয়ে রুডি বারবার ইশারা করে বলছিল, ঘর থেকে বেরিয়ে আসার জন্যে, বব তাকে একটা দারুণ প্রেরণা পেয়ে গিয়েছিল।

বব মনে করার চেষ্টা করল। কিন্তু আমার তো কিছুই মনে পড়ছে না জুপ!

খুব স্বাভাবিক। জুপিটার তাকে বোঝাল—আমি আবার বলছি তুমি তখন সব জেনে শুনেই কাজটা করেছিলে। হ্যাঁ, সেই মুহূর্তে তোমার সব জানা ছিল। কিন্তু মাথায় আঘাত পেতে তুমি সব ভুলে গিয়েছিলে। তার আগে তুমি ভেবেছিলে, আসল মাকড়সার জালের কাছে নকল মাকড়সার খোঁজ কেউ করবে না। তাই কি তুমি মাকড়সার জালের পিছনে দেওয়ালে ফাটলের মধ্যে রুপোর মাকড়সাটা লুকিয়ে রেখেছিলে।

ব্রোজাস বব। তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ বব। চমৎকার কাজ তুমি করেছিলে। ডিজারো তাকে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে বলল, আমি জানতাম, আমার অ্যামেরিকান বন্ধুদের ওপর নির্ভর করা যায়, তাদের বিশ্বাস করা যায়।

জুপিটার তার কথার জের টেনে বলল—প্রিন্স ডিজারো, মনে আছে আপনি আমাকে সেদিন বলেছিলেন, জয়ের ঘণ্টা বাজতে পারে। গতকাল রাত্রে জিপসীদের রাজা বৃদ্ধ এনটন এক অদ্ভুত মন্তব্য করেছিল। সে ডিউক ষ্টিফেনকে বলেছিল, জয়ের ঘণ্টা সে শুনতে পাচ্ছে। এবং সেই মাকড়সাটা, যদিও সেটা রুপোর ছিল, সেটা কেবল মাকড়সাই।

আমি জানি না বৃদ্ধ এনটনের ক্ষমতা ঠিক কত? কিন্তু সে যা বলেছিল তার থেকেও বেশী সে জানে। জয়ের ঘণ্টা বাজা মানে অবশ্যই তোমাদের জয়ের সূচনা করা। আর এখন আমি বুঝতে পারছি, যদি একটা মাকড়সা কেবলই মাকড়সার মতন হয়, আমরা তাহলে তার সন্ধান করব ঐ মাকড়সার জালের চারপাশে।

সংক্ষেপে বলতে গেলে সেটা ছিল একটা বিরাট বক্তৃতা কিন্তু এ সময় কেউ তাদের বিরক্ত করল না কিংবা বাধা দিলো না। কথা বলা শেষ করে জোরে নিঃশ্বাস নিলো সে।

তাহলে অনায়াসেই আপনি বুঝতে পারছেন, জুপিটার বলল, আমার কমবেশী প্রশংসা পাওয়া

উচিৎ নয়। আসলে—

তাকে থামিয়ে দিয়ে ডিজ্জারো চীৎকার করে উঠলেন—আমি তোমাকে তোমার যোগ্য সম্মানই দেবো। আমি যা দিতে চাই তা তোমার ন্যায্য পাওনা। তারপর তিনি সেই রুপোর মাকড়সাটা নিজের রুমালে জড়িয়ে পকেটে চালান করে দিলেন এক সময়।

অপর পকেট থেকে তিনটে নকল রুপোর মাকড়সা বার করল সে। রুপোর মাকড়সাগুলো রুপোর চেনে ঝোলান ছিল।

তোমারা এখন এক লাইনে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াও তো। প্লিজ। তিন অনুসন্ধানকারীদের নির্দেশ দিলেন তিনি। তারা যখন সেই ভাবে দাঁড়াল, তখন তিনি তাদের প্রত্যেকের গলায় একটা রূপোর চেন ঝুলিয়ে দিলেন।

এখন, প্রিন্স ডিজ্জারো হাসতে হাসতে বললেন, রূপোর মাকড়সার সংরক্ষণ কমিটির তিন সদস্য করে নেওয়া হলো তোমাদের। আমার ক্ষমতায় এটা সর্বোচ্চ সম্মান। অতএব আজই এখানে আমি ঘোষণা করছি, তোমরা তিনজন আমাদের দেশের সম্মানীয় নাগরিক। তোমাদের কৃতজ্ঞতা জানানর জন্য বল, আর কি করতে পারি আমি এখন। আমার ক্ষমতা থাকতে থাকতে যা বলার বলে যাও।

ঠিক আছে, জুপ বলতে শুরু করল আবার।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত পিটই তাদের সবার হয়ে বলল—আমরা কি কিছু খাবার পেতে পারি? ভীষণ খিদে পেয়েছে।

আলফ্রেড হিচকক বলছি ঃ

সেই তিন কিশোর গোয়েন্দা এবং ভারানিয়ার রুপোর মাকড়সার সম্বন্ধে আরো একটু আমি বলতে চাই। ভারানিয়ার উৎসাহী জনগণের তৎপরতায় প্রিন্স ডিজ্জারোর অভিষেক তখন সম্পন্ন হল, তবে নির্দিষ্ট উৎসবের দিনের আগেই। ডিউক ষ্টিফেন এবং তার সঙ্গীদের জেলে যেতে হয়। এবং বিদেশীরা, যারা এ দেশটাকে অপরাধীদের স্বর্গরাজ্য তৈরীর পরিকল্পনা করেছিল তাদের দীর্ঘমেয়াদী জেলে পাঠান হল।

ভারানিয়ার বুকে সেই দুঃসাহসিক ষড়যন্ত্র ভেঙ্গে দেওয়ার অংশগ্রহণকারী আমাদের তিন কিশোরের ভূমিকা সরকারী প্রচার যন্ত্রে অনুচ্চারিত রাখা হয়েছে জাতীয় নীতির স্বার্থে। যাইহোক অভিষেকের দিনে উৎসাহী জনতা জুপিটার, পিটার এবং ববকে দেখার জন্যে হুড়োহুড়ি লাগিয়ে দেয়। তাদের আদর আর ভালোবাসা সহ্য করতে না পেরে ওরা তিনজন দ্রুত দেশে ফিরে যায়, সঙ্গে নিয়ে আসে প্রিন্স ডিজ্জারোর উষ্ণ ধন্যবাদ এবং পরে কোনো এক সময় দীর্ঘ দিনের জন্যে ভারানিয়ায় ফিরে আবার বেড়াতে আসার জন্যে সাদর আহ্বান।

তবে একটা ছোট্ট দুঃখ নিয়ে তাদের দেশে ফিরতে হলো। বিশেষ ভাবে তৈরী তাদের সেই ক্যামেরা-রেডিওগুলো ফিরিয়ে নিয়ে আসতে পারল না। তবে প্রিন্স ডিজ্জারোর দেওয়া সর্বোচ্চ সম্মানসূচক অর্ডার রুপোর মাকড়সা তারা সঙ্গে নিয়ে এলো। সেই থেকে মাকড়সাদের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ এক নতুন ধারণা হলো তাদের। বেশীর ভাগ মাকড়সা নিরীহ মানুষের উপকারী পোকা, অন্য সব পোকা-মাকড়সাদের বংশবৃদ্ধি বন্ধ করে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট।

তিন কিশোর গোয়েন্দা এখন নতুন রহস্যের সন্ধানে ব্যস্ত। আমি নিশ্চিত একটা না একটা রহস্যের জট তারা খোলার জন্যে হাতে পাবে। তবে বুঝতে পারছি না, তাদের পরের অভিযান কি নিয়ে হবে? তবে একটা ব্যাপারে আমি নিশ্চিত, সে অভিযান রোমাঞ্চকর হতেই হবে।

দি মিস্ট্রি অফ কফিং ড্রাগন

এক □ রহস্য দিয়ে শুরু

'আমি অবাক হচ্ছি,' একদিন সকালে বলে উঠল জুপিটার, 'এ অঞ্চলে সব থেকে বড় ডাকাতি আমরা কি ভাবে করতে যাবো।'

তার দুই সঙ্গী তাদের প্রতিক্রিয়া জানাতে অবাক চোখে তাকাল। বব অ্যান্ড্রুজ তাদের পুরনো ছাপাখানায় একগাদা ছোট কার্ড ফেলে দেয়। ওদিকে পিটি ক্র্যানস তখন একটি পুরনো রেডিও মেরামত করছিল।

'তুমি যেন কি বলছিলে?' জিজ্ঞেস করল পিটি।

'আমি অবাক হচ্ছি এ অঞ্চলে সব চেয়ে বড় ডাকাতি আমরা কি ভাবে করতে যাবো,' জুপিটার তার কথায় পুনরাবৃত্তি করে বলল, 'তার মানে আমরা যদি দাগী আসামী হতাম।'

'তুমি তো অবাক হচ্ছো,' পিটি বলল, 'কিন্তু একবার ভেবে দেখ, আমরা ধরা পড়লে কি হবে! শুনেছি, পাপের বেতন শাস্তি।'

ছড়ানো ছিটনো কার্ডগুলো তুলে নিয়ে বব অ্যান্ড্রুজ বলল, 'শুরুতে আমরা যে পাকা অপরাধী হতে পারবো আমার মনে হয় না। এমন কি ছাপাখানায় প্রেসে কার্ড ছাপানোতেও আমি আমার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে পারবে বলে মনে হয় না।'

'এটা নেহাতই একটা ভাবনা বা কল্পনা বলে ধরে নিতে হয়,' বলল জুপিটার। 'হাজার হোক আমরা হলাম গিয়ে গোয়েন্দা। আসলে ধরো আমরা যদি একটা সুপরিকল্পিত অপরাধের কথা অনুমান করতে পারি, তাহলে সেক্ষেত্রে জেনো অপরাধ মূলক ঘটনার রহস্য সমাধানের কাজে আমরা কখন অনায়াসে এক ধাপ এগিয়ে থাকতে পারবো। এখন আমাদের যা করতে হবে তা হলো, আমাদের প্রভূত চিন্তাধারার ঠিক বিপরীত কাজ করতে হতে, এবং দাগী অপারাধীর সমাজবিরোধী হিসেবে নিজেকে কল্পনা করে নিতে হবে।'

মাথা নেড়ে সায় দিয়ে পিটি বলল, 'হ্যাঁ জুপি, এটা একটা সঠিক পরিকল্পনা! এখন এই রেডিওটার শেষ উত্তরাধিকার সম্পর্কে আমাকে ঠিক বিপরীত কিছু চিন্তা ভাবনা করতে হবে।' রেডিওর তারগুলো পেঁচিয়ে নিজেই রেডিওটা মেরামত করার চেষ্টা করল সে। 'তারপর আমি তোমার সঙ্গে বুদ্ধিদীপ্ত খেলা খেলবো।'

তিন কিশোর যারা নিজেদেরকে তিন গোয়েন্দা বলে মনে করে থাকে, জুপিটারের ওয়ার্কশপে এসে হাজির হয়েছিল। সমুদ্র-গর্ভ থেকে উদ্ধার করা পুরনো ভাঙা-চোরা চীনা ইয়ার্ডের পাশে তাদের ওয়ার্কশপ। মাথার উপর ছ'ফুট লম্বা ছাদ। নৌকোটা টিটাশ কাকা কিনে এনেছিলেন। লাভের একটা অংশ তারা তাদের পকেটমানি হিসেবে ব্যবহার করে এবং বাকী অংশ তারা তাদের গোপন হেডকোয়ার্টারের পেছনে বিলাসবহুল টেলিফোন বাবদ খরচ করে থাকে।

রেডিওর শেষ স্ক্রুটা আঁটো করে জুপিটারের পরীক্ষার জন্য গর্বভরে তার সামনে ধরল। 'এই কাজটার জন্য তোমার কাকার অন্তত তিন ডলার খরচ পড়ত। বলল সে।" এই ভাঙা নৌকোটা যে অবস্থায় এখানে কিনে আনা হল তার পরিবর্তে এটা এখন চালু রেডিও হিসেবে তোমার কাকা বিক্রী করতে পারবেন।'

হাসল জুপিটার। 'দেখো টিটাস কাকা না দেখে-শুনে কখনই বেহিসেবী খরচ করতে যান না। তাই আমি বলি কি জানো, তুমি বরং নিজেই প্রথমে চেষ্টা করো, আর দেখো, এটা ঠিক মতো কাজ করছে কিনা।'

কাঁধে ঝাঁকিয়ে রেডিওর ডায়াল ঘোরালো পিটি। 'হ্যাঁ, রেডিওটা ঠিক আছে, কাজ করছে, বলল সে, 'শোনো।'

প্রথমে গুঞ্জন, তোতলামির মতো ছাড়া ছাড়া কণ্ঠস্বর এবং এক সময় জীবন্ত হয়ে উঠল রেডিওটা। প্রথমে একজন ঘোষকের কণ্ঠস্বর শোনা যায় এবং তারপরেই সংবাদের অংশ...'সমুদ্রতীরে একের পর এক রহস্যজনক ঘটনা ঘটে যাওয়ার জন্য কর্তৃপক্ষ স্তব্ধ হতবাক। খবরে প্রকাশ গত এক সপ্তাহে পাঁচ পাঁচটা কুকুর উধাও! এই সব পোষা প্রাণীর মালিকেরা জানোয়ারদের হঠাৎ হঠাৎ উধাও হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে হতবাক...এখন বিদেশের খবরা-খবর শুনুন—'

'রেডিও বন্ধ করে দাও পিটি,' বলল জুপিটার।

সঙ্গে সঙ্গে রেডিওর সুইচ বন্ধ করে দিয়ে পিটি বলল, 'এ ব্যাপারে কি তোমাদের মতামত? উধাও হওয়া পাঁচ পাঁচটা কুকুর। এটা যে কোনো পাগল কুকুর পাচারকারীর কাজ তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে।'

'আমার মনে হয়, মাস্টার ক্রিমিনাল জুপিকে আমরা যখন পেয়েছি, ওর কথা শোনা যাক,' দাঁত বার করে হাসল বব। 'ও ওর সাধ্য মতো যতোগুলো সম্ভব কুকুর চুরি করতে যাচ্ছে, পরে সেগুলো বাজারে নিয়ে যাবে ও। ক্রেতারা ওর পছন্দ মতো দাম দিলেই বিক্রী করে দেবে ও। আর এইভাবেই ও ওর ভাগ্য ফেরাতে পারবে বলে মনে হয়।'

জুপিটার নীরবে বসে থেকে তার নিচের ঠোঁটে কামড়াচ্ছিল, এ মুহূর্তে তার মানসিক চাপ যে তুঙ্গে এটাই তার ইঙ্গিত। শেষ পর্যন্ত সে তো বলেই ফেলে, "বিজোড়!"

'কিসের বিজোড়?' জানতে চাইল বব, 'তা তুমি কি চুরি যাওয়া কুকুরগুলোর সংখ্যার কথা বলছো? ঠিক আছে, পাঁচ বিজোড় সংখ্যায় তো আমি ভাল বলে মনে করি।'

ভ্রু কুঁচকে উঠল জুপিটারের। 'না, আমি বলতে চাইছিলাম, এক সপ্তাহে কুকুরগুলোর উধাও হয়ে যাওয়ার কথা। সাধারণত পোষা জন্তু-জানোয়ার অনিয়মিত ব্যবধানেই উধাও হয়ে থাকে মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যে নয়।'

'হ্যাঁ, ভাল কথা, আমি ঠিক এ কথাটাই বলতে চাইছিলাম,' উত্তরে বব বলল, 'কুকুর বিক্রীর ভাল বাজারের কথা মাথায় রেখেই মাস্টার ক্রিমিনাল বোধহয় তার নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে থাকবে, মাথা ঠিক রাখতে পারেনি। হয়তো স্যান্ডউইচ জাতীয় খাবারে কথা ভেবেই ভাল দামে কুকুরের মাংস বিক্রী করা কিংবা বাড়িতে পোষা কুকুর প্রেমিকদের কাছ থেকে চড়া দাম পাওয়ার ইচ্ছায় একাজ সে করছে।'

জুপিটারের মুখে ফিকে হাসি। সুন্দর প্রচেষ্টা। কিন্তু এটা ঠিক প্রশ্নের উত্তর হলো না এক সপ্তাহে পাঁচ পাঁচটা কুকুর নিরুদ্দেশ হলো কেন? আর একটা প্রশ্ন, এই রহস্যজনক নিরুদ্দেশ হওয়ার ব্যাপারে তদন্ত করার জন্য আমাদের সঙ্গেই বা যোগাযোগ করা হলো না কেন?

'সম্ভবত এই কেসগুলো হয়তো কেবল রহস্যজনক নয় বলে,' বলল পিটি 'দেখা গেছে এক এক সময় কিছু কিছু কুকুর আছে, যারা উধাও হয়ে যায়, তাদের ফিরে আসতে বেশ সময় লাগে। আর এটাই হলো আমার অনুমান।'

'আমি তোমার সঙ্গে একমত পিটি।' বলল বব, 'কুকুরগুলো যে দামী ছিলো। রিপোর্টে সেরকম কিছু উল্লেখ নেই। স্রেফ পাঁচটা কুকুর নিরুদ্দেশ।'

অলস ভঙ্গিমায় তার কথায় সায় দেয় জুপিটার। 'সম্ভবত তোমরা দুজনেই ঠিক,' স্বীকার করল সে। 'এটা স্রেফ একটা খেয়াল, তবে এরকম একটা অফার মোটেই পছন্দ নয়।'

অপর দুজন হাসল। তারা জানে, যখন তখন বড় বড় কথা বলার অভ্যাস এই জুপিটারের। একজন তদন্তকারী অফিসার হিসেবে তার অসাধারণ বিশ্লেষণ ক্ষমতা থাকার দরুন তারা তাকে তাদের নেতা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে থাকে।

'আমি অবাক হচ্ছি,' বলল জুপি, 'পোষা কুকুরকে মালিকদের মধ্যে কেউ যদি না হুকুম করে তাহলে কি করেই বা আমরা এই রহস্যের সমাধান করব।'

বব ও পিটি পরস্পরের দিকে শূন্য দৃষ্টি নিয়ে তাকাল। 'কিসের রহস্য?' পিটি জানতে চাইল। 'এটা যে স্রেফ সেই জানোয়ারদের একটা খেয়াল, আমি ভেবেছিলাম, আমরা সবাই সেটা মেনে নেবো, এটা কোনো রহস্যই নয়।'

'সম্ভবত তাই,' বলল জুপিটার। 'কিন্তু মনে রেখ, আমরা হলাম গোয়েন্দা, আর সমুদ্র তীর এখান থেকে খুব বেশী দূরেও নয়। কার্যত গোয়েন্দা হিসেবে আমাদের খ্যাতি। আমরা যা অনুমান করি তার থেকে কম। তাই নাম করতে হলে এ ব্যাপারে আমাদের কিছু করে দেখাতেই হবে।'

পুরনো ছাপার প্রেসে এক গাদা কার্ড নিক্ষেপ করে বব বলল, 'হ্যাঁ, সেই কাজই আমি এখন করছি জুপি,' বলল সে, 'নতুন বিজনেস কার্ড ছাপাচ্ছি। একটা নতুন ব্যাচ।'

'এ একটা ভাল মতলব বব,' বলল জুপিটার। 'কিন্তু আমি যে অন্য একটা কিছু ভাবছি। আমরা আরো ভাল ভাবে পরিচিত হতে চাই যাতে করে কখনো কোনো অদ্ভুত রহস্যজনক ঘটনা ঘটবে, ক্যালিফোর্নিয়ার রকি বীচের এই তিন গোয়েন্দার কথা লোক সঙ্গে সঙ্গে ভাবতে পারে।'

বব তার মাথা ঝাঁকাল। 'ভাল কথা ঈশ্বর জুপি, কি ভাবে সেটা করতে বলো তুমি? বাণিজ্যিক টি. ভি. সিরিয়াল কিংবা আকাশ কুসুম স্বপ্ন দেখা গোয়েন্দা লেখকদের ভাড়াও আমরা করতে—পারি না।'

'সে কথা আমি জানি,' বলল জুপিটার। 'আমি বলি কি, এখনি আমাদের একবার হেডকোয়ার্টারে যাওয়ার কথা ভাবছি। আম জনতার কাছে আমাদের সঙ্গে আমাদের নাম আরো বেশী করে পরিচয় করানোর একটা উপায় খুঁজে বার করার জন্য আলোচনা সভায় বসতে চাই।'

উত্তরের অপেক্ষা না করেই সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল সে। বব ও পিটি পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করল। তারপর কাঁধ ঝাঁকিয়ে তাকে অনুসরণ করল তারা।

'জানো জুপি, তোমাকে আমার পছন্দ হওয়ার কারণ কি জানো,' হাসতে হাসতে বলল ট, 'সব কিছু তুমি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে চালিয়ে থাক। তার মানে যেমন ধরো, কোনো ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে গেলে সব সময় আমরা ভোট নিয়ে থাকি।'

ছাপাখানার প্রেসের পাশে লুকনো একটা পুরনো লোহার জাল সরিয়ে তারা একটা বড় আকারের করোগেটেড পাইপের মুখটা খুলে দেয়। হামাগুড়ি দিয়ে পাইপের ভেতরে ঢুকে

তারা আবার সেই লোহার জাল দিয়ে সেটার মুখ ঢেকে দিলো। পাইপটা মাটির নিচে কিছু হাসল জুপিটার। 'দেখো টিটাস কাকা না দেখে-শুনে কখনই বেহিসেবী খরচ করতে যান না। তাই আমি বলি কি জানো, তুমি বরং নিজেই প্রথমে চেষ্টা করো, আর দেখো, এটা ঠিক মতো কাজ করছে কিনা।'

কাঁধে ঝাঁকিয়ে রেডিওর ডায়াল ঘোরালো পিটি। 'হ্যাঁ, রেডিওটা ঠিক আছে, কাজ করছে, বলল সে, 'শোনো।'

প্রথমে গুঞ্জন, তোতলামির মতো ছাড়া ছাড়া কণ্ঠস্বর এবং এক সময় জীবন্ত হয়ে উঠল রেডিওটা। প্রথমে একজন ঘোষকের কণ্ঠস্বর শোনা যায় এবং তারপরেই সংবাদের অংশ...'সমুদ্রতীরে একের পর এক রহস্যজনক ঘটনা ঘটে যাওয়ার জন্য কর্তৃপক্ষ স্তব্ধ হতবাক। খবরে প্রকাশ গত এক সপ্তাহে পাঁচ পাঁচটা কুকুর উধাও। এই সব পোষা প্রাণীর মালিকেরা জানোয়ারদের হঠাৎ হঠাৎ উধাও হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে হতবাক...এখন বিদেশের খবরা-খবর শুনুন—'

'রেডিও বন্ধ করে দাও পিটি,' বলল জুপিটার।

সঙ্গে সঙ্গে রেডিওর সুইচ বন্ধ করে দিয়ে পিটি বলল, 'এ ব্যাপারে কি তোমাদের মতামত? উধাও হওয়া পাঁচ পাঁচটা কুকুর। এটা যে কোনো পাগল কুকুর পাচারকারীর কাজ তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে।'

'আমার মনে হয়, মাস্টার ক্রিমিনাল জুপিকে আমরা যখন পেয়েছি, ওর কথা শোনা যাক,' দাঁত বার করে হাসল বব। 'ও ওর সাধ্য মতো যতোগুলো সম্ভব কুকুর চুরি করতে যাচ্ছে, পরে সেগুলো বাজারে নিয়ে যাবে ও। ক্রেতারা ওর পছন্দ মতো দাম দিলেই বিক্রী করে দেবে ও। আর এইভাবেই ও ওর ভাগ্য ফেরাতে পারবে বলে মনে হয়।'

জুপিটার নীরবে বসে থেকে তার নিচের ঠোঁটে কামড়াচ্ছিল, এ মুহূর্তে তার মানসিক চাপ যে তুঙ্গে এটাই তার ইঙ্গিত। শেষ পর্যন্ত সে তো বলেই ফেলে, "বিজোড়!"

'কিসের বিজোড়?' জানতে চাইল বব, 'তা তুমি কি চুরি যাওয়া কুকুরগুলোর সংখ্যার কথা বলছো? ঠিক আছে, পাঁচ বিজোড় সংখ্যায় তো আমি ভাল বলে মনে করি।'

ভ্রু কুঁচকে উঠল জুপিটারের। 'না, আমি বলতে চাইছিলাম, এক সপ্তাহে কুকুরগুলোর উধাও হয়ে যাওয়ার কথা। সাধারণত পোষা জন্তু-জানোয়ার অনিয়মিত ব্যবধানেই উধাও হয়ে থাকে, মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যে নয়।'

'হ্যাঁ, ভাল কথা, আমি ঠিক এ কথাটাই বলতে চাইছিলাম,' উত্তরে বব বলল, 'কুকুর বিক্রীর ভাল বাজারের কথা মাথায় রেখেই মাস্টার ক্রিমিনাল বোধহয় তার নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে থাকবে, মাথা ঠিক রাখতে পারেনি। হয়তো স্যান্ডউইচ জাতীয় খাবারে কথা ভেবেই ভাল দামে কুকুরের মাংস বিক্রী করা কিংবা বাড়িতে পোষা কুকুর প্রেমিকদের কাছ থেকে চড়া দাম পাওয়ার ইচ্ছায় একাজ সে করছে।'

জুপিটারের মুখে ফিকে হাসি। সুন্দর প্রচেষ্টা। কিন্তু এটা ঠিক প্রশ্নের উত্তর হলো না। এক সপ্তাহে পাঁচ পাঁচটা কুকুর নিরুদ্দেশ হলো কেন? আর একটা প্রশ্ন, এই রহস্যজনক নিরুদ্দেশ হওয়ার ব্যাপারে তদন্ত করার জন্য আমাদের সঙ্গেই বা যোগাযোগ করা হলো না কেন?

'সম্ভবত এই কেসগুলো হয়তো কেবল রহস্যজনক নয় বলে,' বলল পিটি 'দেখা গেছে এক এক সময় কিছু কিছু কুকুর আছে, যারা উধাও হয়ে যায়, তাদের ফিরে আসতে বেশ

সময় লাগে। আর এটাই হলো আমার অনুমান।'

'আমি তোমার সঙ্গে একমত পিটি।' বলল বব, 'কুকুরগুলো যে দামী ছিলো। রিপোর্টে সেরকম কিছু উল্লেখ নেই। স্রেফ পাঁচটা কুকুর নিরুদ্দেশ।'

অলস ভঙ্গিমায় তার কথায় সায় দেয় জুপিটার। 'সম্ভবত তোমরা দুজনেই ঠিক,' স্বীকার করল সে। 'এটা স্রেফ একটা খেয়াল, তবে এরকম একটা অফার মোটেই পছন্দ নয়।'

অপর দুজন হাসল। তারা জানে, যখন তখন বড় বড় কথা বলার অভ্যাস এই জুপিটারের। একজন তদন্তকারী অফিসার হিসেবে তার অসাধারণ বিশ্লেষণ ক্ষমতা থাকার দরুন তারা তাকে তাদের নেতা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে থাকে।

'আমি অবাক হচ্ছি,' বলল জুপি, 'পোষা কুকুরকে মালিকদের মধ্যে কেউ যদি না হুকুম করে তাহলে কি করেই বা আমরা এই রহস্যের সমাধান করব।'

বব ও পিটি পরস্পরের দিকে শূন্য দৃষ্টি নিয়ে তাকাল। 'কিসের রহস্য?' পিটি জানতে চাইল। 'এটা যে স্রেফ সেই জানোয়ারদের একটা খেয়াল, আমি ভেবেছিলাম, আমরা সবাই সেটা মনে নেবো, এটা কোনো রহস্যই নয়।'

'সম্ভবত তাই,' বলল জুপিটার। 'কিন্তু মনে রেখ, আমরা হলাম গোয়েন্দা, আর সমুদ্র তীর এখান থেকে খুব বেশী দূরেও নয়। কার্যত গোয়েন্দা হিসেবে আমাদের খ্যাতি। আমরা যা অনুমান করি তার থেকে কম। তাই নাম করতে হলে এ ব্যাপারে আমাদের কিছু করে দেখাতেই হবে।'

পুরনো ছাপার প্রেসে এক গাদা কার্ড নিক্ষেপ করে বল বলল, 'হ্যাঁ, সেই কাজই আমি এখন করছি জুপি,' বলল সে, 'নতুন বিজনেস কার্ড ছাপাচ্ছি। একটা নতুন ব্যাচ।'

'এ একটা ভাল মতলব বব,' বলল জুপিটার। 'কিন্তু আমি যে অন্য একটা কিছু ভাবছি। আমরা আরো ভাল ভাবে পরিচিত হতে চাই যাতে করে কখনো কোনো অদ্ভুত রহস্যজনক ঘটনা ঘটবে, ক্যালিফোর্নিয়ার রকি বীচের এই তিন গোয়েন্দার কথা লোক সঙ্গে সঙ্গে ভাবতে পারে।'

বব তার মাথা ঝাঁকাল। 'ভাল কথা ঈশ্বর জুপি, কি ভাবে সেটা করতে বলো তুমি? বাণিজ্যিক টি. ভি. সিরিয়াল কিংবা আকাশ কুসুম স্বপ্ন দেখা গোয়েন্দা লেখকদের ভাড়াও আমরা করতে— পারি না।'

'সে কথা আমি জানি,' বলল জুপিটার। 'আমি বলি কি, এখনি আমাদের একবার হেডকোয়ার্টারে যাওয়ার কথা ভাবছি। আমি জনতার কাছে আমাদের সঙ্গে আমাদের নাম আরো বেশী করে পরিচয় করানর একটা উপায় খুঁজে বার করার জন্য আলোচনা সভায় বসতে চাই।'

উত্তরের অপেক্ষা না করেই সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল সে। বব ও পিটি পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করল। তারপর কাঁধ ঝাঁকিয়ে তাকে অনুসরণ করল তারা।

'জানো জুপি, তোমাকে আমার পছন্দ হওয়ার কারণ কি জানো,' হাসতে হাসতে বলল পিটি, 'সব কিছু তুমি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে চালিয়ে থাক। তার মানে যেমন ধরো, কোনো ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে গেলে সব সময় আমরা ভোট নিয়ে থাকি।'

ছাপাখানার প্রেসের পাশে লুকনো একটা পুরনো লোহার জাল সরিয়ে তারা একটা বড় আকারের করোগেটেড পাইপের মুখটা খুলে দেয়। হামাগুড়ি দিয়ে পাইপের ভেতরে ঢুকে

তারা আবার সেই লোহার জাল দিয়ে সেটার মুখ ঢেকে দিলো। পাইপটা মাটির নিচে কিছু দূর গিয়ে অপর প্রান্তে একটা ভাসমান ট্রেলারে গিয়ে মিলেছে। তারা সেটাকে তাদের হেডকোয়ার্টারে রূপান্তরিত করে। জুপিটারের কাকা টিটাস জোনস এই পুরনো ট্রেলারটা বিক্রী করতে না পেরে জুপিটার এবং তার বন্ধুদের সেটা ব্যবহার করার অনুমতি দেন।

দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল তিন গোয়েন্দা। তারপর সেই ট্রেলারের ভেতরে তারা তাদের অফিসঘরে গিয়ে হাজির হলো। সেই ছোট্ট অফিসে ডেস্ক, কিছু চেয়ার, টাইপরাইটার, ফাইল রাখার ক্যাবিনেট, এবং একটা টেলিফোনও ছিলো। টেলিফোনের সঙ্গে একটা মাইক্রোফোন ও রেডিও লাউডস্পীকার সংযোগ করেছিল জুপিটার। ট্রেলারের বাকি অংশে ছিলো একটা ছোট ডার্করুম, একটা ছোট ল্যাবরেটারি এবং একটা ছোট্ট টয়লেট।

ট্রেলারের চারপাশে কয়েকটা পুরনো ভাঙা-চোরা নৌকা থাকার দরুন ট্রেলারের ভেতরটা আঁধারে ঘেরা। স্যুইচ টিপে ডেস্কের উপরের আলোটা জ্বেলে দিলো পিটি। সেই সময় টেলিফোনটা বেজে উঠল।

তিন কিশোর গোয়েন্দা পরস্পরের দিকে তাকাল। খুব কচ্চিৎ কেউ তাদের ফোন করে থাকে।

দ্বিতীয়বার রিং হতেই জুপিটার এগিয়ে গেলো সেদিকে, তারপর রেডিও লাউড স্পীকারের স্যুইচ টিপে রিসিভার হাতে নিয়ে বলল সে 'হ্যালো!'

'কে, জুপিটার জোনস?' দূরভাষে ভেসে আসে একজন মহিলার কণ্ঠস্বর। 'আলফ্রেড হিচকক আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান।'

'আচ্ছা!' বব ফিস্‌ফিসিয়ে বলে উঠল। বব আর পিটি লাউডস্পীকারে কান পেতেছিল। 'আলফ্রেড হিচকক! হয়তো তিনি আমাদের জন্য নতুন কোনো রহস্যের কেস দিতে চান!' খ্যাতনামা চিত্রপরিচালক মিঃ হিচকক তাদের তিন গোয়েন্দার সঙ্গে বিশেষ ভাবে পরিচিত। এর আগে তিনি তাদের অনেক কেস দিয়েছেন সমাধান করার জন্য।

'হ্যালো জুপিটার!' মিঃ হিচককের ভারি কণ্ঠস্বর ভেসে আসে দূরভাষে। 'তুমি আর তোমার বন্ধুরা এই মুহূর্তে অন্য কোনো কেসে ব্যস্ত আছ নাকি?'

'না স্যার,' বলল জুপিটার। 'কিন্তু আইন মাফিক খুব শীগগীর আইন ভাঙা কোনো রহস্যের কেস আমাদের পাওয়া উচিত।'

'হ্যাঁ, তা তো বটেই!' বললেন তিনি। 'তা তোমারা যদি ব্যস্ত না থাক। তাহলে তোমাদের জন্য আমি একটা কেস দিতে পারি। আমার এক পুরনো বন্ধু চিত্র পরিচালকের সাহায্য দরকার।'

'তাঁকে সাহায্য করতে পারলে আমরা খুবই খুশি হবো মিঃ হিচকক।' বলল জুপিটার। 'তা আপনার বন্ধুর সমস্যাটা কি স্যার?'

একটু ইতস্তত করলেন মিঃ হিচকক, যেন তিনি তাঁর বন্ধুর কঠিন সমস্যার কথাগুলো অল্প কথায় বলার জন্য মনে মনে মহড়া দিয়ে নিচ্ছেন।

'মনে হচ্ছে, এ একটা কুকুরের সমস্যা।' শেষ পর্যন্ত তিনি বলেই ফেললেন। 'বলার মধ্যে এইটুকু; একটু আগে আমাকে ফোনে বলল, তার কুকুরটা নাকি নিরুদ্দেশ।'

খানিক নীরবতা।

তারপর মিঃ হিচকক আবার যখন সরব হলেন, তাঁর সেই কণ্ঠস্বর তখন ঠিক বজ্রপাতের

মতো শোনাল। 'সমুদ্রের ধারেই থাকে সে। এই হলো ব্যাপার বুঝলে বৎস। তা এ ব্যাপারে তোমার বিশ্লেষণ কি জুপিটার?'

'নেহাতই কয়েকটা অদ্ভুত ঘটনা এ সব।'

'হ্যাঁ, উল্লেখযোগ্য বটে,' বললেন হিচকক, 'হ্যাঁ, সত্যিই উল্লেখযোগ্যই বটে। তোমরা এখনো সজাগ জেনে আমি খুশি। তোমরা তোমাদের গোয়েন্দা সংস্থায় যে একঘেয়েমি আসতে দাওনি সেটাও কম বড় কথা নয়।'

দাঁত বার করে হাসল জুপিটার। 'তার কোনো সুযোগই নেই মিঃ হিচকক। কিন্তু আপনি বললেন, "মনে হচ্ছে" আপনার বন্ধু কুকুরের সমস্যায় পড়েছেন। স্যার, "মনে হচ্ছে" এই শব্দ দুটির উপর আপনি যেন একটু জোর দিলেন। সেটা কি আপনার ইচ্ছাকৃত?'

'আসলে ব্যাপারটা হলো, ' বললেন মিঃ হিচকক, 'আমি—কি জানতে চেয়েছি, তা তুমি ঠিকই অনুমান করেছ। এটা আদৌ একটা সাধারণ কেস নয়। তুমি যদি এ ব্যাপারে একটু চিন্তা করে দেখ, দেখবে যে কেসের সঙ্গে একটা ড্রাগনের সম্পর্ক আছে যুক্ত, সেটা কখনই সাধারণ হতে পারে না। তুমি সেটা মানবে না?'

গলা পরিস্কার করল জুপিটার। 'ড্রাগন?'

'হ্যাঁ বৎস, সমুদ্রের সামনেই আমার বন্ধুর বাড়ি। এবং তার নিচে বেশ কয়েকটা ডোবা রয়েছে। তার সেই কুকুরটা যেদিন নিরুদ্দেশ হয়, আমার বন্ধু জোর দিয়ে বলছিল, সমুদ্র থেকে উঠে আসা একটা বিরাট আকারের ড্রাগন দেখতে পেয়েছিল সে। তারপর সেই ড্রাগনটা তার বাড়ির নিচের গুহাগুলোর মধ্যে একটা গুহায় প্রবেশ করে।'

তারপরেই এল অদ্ভুত নীরবতা।

'ভাল কথা জুপ, তুমি কি বলো? তুমি আর তোমার বন্ধুরা এই অদ্ভুত রহস্যের সমাধান করার চেষ্টা করবে?'

জুপিটার তখন এতই উত্তেজিত যে, কথা বলতে গিয়ে বলতে থাকে সে, "আ-আ-পনার বন্ধুর নাম ঠিকানা দিন স্যার। তবে মনে হচ্ছে, এটা আমাদের খুব উত্তেজক কেস হবে।'

মিঃ হিচককের দেওয়া খবরটা সে লিখে নিলো। তারপর তাদের পরবর্তী অগ্রগতির খবর তাঁকে জানানর প্রতিশ্রুতি দিয়ে রিসিভারটা নামিয়ে রাখল সে। এবং জয়ের উল্লাসে বব ও পিটির দিকে তাকাল।

'আমাদের এখন ড্রাগনের অস্তিত্বের ব্যাপারে তদন্ত করতে হবে। তোমরা আমার সঙ্গে একমত নও?'

বব মাথা নেড়ে সায় দেয়। আর পিটি কাঁধ ঝাঁকাল।

'তোমাকে খুব বাকসংযমী বলে মনে হচ্ছে পিটি,' বলল জুপিটার।

'তুমি কেবল একটা ভুল করেছ,' উত্তরে বলল পিটি' 'মিঃ হিচককে তুমি বললে, এটা আমাদের কাছে অত্যন্ত উত্তেজক কেস হবে।'

'হ্যাঁ, আমি তাই বলেছি,' প্রত্যুত্তরে জুপিটার বলল, 'কেন, তুমি রাজী নও?'

'না, সম্পূর্ণ ভাবে নয়,' বলল পিটি।

'তাহলে তুমি তখন কি বলতে?'

'যেখানে ড্রাগন আছে,' বলল পিটি, 'আমি হলে বলতাম এটাই আমাদের শেষ কেস।'

দুই ❑ সমুদ্রের আতঙ্ক

সমুদ্রের ধারে মিঃ হিচককের চিত্রপরিচালক বন্ধু যে শহরে বাস করতেন, প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলের হাইওয়ে থেকে সেটা ছিলো প্রায় মাইল কুড়ি দূরে। টিটাস কাকার দুই কর্মচারীর মধ্যে হানস্ মধ্যাহ্নভোজের পর মালপত্র দেওয়া নেওয়ার কাজ শেষ করে হাত খালি হতেই জুপিটার তার কাকীমা ম্যাথিলডার অনুমতি নিয়ে তাকে সঙ্গে নিলো। একটা ছোট্ট ট্রাকে চড়ে তিন বন্ধু চললো মিঃ হিচককের বন্ধুর বাড়িতে। জুপিটার তাঁর ঠিকানা হানসকে দিতেই ট্রাক ছুটে চলল উপকূলবর্তী হাইওয়ের রাস্তা ধরে দক্ষিণ দিকে।

'বব, একটু আধটু গবেষণা করার জন্য তুমি তো সময় পেয়েছ,' বলল জুপিটার, 'ড্রাগন সম্পর্কে এখন বলো, তুমি আমাদের কি খবর দিতে পারো?'

'ড্রাগন!' বলল বব, 'সেটা একটা পৌরানিক বিস্ময়কর প্রাণী, সাধারণত বিরাট আকারের সরীসৃপের মতো দেখতে, তেমনি বিরাট বিরাট তার ডানা আর থাবা, শ্বাস নেওয়ার সময় তার মুখ গহ্বর থেকে আগুন এবং ধোঁয়া বেরিয়ে আসতে দেখা যায়।'

'আমি কিন্তু কোনো গবেষণা না করলেও,' পিটি তাকে বাধা দিয়ে বলল, 'বলতে পারি, একটা গুরুত্বপূর্ণ কিছু বাদ দিয়ে গেছে বব। ড্রাগনরা বন্ধু ভাবাপন্ন নয়।'

'হ্যাঁ, সেটাও আমার উল্লেখ করা ছিলো,' বলল বব, 'কিন্তু আমার মনে হয়, জুপিটার কেবল ঘটনা সম্পর্কে আগ্রহী। ড্রাগনরা হচ্ছে পৌরানিক, যার অর্থ, তারা আসল নয়। রূপকথার কাহিনীর মতো কাল্পনিক। অতএব তারা যদি আসলই না হলো, তারা বন্ধুভাবাপন্ন হলো কি না হলো সে নিয়ে আমাদের চিন্তার কোনো কারণই থাকতে পারে না।'

'ঠিক তাই,' বলল জুপিটার। 'অতীতের রূপকথার কাহিনীতে ড্রাগনের উল্লেখ দেখতে পাই। যদি একান্তই তাদের কখনো অস্তিত্ব থাকত, কালের ক্রমবিবর্তনের প্রভাবে আজ তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।'

'খুব ভাল কথা,' বলল পিটি, 'তাহলে তারা যদি নিশ্চিহ্নই হয়ে থাকে তাহলে, তাদের সন্ধানে আমাদের নামার কি দরকার আছে?'

'আমরা শুনেছি সমুদ্রতীরে এমন একটা শান্তিপূর্ণ শহরে গত এক সপ্তাহে পাঁচ পাঁচটা কুকুর নিখোঁজ,' বলল জুপিটার, 'আর মিঃ হিচকক বললেন, তাঁর এক বন্ধুর কুকুরকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, নিখোঁজ হওয়ার রাতে তিনি তাঁর বাড়ির সামনে একটা ড্রাগন দেখতে পেয়েছেন, এর থেকে তোমার কি কিছুই মনে হয় না?'

'অবশ্যই মনে হয়,' বলল পিটি। 'এর থেকে মনে হয়, তোমাদের সঙ্গে ড্রাগন ধরতে না এসে আমার ইচ্ছে হয়, একা একা রকি বীচের সমুদ্রতীরে ঘুরে বেড়াই।'

'মিঃ হিচককের বন্ধু হেনরি অ্যালেন যদি আমাদের নিয়োগ করেন, তাহলে আমাদের তিন গোয়েন্দার এটা হ'বে একটা লাভজনক অভিযান,' বলল জুপিটার। 'এই ভাবে ব্যাপারটা দেখার চেষ্টা তুমি করছ না কেন?'

'আমি চেষ্টা করছি, আমি চেষ্টা করছি,' মাথা দুলিয়ে বলল পিটি।

'সেখানে ড্রাগন থাকুক আর নাই থাকুক,' বলল জুপিটার, 'আপাতত মনে হচ্ছে, সেখানে নিশ্চয়ই কোনো রহস্যজনক ঘটনা ঘটেছে। আশাকরি খুব শীগগীরই প্রকৃত ঘটনা আমরা জানতে পারব। এরই মধ্যে খোলা মন নিয়ে এ ব্যাপারে আমাদের এগোতে হবে।'

ইতিমধ্যে সমুদ্রতীরের বাইরে একটা জায়গায় একে একে হাজির হয়েছিল তারা। জুপিটারের দেওয়া ঠিকানার নম্বরটা খুঁজে দেখার জন্য ট্রাকের গতি কমিয়ে দিয়েছিল হানস। ঝড়ের গতিতে তারা আরো এক মাইল অতিক্রম করে এসে এক জায়গায় ট্রাক থামাল। 'আমার মনে হয়, এখানেই তোমার পার্টির বাড়ি।'

তাদের চোখের সামনে তখন কেবল উঁচু উঁচু ঝোপঝাড় এবং সারি সারি তালগাছ ভাসছিল। যদিবা সেখানে কোনো বাড়ি থেকে থাকে, মনে হয় সেই ঝোপঝাড়ের আড়ালে ঢাকা পড়ে গেছে।

যাইহোক, একটা সাদা লেটার বক্সের সন্ধান পেলো পিটি অবশেষে।

'এইচ, এইচ, অ্যালেন,' নামটা পড়ল সে। 'মনে হচ্ছে, ঠিক জায়গায় আমরা এসে গেছি।'

তিন গোয়েন্দা ট্রাক থেকে নেমে দাঁড়াল। 'শোনো হানস, মনে হচ্ছে, এই প্রাথমিক তদন্তের কাজ সারতে প্রায় দু'ঘণ্টা সময় লাগবে।' বলল জুপি। 'এর মধ্যে তুমি তোমার মালপত্র দেওয়া নেওয়ার কাজ সেরে নেওয়ার পর আমাদের কাছে ফিরে এসো। কেমন?'

'নিশ্চয়ই জুপি,' শুকনো গলায় বলল হানস। তারপর সে ট্রাক ঘুরিয়ে শহরের কেন্দ্রস্থলের দিকে ছুটে চলল।

'প্রথমে আমরা জায়গাটা একটু ঘুরে দেখে নিই,' বলল জুপিটার। 'তাতে মিঃ অ্যালেনের সঙ্গে কথা বলার সময় বিশেষ সাহায্য হতে পারে।'

বাড়িগুলো সমুদ্রতীর থেকে অনেক উঁচুতে। জায়গাটা নির্জন, কতকটা মরুভূমির মতো। চিত্রপরিচালকের বাড়ির সামনে একটা খালি জায়গা দেখে হোঁচট খেলো একটি কিশোর। এবং সেখান থেকে নিচের দিকে তাকাল।

'দেখতে ভারি সুন্দর, শান্ত পরিবেশ,' নিচে সমুদ্রতীরে আছড়ে পড়া জলের ঢেউ দেখতে দেখতে বলল বব।

'এখন ভাঁটার সময়,' বলল পিটি, 'রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জোয়ার আসবে, সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্র-বীচের আয়তনও ছোট হয়ে আসবে। সেই সময়টা ড্রাগনের কাছে সব থেকে ভাল সময়।'

তার কথায় সায় দিয়ে বলল জুপিটার, 'তুমি ঠিকই বলেছ পিটি।' যদি ড্রাগনের কোনো অস্তিত্ব একান্তই থেকে থাকে,' নিচের দিকে মাথা তুলে তাকাল জুপিটার, 'ড্রাগনের পক্ষে জল থেকে উঠে আসার পথটা ছোট হয়ে যাবে। তাতে তার বাড়তি সুবিধে হবে। মিঃ হিচকক বলেছেন, নিচে কতকগুলো গুহা আছে। কিন্তু এখান থেকে সেগুলো দেখা যাচ্ছে না। মিঃ অ্যালেনের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎকারের পরে আমরা নিচে নেমে গিয়ে গুহাগুলো খুঁজে দেখব।'

নিচে। অনেক নিচে মরুভূমির মতো শূন্য সমুদ্রবীচের দিকে তাকিয়ে বব বলল। 'আমরা নিচে নামব কি করে?'

নিচে কতকগুলো ধাপ নেমে যেতে দেখে জুপিটার বলে উঠল, 'আগে কতকগুলো সিঁড়ি নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু খুব বেশী চোখে পড়ছে না। সে যাইহোক, এখন দেখা যাক, মিঃ অ্যালান আমাদের কি বলেন।'

অতঃপর সে-ই প্রথমে ঝোপঝাড়ে ঢাকা গেটের দিকে এগিয়ে গেলো। গেট খুলে তারা তিনজন মিঃ অ্যালানের বাড়ির চত্বরে ঢুকল। সরু পথ ধরে তারা বাড়ির দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। দূর থেকে বাড়ির হলুদ রঙের ইঁটগুলো চোখে পড়ল। বাড়ির চারপাশে সারি সারি তাল গাছ। ঝোপঝাড়, বন্য ফুলের কেয়ারি। বাগানটা অবহেলিত, যেমন সব পুরনো বাড়িগুলোর

ক্ষেত্রে দেখা যায়।

জুপিটার দরজার কড়া নাড়তেই দরজা খুলে যায়। দরজার ওপারে বেশ মোটাসোটা গোলগাল চেহারার একটি লোককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল। তার বাদামী চোখ দুটো বেশ বড় বড়, শোকার্ত। পুরু ভ্রূ এবং তার রোদে পোড়া টান টান মুখের উপর এক গুচ্ছ সাদা চুল ঝালরের মতো ঝুলে পড়েছে।

'এসো বৎসরা,' হাত বাড়িয়ে তিনি তাদের সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। 'আমার অনুমান, তোমরা আমার বন্ধু আলফ্রেড হিচককের পরিচিত। তোমরা তো গোয়েন্দা, তাই না?'

'হ্যাঁ স্যার,' বলল জুপিটার। পকেট থেকে তিন গোয়েন্দার বিজনেস কার্ডটা বার করে তাঁর হাতে তুলে দিয়ে বলল সে, 'এখনো পর্যন্ত আমরা অনেক রহস্যের সমাধান করেছি।'

বৃদ্ধ ভদ্রলোক কার্ডটা হাতে নিয়ে ভাল করে নিরীক্ষণ করলেন ঃ

তিন গোয়েন্দা
"আমরা যে কোন রহস্যের সমাধান করে থাকি।"
? ? ?
প্রথম গোয়েন্দা—জুপিটার জোনস
দ্বিতীয় গোয়েন্দা—পিটার ক্রানস
রেকর্ড ও গবেষণায়—বব অ্যান্ড্রুজ

'ওই প্রশ্নচিহ্নগুলো,' ব্যাখ্যা করে বলল জুপিটার, 'আমাদের প্রতীক ও ট্রেডমার্ক। অজানা কোন কিছুর উত্তর পাওয়া যায়নি এমন সব প্রশ্ন এবং সমাধান জানা নেই এমন সব রহস্যের প্রতীক। এই সব রহস্যের সমাধান করাই হলো আমাদের কাজ।'

বৃদ্ধ ভদ্রলোক সন্তুষ্ট হয়ে কার্ডটা তাঁর পকেটে রেখে দিলেন। 'আমার ষ্টাডিতে এসো। সেখানে আমরা আলোচনা করবো।' বললেন তিনি।

বিরাট ঘর, জানালা পথে ঘরের ভেতরে রোদের আলো লুটোপুটি খাচ্ছিল। সেদিকে তাকিয়ে তিন কিশোর ঢোক গিলল। আরো অবাক হলো ঘরের ছাদ থেকে মেঝে পর্যন্ত চার দেওয়ালের সর্বত্র ছবি ঝোলানো, এতটুকু খালি জায়গার জন্য ছবিগুলোর সঙ্গে রীতিমতো যুদ্ধ করতে হয়েছে। অনেকগুলো পেন্টিং ছাড়াও বিখ্যাত ফিলম্ স্টারদের অটোগ্রাফ ফটোগ্রাফও জায়গা পেয়েছে সেখানে।

বিরাট ডেস্কের উপর কাগজের পাহাড়। বুক কেসগুলো বই আর প্রাক্-কলম্বিয় প্রস্তরমূর্তিতে ঠাসা, সঙ্গে কিছু আফ্রিকান প্রস্তরমূর্তিও ছিলো। তার সঙ্গে কিছু মূর্তি ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর এবং ভয়াবহ।

ডেস্কের সামনে তিনটি চেয়ার দেখিয়ে তিনি তাদের বসতে বললেন এবং নিজে ডেস্কের পিছনে একটা বাঁকানো চেয়ারে বসলেন। 'বৎস, তোমরা বসো। আমার বন্ধু অ্যালফ্রেড হিচকক মারফত কেন যে তোমাদের এখানে ডেকে পাঠিয়েছি। সে কথা আমি তোমাদের বলব। তার কাছ থেকে তোমার নিশ্চয়ই শুনে থাকবে। আমি একজন চিত্রপরিচালক।'

'হ্যাঁ,' বলল জুপিটার, 'তিনি আমাদের কাছে সেটা উল্লেখ করেছেন স্যার।'

বৃদ্ধ ভদ্রলোকের মুখে হাসি ফুটে উঠতে দেখা গেলো। 'আমার সম্পর্কে এখন কি আর সে কথাটা খাটে? অনেক বছর হলো আমি কোনো ছবি করিনি। বহু বছর আগে আমি অবশ্য একজন চিত্রপরিচালক ছিলাম। আর আমার পেশায় তখন আমি যথেষ্ট বিখ্যাত ছিলাম বৈকি। আলফ্রেড হিচকক তার বিশেষজ্ঞ হিসেবে হিচকক থ্রীলারের ছবি করে। আর আমিও তাই।

প্রায় একই ধরণের ছবি বলতে পারো। কিন্তু একটু ভিন্ন মেজাজের। আলফ্রেডের ছবিগুলো বাস্তব জগতের যুক্তি-গ্রাহ্য রহস্যের, কিন্তু আমার ছবিগুলো ছিলো তার উর্দ্ধে।'

'এর মানে আপনি কি বোঝাতে চাইছেন স্যার?' জিজ্ঞেস করল জুপিটার।

'আমার সমস্যা নিয়ে আমি যে কেন পুলিশ কিংবা অন্য কোনো কর্তৃপক্ষের কাছে যাইনি, সেটাই ব্যাখ্যা করবে। দেখ, আমার ছবিগুলো একটু ঠান্ডা ধরণের, বলতে পারো সৃষ্টিছাড়া। রাতের দুঃস্বপ্নের মতো এবং ভয়ঙ্কর। ছবিগুলো অস্বাভাবিক জন্তু জানোয়ারদের নিয়ে, যেমন ধরো একজন অস্বাভাবিক লোক যে নিজেকে সাময়িক ভাবে নেকড়ে বাঘে রূপান্তরিত করতে পারে তাকে নিয়েও ছবি করেছি আর কুৎসিৎ ধরনের এবং উগ্র মানসিকতার।' এখানে একটু থেমে মিঃ অ্যালান বলেন, 'জানো বৎস, সংক্ষেপে বলতে গেলে বলতে হয় যে, হরর ছবিই আমি করেছি।'

মাথা নেড়ে সায় দেয় জুপিটার। 'হ্যাঁ, এখন আপনার নাম মনে পড়ছে স্যার। মিউজিয়ামে একটা ফিল্ম ফেস্টিভালে আপনার নাম আমি দেখেছিলাম।'

'ভাল,' বললেন বৃদ্ধ ভদ্রলোক। 'তাহলে বুঝতেই পারছ, যেদিন আমার কুকুরটা নিরুদ্দেশ হয়, সেদিন রাতে জলের উপর যা আমি উঠে আসতে দেখেছিলাম, সেটার কথা বলতে গিয়ে যেন আমি ইতস্তত করছি। ঐ সময় আমার প্রচুর খ্যাতি ছিলো, তবে দীর্ঘ বহু বছর হলো কোনো কাজ আমি করিনি, এর ফলে এ ধরণের ঘটনার কথা প্রকাশ করলে মূর্খ লোকেরা ধরে নেবে যে, মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য কিংবা প্রচারের ফায়দা লোটার জন্য আমি বুঝি এ ধরণের অলীক ঘটনার অবতারণা করছি। আমার কাজ শেষ, জনসাধারণ সেটা দেখেছে। শান্ত ভাবে বসবাস করার মতো যথেষ্ট অর্থ আমার আছে। এখন আমার কোনো চিন্তা নেই, কোনো ভয় নেই, কেবল—'

'কেবল ড্রাগনের ভয়, যে ড্রাগন আপনার বাড়ির নিচে একটা গুহায় লুকিয়ে আছে, সেটার ভয় শুধু, তাই না স্যার?' জুপিটার তাঁর মুখের কথাটা কেড়ে নিয়ে বলল।

মৃদু হাসলেন মিঃ অ্যালান। 'হ্যাঁ।' তারপর তিনি তিন কিশোরের দিকে অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, 'আলফ্রেডকে আমি বলেছি, সমুদ্রের উপর থেকে আমি সেটাকে উঠে আসতে দেখেছি। কিন্তু আর একটা ঘটনার কথা আমি বলতে ভুলে গেছি। দেখ, আমি তার কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়েছিলাম।'

'আপনি ড্রাগনের কণ্ঠস্বরও শুনতে পেয়েছেন?' শান্তভাবে জিজ্ঞেস করল জুপিটার। 'আচ্ছা, আপনি ঠিক কি রকম শুনেছিলেন বলুন তো? আর সেই সময় আপনি ছিলেনই বা কোথায়?'

একটা বড় রঙিন রুমাল দিয়ে তিনি তাঁর ভ্রুর উপর বোলালেন। 'আমার বাড়ির বাইরে এটা টিলার উপর দাঁড়িয়ে আমি তখন নিচে সমুদ্রের দিকে তাকিয়েছিলাম।' বললেন ভদ্রলোক। 'সম্ভবত সেটা একটা অলৌকিক কিছু হতে পারে।'

'সম্ভবত।' বলল জুপিটার। 'এখন আপনি আমাদের বলুন, ঠিক কি শুনেছিলেন। এই রহস্য সমাধানের পক্ষে সেটা হয়তো একটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিতে পারে।'

'বলতে গিয়ে সব যেন কেমন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে,' বললেন মিঃ অ্যালান। 'আমি যতদূর জানি, ড্রাগনের কোনো অস্তিত্বই নেই, লক্ষ লক্ষ বছর আগেও কখনো ছিলো না। অবশ্যই আমি তাদের নিয়ে ছবি করেছি যেন যন্ত্রচালিত নকল অস্বাভাবিক জন্তু-জানোয়ারদের দিয়ে। গা ছমছম করা ভুতুড়ে বাঁশি বাজিয়ে। আর এই ভাবেই আমি দর্শকদের ভীত বিহ্বল করে

তুলতে চেয়েছিলাম। কিন্তু গতকাল রাত্রে আমি যা শুনেছিলাম, সেটা কি সেরকম কোনো আওয়াজ নয়? উখা দিয়ে ঘষার মতো খরখর শব্দ। কতকটা মানুষের মতো কাশতে কাশতে শ্বাস নেওয়ার মতো।'

'আপনার বাড়ির নিচে গুহার ব্যাপারটা কিরকম?' জিজ্ঞেস করল জুপিটার। 'ড্রাগন থাকার পক্ষে যথেষ্ট? কিংবা অন্য ধরণের কোনো জানোয়ার থাকার মতো উপযুক্ত সেটা?'

'হ্যাঁ,' বললেন বৃদ্ধ ভদ্রলোক · টিলার নিচে সারি সারি গুহা রয়েছে! উত্তর থেকে দক্ষিণে। প্রাচীনকালে মদ্য ব্যবসায়ীরা ওগুলো ব্যবহার করতো। কিন্তু তাদের আগে ব্যবহার করত স্মাগলাররা এবং জলদস্যুরা। কয়েক বছর আগে ওখানে ধ্বস নামে তখনকার হ্যাগিটির পয়েন্টে। তাতে বেশ কয়েকটা গুহা ধ্বংস হয়ে যায়। তবুও বেশ কয়েকটা গুহা অবশিষ্ট আছে এখনো।'

'হ-মম,' বিড়বিড় করল জুপিটার। 'আপনি বহু বছর এখানে রয়েছেন, কিন্তু এই প্রথম আপনি ড্রাগন দেখলেন কিংবা তার আওয়াজ শুনলেন। ঠিক এই রকম তো?'

বৃদ্ধ মাথা নেড়ে হাসলেন। 'একবারই যথেষ্ট। আর যদি না আমার রেড রোভার কুকুরটার খোঁজে বাড়ির বাইরে আসতাম। তাহলে হয়তো কখনোই সেই অদ্ভুত দৃশ্য চোখে পড়ত না।'

তিন কিশোর পরস্পরের দিকে চকিতে একবার তাকাল। তাদের হেড কোয়ার্টারে প্রবেশের একটা গোপন পথের নাম রেড গেট রোভার।

'স্যার, আমার মনে হয় এবার আপনার হারানো কুকুর আর তার পরবর্তী পরিস্থিতির ব্যাপারে আলোচনা করা যেতে পারে,' বলল জুপিটার। 'বব নোট করো।'

রেকর্ড এবং গবেষণা করার কাজের ইনচার্জ বব তার প্যাড ও পেন্সিল হাতে নিয়ে প্রস্তুত হলো নোট· লেখার জন্য।

শুরু করতে গিয়ে হাসলেন মিঃ অ্যালান তিন গোয়েন্দাকে তাদের পেশাগত আচরণ করতে দেখে।

'গত দু'মাস আমি বিদেশে গিয়েছিলাম,' বললেন তিনি। 'আমি যে আর সক্রিয়ভাবে ছবি তৈরী করি না, সে তো তোমাদের আগেই বলেছি, তবু আমি ছবির ব্যাপারে এবং ছবির উন্নতির জন্য আমি আগ্রহী। নিয়ম মতো প্রতি বছর আমি ইউরোপ ট্যুর করে থাকি। বিদেশের বিভিন্ন ফেস্টিভালে হাজির থাকি। এ বছরেও তার ব্যতিক্রম্ হয়নি। রোম, ভেনিস, প্যারিস, লন্ডন আর বুদাপেস্টের ফিলম্ ফেস্টিভেলে গেছি। সেই সঙ্গে পুরনো বন্ধুদের কাছেও গেছি। অন্য বারের মতো এবারেও বিদেশ যাওয়ার আগে আমি আমার কুকুরটা স্থানীয় কুকুর রাখার ঘরে রেখে যাই। জাতে সেটা ছিলো আইরিশ—সুন্দর জানোয়ার। বন্ধুভাবাপন্নও বটে! রেড রোভার ছুটতে ভালবাসত। আমি তার সঙ্গে ছুটতে পারতাম না, বয়স হয়েছে, তাই রাত্রে তার চেন খুলে দিতাম। দুদিন আগের রাত্রে সেই যে সে চেনমুক্ত হয়ে বাড়ির বাইরে চলে যায়, আর ফিরে আসেনি। বহু দিন কুকুরটা আমার সঙ্গে আছে, তার আগে কুকুর রাখার ঘরে থাকত সে। তাই ভাবলাম বুঝি সে তার পুরনো অভ্যাস মত সেখানে ফিরে গেছে। তার নাম ধরে ডাকি, কিন্তু সে এলো না। তারপর তার ফেরার অপেক্ষা করি, কিন্তু সে আর ফিরে আসেনি।' একটু থেমে তিনি আবার বলতে শুরু করেন, 'তখন আমি তার খোঁজে বাড়ির বাইরে চলে আসি, আর তখনি সেই ড্রাগনটাকে দেখতে পাই।'

'আপনি সমুদ্রের ধারে যাননি?' জুপি জিজ্ঞেস করল।

বৃদ্ধ মাথা নাড়লেন। 'দর্শকদের আতঙ্ক ও ভয় পাওয়ানর জন্য সারাটা জীবন আমি ভয়ঙ্কর

হুরর ছবি তৈরী করে এসেছি। আর এখন সেই ঘটনা আমার নিজের জীবনেই ঘটল। আমার এই মনোভাব বর্ণনা করার মতো ভাষণ খুঁজে পাচ্ছি না। এ যেন এক ভয়ঙ্কর আতঙ্ক। প্রথমে মনে হলো সেই ভয়ঙ্কর অস্বাভাবিক ধরণের জন্তুটা আমার কুকুরকে আক্রমণ করে গোগ্রাসে গিলে ফেলেছে। তারপর আমার আশঙ্কা হলো, আমি বুঝি আমার মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলব।'

'তারপর আপনি কি কোনো ব্যবস্থাই নেননি?' সঙ্গে সঙ্গে জুপিটার আবার নিজের থেকেই বলল, 'তবে আপনার বন্ধু মিঃ আলফ্রেডকে ফোন করেছিলেন, এই যা।'

'আলফ্রেড আমার পুরনো বন্ধু। রহস্যজনক ঘটনার ব্যাপারে ওর অভিজ্ঞতাও অনেক। আমি জানি, যদি আমাকে কারোর সাহায্য করা থাকে, সে একমাত্র আলফ্রেডই পারে। বৎস, ব্যাপারটা এখন আমি তোমাদের উপরেই ছেড়ে দিচ্ছি। তোমরা যা ভাল বোঝো, তাই কর।'

'আমাদের উপর আপনার আস্থা থাকার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি মিঃ অ্যালান। এই টাউনে শুনেছি, আরো কতকগুলি কুকুর নিখোঁজ হয়েছে,' বলল জুপিটার। রিপোর্ট অনুযায়ী আপনার ছাড়া আরো পাঁচটা কুকুরকে পাওয়া যাচ্ছে না। অন্য সব কুকুরের মালিকদের সঙ্গে আপনি কথা বলেছেন?'

বৃদ্ধ এবারে মাথা নাড়লেন। 'তা, এখনো যোগাযোগ করিনি। আসলে আমি যা দেখেছি, সেটা আমি উল্লেখ করতে চাইনি।'

'আচ্ছা, এখানকার সব বাসিন্দাদেরই কি নিজস্ব কুকুর আছে?'

হাসলেন মিঃ অ্যালান। 'সবার নয়। যেমন রাস্তার ওপারে মিঃ কারটারের কুকুর নেই। যেমন নেই ডান দিকে আমার প্রতিবেশী আর্থার সেলবির। আমার সব প্রতিবেশীদের আমি খুব একটা ভাল চিনি না। আমি আমারা নিজের বই, পেইন্টিং আর কুকুর নিয়ে নির্জনে থাকতে ভালবাসি।'

এবার জুপিটার উঠে দাঁড়াল। 'তাহলে এবার আমরা চলি মিঃ অ্যালান। আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি এ ব্যাপারে আমরা যেমন যেমন এগবো, তার পূর্ণ বিবরণ আপনাকে পাঠিয়ে দেবো।'

তাদের সঙ্গে করমর্দন করতে গিয়ে আর একবার ধন্যবাদ জানাতে ভুললেন না। কাঠের গেট পেরিয়ে এসে রাস্তায় নামল তারা। গেটে হুড়কো লাগাল জুপিটার।

তার সেই গুছনো কাজ দেখে হাসল পিটি। 'হ্যাঁ জুপি, এইভাবে ড্রাগনটাকে বাইরে রেখে দাও, যাতে করে মিঃ অ্যালানের বাড়িতে ঢুকতে না পারে।

' দেখ পিটি, আমার তো মনে হয় না, গেটে কিংবা তাঁর বাড়ির দরজায় যত লক করাই থাক না কেন, ড্রাগনকে ঠেকাতে পারবেন,' বলল জুপিটার।

দ্বিতীয় গোয়েন্দা দারুণ নার্ভাস তখন। ঢোক গিলে বলল সে, 'তোমার কথাটা আমার ঠিক পছন্দ হলো না।' রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকতে সে তার কব্জিঘড়ির দিকে তাকিয়ে আবার বলল, 'হানস কোথায়, তাকে তো দেখছি না?

'আমরা অনেক অনেক আগেই কাজ সেরে এসেছি।' বলল জুপিটার, আমাদের হাতে এখনো অনেক সময় আছে।'

বব ও পিটি দুজনেই তাকাল তার দিকে।

'সময়। কিসের জন্য?' জিজ্ঞেস করল বব।

'মিঃ কারটারের সঙ্গে দেখা করার জন্য,' বলল জুপিটার। 'তার সঙ্গে দেখা করার পর

মিঃ আর্থার সেলবির সঙ্গে দেখা করব। আচ্ছা, এই নির্জন জায়গায় নিজেদের প্রতিরোধ করার জন্য কুকুর পোষে, না এলাকায় এমন কোন লোক সম্পর্কে তোমাদের কৌতূহল হয় না?'

'না, আমার হয় না,' সরাসরি বলে দিলো পিটি। 'আসলে আমি এখন নিজেই অবাক হচ্ছি, আমার নিজের নিরাপত্তার জন্য কেন আমি সঙ্গে একটা কুকুর আনিনি। যেমন একটা বিরাট আকারের কুকুর, ড্রাগন দেখে যে ভয় পায় না।'

হাসল জুপিটার। তার দুই সঙ্গী—অপর দিকে সরু রাস্তা পথে অনুসরণ করল তাকে।

মিঃ কারটারের বাড়িতে ঢোকার সময় জুপিটার তার সঙ্গীদের উদ্দেশ্যে বলল, 'লক্ষ্য করো, ঝোপঝাড়গুলো কেমন সুন্দর করে ছাঁটা হয়েছে, লনের ঘাসগুলোও পরিস্কার ছাঁটা, তেমন ফুলের বাগানটা সুন্দরভাবে পরিচর্যা করা হয়েছে। এর থেকে ধরে নেওয়া যেতে পারে, মিঃ কারটার একজন পরিস্কার পরিচ্ছন্ন মানুষ।'

জুপিটারই বেল টিপল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে গেলো। এবং দরজার ওপারে বলিষ্ঠ চেহারার একজন লোককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। তাঁর দৃষ্টি পড়েছিল তাদের দিকে।

'হ্যাঁ বলো বৎসরা, তোমরা কি চাও?'

'মাফ করবেন স্যার', নম্রভাবে বলল জুপিটার। 'আপনার প্রতিবেশী মিঃ অ্যালানের বাড়িতে এসেছিলাম। ওঁর রেড রোভার কুকুরটা ছ'দিন হলো নিখোঁজ, আপনি নিশ্চয়ই এ খবরটা জানেন। আমাদের আশঙ্কা, এই নিরুদ্দেশের ব্যাপারে আপনি কিছু জানেন কিনা।'

ভদ্রলোকের চোখ দুটি ছোট হলো। ভ্রু দুটো খাড়া হলো। চোয়ালে ভ্রুকুটির রেখা ফুটে উঠতে দেখা গেলো।

'তাহলে অ্যালানও তাঁর কুকুরটা হারিয়েছেন, বৈ কি? যাক বাঁচা গেলো। তাদের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া গেলো। আশাকরি অন্যদের কুকুরও নিখোঁজ হোক। আমি কুকুরদের ঘৃণা করি।'

পিট গোয়েন্দার দিকে রক্ত-আঁখি দেখালেন মিঃ কারটার। তাঁর হাত দুটো মুষ্টিবদ্ধ হতে দেখা গেলো। তিন কিশোর ভাবল, তিনি বোধহয় তাদের আক্রমণ করতে যাচ্ছেন।

জুপিটার তার কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব নম্র মার্জিত করে বলল, 'আপনার জন্তু-জানোয়ারদের পছন্দ না করার পিছনে উল্লেখযোগ্য কারণ আছে বলেই আমার ধারণা', বলল সে। 'সম্ভব হলে সেই কারণটা কি বুঝিয়ে বলবেন আমাদের?'

'কি করেছে তারা?' লোকটির কথাগুলো প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরল। 'তারা সব সময় যা করে থাকে, হয়তো তাই করে থাকবে। আকাশের চাঁদের দিকে তাকিয়ে সারা রাত ধরে চিৎকার করা, আমার ফুলের বাগান তছনছ করে দেওয়া, নলটা নোংরা করা, আমার ডাষ্টবিনটা উল্টে পাল্টে দেওয়া, পথের মাঝে প্রাতঃকৃত্য সারা ঐ তো তাদের কাজ। এ সব কারণেই কুকুরের প্রতি আমার কোনো সহানুভূতি কিংবা আগ্রহবোধ নেই। আশাকরি এ খবরটাই তোমাদের কাছে যথেষ্ট।'

'আমি দুঃখিত' সহানুভূতি সহকারে বলল জুপিটার। 'এ পাড়ায় আমরা নতুন। মিঃ অ্যালানের কুকুরটা আমরাই খুঁজে বার করার চেষ্টা করছি। কুকুরটা যদি আপনার বাড়ি কিংবা সম্পত্তির কোনো ক্ষতি করে থাকে, মিঃ অ্যালান নিশ্চয়ই সারানোর খরচা মিটিয়ে দেবেন আপনাকে। কুকুরটা হারিয়ে তিনি খুব মুষড়ে পড়েছেন। আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি, যে কোন কাজ তিনি এখন করতে পারেন।—'

'যে কোনো কাজ করতে পারেন,' ভদ্রলোক নিজের থেকেই আবার বললেন, 'ভাল কথা আমিও কিছু একটা করে দেখাতে পারি। তোমরা এখানে একটু অপেক্ষা করো। আমি কি করতে পারি দেখাচ্ছি তোমাদের।'

বলেই তিনি দরজার ওপারে চলে গেলেন। তিন কিশোর পরস্পরের দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে কিছু বলার আগেই তিনি আবার ফিরে এলেন। তাঁর হাতে একটা বড় আকারের শটগান।

'এই যে এই জিনিষ দেখছ,' তিনি তাঁর হাতের ষ্টেনগানটা দেখিয়ে বললেন, 'এটা দিয়েই আমি মোকাবিলা করব।' রাগে উত্তেজিত হয়ে তিনি বলতে থাকেন, 'অ্যালেনের সেই কুকুরটা কিংবা অন্য কোনো জানোয়ার আমার বাগান বাড়িতে ঢুকলে আমি এই অস্ত্রটাই ব্যবহার করব। আমার সম্পত্তি নষ্ট করার জবাব এটাই দেবে।'

হুমকি দেওয়ার ভঙ্গিমায় তিনি তাঁর হাতের ষ্টেনগানটা শূন্যে তুলে ধরলেন।

তিন □ আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল

মিঃ কারটার দারুন উত্তেজিত অবস্থায় তাঁর হাতের একটা আঙুল ট্রিগারের উপর শক্ত করে টিপে ধরলেন। 'আমি খুব ভাল বন্দুক চালাতে পারি, কখনো লক্ষ্যভ্রষ্ট হই না। আব কোনো প্রশ্ন আছে?'

মাথা নাড়ল জুপিটার, সে যে ভয় পেয়েছে, সেটা প্রকাশ না করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করল। 'না স্যার,' বলে সে, 'যদি আপনাকে বিরক্ত করে থাকি, তার জন্য আমি দুঃখিত। আপনার দিন ভাল যাক কামনা করে আমরা আপনার কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি স্যার।'

ঠোঁট চেপে প্রায় চিবিয়ে চিবিয়ে কথা বলার মতো করে তিনি বললেন, 'এই সব ঝগড়াটে কুকুরগুলোকে আমি যদি কখনো আর দেখতে না পাই, সেই দিনই আমার কাছে শুভ বলে বিবেচিত হবে। এখন কেটে পড়!'

সঙ্গে সঙ্গে তিন কিশোর ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল।

'ঘুরে দাঁড়াও!' বেশ গম্ভীর গলায় ভদ্রলোক বলে উঠলেন, 'আমি চাই না। তোমরা আমার মনটা নষ্ট করো!'

জুপিটার তার দুই সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে কাঁধ ঝাঁকাল। কাঁপা কাঁপা বুকে তারা শেষ বদমেজাজী লোকটার দিকে ফিরে তাকাল একবার। তিনি তখনো তাদের দিকে বন্দুক উঁচিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। এবার তিন কিশোর আর এক মুহূর্ত দাঁড়াল না সেখানে, রাস্তার দিকে এগিয়ে চলল।

'ছুটো না, আস্তে আস্তে চলো,' ফিস্‌ফিসিয়ে বলল জুপিটার। বব আর পিটি মাথা নাড়ল। তবে তাদের ভয় তখনো একেবারেই যায়নি। তখনো তাদের ভয় যদি হাতের শটগান থেকে গুলি ছুটে আসে? সে যাইহোক, মনে মনে দারুন আতঙ্কিত হলেও মুখে সেটা প্রকাশ করল না। তাদের এখন কেবল একটাই চিন্তা, কতক্ষণে লোকটার বন্দুকের নিশানা থেকে দূরে সরে যেতে পারবে।

আর সেই সময়ে হঠাৎ প্রচন্ড একটা শব্দ হতেই তারা তিনজন লাফিয়ে উঠল।

'ভয় নেই বন্ধু,' জুপিটার তার দুই সঙ্গীকে আশ্বাস দিয়ে বলল, 'মিঃ কারটার তাঁর বাড়ির সামনের দরজা অমন শব্দ করে বন্ধ করলেন।'

রাস্তার মাঝপথে এসে তারা থামল। পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখল তারা, তাদের পিছনে

নেই কেউ। মিঃ কারটারের ঘরের দরজা বন্ধ!

'ওঃ!' হাঁফ ছেড়ে বাঁচল বব। দরজাটা বন্ধ!

'দোনালাবন্দুক।' পিটি তার কপালের ঘাম মুছে ভয়ার্ত কণ্ঠে বলল, 'আর এক সেকেন্ড অপেক্ষা করলেই আমাদের মাথায় খুলি উড়ে যেত।'

'না সে রকম সম্ভাবনা ছিল না,' বলল জুপি। 'লক বোল্ট টা নিস্ক্রিয় করা ছিলো। সুতরাং আমরা নিরাপদেই ছিলাম।'

বব আর পিটি অবাক চোখে তাকাল তার দিকে। 'সেটা তুমি জানতে?' দোযারোপ করল পিটি, 'তাই তুমি সারাক্ষণ নিশ্চিন্ত ছিলে। আর আমরা ওদিকে তখন—'

'আমাদের গুলি করার ইচ্ছে মিঃ কারটারের ছিলো বলে আমার মনে হয় না,' জুপিটার বলল। 'তিনি কেবল রাগ দেখিয়ে গুলি করার অভিনয় করছিলেন, এই আর কি! কুকুরের প্রসঙ্গটা তুলতেই তিনি আমাদের উপর রেগে যান। আমি তাঁকে বন্দুকের ট্রিগার অফ করতে দেখছিনা। অতএব বুঝতেই পারছ বন্দুক উঁচিয়ে তাঁর হম্বিতম্বি ভাবটা নিছকই এটা হুমকি ছাড়া কিছু নয়।'

'আমার মনে হয়, এখন তাঁর আক্রমণের লক্ষ্য আর একটা,' পিটি বলে, 'মানুষ!'

কি যেন ভাবল জুপিটার একটু সময়। তাবপর মুখ খুলল সে, 'এরপর মিঃ কারটাবের কাছে অনুরোধ করতে এলে আমাদের আরো সতর্ক হতে হবে।'

ঘন ঘন মাথা নেড়ে পিটি বলল, 'না স্যার, তুমি চাইলে এরপর মিঃ কারটারের কাছে সতর্ক হয়ে এসো। আমার জন্য তোমাকে চিন্তা করতে হবে না, কারণ আমি আর যাচ্ছি না। আমি তোমাকে বলতে ভুলে গেছি, আমার গায়ের চামড়া বড্ড পাতলা।'

'আর আমাকে,' বব বলল। 'আমি যদি একান্তই গুলিবিদ্ধ হতে চাই। আমি বরং ওয়াটার পিস্তলই বেছে নেবো।'

'আমি যা বললাম,' 'জুপিটার বলল, 'আমার মনে হয়, মিঃ কারটার তার থেকেও অনেক বড় দরের অভিনেতা। আর মনে হয়, কুকুরগুলো নিরুদ্দেশ হওয়ার পেছনে তার হাত আছে।'

'তুমি ঠিকই বলেছো,' বব তাকে সমর্থন করল!

'আমাদর পরবর্তী সাক্ষাতকারীর সঙ্গে মিঃ কাবটাবেব খিট-খিটে মেজাজের তুলনা করা যেতে পারে।'

'তুমি আবার এখন এ সব কি বলছ?' ববকে জিজ্ঞেস করল পিটি।

মিঃ অ্যালানের বাড়ির ডান দিকের বাড়ির উদ্দেশে চলতে শুরু করে বলল জুপিটার, 'মনে নেই মিঃ অ্যালান বলেছিলেন, ওই জায়গায় দুজন প্রতিবেশীর বাড়িতে কুকুর নেই। প্রথম জনের সঙ্গে আমরা দেখা করেছি—তিনি মিঃ কারটার। এবার অপরজন মিঃ আর্থার সেলবিকে কিছু প্রশ্ন করতে হবে।'

বুক সমান উঁচু লোহার গেট তাদের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াল। রাস্তা থেকে অনেকটা ঢুকে মিঃ সেলবির বিরাট বাড়ির দিকে তাকিয়ে তিন কিশোর পরস্পরের দিকে মুখ চাওয়া-চায়ি করল।

'দেখে তো মনে হচ্ছে সব ঠিক,' বলল বব। 'আমার মনে হয় না, কোথাও গোলাবারুদের গন্ধ পাওয়া যেতে পারে।'

ইঞ্চিখানেক এগিয়ে গিয়ে নিচের আর উপর তলায় জানালার দিকে তাকিয়ে পিটি বলল, 'আমার মনে হয় না, কেউ আমাদের উপর নজর রাখছে। হয়তো মিঃ সেলবি বাড়িতে নেই।'

জুপিটার সামনের দিকে এগিয়ে যেতে গিয়ে বলল, 'তাঁকে খুজে বার করা খুবই সহজ। এখন আমাদের যা করণীয় তা হলো এই গেটটা পেরনো, আর—'

হাঁ করে থমকে দাঁড়াল সে। তার সঙ্গীরাও ঢোক গিলল হাঁ করে। কি অদ্ভুত। জুপিটার গেটটা স্পর্শ না করলেও আপনা থেকেই গেট খুলে গেলো।

'এটা তুমি কি করে সম্ভবপর করে তুললে?' পিটি জানতে চাইল। 'তা তুমি কি যাদুবিদ্যাও শিখে ফেলেছ?'

'না তা নয়। কে জানে হয়তো হাওয়ায় গেটটা খুলে গিয়ে থাকবে,' বব তার মতামত জানাল।

মাথা নাড়ল জুপিটার। সেই সঙ্গে হাত তুলে সবাইকে থামিয়ে দিলো এবং জুপ পিছিয়ে গেলো। লোহার গেটটা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

জুপিটার পায়ে পায়ে হেঁটে গেটের একেবারে কাছাকাছি চলে গেলো আবার। 'খুব সহজ ব্যাখ্যা,' 'বলল সে, ইলেকট্রনিক গেট। মানুষের চোখ দিয়ে দেখার পদ্ধতিতে তৈরী। এই ইলেকট্রনিক গেটের বৈশিষ্ট্য হলো, গেটের সামনে একেবারে ঘন হয়ে দাঁড়ালেই গেট খুলে যাবে। এয়ারপোর্ট, সুপারমার্কেট এবং অন্য আরো আধুনিক বিল্ডিং-এ ইলেকট্রনিক সিষ্টেমে গেট কিংবা দরজা খোলার ব্যবস্থা নিশ্চয়ই তোমরা দেখে থাকবে।'

গেটের দিকে স্থির দৃষ্টি রেখে পিটি বলল, 'হ্যাঁ, অবশ্যই দেখেছি। কেবল এর আগে কোনো প্রাইভেট হাউসে দেখিনি, এই আর কি।'

'আধুনীকিকরণের ঈঙ্গিত শুভই বলা যেতে পারে,' উৎফুল্ল হয়ে বলল জুপিটার। 'ব্যাপারটা তাহলে এই দাঁড়াচ্ছে, মিঃ সেলবি যখন তাঁর বাড়ির গেটে ইলেকট্রনিক ডিভাইস লাগিয়েছেন, তখন ধরে নেওয়া যেতে পারে, তিনি নিশ্চয়ই কুসংস্কারাচ্ছন্ন নন। ঠিক এ ধরণের লোকের সঙ্গে আমরা কথা বলতে চাই। বিশেষ করে এ পাড়ায় ড্রাগনের আবির্ভাব প্রসঙ্গে আলোচনা করতে বাধা নেই।'

গেট পেরিয়ে এগিয়ে চলল জুপিটার, অপর দুই সঙ্গী অনুসরণ করল তাকে। খানিকটা গিয়ে লনের মাঝখানে কারুকার্যখচিত একটা সূর্যঘড়ি চোখে পড়ল তাদের। আর তাদের সামনেই একটা বিরাট ফুলের জাফরি বা মাচা দেখতে পেলো। তারা সেই মাচার নিচে দিয়ে যেতে থাকে। হঠাৎ মাঝ পথে সেই মাচাটা খসে পড়ল।

স্বভাবতই তিন কিশোরকে থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হলো। মাচার সামনের দিকটা খসে পড়ে তাদের সামনে। আর তাদের পিছনে পড়ে থাকে মাচার পিছন দিকটা হিস্‌হিস্‌ শব্দ তুললে। একটা বিরাট ধাতব জালের খাঁচায় আটকে পড়ে গেলো তারা। তাদের মাথার উপর ফুলের বাহার।

'আমার মনে হয়, এটা একটা ঠাট্টা,' কাঁপা কাঁপা গলায় বলল জুপিটার, তাকে একটু নার্ভাস হতে দেখা যায়। 'এটা কতকটা লোহার শিকে তৈরী দরজার মতোন। সাধারণতঃ এ ধরণের দরজা দুর্গে প্রবেশের মুখে থাকে,' ব্যাখ্যা করল জুপিটার।

'লাইব্রেরীতে পুরনো বই-এর ছবিতে আমি দেখেছি,' উত্তেজিত হয়ে বব বলল, 'আসলে দুর্গের পরিখা পেরিয়ে যাওয়ার পর এটাই হলো শেষ প্রতিরোধের ব্যবস্থা।

'সেরকম কোনো পরিখা আমরা পেরিয়ে এসেছি বলে তো আমার মনে পড়ছে না,' ভয়ে ভয়ে প্রতিবাদ করে উঠল পিটি।

আবার সেই হিস্‌হিস্‌ শব্দ। মাচাটা যেমন হঠাৎ তাদের ঘাড়ে এসে পড়ল, তেমনি হঠাৎ সেটা আবার উঠে যায় তাদের মাথার উপর। সেই অদ্ভুত দৃশ্যটা দেখে তিন কিশোর পরস্পরের দিকে তাকায়।

'আমার মনে হয় মিঃ সেলবির রসিকতাবোধ আছে,' হাঁফ ছেড়ে যেন বাঁচল জুপিটার। 'চলো, 'এবার যাওয়া যাক।'

এই বলে এক কদম এগিয়ে যেতে উদ্যত হয়, পিটি তার হাত চেপে ধরে। 'তুমি ভুল পথে চলেছ জুপি,' বলল সে, 'আমরা তাদের দুর্গে প্রবেশ করি, এটা হয়তো তারা চায় না।'

মাথা নেড়ে হাসল জুপিটার। 'প্রথমে স্বয়ংস্ক্রিয় ইলেকট্রনিক ডিভাইসে গেট খুলে যাওয়া। তারপর আবার ইলেকট্রনিক নিয়ন্ত্রিত মাচা। দেখে মনে হচ্ছে, মিঃ সেলবি বৈজ্ঞানিক গ্যাজেট ব্যবহারে অভ্যস্ত। এ অবস্থায় তাঁর সঙ্গে দেখা না করাটাই লজ্জাকর।

জুপি আবার এগিয়ে যেতে থাকে এবং তার দুই সঙ্গী অলস ভঙ্গিতে তাকে অনুসরণ করতে থাকে। দাঁত বার করে হাসতে হাসতে দরজার কলিংবেল টিপে ধরে সে।

আর তখনি সে অস্ফুটে চিৎকার করে উঠল, 'ওরে বাবারে।' সঙ্গে সঙ্গে হাতটা কোনো রকমে সরিয়ে নিয়ে বলে উঠল সে, 'কলিংবেলে ইলেকট্রিক চার্জ দেওয়া আছে! বৈদ্যুতিক শক্‌ পেলাম।'

'ঠিক আছে, মিঃ সেলবির এ ধরনের রসিকতার যথেষ্ট পরিচয় আমি পেলাম,' অসহিষ্ণু গলায় বলল পিটি। 'আমি জোর দিয়ে বলছি, এই মুহূর্তে এ ধরনের একটা জোকারের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ইচ্ছা বাতিল করে দিয়ে আমাদের এখন ফিরে যাওয়া উচিত।'

'আমি পিটির সঙ্গে আছি,' বব তাকে সমর্থন করে বলল, 'আমার এখন ধারণা, মিঃ সেলবি চান না আমরা এখানে আর থাকি, বোধহয় তিনি বার বার এ ধরনের রসিকতার মাধ্যমে সেই কথাটাই বোঝাতে চাইছেন।'

'না, আমার তা মনে হয় না,' সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে উঠল জুপিটার। 'আসলে আমার ধারণা, তিনি আমাদের পরীক্ষা করে দেখছেন। তিনি আমাদের ভয় পাইয়ে দিয়ে আমাদের নার্ভ কত শক্ত, সেটাই দেখতে চাইছেন, এই আর কি!'

জুপিটারের এ হেন যুক্তির প্রত্যুত্তরে সামনের দরজায় একটা ক্লিক শব্দ হওয়া মাত্র নীরবে দরজা খুলে যায়।

'চমৎকার,' প্রশংসায় গদ্গদ হয়ে বব বলে উঠল, 'দেখছি, সারা বাড়িটা তিনি ইলেকট্রনিক ডিভাইসে জড়িয়ে রেখেছেন।'

খুব সাবধানে দরজার চৌকাঠ পেরলো তারা। ঘরের ভেতরটা অন্ধকার এবং শান্ত।

গলা পরিস্কার করে আস্থার সঙ্গে জুপিটার বলার চেষ্টা করল, 'শুভ দিন মিঃ সেলবি। আপনার প্রতিবেশী পাশের বাড়ির মিঃ অ্যালানের পরামর্শ মতো আমরা তিন গোয়েন্দা আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। ভেতরে আসতে পারি স্যার?'

কোনো উত্তর নেই। তারপর দূর থেকে একটা ক্ষীণ অস্পষ্ট শব্দ তাদের কানে এলো। শব্দটা ক্রমশ যেন কাছে আসতে থাকে, এবং এখন শব্দটা খুব স্পষ্ট যেন শুনতে পায় তারা। অন্ধকার ধোঁয়াটে ঘরের ছাদ থেকে শব্দটা যেন ভেসে আসছিল। হঠাৎ তারা যেন ঠান্ডায়

জমে গেলো। একটা বিরাট কালো রঙের কিছু যেন তাদের দিকে ধেয়ে আসছিল। সেই সঙ্গে হুইসিলের তীক্ষ্ণ শব্দ।

একটা বিরাট কালো চিলের মতো, গলায় ভয়ঙ্কর কর্কশ শব্দ, তার ঠোঁট দুটো খোলা, হিংস্র নখগুলো প্রসারিত, দু'চোখে আগুন, হঠাৎ সবেগে নেমে আসতে থাকল তাদের উপর।

চার □ আশ্চর্যজনক হাত

'মাথা নিচু করো!' চিৎকার করে উঠল পিটি।

মেঝের উপর লুটিয়ে পড়ল তারা তিনজন।

উড়ন্ত পাখিটা এবার ধীর গতিতে তাদের দিকে এগিয়ে আসতে থাকে। তার বড় বড় হিংস্র চোখগুলো সক্রিয় হয়ে ওঠে তাদের শরীরে আঁচড় কাটার জন্য। পারলে এখনি যেন ক্ষত-বিক্ষত করে দেয় নরম শরীরটা। তারপর তাদের থেকে এক ফুট উপর পর্যন্ত নেমে আশ্চর্যজনক ভাবে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল সেই অদ্ভুত পাখিটা।

জুপিটার তার চোখ বাঁচাতে হাত দুটো তুলে চোখ ঢাকল। আঙুলের ফাঁক দিয়ে পিট পিট করে দেখল সে সেই আস্ত প্রাণীটাকে। তারপর উঠে বসল সে। তার মুখের ভাব পরিবর্তন হতে দেখা গেলো, একটু আগের ভীত সন্ত্রস্ত ভাবটা তার মুখ থেকে উধাও, তার বদলে একটা খুশির ভাব প্রকাশ পেলো সেখানে।

'কি বললে?' চিৎকার করে উঠল পিটি। অবিশ্বাস্য ভাবে নির্ভয়ে সে এখন মাথা তুলল। ববও সেইভাবে অনুসরণ করল তাকে।

সেই কালো পাখিটা তেমনি ঝুলতে থাকে, সেটা একটা তামার তারে ঝুলছিল। সেটার হলুদ দুটি চোখের দৃষ্টি নিবদ্ধ তাদের উপর। তবে চোখের দৃষ্টি অনুভূতিগ্রাহ্য।

'এ একটা খেলনা পাখি,' বলল জুপিটার। এবার সে উঠে দাঁড়িয়ে স্পর্শ করল পাখিটাকে। 'মনে হচ্ছে প্লাস্টিক আর তার দিয়ে তৈরী।'

'ওহে বৎস!' বিরক্ত হয়ে বলে উঠল পিটি।

অন্ধকার ঘরের ভেতরে বুক কাঁপানো হাসির রোল উঠল। আর তখনি তাদের মাথার উপরে আলোগুলো জ্বলে উঠল।

কালো পোষাকে আগাগোড়া মোড়া একজন দীর্ঘদেহী লোককে তাদের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল তারা। লোকটা তাকিয়েছিল তাদের দিকে। তার মাথার চুল ছোট ছোট করে ছাঁটা, গাত্রবর্ণ তামাটে লাল রঙের।

'রহস্যময় দুর্গে স্বাগতম,' গম্ভীর গলায় বলল সে। তারপর আগের চেয়ে দ্বিগুণ জোরে হাসতে হাসতে ফেটে পড়ল সে। হাসতে হাসতে কাশি এসে গেলো তার।

'লোকটার যে রসবোধ আছে, আমি নিশ্চিত,' বিড়বিড় করে বলল পিটি।

লাল চুলের দীর্ঘদেহী লোকটা এবার ভাল করে সোজা হয়ে দাঁড়াল। তার নীল চোখ দুটি উজ্জ্বল এবং জলে ভরা। 'আমি সেলবি কথা বলছি। পাখিটা তোমাদের কামড়ানোর আগেই ওটা সরিয়ে নিই।'

তারা তিনজন এবার উঠে দাঁড়াল। লোকটা তাদের কাছ ঘেঁষে এসে দাঁড়াল। নিশ্চয় পাখিটার গা থেকে পরের হুকটা খুলে ফেলল সে। ছাদের দিকে তাকিয়ে হাসল জুপিটার।

'ছাদের ওই ন্যারো-গেজের ট্র্যাকের উপর দিয়ে ওটা চলছিল।' বলল সে। 'ঠিক ইলেকট্রিক

ট্রেনের মতো আর কি।'

বব ও পিটি ছাদে সেই ট্র্যাকের দিকে তাকাল মাথা উঁচু করে। 'ইলেকট্রিক ট্রেন আমার খুব পছন্দ।' বলল পিটি, 'তাতে আমি ভয় খাই না।'

দাঁত বার করে হাসল মিঃ সেলবি। 'আমি তোমাদের বোকা বানিয়ে দিয়েছি তাই না? তার জন্য আমি খুবই দুঃখিত। 'ইলেকট্রনিক ডিভাইস, গ্যাজেট এসব আমার হবি।' হাত নেড়ে সে তার পিছনে ঘরের বাকি অংশের দিকে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। তিন কিশোর পিছন দিকে তাকিয়ে দেখল একটা বিরাট ওয়ার্কশপ, যন্ত্রপাতি, কাঠের টুকরো চারদিকে ইতস্তত ছড়ানো রয়েছে।

মিঃ সেলবি তার পাখিটা ওয়ার্কশপের টেবিলের উপর রেখে জিজ্ঞেস করল, 'তা বৎস, তোমাদের এখানে আগমনের হেতুটা কি জানতে পারি?' তার কণ্ঠস্বর এখন স্বাভাবিক।

মিঃ সেলবির হাতে তাদের একটা বিজনেস কার্ডটি তুলে দিয়ে জুপিটার বলল, 'এটা দেখলেই সব বুঝতে পারবেন স্যার। আমরা সব রহস্য সমাধান করতে চাই।'

লাল চুলের লোকটি কার্ডটার উপর চোখ রেখে পড়ল সেটা। তবে প্রশ্নচিহ্নগুলো নিয়ে কোনো প্রশ্ন করল না। তারপর মৃদু হেসে কার্ডটা ফেরত দিতে গিয়ে বলল, 'আমার অনুমান, এখানে কুকুর মিসিং হওয়ার রহস্যের কথাই বলছ তুমি?'

'সমস্ত, ঘটনার কথা আমরা যখন জানতে পারব,' ধীরে ধীরে বলল জুপিটার। 'তখন হয়তো কেবল মাত্র একটা রহস্যে পরিণত হবে।' আমরা মিঃ অ্যালেনের আইরিশ কুকুরটা খুঁজে বার করতে সাহায্য করছি। তবে আমার ধারণা, সমুদ্র তীরে নিখোঁজ হওয়া অন্য আরো কুকুরের সঙ্গে মিঃ অ্যালানের কুকুরটা নিখোঁজ হওয়ার সঙ্গে একটা সম্পর্ক আছে। আপনার কি মনে হয়?'

'হতে পারে,' বলল মিঃ সেলবি। 'তবে এখানকার প্রতিবেশীদের সঙ্গে আমার খুব একটা যোগাযোগ নেই। কিন্তু কুকুর উধাও হওয়ার খবর আমি শুনেছি। অ্যালেন তো বাইরে ছিলো। সে যে ফিরে এসেছিল, আমি জানতাম না। তবে তার রেড রোভার কুকুরটা উধাও হওয়ার খবর থেকেই তার ফিরে আসার কথা জানতে পারি। আশা করি তোমরা তার কুকুরকে খুঁজে বার করবে।'

'সেটাই তো আমাদের কাজ,' বলল জুপিটার। 'কিন্তু কিছু খবর পেলে আমরা সেই খবরগুলো কাজে লাগাতে পারতাম। আমি ভাবলাম, মিঃ অ্যালানের প্রতিবেশীদের সঙ্গে আলোচনা করলে কিছু খবরা-খবর পাওয়া যেতে পারে। এই একটু আগে রাস্তার ঠিক ওপারে মিঃ কারটারের সঙ্গে কথা বলতে গিয়েছিলাম। আপনি তাঁকে চেনেন নাকি?'

হাসল সেলবি। 'এখানে কেই বা তাকে চেনে না বলো? আমার চুল লাল, সবাই চেনে। আর কারটার বদমেজাজী লোক হিসেবে পরিচিত। আমার মনে হয়, সে তোমাদের স্টেনগান দেখিয়েছে?'

কাঁধ ঝাঁকাল জুপিটার। 'তিনি আমাদের ভয় দেখাতে চেয়েছিলেন। সৌভাগ্যবশত, সেফটি-ক্যাচটা অফ করে রেখেছিলেন তিনি। তাঁর অভিযোগ, কুকুরগুলো অনধিকার প্রবেশ করে তাঁর সম্পত্তি নষ্ট করেছে। খোলা-খুলি ভাবেই বলেছেন, কুকুরকে ঘৃণা করেন তিনি।'

দাঁত বার করে হাসল সেলবি। 'আরে, কারটার তো সব কিছুই ঘৃণা করে। তাছাড়া প্রত্যেককেই ঘৃণা করে সে।'

'আপনি তো সব লোককেই ভয় করেন, তাদের হাত থেকে বাঁচার জন্য অন্য পথ বেছে নিচ্ছেন।' হঠাৎ পিটি বলে ফেলল এত বড় একটা সত্য কথা। 'এই যে আপনি আপনার বাড়িতে এতো যে ইলেকট্রনিক ডিভাইস আর গ্যাজেটের চতুর ফাঁদ পেতে রেখেছেন মতলব কি জানতে পারি?'

চকিতে একবার পিটিকে দেখে নিলো লাল চুলের লোকটি। রাগ নয়, মজাই পেলো সে যেন। আমি অবাক হচ্ছি, কি করে তোমরা আমার কাছে এলে। আমি লোককে খুব একটা ঘৃণা করি না। তবে কেউ যদি অযথা বিরক্ত করে। তখন আমি তাকে সহ্য করতে পারি না। তাই সেই ঝামেলা এড়ানর জন্যই আমার এই ইলেকট্রনিক গ্যাজেটের আশ্রয় নেওয়া। তোমাদের ভয় করি নাকি আমি?'

'ও কথা আপনি আগে বলতে পারেন,' বিড়বিড় করে বলল পিটি।

আবার হাসল সেলবি। 'আমি একজন ইঞ্জিনিয়ার। আমি একজন সখের আবিষ্কারক। এই সব গ্যাজেটের ব্যবস্থা করাটা আমার কাছে হাস্যস্পদ। কিন্তু জোর গলায় বলতে পারি, এতে কেউ আঘাত পায় না।'

চকিতে একবার কব্জিঘড়ির দিকে দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে তিনি বললেন, 'এখন বলো বৎস, কিভাবে আমি তোমাদের সাহায্য করতে পারি?'

'নিখোঁজ হওয়া কুকুবগুলোর ব্যাপারে,' জুপিটার বললল, 'আপনার কি ধারণা জানতে পারলে আমাদের কাজের পক্ষে সুবিধে হবে।'

মাথা নাড়ল সেলবি। 'আমি দুঃখিত। খবর থেকে জানতে পারি, কুকুরগুলোকে পাওয়া যাচ্ছে না। ব্যাস, এর বেশী কিছু আমার জানা নেই। তোমরা বরং কুকুরদের মালিকদের সঙ্গে কথা বলে দেখতে পারো।'

'আমরা কেবল আপনার পাশের বাড়ির মিঃ অ্যালানের সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বলেছি,' বলল জুপিটার। 'উনি আমাদের একটা ক্লু দিয়েছেন বটে, কিন্তু সেটা অবিশ্বাস্য।'

'ওহো,' লাল চুলের লোকটার ভ্রু উঁচু হলো। 'তা সেই ক্লুটা কি জানতে পারি?'

ঠোঁট চেপে জুপিটার একটু ইতস্তত করে বলল, 'মুশকিলটা হচ্ছে কি জানেন, জানি না বলাটা আমাব ঠিক হবে কিনা! আর মিঃ অ্যালান অন্য কাউকে বলার অনুমতি দেবেন কিনা, তাও জানি না।'

'কেনই বা দেবেন না শুনি?' দাবি করলে সেলবি।

'আমার মনে হয়, কথাটা জানাজানি হয়ে গেলে মিঃ অ্যালান একটু বেকায়দায় পড়তে পারেন।' বলল জুপিটার। 'আমি দুঃখিত মিঃ সেলবি।'

দীর্ঘদেহী লোকটি কাঁধ ঝাঁকালেন। 'আমার অনুমান, এই কেসের ব্যাপারে তুমি একজন আইনজ্ঞের ভূমিকা নিয়েছ। তোমার মক্কেলের আস্থা হারাতে চাওনা তুমি। সেরকম কিছু হবে নাকি?'

মাথা নেড়ে সায় দেয় জুপিটার। 'তাছাড়া, ব্যাপারটা একটা অদ্ভুতও বটে। আপনি তাঁর পাশের বাড়িতেই থাকেন। আমার তো মনে হয় তিনি যে রহস্যজনক দৃশ্য দেখেছেন, সেটা আপনিও না দেখেও থাকতে পারেন না। এখানে সেরকম কোনো অস্বাভাবিক কিছু আপনি দেখেননি?'

দেঁতো হাসি হাসল সেলবি। 'তুমি দেখছি, খুব ভাল ভাল শব্দ চয়ন করে কথা বলতে

পারো। তুমি মনে করলে অনেক পরিস্কার কথা বলতে পারো।'

'আপনি নিশ্চয়ই ছেলেমানুষি করছেন না,' অধৈর্য হয়ে পিটি বলেই ফেলল, 'জুপি যে কথা বলতে পারছে না, তা হলো, সেদিন রাতে সমুদ্র থেকে একটা ড্রাগনকে উঠে আসতে দেখেছিলেন মিঃ অ্যালান।'

'পিটি, এ কথা তোমার প্রকাশ করা উচিত হয়নি,' একটু অসহিষ্ণু হয়ে জুপিটার বলে উঠল, 'আমাদের মক্কেল বিশ্বাস করেনা বলে, আমাদের সেটা গোপন রাখা উচিত।'

'আমি দুঃখিত,' বিড়বিড় করে পিটি। 'এ ব্যাপারে চিন্তা করতে গিয়ে আমার মনে হয়, আমি বোধহয় নার্ভাস হয়ে পড়েছিলাম।'

'ড্রাগন?' বলল মিঃ সেলবি। 'অ্যালান যেটা নিজের চোখে দেখেছিল বলে দাবি করেছে তোমাদের কাছে?'

একটু ইতস্তত করল জুপিটার। তারপর কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল সে, 'ঠিক আছে, কথাটা যখন আমার সঙ্গীর মুখ থেকে বেরিয়েই গেছে, তখন সব খুলেই বলা যাক। আমার ধারণা, তিনি যে সেদিন ড্রাগনের দেখা পেয়েছিলেন এ কথা প্রতিবেশীরা জানতে পারলে তাঁরা তাঁকে পাগল ভাবতে পারে। এই আশঙ্কায় ব্যাপারটা তিনি আমাদের গোপন রাখতে বলেছিলেন। তাতে তিনি এই রকমই দাবি করেছিলেন।'

ঘন ঘন মাথা দুলিয়ে মিঃ সেলবি বলে উঠল, 'অসম্ভব!'

'তিনি আবার এও বলেছেন, ড্রাগনের গলার আওয়াজও তিনি নাকি শুনতে পেয়েছিলেন।' বব বলল। 'আর সেটা যখন তাঁর বাড়ির নিচে গুহার মধ্যে প্রবেশ করে তখনি তিনি সেই আওয়াজটা শুনতে পান।'

'তাহলে আমার ধারণা, আমরা আদৌ আর কিছু গোপন রাখলাম না।' জুপিটার বলল, 'কিন্তু সত্যি সত্যি যদি সেখানে ড্রাগন কিংবা বিপজ্জনক কোনো জন্তু-জানোয়ার থেকে থাকে, আপনি নিশ্চয়ই জানেন। মানে সেই সময় যদি আপনি সমুদ্রতীরে নেমে থাকেন। ভবিষ্যতেও তো যেতে পারেন, সেই জন্য আর কি।'

'সতর্ক করে দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ,' বলল মিঃ সেলবি, 'কিন্তু আমি খুব কমই সমুদ্রতীরে গিয়ে থাকি। দেখ, আমি খুব একটা ভাল সাঁতারও জানি না। আর সেই গুহাগুলোর কথা বলছ, বহুদিন আগেই আমরা জেনেছি, ওখানে যাওয়া ঠিক নয়। গুহাগুলো খুবই বিপজ্জনক।'

'তা বিপজ্জনক।'

হাসল সেলবি। 'সেখানে ড্রাগনের অস্তিত্ব থাকার কথা প্রকাশ হওয়ায় অনেক আগে থেকেই গুহাগুলো বিপজ্জনক বলে মনে হতো। এখানকার সমুদ্র উপকূলে ধ্বস নামাটা নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। এমন কি কোনো সময়ে তোমাদেরও জীবন্ত কবর হয়ে যেতে পারে।'

'শুনেছি এক সময় ওই গুহাগুলো স্মাগলাররা ব্যবহার করত,' বলল জুপিটার।

মাথা নেড়ে সায় দিলো সেলবি। 'হ্যাঁ, সে বহু বছর আগে।' গভীর দৃষ্টি দিয়ে তিন কিশোরের দিকে তাকাল সে। 'আমি জানি, তারুণ্যের চঞ্চলতা, উৎসাহ কতই না তীব্র। তোমাদের মতো বয়সে আমি যদি ড্রাগনের কাহিনী শুনতাম, হয়তো আমিও অনুপ্রাণিত হয়ে নিচে নেমে যেতাম, গুহাগুলো নিজের চোখে একবার ঠিক দেখে আসতাম। তোমরা যদি তাই করো, সাবধান, গুহাগুলো সত্যিই খুব বিপজ্জনক।'

'ধন্যবাদ মিঃ সেলবি,' বলল জুপিটার। 'তাহলে আপনার মতে মিঃ অ্যালানের বর্ণিত ড্রাগনের

কোনো অস্তিত্বই নেই এখানে?'

হাসল সেলবি। 'তা তুমি কি মনে করো?'

জুপিটার তার হাতটা বাড়িয়ে দেয় মিঃ সেলবির দিকে বিদায় নেওয়ার জন্য। 'ঠিক আছে—'

আবার হাসল মিঃ সেলবি।

'ঠিক আছে,' বলল জুপিটার। 'আমাদের সঙ্গে কথা বলার জন্য অজস্র ধন্যবাদ। উনি ঠিক যা দেখেছেন, হয়তো আমরা সেটা খুঁজে বার করব।'

'আমিও তাই মনে করি,' বলল মিঃ সেলবি। 'আমি জানি, এক সময় অ্যালান অনেক হরর ছবি তৈরী করেছিল। হয়তো এমনো হতে পারে, তার কোনো বন্ধু কিংবা শত্রু তার সঙ্গে এরকম বাস্তব রসিকতা করছে।'

'সেটা সম্ভব,' স্বীকার করল জুপিটার।

'সেরকম ভেবে, লোকেরা চরমে উঠে যায়, দিক-বিদিক জ্ঞান আর থাকে না তখন। বৎস, আমি অত্যন্ত দুঃখিত তোমাদের সাহায্য করতে না পারার জন্য চলো, আমি তোমাদের দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসি।'

আগে আগে এগিয়ে গিয়ে মিঃ সেলবি দরজা খুলে দেয়। তারা চলে যেতে উদ্যত হলে জুপিটারকে থামিয়ে দিয়ে তার দিকে হাত বাড়িয়ে দেয় সে। 'ভাগ্য তোমাদের উপর সদয় হোন।'

হাত বাড়িয়ে দিয়ে তার হাতে ঝাঁকুনি দিয়ে করমর্দন করে বলল জুপিটার, 'ধন্যবাদ স্যার।'

ভেতরে থেকে দরজা বন্ধ হয়ে যায় স্বয়ংক্রিয়ভাবে। এবং তারপরেই জুপিটার তো থ। হাঁ করে তাকিয়ে থাকে সে তার সাথীদের দিতে, তার হাতটা থরথর করে কাঁপতে থাকে।

মিঃ সেলবির ডান হাতটা খুলে এসেছে। আর তার সেই খন্ডিত হাতটা তার হাতের মুঠোয় তখন।

পাঁচ □ সমুদ্র বীচে গণ্ডগোল

জুপিটার তার নিজের হাতের দিকে তাকিয়ে ভয়ঙ্কর বিস্ময়ে চমকে উঠল। মিঃ সেলবির খন্ডিত হাতটা তার হাতে চলে এলো কি করে? ঠিক মানুষের মতোই হাতটার রঙ এবং সত্যিকারের মানুষের হাতের মতোই দেখতে! জুপিটারের মতো স্থির মস্তিষ্কের ছেলেও ঘাবড়ে গেলো। ভয়ে তার বুক শুকিয়ে যাচ্ছিল, হাঁ করে নিঃশ্বাস নিয়ে সেটা সে তার হাত থেকে ফেলে দিলো। একটা বিকট চিৎকার করে।

তার দুই সঙ্গী গোয়েন্দা তার চিৎকার শুনে পিছন ফিরে তাকায়।

'জুপি!' পিটিও চিৎকার করে উঠল, 'কি ব্যাপার?'

'আরে, এ যে দেখছি মানুষের হাত!' আঁতকে উঠল বব।

'ওটা মিঃ সেলবির হাত,' জুপিটার তাদের বোঝায়। 'ওঁর সঙ্গে করমর্দন করার সময় হাতটা বেরিয়ে আসে।'

'কি বললে?' চমকে উঠল পিটি।

'ওটা খুলে বেরিয়ে গেছে,' জুপিটার নিজের কথার পুনরাবৃত্তি করে বলল, তবে কেমন করে জানি না।'

ওদিকে মিঃ সেলবির বাড়ির ভেতর থেকে হাসির শব্দ উঠল, সে হাসি যেন আর থামতে চায় না, হাসির পরেই খক্ খক্ করে কাসল।

'এ আমারই দোষ বন্ধু।' স্বীকার করল জুপিটার। 'মিঃ সেলবি যে বাস্তবে একজন জোকার, কথাটা আমি ভুলেই গিয়েছিলাম।'

কাটা হাতটা মাটি থেকে তুলে নিয়ে বব আর পিটিকে দেখাল জুপিটার। 'এটা একটা মানুষের সত্যিকারের হাতের মতোই দেখতে,' বব সেটা নিরীক্ষণ করে বলল, হয়তো মিঃ সেলবি কৃত্রিম হাত ব্যবহার করে থাকেন। আর এই হাতটা খুলে আসাটা একটা দুর্ঘটনা মাত্র।'

মাথা নেড়ে সায় দেয় জুপিটার। 'একটু আগে তুমি ওঁকে হাসতে শুনেছ তো? ওঁর সেই হাসির উল্লাস শুনে মনে হলো, এটাও ওঁর আর একটা তামাসা। ব্যাস এইটুকুই। মানুষকে ভয় পাওয়ানোর রাস্তা তিনি বেশ ভালই বার করেছেন দেখছি।'

'হ্যাঁ,' ব্যাঙ্গ করে বলল পিটি। 'খুবই কৌতুকেব ব্যাপার। চলো, এখান থেকে আগে বেরিয়ে পড়া যাক। আমাদের সুব্যবস্থা দেখে উনি অন্য কিছু ভাববার আগেই এখান থেকে সরে পড়তে হবে।'

নকল হাতটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে হাঁটতে শুরু করে দেয় বব। অন্য দুজন সঙ্গী তাকে অনুসরণ করে।

আগের মতোই গেটটা নিঃশব্দে খুলে গেলো। বাইরে বেরিয়ে এসে বব মন্তব্য করল, 'যাই হোক, উনি একজন যে ভাল স্পোর্টসম্যান, সে কথা স্বীকার করতেই হবে। ওঁর গেটটা যে আমাদের আঘাত করেনি, সেটা মানতেই হবে।'

'চলো, এগিয়ে যাওয়া যাক,' পিটি তাড়া দেয়। অনেক দূরে গিয়ে যেখান থেকে ওঁর আসল কিংবা নকল হাত আমাদের ক্ষতি করার সম্ভাবনা যখন দেখতে পাবো না, তখন মৌজ করে ওঁর কথা চিন্তা করা যাবেখন।'

হাঁটতে হাঁটতে শেষ পর্যন্ত একটা নিরাপদ জায়গায় এসে বব জিজ্ঞেস করল। এখন কি করবে? আমাদের তুলে নিয়ে যাওয়ার জন্য হানসের অপেক্ষায় থাকবে?'

'আমাদের হাতে এখনো কিছু সময় আছে,' জুপিটার বলল, 'বাড়ি ফেরার আগে নিচে, সমুদ্রতীরে গুহাগুলো একবার দেখে এলে কেমন হয়?

টিলার উপর দাঁড়িয়ে নিচে সমুদ্রতীরের দিকে তাকিয়ে পিটি বলে উঠল, 'তুমি কি মনে করো সেই ড্রাগন কোনো একটা গুহার মধ্যে আশ্রয় নিয়েছে? ভোটে আমার রায় কি হবে জানো জুপি? ছোট্ট দুটি শব্দ—ভুলে যাও।'

মাথা নাড়ল জুপিটার। 'বব, তোমার কি মনে হয়?'

'পিটির মতোই,' উত্তরে বব বলল, 'তাছাড়া তুমি তো শুনলে, মিঃ সেলবি আমাদের বলেছিলেন, গুহাগুলো ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক। ড্রাগনের ব্যাপারে আমি কিছু জানি না, কিন্তু কেউ নামলে সেটা সুখের হবে কিনা জানি না।'

'আমার মতে, আমাদের একবার দেখে আসা উচিত,' বলল জুপিটার। 'তারপর বাড়ি ফিরে গিয়ে এর বিরুদ্ধে কি করা যায়, তার একটা ভাল অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পারব।'

'দেখলে, জুপিটার কান্ডটা দেখলে?' পিটি অনুযোগ করল, 'গুহায় না যাওয়ার পক্ষে আমাদের দুজনের ভোট একেবারে বাতিল করে দিলোও?'

'আমাদের থেকে অনেক বেশী জেদী ও,' কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল বব, 'সম্ভবত তুমি আর

আমি অনেক বেশী ভাল ছেলে।'

'হ্যাঁ, তা যা বলেছ,' আবার জুপিটারের দিকে তাকিয়ে পিটি বলে, 'চলো, জুপিকে অনুসরণ করা যাক। কে জানে, এখানে আমাদের দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলে মিঃ সেলবি যদি তাঁর ইলেকট্রনিক গ্যাজেটের সাহায্যে উড়ন্ত কোনো বস্তু আমাদের দিকে ছুঁড়ে দেন। কিংবা মিঃ কারটার যদি তাঁর শটগানের ট্রিগার টিপে বসেন আমাদের লক্ষ্য করে?'

পিছন ফিরে তাদের পুতুলকে দেখে মনে মনে হাসল জুপিটার। সে তখন তার চলার গতি বাড়িয়ে দিলো। সম্ভবত একেবারে নিচ থেকে প্রায় পনেরো ফুট দূরে গিয়ে হাজির হয়ে থাকবে সে, তখনি ঘটনাটা ঘটল।

হঠাৎ কোনো রকম সতর্কতা না জানিয়েই তার দেহের ভারে পায়ের এলাকার সিঁড়ির ধাপটা ধসে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে দেহের ভারে নিচে নামতে হলো তাকে। পরবর্তী ধাপটাও চিড় খাওয়া মাত্র ভেঙ্গে পড়ল। রেলিং-এর হাতলটা আঁকড়ে ধরবাব চেষ্টা কবল সে। আলগা ছিলো সেটা, ধরা মাত্র খসে এলো তার পর হাতের মুঠোয়। আর তারপরেই তার পতন শুরু।

তার পিছন পিছন আসছিল বব ও পিটি। সঙ্গে সঙ্গে তারা ওর চিৎকার শুনতে পেলো। জুপিটার তাদের সতর্ক করে দিতে চাইছিল চিৎকার করে। নিচে সিঁড়ির সমস্ত ধাপগুলো তখন তাসের ঘরের মতো ভেঙ্গে পড়ছে এক এক করে। তখন তাদের একমাত্র ভরসা সিঁড়ির রেলিং-এর অবশিষ্ট অংশ। তারা তখন সেই রেলিং লক্ষ্য করে সেদিকে লাফ দিলো। কিন্তু সেই রেলিংটা ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গেলো তাদের দেহের চাপে। তখন তারা দারুণ অসহায়। তারা তখন নিচের দিকে গড়িয়ে চলেছে।

পড়ে যেতেই জুপিটারের স্নায়ুকোষগুলো দ্রুত তৎপর হয়ে উঠল। নিচে অবতরণ করার এক সেকেন্ড আগে তার মনে দুটি চিন্তার উদয় হলো। এটা কি সত্যিকারের দুর্ঘটনা? নাকি সমুদ্র বীচে ড্রাগন রহস্যের তদন্তের কাজ থেকে তিন গোয়েন্দাকে বিরত করার জন্য এই ইচ্ছাকৃত দুর্ঘটনার অবতারনা? স্রেফ এইটুকু ভাববার অবসর পেয়েছিল যে।

প্রচন্ড জোরে ধেয়ে এসে নিচে নামল সে। তার দেহ তখন অবশ, মাথায় সামান্য একটু চোট। তার চোখের সামনে সব কিছুই তখন অন্ধকার, ধূ ধূ অন্ধকার শুধু!

ছয় □ ফাঁদে ফেলা

'জুপি, তুমি ঠিক আছ তো?'

চোখ মেলে পিট পিট করে তাকাল জুপিটার। দেখল সে ধূলো বালি মাখা মুখে পিটি ও বব তার দিকে তাকিয়ে আছে। তাদের চোখে উদ্বেগের ছায়া।

তাদের দেখে ভরসা পেয়ে এবার সে উঠে বসল। তার মুখে প্রচুর বালি লেগেছিল। উত্তর দেওয়ার আগে সাবধানে মুখ থেকে বালি সাফ করে ফেলে সে।

'অবশ্যই আমি ঠিক আছি।' শেষ পর্যন্ত মুখ খুলল সে। 'সঙ্গে সঙ্গে তোমরা আমার ঘাড়ের ওপর এসে পড়লে, তাতেই যা একটু—'

দাঁত বার করে হাসল পিটি। 'ও ভাল আছে। কি মজা!' আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে পিটি বলে উঠল। 'দেখছ না, ও এখনো কথা বলতে পারছে।'

'হ্যাঁ, আমি ওর গলার আওয়াজ শুনতে পেয়েছি,' বলল বব। 'অভ্যাস মতো ও এখন বোঝাতে চাইছে, দোষ আমাদেরই। আমার যতদূর মনে হচ্ছে, ওর দেহের ভারেই প্রথমে

সিঁড়ির ধাপগুলো ভেঙ্গে পড়ে, তারপর রেলিংটা। তখন আমাদের কি করা উচিত ছিলো—ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়া!'

ধীরে ধীরে পায়ের উপর ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল জুপিটার। তারপর ববের কথায় সায় দিয়ে বলল সে, 'তোমার কথাই ঠিক বব, আমার দেহের ভারেই প্রথমে সিঁড়ির ধাপগুলো ভেঙ্গে পড়ে। কিন্তু আবার এও বলল সে, 'আমার দেহের ভার এমন কিছু একটা বেশী নয় যে, এত সহজে ভেঙ্গে পড়বে, যদি না—'

'যদি না অন্য কোনো অদৃশ্য হাত এর পিছনে থেকে থাকে—'

'হয়তো তোমার কথাই ঠিক,' বব স্বীকার করল। 'কিন্তু আমরা যে তখন নিচে নামছি, এ খবর কেই-বা জানতে পারে?'

'নিশ্চয়ই।' বলল পিটি। এ তোমার নিজস্ব ধারণা জুপি। ধরো, আমরা যদি না ওই সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামতাম, এই দুর্ঘটনা অন্য কারোর ক্ষেত্রেও ঘটতে পারত, এই পাড়ার যে কোনো প্রতিবেশীর ক্ষেত্রে দুর্ঘটনা ঘটতে পারত। এখনো পর্যন্ত আমরা কেবল মিঃ অ্যালেন কারটার এবং সেলবির সঙ্গে দেখা করেছি। এই সিঁড়ি আরো অনেকেই ব্যবহার করে থাকে।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল জুপিটার। 'সে তার হাতের মুঠোয় ধরে রাখা রেলিং-এর টুকরোর অংশটা ধরে বলল, 'এটা যে আগে ভাগে করতে দিয়ে কেটে রাখা হয়েছিল কিনা, সেটা পরীক্ষা করে দেখার মতো যন্ত্রপাতি বা টেস্টিং ইকুইপমেণ্ট আমাদের কাছে নেই। হয়তো আমি আমার বিশ্লেষণে ভুলও করতে পারি।'

পিটি ও বব পরস্পরের দিকে তাকাল। খুব কচ্চিৎ জুপিটার তার ভুল ধারনার কথা স্বীকার করে থাকে। আজ তার ব্যাতিক্রম হলো।

'যাইহোক,' দৃঢ়স্বরে বলল জুপিটার, 'এই দুর্ঘটনাজনিত আকস্মিক ঘটনায় আমরা নিজেদেরকে বেশীক্ষণ জড়িয়ে রাখতে চাই না। আমাদের এখানে আসার মূল উদ্দেশ্য ছিলো সীবীচ আর ড্রাগনের খোঁজে গুহাগুলো পরীক্ষা করে দেখা। চলো দেখা যাক—'

পিছন দিকে আর না ফিরে সোজা সমুদ্রের দিকে এগিয়ে চলল জুপিটার। প্রথমে আমাদের সমুদ্র থেকে গুহা পর্যন্ত চলাচলের পথ খুঁজে বার করতে হবে। মিঃ অ্যালেন যে পথের নির্দেশ দিয়েছিলেন, সেটা আমাদের অনুসরণ করতে হবে।'

তার সঙ্গে যোগ দেয় বব আর পিটি। এবং তিনজন ধীরে ধীরে বালির উপর দিয়ে হেঁটে চলে। বীচের বিস্তীর্ণ প্রান্তর মরুভূমির মতোন নির্জন, নিস্তব্ধ। মাথার উপর কিছু সীগাল, তাদের মৃদু চিৎকার ভেসে আসছিল বাতাসে।

এক সময় জুপিটার বলে উঠল, 'চলার পথের রাস্তা এখানেই কোথাও না কোথাও রয়েছে। এক কাজ করলে হয়, আমরা তিনজন এক সাথে না হেঁটে একটু ছড়িয়ে ছিটিয়ে চলি। আমাদের তিনজনের মধ্যে কারোর না কারোর চোখে সেই চলার পথটা ঠিক চোখে পড়বেই।'

সেই মতো তারা তিন ভাগে ভাগ হয়ে গিয়ে বীচের উপর দিয়ে হাঁটতে শুরু করল সন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে।

শেষ পর্যন্ত বব মাথা নেড়ে বলে উঠল, 'জুপি, সেরকম চলার পথের কোনো নিশানা দেখতে পেলাম না। জোয়ারের জলে ধুয়ে মুছে যায়নি তো?'

'তা হতে পারে, সমুদ্রের জলের ধারে চলার পথ নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে। কিন্তু ওপরে শুকনো বালিয়ারির ওপর থেকে মুছে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই। চলো, ওপরে ওঠা যাক।' এই

বলে ওরা সেই গুহাগুলোর দিকে এগিয়ে যেতে থাকল।

'আমাদের কি একান্তই সেখানে যেতে হবে?' জিজ্ঞেস করল পিটি। 'ধরো যদি কোনো গুহায় ড্রাগন থেকে থাকে তখন আমরা কি খালি হাতে তার সঙ্গে লড়াই করবো?'

'আমাদের আদৌ লড়াই করতে হবে বলে আমি অবশ্য মনে করি না পিটি,' বলল জুপি। 'গুহার প্রবেশ পথের দিকে খুব সাবধানে আমরা এগিয়ে যাবো। যতক্ষণ না আমরা গুহার ভেতরটা নিরাপদ বলে মনে করব, ভেতরে ঢুকব না।'

একটা কাঠের গুঁড়ি হাতে নিয়ে পিটি বলে, 'জানি না এটা দিয়ে ড্রাগনের সঙ্গে মোকাবিলা করতে পারব কিনা। তবে এটা যতক্ষণ আমার হাতে থাকবে নিজেকে অনেকটা নিরাপদ বলে মনে করতে পারব।'

তার দেখাদেখি সেও একটা কাঠের গুঁড়ি তার হাতে তুলে নিলো। 'তুমি ঠিকই বলেছ পিটি,' বব তাকে সমর্থন করে বলে, 'আমার মনে আছে, একটা ছবিতে সেণ্ট জর্জ এবং ড্রাগনকে লড়াই করতে দেখেছিলাম। তবে কাঠের গুঁড়ি সে ব্যবহার করেনি। তার হাতে সুন্দর ধারাল একটা তলোয়ার ছিলো।'

তারপর জুপিটারের দিকে ফিরে সে জিজ্ঞেস করল, 'জুপি, তোমার এ জাতীয় কোনো অস্ত্রের প্রয়োজন হবে না? তুমি মনে করলে সেই ভাঙ্গা রেলিং-এর টুকরো আনার জন্য আমরা ফিরে যেতে পারি। সেগুলোর মধ্যে বেশ কিছু পেরেক বিদ্ধ আছে। কাজে লাগতে পারে। বিপদ কখন আসে কে জানে!'

মৃদু হেসে জুপিটার বলে, 'ড্রাগন আমাদের এমন কিছু আঘাত করবে না। যার জন্য অস্ত্র সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে।'

চলার পথে আবর্জনার মধ্যে থেকে একটা কাঠের তক্তা হাতে তুলে নিয়ে জুপিটার সেটা তার কাঁধে চাপিয়ে তার সঙ্গীদের সঙ্গে হাঁটতে থাকল। বব ও পিটি হেসে উঠল।

হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে জুপিটার নরম গলায় বলে উঠল, 'এই যে এখানে কিছু একটা আছে।'

সঙ্গে সঙ্গে নিচের দিকে তাকাল বব আর পিটি। নরম বালির উপর কোনো কিছু দাবানোর ছাপের মতো মনে হলো, কিন্তু কার পায়ের ছাপ, নাকি সেগুলো ঠিক পায়ের ছাপ কিনা বোঝা গেলো না।

'এই ড্রাগন অবশ্যই নতুন ধরণের,' শেষ পর্যন্ত ববই প্রথম বলে উঠল। 'দেখে তো মনে হচ্ছে, চাকার উপর ভর দিয়ে ছুটে গেছে সেটা।'

মাথা নাড়ল জুপিটার। বীচের চারদিক দেখে বলল সে, 'আমি কিন্তু তেমন কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। তবে এক ধরণের গাড়ির চাকার দাগ বলেই মনে হচ্ছে। হয়তো বীচ বাগিও হতে পারে। কোনো কোনো সময়ে লাইফগার্ডরা জীপ কিংবা বীচ বাগিতে চড়ে প্যাটরল দিয়ে থাকে।'

'হতে পারে,' বলল বব। 'কিন্তু বব যদি প্যাটরলই দিয়ে থাকে, তাহলে সেটা তো উত্তর থেকে দক্ষিণে হয়ে থাকবে বীচের পথ ধরে। তার বদলে দাগগুলো গুহার দিকে এগিয়ে গেছে।'

'রেকর্ডকীপার, তুমি ঠিকই বলেছ,' বলল জুপিটার। বলেই সে হাঁটু মুড়ে বসে পড়ে সেই অস্বাভাবিক চিহ্নগুলো দেখতে থাকল আগ্রহভরে।

বব প্রতিবাদ করে উঠল, 'আমি কিন্তু এর মধ্যে কোনো মানে খুঁজে পাচ্ছি না। এই দাগগুলো যদি কারোর পায়ে চলার দাগ কিংবা গাড়ির চাকার দাগ হয়েই থাকে, তাহলে সেরকম দাগ

সমুদ্রেব ধারে দেখা যাচ্ছে না কেন?'

'আমার মনে হয় জোয়ারের জলে দাগগুলো ধুয়ে মুছে গিয়ে থাকবে,' জুপিটার বলল।

দাঁত বার করে হাসল পিটি। 'তাহলে আমার ধারণা, বৃদ্ধ মিঃ অ্যালানের চোখ দুটো বিশ্বাসযোগ্য নয়। ড্রাগনের পরিবর্তে তিনি জীপ কি ওই জাতীয় কোনো গাড়ি দেখে থাকবেন।'

'সম্ভবত তাই,' উত্তরে বলল জুপিটার। 'সে যাইহোক, গুহায় পৌঁছলে সঠিক ব্যাপারটা আমরা জানতে পারব বলে মনে হয়।'

গুহা থেকে দশ গজ দূরে সেই দাগগুলো সম্পূর্ণভাবে উধাও।

'আর এক রহস্য, 'মন্তব্য করল পিটি।

এক সময় তারা গুহার মুখে গিয়ে পৌঁছল। দেখে মনে হলো ফাঁকা।

গুহার মুখটা দেখে বব বলে, 'দেখে যা মনে হচ্ছে, এর ভেতর একটা গোটা বাস ঢুকে যেতে পারে। আমি একবার ভেতরে ঢুকে দেখে আসি। কতদূর যাওয়া যায়।'

গুহার ভেতরে উঁকি মেরে জুপিটার বলল, ঠিক আছে বব, তুমি যেতে পারো। তবে চিৎকার শোনা যেতে পারে এমন দূরত্বের ব্যবধানে থেকে, তার বেশী দূরে যেও না। পিটি আর আমিও তোমার সঙ্গে থাকব। আমবা গুহাব প্রবেশ পথের মুখটা পরীক্ষা করে দেখব কোনো ক্লু পাওয়া যায় কিনা!'

বব তার হাতের অস্ত্রটা শূন্যে একবার দুলিয়ে গুহার ভেতরে ঢোকার জন্য হেঁটে গেলো।

'হঠাৎ করে ও সাহসী হয়ে উঠল?' জিজ্ঞেস করল পিটি।

হাসল জুপিটার। 'দাগগুলো যে কোনো মোটর ভেহিকলের চাকার, কোনো হিংস্র জন্তু-জানোয়ারের নয়, এই কথাটা আবিস্কার হওয়াব পব থেকেই আমরা সবাই কেমন সাহসী হয়ে উঠেছি।'

'সম্ভবত ববের কণ্ঠস্বরের প্রতিধ্বনি করে আমরা বলতে পারি, গুহাটা কতই না বড়।' সে তার কণ্ঠস্বর চড়িয়ে বলল, 'বব, পরীক্ষা করে দেখ, ওখানে কোনো কিছু পড়ে আছে কিনা!'

গুহার গহ্বরে মাথা ঢুকিয়ে কিছু শোনবাব চেষ্টা করল। তারা এক সঙ্গে শব্দটা শুনল। কতকটা জলের মধ্যে কিছু জিনিষ টুপ করে পড়ে যাওয়ার মতো শব্দ।

আর তারপরেই তারা ববের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলো। ক্ষীণ কণ্ঠস্বর হলেও ভয়ার্ত শুধু একটা শব্দই সে করল, কিন্তু তার ব্যাপ্তি অনেক, অনেক ভয়াবহ।

'বাঁচাও!'

সাত □ রহস্যময় হুমকি

আধা-অন্ধকার গুহার দিকে বড় বড় চোখ করে জুপিটার ও পিটি তাকানো মাত্র তারা আবার ববের আর্ত চিৎকার শুনতে পেলো।

'আমাকে, আমাকে সাহায্য করো!'

'বিপদে পড়েছে বব!' চিৎকার করে উঠল পিটি, 'এসো!'

তিন গোয়েন্দার মধ্যে পিটির শরীরটাই বেশ শক্ত-সমর্থ গোছের এবং মল্লবীরের মতো আমিও শক্তির অধিকারী সে, আর সে-ই প্রথমে গুহার ভেতরে প্রবেশ করল দ্রুত গতিতে।

'অতো জোরে যেও না পিটি,' জুপিটার তাকে নিষেধ করে, 'খুব বেশী দূরে নেই সে, আর আমাদের সাবধানে এগোতে হবে।'

জুপিটার তখনো তার কথা শেষ করতে পারে না। তারপরেই পিটির কণ্ঠস্বর তার কানে ভেসে আসে। 'ফিরে যাও জুপি! আমি ওকে খুঁজে পেয়েছি!'

'ও কোথায় পিটি? আমি যে কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।'

'একটা গর্তের মধ্যে ঝুলছে সে। কোনোরকমে আমি ওর পতন রোধ করেছি।' পিটি বলে, 'মনে হয় চোরাবালির খপ্পরে পড়েছে ও।'

'অসম্ভব,' বলল জুপিটার। 'সাধারণত গ্রীষ্মপ্রধান দেশে চোরাবালি দেখা যায়।' গর্তের মুখের কাছে গিয়ে মাথা নিচু করে জুপিটার বলল, 'কই, আমি তো ওকে দেখতে পাচ্ছি না। বব, তুমি আমাদের দেখতে পাচ্ছ?'

'হ্যাঁ,' উত্তরে বব বলল, 'আমি একেবারে তোমার নিচে।'

গর্তের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে জুপিটার বলল, 'বব, তুমি আমার হাতটা আঁকড়ে ধরো, আমি আর পিটি তোমাকে টেনে তুলবো।'

নিচে জলের বুদবুদের শব্দ শুনতে পেলো তারা। একটু পরেই ববকে বলতে শুনল, 'আমি আব পারছি না। যখনি চেষ্টা করছি, মনে হচ্ছে আরো গভীবে ডুবে যাচ্ছি!'

'তাহলে তোমার হাতের সেই ছড়িটা উপবে তুলে ধরো,' পরামর্শ দিলো পিটি, 'জুপি আর আমি অনায়াসে তোমাকে টেনে তুলতে পারব।'

'তাও পারব না,' হতাশ সুরে বলল বব, 'এখানে পড়ার সময় সেটা আমি ফেলে দিয়েছি।'

পিটি তার হাতের কাঠের তক্তাটা দেখে অনুযোগ করল, 'তোমার ধরাব পক্ষে আমারটা খুবই হাল্কা।'

পিটের চারপাশ ঘুরতে গিয়ে জুপিটার বলল, 'বব, ঐ ভাবেই ঝুলে থাক। দেখি একটা কোনো উপায় বার করতে পারি কিনা!'

'যা করার তাড়াতাড়ি করো,' বব চিৎকার করে উঠল, 'এখন ভাববার সময় খুব বেশী নেই।

'হ্যাঁ, আমাকে করতেই হবে,' উত্তরে বলল জুপিটার, 'কেবল এই পথেই তোমাকে পিটের ভেতর থেকে বার করে আনা সম্ভব।'

অন্ধকারে সে হাতড়াতে গিয়ে পিটের গায়ে মাটি পড়ে যায়। 'লক্ষ্য রেখ,' বব চিৎকার করে উঠল, 'মনে হচ্ছে, তুমি মাটির ধসে নামতে শুরু কবেছ।'

'দুঃখিত,' বলল জুপিটার। 'পিটের ধারের কিছু আলগা মাটি পড়ে গিয়ে থাকবে।'

ওদিকে পিটি বলে, 'জুপি, তুমি যদি আমার পা দুটো শক্ত কবে চেপে ধরো। আমি তাহলে ওর জন্য পিটের নিচে মাথা নিচু করে হাত নামাতে পারি। অন্য আর কিছু ভাববার সময় আর নেই।'

মাথা নাড়ল জুপিটার। 'আমার মনে হয়, আমরা আমার কাঠের তক্তাটা ব্যবহার করতে পারি। তবে সরাসরি ওকে টেনে তোলার জন্য নয়—এই বালিমাটিতে সে সুযোগ আমরা কখনই পাবো না। তবে কাঠের তক্তাটা পিটের অনেকখানি নিচ পর্যন্ত নামানো যেতে পারে।'

'কিন্তু তাহলেও তাতে লাভ কি?' জিজ্ঞেস করল পিট, তক্তাটা যতোটাই নামুক না কেন, বব কি সেটার নাগাল পাবে?'

'হ্যাঁ, পেতে পারে কোণাকুনি ভাবে তক্তাটা ফেললেও ওর হাতের নাগাল অবশ্যই পাবে,' বলল পিটি। 'আমার মনে হয় ও যেখানে ঝুলছে, তার ঠিক বিপরীত দিক যেতে তেরছা ভাবে তক্তাটা নামাবো।' এই বলে সে এবার পিটের মুখে ঝুঁকে পড়ে বলল, 'বব, আমরা তোমার

মাথা পর্যন্ত পৌঁছবার চেষ্টা করবো। এখন তোমাকে কাঠের তক্তাটা শক্ত করে আঁকড়ে ধরতে হবে যাতে করে সেটা তোমার দেহের ওজনের ভারসাম্য রাখতে পারে।' জুপিটার আরো বলে, 'কারণ ওটা যদি একবার পিছলে যায়, আরা শুধু সেটাই হারাবো তাই নয়। সেই সঙ্গে তোমাকেও।'

'অজস্র ধন্যবাদ, 'উত্তরে বব বলল, 'তাড়াতাড়ি করো। আমার মনে হয়, বেশ কয়েক ইঞ্চি জলের তলায় আমি ডুবে গেছি।'

'বেশ আমি কাঠের তক্তাটা এবার নিচে ফেলছি,' সে তার বন্ধুকে বলল, 'জানি না, এটা তুমি দেখতে পাচ্ছ কিনা, তবে যে কোনো মুহূর্তে এটা তোমার মাথা স্পর্শ করে যেতে পারে।'

মাটিতে পেটের উপর ভর দিয়ে কাঠের তক্তাটা একটু একটু করে নিচে নামাতে থাকল সে। শেষ পর্যন্ত নিচ থেকে ববের চিৎকার শুনতে পেলো সে। 'এখন আমি ওটা দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু এখনো ওটা এতো উঁচুতে যে, আমি ওটার নাগাল পাচ্ছি না।'

'ঠিক আছে, এবার আরো খানিকটা নামাচ্ছি,' জুপিটার বলল, 'তোমার হাতের নাগাল পর্যন্ত পৌঁছে দেবার যথাসাধ্য চেষ্টা করছি।' কাঠের তক্তাটা আরো কয়েক ইঞ্চি নিচে নামিয়ে দেয় জুপিটার।

'তোমার কাজ খুব ভাল হচ্ছে জুপি,' বলল বব, 'ওটা ঠিক মতোই নিচে নেমে আসছে। আর কযেক ইঞ্চি নামলেই কেল্লা ফতে—'

জুপিটারের পববর্তী অগ্রগতির জন্য অপেক্ষা করল বব। 'এসো জুপি। তুমি আটকে গেলে কেন?'

এদিকে জুপিটারের কণ্ঠস্বর হঠাৎ কেমন ভয়ার্ত শোনাল। 'আ-আমি বোধহয় নিজেই পড়ে যাওয়ার মুখে।'

'ওহো, না, তা হতে পারে না!' আঁতকে উঠল পিটি। পিটি তৎপব। সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে জুপিটারের পা দুটো শক্ত করে চেপে ধরল। তারপর জুপিটারের বেল্ট ধরে সে তার দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে পিছন দিকে টান দিলো।

'চিন্তা করো না জুপি, কাজটা খুবই সহজ,' বলল সে, 'আমি তোমাকে আমার হাতের কব্জায় পেয়ে গেছি।'

'ধন্যবাদ পিটি, 'হাঁপাতে হাঁপাতে বলল জুপিটার। 'এখন তুমি তোমাকে ঠিক এ-ভাবেই ধরে রাখো কয়েক সেকেন্ডের জন্য যতক্ষণ না এই তক্তাটা পুরোপুরি নিয়ে নামাতে পারছি—'

ববের উল্লাসধ্বনি তারা দুজনেই শুনতে পেলো। 'তুমি ওটা পেয়েছ জুপি?'

'ও, কে, বব পিটি আর আমি এখন এটা তোমার হাতের নাগাল পর্যন্ত পৌঁছে দিচ্ছি। দু'হাত দিয়ে তুমি আঁকড়ে ধরবে, বুঝলে? তুমি কি এটার নাগাল পেয়েছ?'

মুহূর্তের বিরতি তারপরেই ববের উল্লাস প্রতিধ্বনিত হলো, 'আমি ওটার নাগাল পেয়েছি।'

'ঠিক আছে বব, 'জুপিটার বলল, 'তাহলে চলে এসো এখন।'

'ঐ আসছে ও,' পিটির কণ্ঠস্বরে খুশির আমেজ। ভয়ঙ্কর হাঁপাচ্ছে বব, শুনতে পেলো তারা।

'ঠিক আছে,' বব বলল, 'এই পর্যন্ত উঠে এসেছি। এখন কি করব বলো?'

গর্তের মুখে ঝুঁকে পড়ল পিটি। 'আমার হাতটা চেপে ধরো বব।'

বব তার হাতটা চেপে ধরতে যায়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার হাত ফসকে যায়। কোনো রকমে

পরের তক্তাটা আঁকড়ে ধরে সে।

ববের দুরাবস্থা দেখে জুপিটার মাথা নেড়ে বলল,' 'আমার সন্দেহ হয়, তোমার থেকে ভাল কিন্তু আমি করতে পারব। আমরা দুজনে এক সঙ্গে ওর হাত দুটো আঁকড়ে ধরবে।'

নিচ থেকে বব তাদের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল। শেষে অধৈর্য হয়ে বলে উঠল সে, 'ঈশ্বরের দোহাই, তোমরা আলোচনা বন্ধ রেখে আমাকে এই মৃত্যুপুরী থেকে উদ্ধার করবার চেষ্টা করবে? জল কাদা মেখে আমার পোষাক এতো ভিজে ও ভারি হয়ে উঠেছে, আর দেরী হলে আমি নিজেই আমার ভার সামলাতে পারব না। আমার হাতও ফসকে যাচ্ছে—

অন্ধকার গুহার দিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে জুপি বলে, 'এখন আমাদের একটা দড়ির প্রয়োজন। দড়ি ফেলে ববকে তুলতে হবে।'

'এখানে কোনো দড়ি তো নেই,' বিড়বিড় করে বলল পিটি। 'আর সময়ও হাতে নেই। মাত্র কয়েক ইঞ্চির ঘাটতি। একটা কিছু করতেই হবে—'

হঠাৎ জুপিটারের চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল। 'আমার কাছে আছে!'

সে তার বেল্ট-বাকলে হাত রাখল। দ্রুত বেল্টটা খুলে ফেলে বেল্টের একটা প্রান্ত সে তার ডান হাতের কব্জিতে পেঁচিয়ে ধরল। হাঁ করে পিটি তার কাজকর্ম লক্ষ্য করতে থাকে। বাকল দিয়ে একটা ছোট্ট আংটা তৈরী করল সে। তারপর সে পিটের মুখে ঝুঁকে পড়ে ববের উদ্দেশে বলল, 'আমি আমার বেল্ট দিয়ে একটা ছোট্ট আংটা তৈরী করেছি। নিচে নামালে সেটা তুমি তোমার হাতের মধ্যে জড়িয়ে ধরবে। তোমার দেহের ওজন তাতে কিছুটা বাঁধা পড়বে। তারপর আমি আর পিটি তোমাকে টেনে তুলব।'

এরপর সে পিটের ভেতরে ঝুঁকে পড়ে তার হাতের বেল্টটা নিচে নামিয়ে দেয় ধীরে ধীরে। একটু পরেই পিটি আর সে পিছন দিকে সরে এসে বেল্ট ধরে টান দিতে থাকে।

'জুপি, তোমার বেল্টটা আমি শক্ত করে আঁকড়ে ধরেছি। এবার তোমরা আমাকে খুব সাবধানে টেনে তোলো।'

একটু পরেই জুপিটার ও পিটি দেখল বালি-কাদা মাখা একটা ভিজে কালো বস্তু যেন উপরে উঠে আসছে, ধীরে ধীরে সেটা গর্তের বাইরে উঠে এলো।

আট □ জোর করে গুহাবন্দী

ভিজে শরীর নিয়ে তাদের পাশে এসে ধুপ করে বসে পড়ল বব।

'প্রিয় বন্ধুরা, কি-বলে যে ধন্যবাদ দেবো তোমাদের—' নতুন জীবন ফিরে পেয়ে বব যেন কৃতজ্ঞ তাদের কাছে।

'এটা জুপির পরিকল্পনা,' বলল পিটি। সে তার কোমরের বেল্টটার দিকে চকিতে একবার তাকিয়ে দেখে নিয়ে বলল, 'পরণে আমারো তো একটা বেল্ট ছিলো, কিন্তু সেটা ব্যবহার করার কথা তো একবারও ভাবিনি!'

'সম্ভবত আমার মতো ওজন সম্পর্কে তুমি খুব একটা সচেতন ছিলে না।' হাসতে হাসতে বলল জুপিটার। 'তাছাড়া আমার কোমরটা তোমার থেকে বেশী চওড়া, স্বভাবতই আমার বেল্টটা চওড়াও বটে।'

'যাকগে, যার শেষ ভাল, তার সব ভাল,' বলল পিটি। 'এখন আমরা কি করব?'

'বাড়ি ফিরে যাবো,' দৃঢ়স্বরে বলল জুপিটার। 'ববের সারা শরীর ভিজে গেছে জল-কাদায়। 'এর পোষাক বদলান দরকার। আমি দুঃখিত। হাতে টর্চ না নিয়ে গুহার ভেতরে প্রবেশ করার জন্য আমি ভুল করেছি।'

'তোমার মতলবটা ভালই ছিলো,' বব তার কথায় সায় দিয়ে বলে,' আমি যে কোথায় যাচ্ছি, তা ভাল করে না দেখেই এগিয়ে গিয়ে আমি ভুল করেছি।'

'হয়তো মিঃ অ্যালানের আর অন্য কুকুরের ভাগ্যেও ঠিক এই রকম ঘটনাই ঘটে থাকবে,' গম্ভীর গলায় বলল পিটি। 'তারা হয়তো পিটের মধ্যে পড়ে গিয়ে থাকবে।'

'সম্ভবত তাই,' মাথা নাড়ল জুপিটার। 'কিন্তু বব পিটের মধ্যে পড়ে যাওয়ার আগে আমি তাদের পায়ের ছাপ খুঁজছিলাম, পাইনি।'

'ওহো, তাই বুঝি!' দ্রুত সে তার পিছন দিকে তাকিয়ে একবার দেখে নিয়ে বলল, 'জায়গাটা বড় অসমান। চলো, এখান থেকে বেরিয়ে কুকুরের পায়ের ছাপ পাওয়া যায় কিনা, ভাল করে খুঁজে দেখা যাক।'

তিন গোয়েন্দা সম্পূর্ণ একমত হয়ে দ্রুত সেই গুহা থেকে বেরিয়ে এলো। সেখান থেকে চলে আসার আগে পিছন ফিরে তাকাল জুপিটার, গুহার ঠিক উল্টোদিকে একটা বিরাট শিলাখণ্ড দেখতে পেলো সে। 'আশ্চর্য আমরা শুনেছি, এক সময় এই গুহা স্মাগলারদের স্বর্গরাজ্য ছিলো। কিন্তু জায়গাটা গোপন কিন্তু মালপত্র লুকিয়ে রাখার পক্ষে উপযুক্ত বলে তো মনে হয় না। খোলামেলা জায়গা, সহজেই গুহার ভেতরে প্রবেশ করা যায়।'

'হয়তো অন্য কোনো প্যাসেজ আছে,' বব বলল, 'বহু বছর আগের কথা। শুনেছি আগে এই জায়গাটা জলের তলায় ছিলো, জলের স্রোতে অনেক কিছুই ভেঙ্গেচুড়ে গেছে। মনে হয়, ভাল করে খুঁজে দেখলে অনেক স্বাভাবিক পথের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে।'

'সম্ভবত,' তার সঙ্গে একমত হয়ে জুপিটার বলল, 'কিন্তু এখন খুঁজে দেখার মতো সময় আমাদের হাতে নেই। আপাতত সেটা মুলতুবি রাখতে হচ্ছে। পরে কোনো এক সময় দেখা যাবে'খন। পরক্ষণেই সামনের দিকে চোখ পড়তেই জুপিটার সঙ্গে সঙ্গে আবার বলে উঠল, 'কিন্তু মুসকিল হচ্ছে কি জানো, বোধহয় এখনি আমাদের আর এক ঝামেলার মুখোমুখি হতে হবে—'

'কি বলতে চাও তুমি?' জানতে চাইল পিটি।

সমুদ্রের দিকে আঙুল দেখিয়ে ইঙ্গিত করল জুপিটার। সেই পথে তার সঙ্গীরা চোখ পিটপিট করে তাকিয়ে দেখল। এ অসম্ভব, হতে পারে না! কালো এবং জ্বলজ্বলে ধরনের একটা জিনিষ সমুদ্রের বুক থেকে যেন উঠে আসছে। 'ওটা যে কি, ঠিক বুঝতে পারছি না,' ফিসফিসিয়ে বলল বব।

'একটা ছোট্ট কালো রঙের মাথা—আমার মনে হয়, ড্রাগনের মতো,' কাঁপতে কাঁপতে বলল পিটি।

একটা বিরাট ঢেউ এসে সেই কালো মাথাটা সম্পূর্ণ ভাবে ঢেকে দেয়। তিন কিশোর গোয়েন্দা তখন খুবই নার্ভাস, তারা তাদের পায়ের তলাকার মাটি শক্ত করে আঁকড়ে ধরে। চোখ পিট্‌পিট্‌ করে সমুদ্রের ঢেউগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকে। এক সময় ঢেউ সরে যায়। আর তখনি আসল জিনিষটা প্রকাশ হয়ে পড়ে তাদের চোখে সামনে।

'আরে ও তো ডুবুরি!' হাঁফ ছেড়ে বাঁচল যেন পিটি। 'লোকটার মুখে মুখোশ আর সাঁতার

কাটার জন্য বাড়তি নকল ডানা লাগানো রয়েছে। আমরা মিথ্যে ভয় পেয়েছিলাম। এসো, যাওয়া যাক।'

তারা ঘুরে দাঁড়াতেই তাদের কানে কানে ফিস্‌ফিসিয়ে জুপিটার বলল, 'লাল সংকেত। লোকটার হাতে বন্দুক রয়েছে।'

হাসল পিটি। 'তাতে কি হয়েছে? সম্ভবত সে মাছ কিংবা অন্য কোনো জলজন্তু শিকার করে ফিরছে।'

'কিন্তু লোকটা এদিকেই যে এগিয়ে আসছে,' মাথা নেড়ে বলল জুপিটার।

আর ঠিক তখনই মুখোশধারী লোকটা হাঁটু মুড়ে বসে তার হাতের বন্দুকটা উচিয়ে ধরল।

'উঃ—ওঃ। দেখ, দেখ!' এবার বব চিৎকার করে উঠল। 'লোকটার লক্ষ্য আমাদের দিকে।'

'আর?' তাচ্ছিল্যের মতো করে বলল বব, 'কেনই বা সে আমাদের তাক করবে?'

'মাপ করো! বব ঠিকই বলছে। তার বন্দুকের নিশানা আমাদের দিকেই,' এখানে অন্য আর কেউ নেই।' লোকটা তাদের কাছ থেকে একশো গজেরও কম ব্যাবধানে ছিলেল তখন, লক্ষ্য করল জুপিটার। তার হাতে বন্দুক, বন্দুকটা অবশ্যই তাদের দিকে তাক করা। জুপিটার যুক্তিবাদী, আর যুক্তি যেখানে খাটে না, সে তখন সতর্কতার দিকে নজর দেয়। 'লাল সংকেত,' আবার বলল সে, 'যে যেদিকে পারো ছড়িয়ে পড় আর পালাও এখান থেকে।'

সঙ্গে সঙ্গে তারা সেই পাথরের সিঁড়ির দিকে ছুটল। কিন্তু কাছে যেতেই তারা দেখল সিঁড়িটা অকেজো। উত্তেজিত অবস্থায় তারা তখন ভুলেই গিয়েছিল, কিছুক্ষণ আগে সেই দুর্ঘটনার কথা। তারা ভাঙ্গা সিঁড়ি এবং রেলিং দেখতে পেলো। পাশেই খাড়াই টিলা, ওটা লাফ দিয়ে পেরনো অসম্ভব।

পরবর্তী সিঁড়ি-পথের দিকে তাকাল জুপি, কিন্তু সেটা অনেক দূরে। জোরে ছুটতে গেলে হাঁপিয়ে পড়বে তারা, তাদের চলার গতি কমে যাবে। তখন সমুদ্রবীচের উপর তারা লোকটার সহজ শিকার হয়ে দাঁড়াবে।

দ্রুত হিসেব করে দেখল সে। 'আমাদের সামনে বাঁচার কেবল একটা পথই খোলা আছে। তাড়াতাড়ি করে ওই গুহার মধ্যে ফিরে যেতে হবে!'

সঙ্গে সঙ্গে তিন কিশোর দিক পরিবর্তন করে সেই গুহার দিকে ছুটতে শুরু করল। মরীয়া হয়ে ছুটছে তারা তখন। যে কোনো মুহূর্তে আগন্তুকের হাতের বন্দুক থেকে গুলি ছুটে এসে তাদের বুক বিদীর্ন করে দিতে পারে।

গুহার মুখ পর্যন্ত ছুটে এসে তারা সেই বিশাল শিলাখণ্ডের পাশে হাঁটু মুড়ে বসে নিজেদেরকে আড়াল করল।

'এখন কি করবে?' জিজ্ঞেস করল পিটি।

'আমরা এখানে লুকিয়ে থাকব,' বলল জুপিটার। এক বুক নিঃশ্বাস নিয়ে বলল জুপিটার, 'এখানে আমরা আমাদের পরবর্তী প্ল্যান ছকার জন্য সময় হাতে পাবো।'

'সম্ভবত এখন অন্য প্যাসেজগুলো খুঁজে বার করার সময় আমরা পাবো,' বলল বব।

মাথা নাড়ল জুপিটার। উত্তেজনায় তার ঠোঁট কাঁপছিল। কাঁপা কাঁপা গলায় বলল সে, 'আমি তোমার সঙ্গে একমত বব কিন্তু আমরা ওকে আগে এগিয়ে আসতে দেবো। সে যদি এদিকেই আসে, তখন অবস্থা বুঝে জরুরী ভিত্তিতে ব্যবস্থা নেবো। সেক্ষেত্রে হয়তো আমাদের গুহার ভেতরেও ঢুকতে হতে পারে।'

জুপিটারের কাঁধের উপর দিয়ে উঁকি দিতে গিয়ে ভয়ে ভয়ে পিটি বলে উঠল, 'জুপ, বোধহয় এখনি আমাদের ব্যবস্থা নিতে হবে। ওই দেখ, লোকটা এদিকেই এগিয়ে আসছে।'

'এখন আমরা কি করবো?' মৃদু চিৎকার করে উঠল বব, 'তখনি আবার এই পিটের মধ্যে পড়ে যেতে চাই না।'

জুপিটার তখন গুহার দেওয়াল নিরীক্ষণ করছিল। হঠাৎ চিৎকার করে উঠল। 'দেখ, এখানে এসে দেখ।'

তার দৃষ্টি অনুসরণ করে তারা দেখল, আড়াআড়ি ভাবে একেবারে নিচ থেকে গুহার ছাপ পর্যন্ত কাঠের তক্তা মারা রয়েছে।

'আচ্ছা, আগে আমরা এটা কি করে আমাদের দৃষ্টির আড়ালে রাখলাম,' অবাক হয়ে বলল পিটি।

'ধূলো-বালিতে ঢেকে থাকবে হয়তো,' বলল জুপিটার।' তারপর সে সেই কাঠের তক্তাগুলোর উপর টোকা মারল, ভেতরটা ফাঁপা বলে মনে হলো।

'এর ভেতরে নিশ্চয়ই গোপন প্যাসেজ আছে,' আরো বলল জুপিটার 'দেখে মনে হয় তক্তাগুলো আলগা আছে, টান দিলেই খুলে যাবে। তার আগে পিটি তুমি আর একবার বাইরে তাকিয়ে দেখে নাও, লোকটা এদিকে আসছে—কিনা।'

পিটি বাইরের দিকে তাকানো মাত্র দ্রুত চোখ ফিরিয়ে নিয়ে আঁতকে ওঠার মতো করে বলে উঠল, 'এবার আমাদের দ্বিগুণ ঝামেলার মুখোমুখি হতে হবে। এখন ওরা দুজনে গুহার দিকে এগিয়ে আসছে।'

ভ্রু কোঁচকায় জুপিটারের। 'দুজন? এক্ষেত্রে আমাদের এখন দ্রুত কাজ সারতে হবে। এই কাঠের তক্তাগুলোর ব্যাপারে তোমরা আমাকে সাহায্য করো।'

উত্তরে বব আর পিটি কাঠের তক্তাগুলো ধরে টান দেয়। 'কোনো কাজ হবে না,' হতাশা গলায় বব বলে উঠল, 'তক্তাগুলো এতো বেশী টাইট হয়ে গেছে যে—'

মাথা নাড়ল জুপিটার। 'একটা উপায় খুঁজে বার করতেই হবে। হঠাৎ তার চোখ দুটো কেমন উজ্জ্বল হয়ে উঠল। 'অবশ্যই। আমি কি বোকা?' এই বলে সে কাঠের তক্তার নিচে জমে থাকা আলগা বালিগুলো খোঁচা দিয়ে সরালো। 'এখন আমাদের করণীয় কাজ হলো তক্তাগুলোর নিচে কিছু বালি-মাটি খুঁড়ে ফেলতে হবে। আর তাতেই তক্তাগুলো আলগা হয়ে যাবে।'

তারা দ্রুত হাঁটা মুড়ে বসে তক্তাগুলোর নিচ থেকে বালি সরাতে উদ্যত হলো। হঠাৎ চওড়া একটা তক্তা নড়ে উঠল।

'এতেই হবে,' খুশি হয়ে বলে উঠল জুপিটার। 'এখন আমাদের প্রবেশের জন্য তক্তাটা একটু সরাতে হবে—'

তক্তার নিচের বালি-মাটি একবার আলগা হতেই সেটা অনায়াসে খুলে গেলো। সেই খোলা পথ দিয়ে বব ও পিটি ভেতরের প্যাসেজে ঢুকে পড়ল। তারপর জুপিটারের পালা।

রীতিমতো যুদ্ধ করতে হচ্ছে জুপিটারকে প্যাসেজে ঢোকার জন্য। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিয়ে বলল সে, 'আ-আমি পারবো না। আমি যে তোমাদের থেকে একটু স্বাস্থ্যবান।'

ওপার থেকে বব ও পিটি তক্তার নিচ থেকে আরো খানিকটা বালি-মাটি সরাতেই জুপিটারের প্রবেশ করার মতো তক্তাটা এবার যথেষ্ট ফাঁক হয়ে গেলো এবং এবার জুপিটার

প্যাসেজের ভেতরে অনায়াসে ঢুকে পরে। বব ও পিটি তক্তাটা পুরোপুরি আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে চাইছিল, জুপিটার তাদের উদ্দেশে বলে উঠল, 'সবটা বন্ধ করো না, একটু ফাঁক রেখ, আমি আগন্তুকদের মুখ দেখতে চাই।'

দীর্ঘ সময় ধরে সেই অন্ধকার গিরিগুহার ভেতরে তারা হাঁটু মুড়ে বসে রইল। এক সময় অচেনা কণ্ঠস্বর ভেসে এলো তাদের কানে।

প্রথম ডুবুরির হাতের টর্চ ঝলসে উঠল। 'হ্যারি, আমি শপথ নিয়ে বলতে পারি, ছেলেগুলো এখানেই ছুটে এসেছে। আমাদের দুর্ভাগ্য, সমুদ্রের একটা ঢেউ তোমাকে ডুবিয়ে দেয়, আর আমিও এক সময় ওদের দিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে কি ভুল যে করেছি, এখন সেটা আমি হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করতে পারছি।'

'তা ওরা যদি এখানে এসে থাকে, অবশ্যই আমরা ওদের ঠিক খুঁজে বার করবো দেখ।' বলল হ্যারি। 'আর যদি না পাই, আমাদের কাজে যেতে হবে।'

তিন গোয়েন্দা নিঃশ্বাস বন্ধ করে ঘাপটি মেরে বসে থাকে প্যাসেজের মধ্যে। প্রথম ডুবুরি ঘন ঘন টর্চ ফেলছিল তাদের দিকে। ছিদ্র পথে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছিল জুপিটার।

বব ও পিটিও তাকে অনুসরণ করছিল তখন।

কালো ভিজে পোষাকের লোক দুটো এবার ফিরে যেতে থাকে। টর্চের আলো ফিকে হয়ে আসতে থাকে। তাদের পায়ের শব্দও ক্ষীণ হয়ে আসে।

পিটের জায়গা থেকে দ্বিতীয় লোকটার কণ্ঠস্বর গুহার অভ্যন্তরে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফেরে। 'জ্যাক, এটা তোমার শুধুই অনুমান বলে মনে হয়। এখানে কেউ নেই।'

'তাহলে মনে হয় অন্য সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেছে ওরা।'

তারপরেই তাদের পায়ের শব্দ একেবারে মিলিয়ে যায় এক সময়। কাঠের তক্তার ফাঁক দিয়ে ভাল করে উঁকি মেরে জুপিটার ফিস্‌ফিসিয়ে বলে উঠল, 'ওরা চলে গেছে, চলো, এবার এখান থেকে বেরিয়ে পড়া যাক।'

ওরা আবার সাবধানে বালি সরিয়ে তক্তাটা আলগা করল।

'জুপি, এবার তুমি প্রথমে বেরোও,' ফিস্‌ফিসিয়ে বলল পিটি। 'তুমি বেরোতে পারলে তখন বব আর আমি সহজেই বেরিয়ে যেতে পারবো।'

এক গাল হেসে তার উপদেশ মেনে নিলো জুপিটার।

একটু পরেই তারা গুহার মুখের সামনে এসে উপস্থিত হলো। গুহাটা এখন নিস্তব্ধ। জোরে নিঃশ্বাস নিয়ে জুপিটার তার কব্জিঘড়ির দিকে তাকাল। 'আমরা এখানে তিন ঘণ্টারও ও ওপরে রয়েছি,' নিচু গলায় বলল সে। 'হানস আমাদের জন্য অপেক্ষা করবে।'

নয় □ ভুতুড়ে বার্তা

'ভাল কথা,' জিজ্ঞেস করল জুপিটার, 'এর থেকে তুমি কি বুঝলে?'

ঘণ্টাখানেক আগে পিটি ও জুপিটার, 'ওদের হেডকোয়ার্টারে ফিরে এসেছিল। ওদিকে বব ওর গায়ের কাদা-মাটি এবং নোংরা পোষাক বদল করার জন্য বাড়ি চলে যায়।

কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল পিটি, 'আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। ডুবুরি দুজনের নাম হ্যারি ও জ্যাক। হ্যারি কিংবা জ্যাক কেমন যে আমাদের দিকে তাদের বন্দুক তাক করেছিল, তাও জানি না। কেন যে তারা আমাদের গুহা পর্যন্ত অনুসরণ করেছিল, সেটাও আমার জানা নেই। আর

তারা কি ভাবে কোথায় যে উধাও হয়ে গেলো তাও আমি জানি না। এমন কি আমি এও জানি না, কি ভাবে বেঁচে সেখান থেকে ফিরে এসেছি আমরা।'

জুপিটার তার ঠোঁট কামড়ে বলল, 'রহস্যজনক ভাবে সেই বসে পড়ার ঘটনা থেকে মনে হয়, মিঃ অ্যালানের কুকুর উধাও হওয়ার সমস্যার সমাধান করার আগে এখন আমাদের অনেকগুলো প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়েছে। সেই সব প্রশ্নের উত্তর আগে জানতে হবে।'

'আমার মাথায় একটা মতলব এসেছে, সেটা আমাদের সাহায্যে লাগতে পারে,' বলল পিটি।

'ওহো পিটি,' জুপিটারের চোখ দুটো চিকচিক করে ওঠে, 'কি সেটা, তাড়াতাড়ি বলে ফেলো!'

পিটি তাদের ডেস্কে রাখা টেলিফোনটার দিকে দৃষ্টি ফেলে বলে, 'রিসিভার তুলে মিঃ অ্যালানকে জানিয়ে দাও, তাঁর হারানো কুকুরের খোঁজ আমরা করবো, আর তাঁকে আরো বলো, আমরা এখন প্রায় অজ্ঞাতবাসে থাকছি। তাঁকে এও বলো, সমস্ত ব্যাপারটা আমরা ভুলে যেতে চাই।'

তার উপদেশ অগ্রাহ্য করে দিয়ে জুপিটার বলল, 'আমাদের প্রথম সমস্যা হলো, ওই ডুবুরি দুজনকে বার করো, গুহার মধ্যে তারা কি করে?'

সঙ্গে সঙ্গে মাথা নাড়ল পিটি। 'ভয়ঙ্কর চরিত্রের ওই দুজন লোককে নিয়ে কেনই বা তুমি মাথা ঘামাচ্ছো বলো তো?

'মিঃ অ্যালানের কুকুর উধাও হওয়ার ক্লু খুঁজে বার করার জন্য,' উত্তরে বলল জুপিটার। 'আর তাঁর আইরিশ কুকুর রেড রোভারের পায়ের ছাপ যদি খুঁজে পাওয়া যায়, সেটাও দেখার জন্য।'

'ভাল কথা, আমরা সেখানে খুব বেশী তথ্য তো পাইনি' বলল, পিটি, 'কেবল সেই পিটটা ছাড়া। আমাদের জন্য বব সেটা আবিষ্কার করে।'

'তাছাড়া কাঠের তক্তা সরিয়ে আমরা সেই প্যাসেজের সন্ধানও পেয়েছি,' জুপিটার মনে করিয়ে দেয়, 'গুহার ভেতরে সেটা একটা গোপন টানেলও হতে পারে। কিংবা বহুযুগ আগে সেটা স্মাগলারদের চোরাই মালপত্র লুকিয়ে রাখার আদর্শ জায়গাতেও হতে পারে।'

'আমি জানি না। এ সবের সঙ্গে আমাদের কি সম্পর্ক আছে' অসহিষ্ণু গলায় পিটি বলে, 'এখানে মিঃ অ্যালানের কুকুরটাকে যে লুকিয়ে রাখা হয়েছে, তাও নয়!

ভ্রু-কুঁচকে এবার জুপিটার বলল, 'গোয়েন্দা হিসেবে ওই গুহায় ফিরে গিয়ে ভাল করে সেটা পরীক্ষা করে দেখা আমাদের উচিত। তুমি কি সেটা বুঝতে পারছ না?'

ঘাড় নাড়ল পিটি। 'নিশ্চয়ই। আমি এখন ভেবে অবাক হচ্ছি, ওই ডুবুরি দুজন অন্ধকারে পিটের মধ্যে পড়ল না কেন? অথচ বব পড়ে গেল। তার মানে এই নয় কি, গুহার মধ্যে তাদের যাতায়াত আছে। তারা সেকালের পথ-ঘাট তাদের ভাল জানা আছে?'

'হতে পারে। তাছাড়া ওদের হাতে যে টর্চ ছিলো ভুলে যেও না।' জুপিটার আরো বলে, 'সম্ভবত পরে আমরা যখন আবার টর্চ হাতে সেখানে যাবো, ওরা কোন্ পথে উধাও হয়ে যায়, সেটা আমরা আবিস্কার করতে পারবো তখন।' আর তখনি—

ঠিক এই সময় ফোনটা বেজে উঠল। তারা দুজনেই টেলিফোনের দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে রইল। রিসিভার তুলল না। আবার বেজে উঠল। 'এবার উত্তর দাও,' বলল পিটি।

'ধরছি,' রিসিভারটা তুলে নিয়ে নিল জুপিটার, 'হ্যালো? হ্যালো?' জুপিটার আবার বলল, 'হ্যালো? এবারেও কোনো উত্তর নেই।

'হয়তো রং নাম্বার হতে পারে' বলল পিটি।

'কিন্তু আমার তা মনে হয় না,' বলল জুপিটার।

তারপর তারা একটা অদ্ভুত ভয়ার্ত কণ্ঠস্বর শুনতে পেলো। কেউ যেন জোর করে শ্বাস নেওয়ার চেষ্টা করছে। তার নিঃশ্বাস নিতে খুব কষ্ট হচ্ছে। শব্দটা ঠিক সেই রকমই শোনাল।

পরমুহূর্তেই কণ্ঠস্বর বদল হয়ে যায়। এবার মনে হলো, কেউ যেন তাকে গলা টিপে শ্বাসরোধ করতে চাইছে, তার বাঁচার আয়ু যৎসামান্যই।

'দূরে থাক.....' চাপা কণ্ঠস্বর। তেমনি চাপা গলায় সে বলতে থাকে 'দূরে থাক...থাকো...দূরে।' তারপর আবার নিঃশ্বাস পড়ার আওয়াজ ভেসে আসে দূরভাষে।

'কিসের থেকে দূরে সরে থাকবো?' দূরভাষে জুপিটারের প্রশ্ন ভাসে।

'আমার...গুহা,' আবার সেই কণ্ঠস্বর। তারপর আবার সেই হাঁ-করে শ্বাস নেওয়ার শব্দ, এবং তারপরেই নীরবতা।

'কেন? জিজ্ঞেস করল জুপিটার, 'এ কথা বলার অর্থ কি?'

এবার কাটা কাটা কণ্ঠস্বর শোনাল; 'মৃত...ব্যক্তি, আগের চেয়ে আরো আস্তে শোনালো কণ্ঠস্বর, 'কোনো...কাহিনী...শোনায়...না!'

একটা দীর্ঘশ্বাস, তারপরেই আবার সেই নীরবতা।

ফোনটা রেখে দিলো জুপিটার। এক মুহূর্তের জন্য সে এবং পিটি ফোনটার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। তারপরেই পিটি স্মরণ করিয়ে দিলো, 'নৈশ ভোজের সময় হয়ে গেছে। আমি চললাম।'

জুপিটারও লাফিয়ে উঠল, 'চলো, আমিও যাচ্ছি।'

এখন তাদের আর কোনো ঝামেলা নেই, ভুতুড়ে বার্তা নিয়ে মাথা ঘামাবার কিছু নেই। বার্তাটা খুবই সহজ, সরল।

"আমার গুহা থেকে দূরে সরে থাকো!

মৃত ব্যক্তি কোনো কাহিনী শোনায় না!"

মিঃ অ্যালান তাদের গুহার ভেতরে ড্রাগনের প্রবেশের কথা বলেছিলেন। কিন্তু কোনো মৃত ব্যক্তি কিংবা ভূতের কথা উল্লেখ করেননি তিনি।

দশ ☐ সমুদ্রতীরে মৃত্যু ভাসে

ইতিমধ্যে স্নান সেরে এবং পোষাক বদল করে বব গিয়ে পৌঁছল রকি বীচ পাবলিক লাইব্রেরীতে। বব ওখানে পার্ট-টাইম কাজ করে। তাকে দেখে লাইব্রেরিয়ান মিস্ বেনেট হাসি মুখে বলে উঠল, 'ওহো বব, সত্যি তোমাকে দেখে আমি খুব খুশি। বড্ড কাজের চাপ আমার। আজ অনেক ভিজিটার এসেছে, অনেক বই বুককেসে তুলে রাখতে হবে। তুমি আমাকে একটু সাহায্য করবে?'

'নিশ্চয়ই' উত্তরে বলল বব।

এক গাদা ফেরৎ দেওয়া বই দু'হাতে তুলে নিয়ে বুকসেলফে এক এক করে সাজিয়ে রাখল

সে। তারপর সে রীডিং রুমের টেবিলের দিকে তাকাল। অনেকগুলো বই তখনো সেখানে পড়েছিল। সেগুলো সংগ্রহ করতে গিয়ে একটা বই-এর উপর তার দৃষ্টি নিবদ্ধ হলো। বইটার নাম—"ক্যালিফোর্ণিয়ার রূপকথা।" অলস ভঙ্গিমায় পাতা ওল্টায় সে। এক সময় একটা অধ্যায় তার চোখ পড়ে—"সমুদ্রতীর ঃ স্বপ্নের শহর, সেটা মৃত।"

'হুম', নিজেকেই বলল বব। 'এটা আকর্ষণীয় হতে পারে।' বইটা টেবিলের এক ধারে রেখে দিয়ে বাকী বইগুলো এক এক করে সেলফে রাখতে গিয়ে সে ভাবল লাইব্রেরির কাজ শেষ করার পর "ক্যালিফোর্ণিয়ার রূপকথা।" বইটা পড়তে হবে। চট জলদি সে তার কাজ শেষ করে মিস বেনেটের ডেস্কে ফিরে গিয়ে বব বলল,' সব বই ঠিক মতো জায়গায় সাজিয়ে রেখেছি। এখন আমি আমার নিজের গবেষণার কিছু কাজ করতে চাই। আমার করার মতো আর কোন কাজ তোমার দেওয়ার আছে?'

মৃদু হেসে মাথা নাড়ল মিস্ বেনেট। বব তাড়াতাড়ি রীডিং টেবিলে গিয়ে "ক্যালিফোর্ণিয়ার রূপকথা" বইটা নিয়ে পড়তে বসল। এখন সে বুঝল সমুদ্রতীর সম্পর্কে তার খুব বেশী জ্ঞান নেই। এমন কি জুপিটার কিংবা পিটিরও নেই। মৃতপ্রায় শহর সম্পর্কে অবশ্যই কেউ কিছু জানে না কিংবা কোন কাহিনীও শোনেন নি এর আগে। সমুদ্রতীরের অধ্যায়টা খুলে পড়তে শুরু করল সে। এই কথাগুলো দিয়ে শুরু হয়েছে অধ্যায় ঃ

দুর্ভাগ্যবশত প্লেগ রোগের মহামারী নেমে আসে কতকগুলো শহরে। সমুদ্রতীরের স্বপ্ন—শহরের মূল কেন্দ্র হওয়া, পঞ্চাশ বছর আগে শুধুই ধোঁয়াশায় পরিণত হয়ে যায়।

জ্বলজ্বলে সমৃদ্ধশালী শহরের স্থপতিরা তাদের ভাগ্য নিয়ে এমন ভাবে জুয়া খেলতে আর রাজী হয়নি। সেই যে সব সুদীর্ঘ কানেল, জলপথ, ভেনিসের দর্শনার্থীদের স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য এক সময় তৈরী হয়েছিল, সেগুলো কারখানায় স্থানান্তরিত হয়েছে। এক সময়ের আভিজাত্যপূর্ণ হোটেলগুলো ভেঙ্গে এখন উত্তর থেকে দক্ষিণে মোটরগাড়ি চলার পথ তৈরী হয়েছে।

সম্ভবত সমুদ্রতীরের সব থেকে তিক্ত বিরক্তির ঘটনা হলো, পাতাল-রেলের ব্যর্থতা প্রথমে পশ্চিম উপকূলে। যাইহোক, পরবর্তীকালে সমুদ্র উপকূল থেকে ব্যবসায়ী ও জনসাধারণের জন্য দ্রুত যানপথের উন্নতি হওয়ার জন্য অর্থ বিনিয়োগকারী এবং জনসাধারণের বিক্ষোভ প্রশমিত হয়ে যায়। এর ফলে পাতালের কাজ আর কখনো সম্পূর্ণ হয়নি। এবং কয়েক মাইল দীর্ঘ ক্যানেলের কথা আজ মানুষ ভুলে গেছে, কিন্তু সেই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটার আগে যারা মারা যায়, তাদের ভুতুড়ে অস্তিত্ব আবার সাড়া দিয়ে উঠতে পারে...

'ওঃ।' নিজের মনেই বলল বব। এখন সমুদ্রতীরের শহরের উপলব্ধি অনেক বেশী করে করতে পারছে। বইটা অনেক বছরের পুরনো। তার অর্থ দাঁড়ায় ওই বইয়ের ঘটনা পঞ্চাশ বছর আগের নয়, তারও অনেক বেশী বছর আগের ঘটনা। ঘটনাচক্রে বইটা তার চোখে না পড়লে তারা যেখানে গিয়েছিল, সেই জায়গাটা সম্পর্কে অনেক তথ্যই অজানা থেকে যেত।

সমুদ্রতীর সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য কয়েকটা পয়েন্ট বব তাকে নোটবুকে লিখে নিয়ে বইটা যথাস্থানে রেখে দেয়। তারপর সে এখন বসে বসে ভাবছে। জুপিটারকে খবরটা জানাতে হবে। তবে নৈশভোজের পর। মিস্ বেনেটকে বিদায় জানিয়ে সাইকেলে চড়ে বাড়ি ফিরে এলো সে।

জুপিটারকে অনেক কথা বলার আছে। নৈশভোজ সেরেই সে হাজির হলো তাদের হেডকোয়ার্টারে তখন বেশ উত্তপ্ত আলোচনা হচ্ছিল দুই গোয়েন্দা জুপিটার এবং পিটির মধ্যে।

'আমি বলছি, মিঃ অ্যালানের হারানো কুকুরের কথা আমাদের ভুলে যেতে হবে।' পিটি তখন দৃঢ়স্বরে বলছিল। তার হয়তো একটা পোষা কুকুর হারিয়েছে কিন্তু আমার সামনে ড্রাগন আর দুজন বিশ্রী দেখতে ডুবুরি। যাদের হাতে গুলি ভর্তি বন্দুক। যারা কিশোরদের এ ডেরাকেই পছন্দ করে না। তারপর গুহার ভেতরে সেই বিপজ্জনক পিটটা। তাছাড়া আরো আছে। সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে প্রথমেই সেটা হঠাৎ রহস্যজনকভাবে ভেঙ্গে পড়ে। তাছাড়া টেলিফোনে সেই ভুতুড়ে বার্তা—আমাদের প্রতি সতর্কবাণী মৃত্যু পথযাত্রী কিংবা মৃত ব্যক্তিরও হতে পারে, ভুতুড়ে গলায় সে আমাদের সতর্ক করে দিয়ে বলেছে, তার গুহা থেকে দূরে সরে থাকতে। সেটা আমার সৎ উপদেশ বলেই মনে হয়েছে। বিশেষ করে সেটা যদি কোন মৃত ব্যক্তির কাছ থেকে হয়।'

বড় বড় চোখ করে তাকাল বব। 'এ সব কি ব্যাপার?'

নৈশভোজের এক ঘণ্টা পরে তিন গোয়েন্দা আবার হেডকোয়ার্টারে জমায়েত হয়েছিল তাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করার জন্য।

'তুমি তোমার নোংরা পোষাকে বদল করার জন্য চলে যাওয়ার পরে জানো বব,' তার প্রশ্নের উত্তরে জুপিটার ব্যাখ্যা করে বলল, 'আমরা একটা অদ্ভুত রহস্যজনক টেলিফোন পাই।' তারপর সে সেই ভুতুড়ে বার্তা পুনরাবৃত্তি করল ববের কাছে।

'এ যেন কণ্ঠরোধ করার ঘটনা বলে মনে হচ্ছে আমার কাছে,' সব শুনে বব বলল, 'যদি বা তা না হয়, তাহলে মনে হয় কেউ হয়তো বলছে, গুহার মধ্যে আমরা অনাকাঙ্খিত।'

সেই পরিচিত একগুঁয়েভাব ফুটে উঠতে দেখা গেলো জুপির মুখে। 'আমরা কিন্তু এখনো পর্যন্ত ড্রাগন দেখতে পাইনি।' বলল সে। 'তাই আমি বলি কি জানো, আজ রাতে আর একবার তদন্ত করার জন্য আমাদের সেখানে যাওয়া উচিত।'

'এসো এর ওপর নোট নেওয়া যাক,' সঙ্গে সঙ্গে পিটি পাল্টা প্রস্তাব দিলো। 'কেসটা এখন পরিত্যক্ত গণ্য করার পক্ষে আবার ভোট। তোমরা সবাই আমার পক্ষে হলে বলো—হ্যাঁ।'

'হ্যাঁ! হ্যাঁ! হ্যাঁ! তীক্ষ্ণ স্বরে কথাটা পুনরাবৃত্তি করল ব্ল্যাকবার্ড, শিক্ষণপ্রাপ্ত পোষা পাখী, তার খাঁচাটা হেডকোয়ার্টারের ডেস্কের সামনে ঝুলছিল।'

'চুপ করো তুমি!' পিটি তাকে ধমকে উঠল! 'তুমি এ ক্লাবের বেতন ভুক্ত সদস্য নও। আমরা তোমাকে এখানে স্রেফ থাকতে দিয়েছি।'

'মৃত ব্যক্তি কোনো কাহিনী শোনায় না!' বলে উঠল ব্ল্যাকবার্ড এবং তীক্ষ্ণস্বরে হাসল।

জুপিটারের দিকে ফিরে বব বলল, 'মনে হয়, ব্ল্যাকবার্ড যা বলল, ওর কথাই তুমি শুনেছ।'

মাথা নাড়ল জুপিটার। 'না বব, এমন একজন লোকের কাছ থেকে ফোনটা এসেছিল, যার নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল, কথা বলতে যার কষ্ট হচ্ছিল। ইচ্ছাকৃত ভাবে যদি একজন মৃত্যু পথযাত্রী ব্যক্তির প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করা হয়ে থাকে। কিংবা সেটা যদি ভুতুড়ে কণ্ঠস্বর হয়ে থাকে, তাহলে বলবো, সম্পূর্ণ সফল। সত্যি এটা মনের ওপর চাপ সৃষ্টি করে, তাই না পিটি?'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল পিটি, 'এখনো পর্যন্ত যা ঘটেছে, তাতে কি কম মানসিক চাপ সৃষ্টি হয়েছে।' চুলের মধ্যে হাত বুলোতে গিয়ে সে বলল, 'আমার চুলে আজ হয়তো ধূসর রঙ লাগেনি, তবে হয়তো কালই সেটা হতে পারে।'

দাঁত বার করে হাসল জুপিটার। 'পিটি আমাদের মতো মোটেই তুমি ভীত নও। এটা তোমার স্রেফ অভিনয়, স্রেফ অভিনয়।'

'বাজী রাখতে চাও?' বলল পিটি।

জুপিটারের উত্তর হলো ফোন তুলে ধরা।

'আর আমি বাজী ধরতে পারি, ওয়ারদিংটন যখন আমাদের জন্য রোলস-রয়েস গাড়ি নিয়ে এসে হাজির হবে, তুমি তখন আমাদের সঙ্গে ঠিক আসতে চাইবে,' বলল সে।

আধ ঘণ্টার মধ্যে পিটি সোনার প্লেট লাগানো পুরনো মডেলের রোলস রয়েস জানালা পথে দেখল প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূলের হাইওয়ের পথে সমুদ্রতীর দিয়ে শহরের বাইরে চলেছে। লম্বাটে ইংলিশ সোফারের হাতে ড্রাইভিং হুইল। অভিজ্ঞ চালকের মতো গাড়ি চালাচ্ছিল সে।

'যখন আমাদের কেসের ব্যাপারে ঝামেলায় পড়ি, তখন আমার এক এক সময় কি ইচ্ছে হয় জানো জুপি,' বলল পিটি, 'তুমি যদি প্রতিযোগিতায় বিজয়ী না হতে, খুব ভাল হতো।'

'এটা খুব বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না পিটি?' বব তাকে স্মরণ করিয়ে দেয়, 'মনে আছে, এই গাড়ি চড়ার শর্ত মতো তিরিশ দিন অতিক্রান্ত হয়ে গেলে, এ ব্যাপারে তুমিই সব থেকে বেশী অখুশি হয়েছিলে, এ আমার স্পষ্ট মনে আছে।'

সেই চরম মুহূর্তে একজন ইংরাজ ছেলে এই গাড়ি চিরদিন ব্যবহার করার জন্য আর্থিক ব্যবস্থা করে দেয়। এর ফলে প্রায় অনির্দিষ্টকালের জন্য এই গাড়িটা তিন গোয়েন্দা ব্যবহার করে আসছে। সেই সঙ্গে গাড়ির চালক হিসেবে ওয়ারদিংটনকে'ও পাচ্ছে তারা।

চামড়ার আপহোলস্টারের উপর হেলান দিয়ে বসেছিল পিটি। হাসিমুখে বলল সে, 'হাঁটা পথের থেকে গাড়ি চড়ে আসাটা যে কত আরামদায়ক, সেটা আমি স্বীকার করছি।'

চালককে জুপিটার নির্দেশ দিয়েছিল, হাইওয়ে দিয়ে সমুদ্রতীরে তাদের নিয়ে আসার জন্য। এখন সে সোফারের কাঁধে টোকা দিয়ে বলে উঠল, 'ওয়ারদিংটন, এখানেই গাড়িটা থামাও, চমৎকার এই জায়গাটা। আমাদের জন্য এখানে তুমি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করো।'

'খুব ভাল কথা মাস্টার জোনস।' বলল সোফার।

তিন গোয়েন্দা গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়াল। জুপিটার ফিরে এসে গাড়ি থেকে তাদের যন্ত্রপাতি বার করল।

টর্চ, ক্যামেরা আর একটা টেপরেকর্ডার,' বলল সে, 'যে কোনো জরুরী অবস্থার জন্য আমরা এখন প্রস্তুত, আর সেই সঙ্গে আমরা তার নথীপত্র করে নিতেও পারবো।'

টেপরেকর্ডারটা ববের হাতে তুলে দিয়ে বলল সে, 'ড্রাগনের যে কোনো শব্দ কিংবা শ্বাস নিতে ও কথা বলতে কষ্ট পাওয়া সেই জীবিত-মৃত লোকেব কথা তোমাকে রেকর্ড করে নিতে হবে এটা দিয়ে।'

পিটি একটা শক্তিশালী টর্চ এক হাতে নিলো তার অপর হাতে জুপি একটা দড়ির বাণ্ডিল তুলে দেয়।

'দড়ি আবার কেন?' জিজ্ঞেস করল পিটি।

'সব দিক থেকেই প্রস্তুত থাকা দরকার।' সভয়ে জুপিটার তাকে বলল। 'এটা হাল্কা নাইলনের একশো ফুটের দড়ি। ধরো অন্য সিঁড়িটাও যদি ভেঙ্গে ফেলা থাকে, তাহলে এই দড়ি দিয়েই উপরের টিলা থেকে নিচে নামতে পারবো আমরা।'

অন্ধকার পথ ধরে কিছুটা পথ হেঁটে এলো তারা। জুপিটারই প্রথমে সিঁড়ি পথে নামার জন্য এগিয়ে গেলো। আজ সকালে যে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামতে গিয়ে ভেঙ্গে পড়ে, সেটার

থেকে এই সিঁড়িটা বেশ কয়েকশো গজ দূরে।

তার সঙ্গীরা টিলার শেষ প্রান্তে এসে মিলিত হলো তার সঙ্গে। উপর থেকে বীচটা মরুভূমির মতো নির্জন, নিস্তব্ধ, হাল্কা মেঘ ভেদ করে চাঁদের আলো এসে পড়েছিল। হাল্কা মেঘের ছায়ায় বাকী কাজ তাদের সারতে হবে।

পিটির স্নায়ু কোষগুলো তখন আর যেন কাজ করছিল না, তাকে খুবই নার্ভাস দেখাচ্ছিল। পুরনো সিঁড়ির রেলিং ধরে দাঁড়িয়েছিল সে, এবং তখনো মুহূর্তের জন্য দাঁড়িয়ে কি যেন শুনছিল সে। বব ও পিটিও শুনছিল।

তারা তখন শুনছিল সামনে সমুদ্রের গর্জন, সমুদ্রতীরে আছড়ে পড়া ঢেউ-এর শব্দ এবং তাদের হার্ট-বীটের শব্দ।

'ভাল,' পিটি যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। 'সবার জন্যই আমার প্রীতি ও শুভেচ্ছা রইল,' দৃঢ়স্বরে বলল পিটি।'

তিন কিশোর গোয়েন্দা নিচে নামবার জন্য সিঁড়ির প্রথম ধাপে পা দিতেই সহসা তাদের মনে হলো, সমুদ্রের গর্জন যেন আবো বেড়ে গেলো, এ যেন তাদের আগমনের জন্য আগাম স্বাগত জানানো।

এগার ☐ রাতের বিভীষিকা

অন্ধকার সিঁড়ি। রাতের লোনা বাতাস তাদের মুখে ঝাপটা দিচ্ছিল। ভয়ে ভয়ে নামছিল তারা, কয়েকটা ধাপ বাকী। শেষ কয়েকটা ধাপ বাকী থাকতেই তারা লাফ দিলো বালির উপর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে।

উপর দিকে দৃষ্টি ফেলতেই জুপিটার দেখল হাইওয়ের দু'ধারের বাড়ি থেকে কচ্চিৎ দু'একটা আলো জ্বলতে দেখা যাচ্ছিল। সকালের সেই ধসে পড়া সিঁড়ির পাশ দিয়ে এগিয়ে চলল তারা গুহার দিকে।

গুহার প্রবেশ পথের সামনে এসে তাবা ইচ্ছাকৃত ভাবে হঠাৎ থেমে পড়ল, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে তারা দেখল গুহার ভেতরে কেউ আছে কিনা। না, কারোর কোনো সাড়াশব্দ নেই। অবশেযে জুপি বলে উঠল, 'সব পরিষ্কার।' দ্রুত গুহার ভেতরে ঢুকে আবার থেমে কান পাতল কোনো কিছু শোনবার জন্য। জুপির হাবভাব দেখে পিটি হতবাক। তারা যেন তিন কম্যান্ডো, গুহা ঘেরাও করতে চলেছে, জুপিটার যেন সেই রকমই অভিনয় করছে।

গুহার ভেতরে প্রবেশ করে জুপিটার বলে উঠল, 'আমি যা দেখছি, তোমরা দেখতে পাচ্ছ? ওই খানে গুহার পরিধি শেষ হয়ে গেছে, ঠিক ওই পিটটার পরে। তাহলে সেই ডুবুরি দুজন কি করেই বা বেরিয়ে গেলো গুহা থেকে?' জুপিটার আরো খানিকটা এগিয়ে গিয়ে তার হাতের টর্চটা জ্বালল। 'আমার ধারণার থেকেও গুহাটা ছোট।' চিন্তিত সুরে সে আবার বলল 'পিটি, এটা একটা খুব ভাল প্রশ্ন। কি করে ওই ডুবুরি দুজন এখান থেকে পালালো। আর কোথায়ই বা তারা গেলো?'

তারা ঘুরে ঘুরে গুহার দেওয়ালগুলো পরীক্ষা করে দেখতে থাকল। 'নিরেট দেওয়াল,' বলল পিটি।

'এর থেকে তুমি কি বুঝছ পিটি?' বব জিজ্ঞেস করল।

'কেন, তুমি কিছু বুঝছ না? 'উত্তরে বলল পিটি। 'দেখছ না গুহাটা কতই না ছোট! আর

পিটটাও ততোধিক ছোট। এই ছোট জায়গায় ড্রাগনের স্থান হতে পারে না।'

স্তব্ধ, হতবাক জুপিটার। 'মিঃ অ্যালান বলেছেন, তিনি নাকি সমুদ্র থেকে ড্রাগনকো উঠে এসে এই গুহার ভেতরে প্রবেশ করতে দেখেছিলেন।' ইচ্ছাকৃত ভাবে পিটের দিকে তাকিয়ে সে বলল, 'আর এই ছোট্ট গুহা থেকে দুজন ডুবুরি কি তাহলে হাওয়ায় অদৃশ্য হয়ে গেলো? এখন আমাদের দেখতে হবে, গুহায় প্রবেশের অন্য আর একটা পথ খোলা আছে কিনা কিংবা এই গুহারই অন্য কোথাও খোলা পথ আছে কিনা, সেটাও দেখতে হবে। এমনো হতে পারে, পাশাপাশি একটা বিরাট প্যাসেজ রয়েছে।'

'ওঃ!' হঠাৎ বব চিৎকার করে উঠল, 'এই মুহূর্তে একটা কথা আমার মনে পড়ে গেলো!' সেদিন লাইব্রেরীতে সে যা পরেছিল, আর তার বাবার কাছ থেকে সে যা শুনেছিল, দ্রুত সবিস্তারে বলে গেলো সে।

জুপিটারের দু'চোখে চিন্তার ছায়া। 'একটা ট্যানেল, তুমি বলছ?'

উত্তেজিত হয়ে বব মাথা নাড়ল। 'পশ্চিম উপকূলে সেটাই ছিলো প্রথম পাতাল রেল। সেটা কখনই সম্পূর্ণ হয়নি, তবে তার একটা অংশ বিশেষের অস্তিত্ব অবশ্যই আছে। একটা ভূতুড়ে রেলের মতো।'

'বব, এটা খুব আকর্ষণীয় তো,' বলল জুপিটার। 'কিন্তু সেই টানেল তো অনেক মাইল দীর্ঘ হতে পারে। আর সেই টানেল যেই শুরু করুক না কেন, সেটা হয়তো এই গুহারই শেষ প্রান্ত থেকে শুরু হতে পারে।'

'আমার মনে হয়, বব মাথা নেড়ে সায় দেয়, 'তুমি হয়তো ঠিকই বলেছ জুপি।'

'তাহলে ভাল করে এখানে খুঁজে দেখা যাক,' বলল জুপিটার। 'কিন্তু আমার মনে হয়, টানেল খুঁজতে হলে ম্যাপ দেখাই ভাল। সম্ভবত সমুদ্রের ধারে পিটি প্ল্যানিং বোর্ডের অফিস থেকে আমরা সেটা পেতে পারি।'

'দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর পরে?' হাসল পিটি। 'সেই ম্যাপ যেই তৈরী করুক না কেন, হয়তো অনেক দিন আগেই মারা গেছে। আর যদি বা সেই ম্যাপের অস্তিত্ব থেকেই থাকে আমি বাজী ধরে বলতে পারি, সেটা ধুলো ও স্তূপীকৃত কাগজের নিচে চাপা পড়ে গিয়ে থাকবে।'

মাথা নাড়ল জুপিটার। 'হতে পারে পিটি, তবে আজ রাতে যতক্ষণ আমরা এখানে থাকছি, আমাদের এ কেসের তদন্তের কাজ হিসেবে সেই টানেলের খোঁজ করা উচিত। অবশ্য আজ সকালে এই গুহা সংলগ্ন প্যাসেজ আবিস্কার করার পর থেকেই আমি এখনি একটা কিছু চিন্তা করছিলাম।'

পিটি ও বব তার প্রস্তাবের সঙ্গে এক মত হলো, এবং গুহার দেওয়ালে লাগানো সেই কাঠের তক্তাটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। ধুলো-বালি সরিয়ে টর্চের আলো ভাল করে তাকাতে গিয়েই জুপিটারের চোখ দুটো কেমন জ্বলজ্বল করে উঠল।

'কি ব্যাপার জুপি?' ফিস্‌ফিসিয়ে জিজ্ঞেস করল বব।

জুপি কেমন যেন হতবাক। 'এখনো ঠিক নিশ্চিত নই,' বলল সে, 'এটা ঠিক প্লাইউডের মতো দেখাচ্ছে। এর পিছনে কি রহস্য লুকিয়ে আছে জানি না। এখন এসো, আরো খানিক ধুলো-বালি সরিয়ে তক্তাটা সরিয়ে দেখা যাক ওপরে কি আছে!'

খুব সাবধানে প্লাইউডের তক্তাটা সরাতেই তারা দেখল, একটা ছোট্ট গুহার ভেতরে গিয়ে হাজির হয়েছে তারা। মাথার ছাদটা অনেক নিচু। তবে মাথা হেঁট না করেই মোটামুটি সোজা

হয়ে দাঁড়ান যায়। ভেতরটা স্যাঁতসেতে এবং নিচের দিকে ঢালু বলে মনে হলো।

'যাইহোক,' কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল জুপিটার 'জায়গাটা মোটেই স্মাগলারদের কিংবা জলদস্যুদের পক্ষে আদর্শ নয়। আমার ধারণা অতীতে এটা বহু ব্যবহৃত পুরনো কাঠের তক্তা। দেখে মনে হয় তারা এটা তাদের গোপন আস্তানা হিসেবে ব্যবহার করতো।'

ওদিকে জলদস্যুর প্রসঙ্গ উঠতেই বব চিন্তা করে বলল, 'জলদস্যু? তাহলে তো এখানে তারা সোনার বার ফেলে যেতে পারে। খুঁজে দেখতে দোষ কি!' তারপরেই সোনার বারের খোঁজে ঘুরতে থাকে। একটু পরেই ববকে আর দেখতে পেলো না তারা।

'ববের কি ব্যাপার?' জিজ্ঞেস করল জুপিটার। 'বব উধাও।'

'বব তুমি কোথায়?' এবার পিটি জিজ্ঞেস করল। তার দৃষ্টি স্থির, অকম্পন।

'সেকি! মাত্র এক সেকেণ্ড আগেও তো ও এখানে ছিলো। জুপিটার অবাক হলো। তবে কি ও ফাঁপা দেওয়ালের মধ্যে মিলিয়ে গেলো?'

'কিন্তু আমার তো সেরকম মনে হয় না,' পিটি বলে, 'তাছাড়া কই এখন এখানে কোনো পিটও তো চোখে পড়ছে না।' 'এই বলে গুহার মেঝেটা পরীক্ষা করতে গেলে গুড়গুড় শব্দ শুনতে পেলো সে। তার চোখ দুটো বিস্তারিত হলো, হাতের টর্চটা শক্ত করে ধরে ববকে হাস্যরত অবস্থায় ফিরে আসতে দেখল সে।

'ঠিক আছে,' জুপিও দেখতে পেয়ে বলে উঠল, 'ও এখন ফিরে আসছে।'

'উঃ কি আশ্চর্য!' বব ফিরে এসে ওর এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতার কথা বলে ওর সঙ্গীদের। 'একটা গোপন রক প্যানেল। কোনো রকমে একটু খুলতে পেরেছি।'

'অপর দিকে কি দেখলে তুমি?' উত্তেজিত হয়ে জিজ্ঞেস করল জুপি।

ববের চোয়াল ঝুলে পড়েছে উত্তেজনায়। 'দেখ জুপ, দেখবার সুযোগ পাইনি। ঘটনাটা খুবই দ্রুত ঘটে যায়। চলো গিয়ে দেখি, আর একবার খুলতে পারি কিনা!'

বব এগিয়ে যায় সেই শিলা খণ্ডের দিকে। সেটা সরাতে গিয়ে আবার সেই গুড়গুড় শব্দ উঠলো, দু'পা পিছিয়ে গেলো বব। শিলাখন্ডের ওপাশে আর একটা গুহা, গোপন গুহা। প্রথমে প্রবেশ করল বব। তারপর ওকে অনুসরণ করল ওর দুই সাথী জুপিটার ও পিটি।

'ওহো!' পিটি চিৎকার করে বলে, 'এতো দেখছি পাশের গুহার মতোই!'

এই গুহাটা আরো উঁচু, আরো চওড়া। তিন গোয়েন্দা টর্চ হাতে নিয়ে সার্চ করতে শুরু করে দেয়। এই সময় ওরা ওদের পেছনে হাল্কা গুড়গুড় আওয়াজ শুনতে পেলো। মাথা ঘুরে যায় তিন গোয়েন্দার।

আর ঠিক তখনি সেই গোপন প্রবেশ পথটা বন্ধ হয়ে যায় ওদের পেছনে।

'যেমনটি একটু আগে ববের বেলায় ঘটেছিল। আমি নিশ্চিত এর কলাকৌশল ঠিক খুঁজে বার করতে পারবো।' বলল জুপি। 'খুবই সহজ ব্যাপার। সম্ভবত এটা একটা তালার লিভারের ক্রিয়াকলাপের মতোন। তালা খোলার মতো হঠাৎই বন্ধ হয়ে যায়। যাইহোক, এখন ওসব ভুলে গিয়ে এসো গুহাটা ভাল করে সার্চ করা যাক!'

উঁচু ছাদের দিকে তাকিয়ে ঢোক গিলে বব বলে, 'জুপি, এটার আকার দেখ। বইয়ে পড়ার মতোন এটা একটা টানেল হতে পারে।'

মাথা নাড়ল জুপিটার। 'তা হতে পারে বব। কিন্তু তুমি যদি ভাল করে লক্ষ্য করো, তাহলে

দেখবে এটা প্রকৃত গুহার মতো অমসৃণ, উঁচু-নীচু। অথচ .তোমার বই-এর বর্ণনা মতো যদি টানেল হয়, তাহলে দেওয়ালগুলো কংক্রীটের হতো, মেঝেটা পাথর কিংবা ইট দিয়ে বাধানো থাকতো। কিন্তু সে সব কোথায় বব?'

জুপিটার মাথা নেড়ে বলে 'না, এটা একটা প্রকৃত বিরাট গুহার মতোই দেখতে। চলো, এগিয়ে যাওয়া যাক, তোমার বর্ণনা মতো এ-পথ পাতালরেলে গিয়ে পড়েছে কিনা দেখা যাক।'

'আমার কি মনে হয় জানো, বলল পিটি,' রাস্তের দিকে যাওয়ার কোন পথ নেই। তার মানে এই দাঁড়াচ্ছে যে, এখানে ড্রাগনেরও প্রবেশের কোনো পথ নেই।'

'অর্থাৎ আমরা ভাগ্যবান,' হাসতে হাসতে বলল, জুপিটার। 'তবে এই গুহা সম্পর্কে একটা ব্যাপারে আমি নিশ্চিত যে, এখানে ড্রাগন কিংবা ওই জাতীর কোনো জন্তু-জানোয়ার থাকার পক্ষে যথেষ্ট।'

'আমাকে স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য ধন্যবাদ,' বিড়বিড় করে বলল পিটি।

গুহার মেঝেটা বেশ মসৃণ। হাঁটতে হাঁটতে এক সময় তারা শেষ প্রান্তে একটা উঁচু ধূসর রঙের দেওয়ালের সামনে এসে দাঁড়াল। 'এখানেই এ রাস্তা শেষ,' বলল পিটি।

জুপিটার তার নিজের ঠোঁট কামড়ায়। তাকে কেমন যেন বিভ্রান্ত বলে মনে হয়।

'কি ব্যাপার জুপি?' জিজ্ঞেস করল বব।

'আমাদের সামনের ওই দেওয়ালটা,'—উত্তরে বলল জুপি। 'দেওয়ালটা ঠিক স্বাভাবিক বলে মনে হচ্ছে না। নিশ্চয়ই ওটার মধ্যে কিছু একটা আছে।'

বব ও টর্চ ফেলে সেই দেওয়ালে। 'আমার কাছে একটা দেওয়াল বলেই তো মনে হচ্ছে, বব বলে, 'স্বভাবতই তোমার মতো আমিও বিরক্ত।'

তার কথা শুনছিল না জুপিটার। খুব কাছ থেকে দেওয়ালের উপর চোখ রেখে টোকা দিলো, তারপর দেওয়ালের অপর প্রান্তে ধাক্কা দিলো সে।

'মজার শব্দ হচ্ছে, তাই না জুপি?' বলল বব।

মাথা নাড়ল জুপিটার। তার ভ্রু উঁচু হলো। তারপর সে গুহার দিকের দেওয়ালের উপর আঘাত করল। 'একটা তফাত দেখতে পাচ্ছি, সব শেষে বলল সে। 'কিন্তু আমি সেটা ঠিক ব্যাখ্যা করতে পারিছি না।'

'উঃ কি ঠান্ডা জায়গাটা,' পিটি তাকে বাধা দিয়ে বলে উঠল, 'চলো, এখান থেকে বেরুবার পথ খুঁজে বার করা যাক।'

জুপিটারের মুখটা চকচক করে উঠল। 'হ্যাঁ, ঠিক তাই—ঠান্ডা। ওই দেওয়ালটা ঠান্ডা নয়, কিন্তু গুহার দিকের দেওয়ালটার মধ্যে তফাৎ অনুভব করছি।

বব ও পিটি তাড়াতাড়ি দেওয়াল ও গুহার দিকের দেওয়ালের মধ্যে তফাৎ খুঁজতে গিয়ে পিটি বলল, 'তুবি ঠিকই বলেছ। গুহার দিকের দেওয়ালের মতো অপর দিকের দেওয়ালটা অতো ঠান্ডা নয়। কিন্তু এর থেকে কি প্রমাণ হয়? ভুলে যেও না যে, সমুদ্রের ধারে অনেকগুলো বাড়ির নিচে এই গুহাটা। সম্ভবত তাপটা সেই বাড়িগুলো থেকেই আসছে। এবং দেওয়ালটা গরম করে রাখছে।'

'তাপ উপরে ওঠে পিটি,' জুপি মনে করিয়ে দেয়।

'হয়তো ভেতরে আর একটা টানেল আছে,' বব তাদের বোঝায়। 'জুপি, সেটাও গরম করে রাখতে পারে।'

জুপিটার মাথা নেড়ে সন্দেহযুক্ত হওয়ার জন্য পকেট থেকে ছুরি বার করে ধূসর দেওয়ালের উপর আচড় কাটতে থাকে।

হাসল পিটি, 'তোমার ছুরিটার বারোটা বেজে যাবে জুপি। 'তোমার এখন দরকার একটা ছোট্ট ডিনামাইট।'

পিটির বক্রোক্তি অগ্রাহ্য করে দেওয়ালে ছুরি দিয়ে ঘষতে থাকে। সে তার সঙ্গীদের দিকে ফিরে তাকায় এবার। হাসে সে। তার জয়ের হাসি দেখে মনে হয় যে, একটা কোনো উল্লেখযোগ্য জিনিষ উন্মোচিত হতে যাচ্ছে। কিন্তু ওদের দুজনের কাঠের পায়া দিয়ে ভাল করে নিরীক্ষণ করতে গিয়ে সুখের সেই হাসিটা মিলিয়ে গেলো। ভয়ার্ত কণ্ঠে বলে উঠল সে, 'ওই গুহাটার' জানি না কি করে কিন্তু তোমাদের পিছনে মুখ খোলা!'

তার সঙ্গীদের যেন বিশ্বাসই হয় না। একটু আগেও গুহার মুখ খোলার কোনো চিহ্ন ছিলো না। কিন্তু এখনই বা কি করে খোলা হতে পাবে? তারা স্থির দৃষ্টিতে দেখছিল। এ যেন অবিশ্বাস্য। ওদিকে গুহার মুখটা ধীরে ধীরে বড় হতে থাকে। আর সেই সঙ্গে একটা শীতল বাতাস অনুভব করে তারা। এখন তারা গুহার বাইরে গলির প্রান্তর দেখতে যাচ্ছে, দেখতে পাচ্ছে সমুদ্রের উপকূল।

জুপিটার প্রথম কথা বলল। 'তাড়াতাড়ি করো। এখনি আমাদের ছোট গুহায় চলে যেতে হবে।'

তিন গোয়েন্দা ছুটে গিয়ে শিলাখন্ডের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। যেটা একটু আগে খুলে যায় তাদের প্রবেশের সুযোগ করে দিয়ে। বব তার হাত দিয়ে সেটার উপর প্রচন্ডভাবে চাপ দেয়। তারপর সে তার কাঁধ দিয়েও ঠেলা দেয়। অবশেষে সে তার সঙ্গীদের দিকে ফিরে কাঁপা কাঁপা গলায় বলে উঠল, 'আমি—আমি কি ভাবে যে আগে এটা নাড়িয়েছিলাম জানি না। এখন যেন ভুলে গেছি।'

'অসম্ভব!' ঘোঁত ঘোঁত করতে করতে বলল জুপিটার। এটা স্রেফ একটা তালায় লিভারের মতো, আটকে গিয়ে থাকবে। আমরা নিশ্চয়ই এর ত্রুটি খুঁজে বার করতে পারবো।'

পিটির সঙ্গে হাত মিলিয়ে জুপিটার সেই শিলাখণ্ডের উপর চাপ দিতে থাকে তাদের দেহের সর্বশক্তি দিয়ে। ওদিকে বব আগে যে ভাবে আলগা শিলাখন্ডের জায়গাটা আবিস্কার করেছিল। এখন সেটার সন্ধান করতে থাকে সে।

হঠাৎ তখন গুহার মধ্যে আলোর বন্যা বয়ে যায়। এবং তারা প্রচন্ড ঠান্ডা অনুভব করে। গুহার মুখটা ক্রমশ বড় হতে থাকে। আর তাদের মনে হলো, যেন একটা কিছু তাদের দিকে এগিয়ে আসছে। সমুদ্র বুক থেকে উঠে আসছে একটা বিরাট কালো রঙের জন্তুর মতোন।

ভয়ার্ত কণ্ঠস্বর জুপিটারের। 'ওটা, ওটা একটা ড্রাগন, ঠিক ওই জাতীয় কিছু একটা হবে।'

সেই বিস্ময়কর আকৃতির মতো জন্তুটা তাদের খুব কাছে চলে আসতে তারা সেটার গায়ে জল চিক চিক করে থাকতে দেখল। জন্তুটার ছোট্ট মাথা, ত্রিভুজাকৃতি। গলাটা বাঁকানো। হলুদ চোখের চাহনি গুহার উপর স্থির নিবদ্ধ এবং হেডলাইটের মতো জ্বলজ্বলে। এগিয়ে আসছিল সেটা, একটা অদ্ভুত আওয়াজ করছিল সেই জন্তুটা। মুহূর্তের মধ্যে সেটা গুহার মুখটার সামনে এগিয়ে গিয়ে গুহায় মুখ গুঁজে দাঁড়িয়ে রইল। মুখটা নামাতেই তারা সেটার দীর্ঘ লক্‌লকে

জিহ্বা দেখতে পেলো, যেন সেটা তাদের আস্বাদন নিতে চায়। বিস্ময়কর ভাবে তারা সমস্ত দিক থেকে তাদের সর্বশক্তি দিয়ে শিলাখন্ডের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল পার্শ্ববর্তী ছোট গুহায় পালাবার জন্য। সেই ভয়ঙ্কর জন্তুটা এবার গুহার ভেতরে প্রবেশ করতে থাকে, ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলে।

তিন গোয়েন্দা শিলাখন্ডের গা ঘেঁষে নতজানু হয়ে বসল, সেই ভয়ঙ্কর ড্রাগন তখন তাদের কাছে শুধুই মরীচিকা নয়, যেন সাক্ষাৎ মৃত্যুদূত। লম্বা গলা নাড়তে থাকে সেটা, কালো মাথা, হলুদ চোখের চাহনি তখনি নিম্নমুখী। এক সময় ভিজে লম্বা চোয়াল দুটো নড়ে উঠতেই তারা সেটার দাঁতগুলো দেখতে পেলো, অবিশ্বাস্য রকম বড় এবং ধারালো চকচকে। ড্রাগন আবার জোরে জোরে নিঃশ্বাস নেয়, এবং কেশে ওঠে, আর তারপরেই থেমে যায়।

জুপিটার অরণ্যের সব থেকে হিংস্র-জানোয়ার বাঘের কাসি এবং ব্যাঘ্রকে সতর্ক করে দেওয়ার কথা বইতে পড়েছিল, কিন্তু এর আগে খুব একটা চিন্তা-ভাবনা করেনি। কিন্তু এখন তার মনে পড়ল—এবং ভয়ে কাঁপছিল সে।

ড্রাগনের ভিজে চোয়াল এবার শক্ত হলো, তাদের আরো কাছে সরে এলো সেটা। এবার চোয়াল দুটো ফাঁক হতেই তপ্ত নিঃশ্বাস তাদের গায়ে লাগল।

হঠাৎ এই সময় তাদের প্রস্তরখন্ডটা একটা ক্লিক শব্দ তুলে ফাঁক হয়ে যায়। জুপিটার সেদিকে ফিরে তাকাতেই দেখল যে বব পড়ে রয়েছে মেঝের উপর। প্রচন্ড ঠান্ডায় জমে গেছে পিটি, অসহায় দৃষ্টি দিয়ে ড্রাগনের দিকে তাকিয়ে রয়েছে তারা। তারা সেই প্রস্তরখন্ডটা সামান্য একটু ফাঁক হতেই তারা সেখান থেকে বেরিয়ে এলো। আর আবার সেই গুড় গুড় শব্দ। অবশ্য আগের মতো এবার জোর নয়। তিন গোয়েন্দা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো। কিন্তু সেটা অতি অল্প সময়ের জন্য।

তারা আবার সেই ভয়ঙ্কর ড্রাগনের হিংস্র চিৎকার শুনতে পেলো। তারপরেই তাদের মনে হলো প্রস্তরখন্ডটা অসম্ভব কাঁপছে, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে পাথরের টুকরো ছাদ থেকে ছিটকে পড়ছে উল্টো দিক থেকে।

বারো □ ভয়ের অবতারণা

'ড্রাগন আমাদের তাড়া করেছে!' চিৎকার করে উঠল পিটি। পাশের গুহা থেকে গর্জন ক্রমশ বাড়ছে। দুটি গুহার মাঝে শিলাখন্ডটা অসম্ভব কাঁপছিল। ছাদ থেকে বালি ও ছোট ছোট পাথরের টুকরো খসে পড়ছিল বারি ধারার মতোন। ধূলোয় গুহার ভেতরটা মেঘের আড়ালের মতো মনে হচ্ছিল। 'তবে কি ধ্বস নামল? কাঁপতে কাঁপতে বলল পিটি।'

"আমরা ফাঁদে পড়ে গেছি।" বব চিৎকার করে উঠল। 'দম বন্ধ হয়ে আমরা মারা পড়বো।'

এখন মনে হচ্ছে, আর্থার সেলবি ঠাট্টা করেননি, ভাবল জুপিটার। তার মনে পড়ল, তিনি বলেছিলেন, ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক গুহা, ধ্বস নামলে জীবন্ত কবর হয়ে যেতে পারে।

'আমরা যে পথ দিয়ে ঢুকেছি, সেই পথ দিয়েই বেরুতে হবে,' ভয়ার্ত কণ্ঠে বলে উঠল জুপিটার।

তিন গোয়েন্দা তখন কাঠের তক্তার নিচের ধূলো-বালি সড়াতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। এক সময় তক্তাটা আলগা হতেই পিটি এক টানে সেটা সরিয়ে ফেলে।

'চলো, এবার এখান থেকে বেরিয়ে পড়া যাক।' জুপিটার বলল বটে, কিন্তু সে নিজে তার সঙ্গীদের পথ দেখাতে আগে পা বাড়াতে পারল না। কারণ তার পা দুটো আর কাজ করতে পারছিল না। তাই তার দুই সঙ্গী তাকে ধরাধরি করে গুহার বাইরে নিয়ে এলো। বাইরে এসে বালির নিচে আবার পা রাখতে পেরে সবাই তখন খুব খুশি, নতুন করে তারা যেন তাদের জীবনের স্বাদ খুঁজে পেল।

সামনে সমুদ্রের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ড্রাগনের আস্ফালনের আওয়াজ তখনো গুহার ভেতর থেকে ভেসে আসছিল। যে কোনো মুহূর্তে গুহা থেকে বেরিয়ে আসতে পারে সেই ভয়ঙ্কর জন্তুটা। কিন্তু তার আগেই এখান থেকে তাদের চলে যেতে হবে। তিন গোয়েন্দা এখন দ্বিতীয় সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠছে দ্রুত পায়ে। হাইওয়ের উপর ওয়ারদিংটন শক্তিশালী মডেলের রোলস-রয়েস নিয়ে অপেক্ষা করছে তাদের জন্য। একবার তার গাড়িতে উঠে বসতে পারলেই নিরাপদ আশ্রয়। ওয়ারদিংটন ভাল ভাবেই জানে, কিভাবে কোন্ রাস্তা দিয়ে গাড়ি ছোটালে তারা সেই হিংস্র ড্রাগনের ভয়ঙ্কর নখর-থাবার হাত থেকে বেঁচে যেতে পারে।

'ওয়ারদিংটন,' গাড়িতে উঠে বসে বলল জুপিটার, 'আমাদের বাড়িতে নিয়ে চলো।'

'খুব ভাল কথা মাস্টার জোনস,' বলেই সে গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে দেয়। মুহূর্তে প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূলের ধারে হাইওয়ের উপর দিয়ে শক্তিশালী রোলস-রয়েস ছুটে চলল তাদের বাড়ির দিকে।

'জুপি, তুমি তোমার অমন আহত পা নিয়ে অতো জোরে কি করে ছুটলে বুঝতে পারছি না,' বলল পিটি।

'আমিও বুঝতে পারছি না,' জুপিটার হাসতে হাসতে বলল, 'এর কারণ হয়তো এর আগে আমি কখনো ড্রাগন দেখিনি বলে।'

'আচ্ছা জুপি, তোমার মনে আছে, একদিন আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, ড্রাগনের অস্তিত্বের কথা আমরা কখনোই মেনে নেবো না।'

পিটি বলে, 'অথচ তুমি একটু আগে স্বীকার করলে, ড্রাগনের অস্তিত্ব এখনো আছে—এর কি ব্যাখ্যা তুমি করবে বলো!'

'কিন্তু তাই বা কি করে হয়?' এবার বব অবাক হয়ে বলল, 'আমি তো বই-এ পড়েছি, ড্রাগনরা মৃত আগ্নেয়গিরির মতো। আজ আর ওদের কোনো অস্তিত্ব নেই বললেই চলে।'

মাথা নাড়ল জুপিটার। 'জানি না। এর সঠিক উত্তর হলো, আমরা ড্রাগন আদৌ দেখিনি। আর ড্রাগনের অস্তিত্বই যদি না থাকে তাহলে দেখার কোনো আগ্রহ উঠতে পারে না।'

'তুমি কি ছেলেমানুষি করছো?' পিটি জানতে চাইল। 'আমরা যদি ড্রাগনই দেখে না থাকবো, তাহলে গুহার মধ্যে উষ্ণ নিঃশ্বাস আমাদের গায়ে লাগলই বা কি করে?'

'অবশ্যই সেটা একটা ড্রাগনের মতোই দেখতে ছিলো,' বলল বব।

ওয়ারদিংটন স্টিয়ারিং হুইল থেকে মাথা ঘুরিয়ে বলল, 'কিশোর ছেলেরা আমাকে ক্ষমা করো,, তোমাদের কথায় কান না দিয়ে আমি থাকতে পারলান না। আজ রাতে তোমরা যে ড্রাগন দেখে এসেছো, সেটা কি আমাকে সত্যি বলে ধরে নিতে হবে? সত্যিকারের জীবন্ত ড্রাগন ছিলো?'

'এ ব্যাপারে আমরা একেবারে নিশ্চিত ওয়ারদিংটন,' বলল পিটি। 'সেটা সমুদ্র থেকে উঠে এসে সোজা আমরা যে গুহায় তদন্ত চালাচ্ছিলাম সেখানে এসে ঢোকে। তুমি কখনো ড্রাগন

দেখেছো?'

'না, সেরকম সৌভাগ্য আমার হয়েছে বলে দাবী করতে পারি না। তবে সেই রকম ভয়ঙ্কর জন্তুর সন্ধান পায় কিছু লোক। সমুদ্রের সরিসৃপের মতোন। নাম লক্‌স্‌নেস। প্রায়ই শুনি, এখনো দেখা যায়। তবে আমি কখনো নিজের চোখে দেখিনি। শুনেছি সেটা নাকি প্রায় একশো ফুট লম্বা।'

ওয়ারদিংটনের কথাগুলো গভীর ভাবে চিন্তা করে বলল জুপিটার, 'তুমি তাহলে বলছো যে, তুমি কখনো ড্রাগন দেখনি?'

'সত্যিকারেব নয়,' উত্তরে হাসতে হাসতে বলল সে। 'কেবল ফুটবল খেলার আগে। প্যাসাডেনায় বাৎসবিক উৎসবে ওরা কাগজ ও ফুলের ড্রাগন তৈরী করতো। আমাব বিশ্বাস, ওরা সেটার নাম দিয়েছিল রোজ বাওয়েল প্যারেড।'

'ভাল কথা, কিছুক্ষণ আগে আমবা যে ড্রাগন দেখে এসেছি, সেটা ফুলের নয়।' তাড়াতাড়ি বলল পিটি। 'এই আমি জোর দিয়ে বলতে পারি। ঠিক জুপি?'

'হুম,' উত্তরে জুপি বলল, 'অবশ্যই ফুলের তৈবী নয়। ঠিক আছে, সেটা ধরে নিলাম। একটা সত্যিকারের ড্রাগন ছিলো।' একটু ইতস্তত কবে সে আবার বললো। 'সেটা যে সেইবকম দেখতে ছিলো, এব্যাপারে আমরা একমত।'

'তুমি যে অন্তত একবাব আমাদের সঙ্গে একমত হলে, শুনে আনন্দ পেলাম। কিন্তু পিটি।'

নিচের ঠোঁট কামড়ে জানালা পথে তাকালো জুপিটার। বাইরে নির্মল শোভা দেখতে গিয়ে খুব গভীরভাবে কি যেন চিন্তা করছিল জুপিটাব। তাই উত্তর দিলো না সে।

জোনসদেব স্যালভেজ ইয়ার্ডে বোলস বয়েস এসে থামলে জুপিটার ধন্যবাদ জানালো ওযারদিংটনকে। প্রয়োজন হলেই গাড়ির জন্য যোগাযোগ করবে তারা। বলল জুপিটার।

চলে যাওয়াব আগে ওয়াবদিংটন বলল, 'সে তো খুব ভাল কথা মাস্টার জোনস। তবে যাওয়ার আগে একটা প্রশ্ন করবো, কিছু মনে করো না, তোমাদের ওই ড্রাগন সম্পর্কে আমার মনে একটা প্রশ্ন জেগেছে। আপনারা কি সেই রক্ত-মাংসেব ড্রাগনকে খুব কাছ থেকে ভেবেছিলেন?'

'হ্যাঁ, খুব কাছ থেকেই,' রহস্য কবে উত্তর দিলো পিটি। 'প্রকান্ড সেই জন্তুটা ঠিক আমাদের মাথার কাছেই ছিলো।'

'ভাল।' ওযারদিংটন বলে, 'কিংবদন্তী আছে, এবং বলা যেতে পারে যে, এটা সত্যও বটে, ড্রাগনের নিঃশ্বাসের সঙ্গে ধোঁয়া ও আগুন নির্গত হয়ে থাকে। আপনাদের সেই ড্রাগনের মুখ বা নাক থেকে সেরকম কিছু না বেরিয়েছিল?'

'না,' এবার জুপিটার উত্তর দেয়। 'এই ড্রাগন সেরকম কিছু করেনি। করলে আমরা অন্তত সবাই ধোঁয়া দেখতে পেতাম।'

'তাই বুঝি!' সোফার চলে যায় অতঃপব। আর জুপিটার তার সঙ্গীদের নিয়ে বাড়ির ভেতরে চলে যায়। টিটাস কাকা এবং ম্যাথিলডা কাকীমা তখন ঘুমোচ্ছিলেন অঘোরে। পিটি ও ববের দিকে ঘুবে দাঁড়িয়ে জুপিটার বলে উঠল, 'জানিনা তোমরা সায় দেবে কিনা, কিন্তু এখনি আমাদের একবার সেই গুহায় ফিরে যেতে হবে।'

'কি বললে?' আঁতকে উঠল পিটি। 'একবার কোনো রকমে ড্রাগনের হাত থেকে প্রাণ হাতে করে ফিরে এসেছি, তার পরেও তুমি এখনো সেখানে যেতে চাও?'

জুপি মাথা নাড়ল। সে তার হাত দুটো উর্দ্ধে তুলে বোঝাতে চাইল, সে যোওয়ার জন্য প্রস্তুত। সেই সঙ্গে মুখেও সে বলল, 'ড্রাগনের আতঙ্কে আমরা আমাদের সব যন্ত্রপাতি সেই গুহায় ফেলে এসেছি। আমার ক্যামেরা, রেকর্ডার, ঘড়ি, সব ফেলে এসেছি। এই কারণেই সেখানে ফিরে যাওয়া।'

'ঠিক আছে,' অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিড়বিড় করে পিটি বলল, 'খুব বেশী না হলেও এর মধ্যে তবু কিছু অর্থ খুঁজে পাওয়া যায়। তোমার অন্য কি কারণ বলো?'

'ড্রাগন।' ধীরে ধীরে জুপিটার বলল, 'সেটা সত্যিকারের ড্রাগন বলে আমার বিশ্বাসই হয় না।'

তার সঙ্গীরা অবাক চোখে তার দিকে তাকায়। শেষ পর্যন্ত পিটি তো বলেই ফেলল। 'সত্যি নয়? তাহলে তুমি কি বলতে চাও, যে ড্রাগনকে দেখে আমরা অতো ভয় পেথাম, তুমি বলছো, সেটা আসল নয়?'

'হ্যাঁ, আমি স্বীকার করছি। সেটা ড্রাগনের মতো দেখতে হলেও আসল ড্রাগন নয়!'

পিটিকে বিরক্ত হতে দেখা গেলো। 'তাহলে তুমি কি বলতে চাইছ?'

'এখন এ ব্যাপারে আলোচনা কবার সময় নয়, অনেক দেরী হয়ে গেছে,' বলল জুপি। বরং কাল সকালে ওটা যে আসল ড্রাগন নয়, তার কারণ আমি ব্যাখ্যা করে বলবো। গুহায় ফিরে গিয়ে যদি প্রমাণ হয় আমি ভুল ব্যাখ্যা করেছি, আর সেটা যদি সত্যিকারের ড্রাগন হয় তখন তোমাদেব হুমকি মতো তোমরা যা বলবে আমি তাই কববো, আমি আমাব শার্টটা চিবিয়ে খেয়ে ফেলবো।'

'তার জন্য তোমাকে চিন্তা করতে হবে না,' বলল পিটি। 'তোমাব হয়ে ওই ড্রাগনই খেয়ে ফেলবে।'

তেরো □ জোকারের ঠাট্টা

ঘুম যেন আসতে চায় না ববের। চোখেব পাতাগুলো এক করলেই রাতের সেই বিভীষিকা ভয়ঙ্কর দানব-ড্রাগন যেন তাকে আক্রমণ করছে সেই গুহার মধ্যে, ওর দম বন্ধ হয়ে আসছে। এই ভাবে আতঙ্কের মধ্যে থেকে শেষ রাতে ঘুম নেমে আসে তাব চোখ। ঘুম ভাঙ্গে সকালে।

ব্রেকফাস্ট টেবিলে ওর বাবা ওকে সম্বোধন করে বলেন, 'সুপ্রভাত বৎস। গত রাত্রে তোমার বন্ধুদের সঙ্গে ভাল ভাবে সময় কেটেছিল তো?'

'হ্যাঁ বাবা,' উত্তরে বব বলে, 'বেশ ভালই লেগেছে।'

'খুব ভাল,' তার বাবা সঙ্গে সঙ্গে কোনো কথা মনে পড়ে যাওয়ার মতো করে বললেন তিনি, 'হ্যাঁ, কাল তুমি চলে যাওয়ার পরেই সেই লোকটার কথা মনে পড়ে যায়—মানে ওই ট্যানেলটা তৈরী করার পরিকল্পনা যিনি নিয়েছিলেন, এবং পরবর্তীকালে যাঁর জীবনে দুর্ভাগ্য নেমে এসেছিল। ভদ্রলোকেব নাম ছিলো ল্যাবরন কারটার।

'কারটার?' সঙ্গে সঙ্গে মিঃ কারটারের কথা মনে পড়ে যায় ববের, যার সঙ্গে তারা দেখা করেছিল।'

'হ্যাঁ, সমুদ্রতীরের টাউন কাউন্সিল তাঁর প্রস্তাবিত পরিকল্পনা বাতিল করে দিলে তাঁর মন ভেঙ্গে পড়ে। পরে সেই দুঃখে তিনি আত্মহত্যা করে বসেন। কিছুদিন পরেই তাঁর স্ত্রীও মারা যান। বেঁচে থাকে কেবল তাঁর একমাত্র, ছেলে মনে রেখো, এ সব ঘটনা আজ থেকে পঞ্চাশ

বছর আগেকার।'

সেই কার্টার পুত্রর সঙ্গে যে তারা মিলিত হয়েছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আর তিনি নিশ্চয়ই সেই টানেল সম্পর্কে বেশ ভাল তথ্যই জানেন। এবং তিনি এখনো জীবিত। এ খবর জুপিটার শুনলে তার প্রতিক্রিয়া কি হতে পারে। সেটা ভাসা ভাসা অনুমান করে নিয়ে সে দ্রুত প্রাতঃরাশ সেরে নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলো দ্রুত পায়ে। জোনসদের স্যালভেজ ইয়ার্ডে গিয়ে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা যাবে অন্য দুই কিশোর গোয়েন্দার সঙ্গে ভাবল বব।

'কারটার পরিবার সম্পর্কে বব যা বলল,' পিটি বলে, 'আমার কি মনে হয় জানো জুপি, ড্রাগনটা নকল, তোমার এই মন্তব্যর থেকেও চমকপ্রদ রোমাঞ্চকর।'

হেডকোয়ার্টারে বসে তিন গোয়েন্দা আলোচনা করছিল ল্যাবরন কারটারকে নিয়ে। 'গতকাল রাতে ড্রাগন সম্পর্কে তুমি কি বলেছিলে আমার সব মনে আছে জুপি,' বলল বব, 'আজ সকালে বাড়ি থেকে সোজা লাইব্রেরীতে চলে যাই। এখানে আসার আগে আমি অনেক গবেষণা করি।'

ববের হাতে কাগজ দেখে বলল জুপি, 'সরাসরি তুমি যদি ড্রাগন সম্পর্কে তোমার গবেষণা লব্ধ উপলব্ধির কথা বলতে চাও, তাহলে এক কথায় উত্তর দাও, আজকের দিনে ড্রাগনের সত্যিকারের অস্তিত্ব আছে কি নেই?'

মাথা নাড়ল বব। 'না, ড্রাগন বলতে কিছু নেই। একটা বইও আমাকে প্রমাণ দেখাতে পারে না, আজকের দিনে ড্রাগন কোথাও আছে কিনা!'

'এ অত্যন্ত জেদের কথা!' রাগে ফেটে পড়ল বব। 'ওই সব বই-এর লেখকদের দেখার মতো চোখ নেই। রাতে সমুদ্রের ধারে গুহায় তারা গেলেই তারা ড্রাগন দেখতে পাবে। একটা বিরাট ড্রাগন। কি চমৎকার তার আকৃতি!'

জুপিটার হাত তুলে তাকে বাধা দিয়ে বলে উঠল, 'বব তার রিপোর্টটা পড়ার পরে এ নিয়ে আমরা আলোচনা করবো। তারপর বব বলে যাও!'

বব তার রিপোর্টের দিকে তাকিয়ে বলতে শুরু করল আবার। 'আমি দেখেছি, কোমোডোর বিরাট সরিসৃপ জাতীয় প্রাণীকেই ড্রাগন হিসেবে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। বড় সাইজের সরিসৃপ, প্রায় দশ ফুট লম্বা হবে। কিন্তু আমরা যে বিরাট ড্রাগন দেখেছিলাম, সেরকম বিরাট আকৃতির ড্রাগনের বর্ণনা কোথাও নেই। এমন কি তাদের মুখ থেকে ধোঁয়া বা আগুন ও নির্গত হয় না। আর সেগুলোর অস্তিত্ব দেখা যায় কেবল ইস্ট-ইন্ডিজের একটা ছোট্ট দ্বীপে। অতএব এর থেকে আমরা সহজেই বলতে পারি যে, আজকের দিনে ড্রাগনের কোনো অস্তিত্বই নেই! আর এদের ভয় পাওয়ারও কিছু নেই। বরং তথাকথিত কাল্পনিক ড্রাগনের চেয়ে অনেক বেশী হিংস্র জন্তু-জানোয়ারের আক্রমণে প্রতি বছর হাজার হাজার লোক নিহত হচ্ছে। যেমন বিষাক্ত সাপের কামড়ে, বাঘের পেটে কিংবা কুমিরের পেটে গিয়ে।'

'পিটি নোট করে রাখো,' জুপিটার বলে, 'পরিসংখ্যানে কোথাও লেখা নেই, ড্রাগনের আক্রমনে কোনো লোক প্রাণ হারিয়েছে।'

বব তার রিপোর্ট পড়া শেষ করতেই একটা অদ্ভুত নীরবতা নেমে এলো তিন গোয়েন্দার হেডকোয়ার্টারে। জুপিটারই সেই নীরবতা ভঙ্গ করে বলল, 'এর পরেও তোমার কিছু বলার

আছে পিটি?'

মাথা নেড়ে হাসল পিটি এবার। 'এখন দেখা যাচ্ছে যে, সমুদ্রতীর যথেষ্ট নিরাপদ। এখন তোমাকে প্রমাণ করতে হবে গতকাল রাত্রে যে ড্রাগন আমরা দেখেছি, সেটা সত্যিকারের ড্রাগন নয়।'

'ঠিক আছে, শুরুতেই বলে রাখি,' বলল জুপি। 'আমরা দেখিনি—' টেলিফোনে রিং হতেই বাধা পেলো সে।

'সেদিকে লক্ষ্য করে পিটি বলে উঠল, 'জুপি ফোন তোলে, আর একটি মৃত ব্যক্তি কিংবা ভূতুড়ে ফোন হতে পারে। হয়তো সে খবর দেবে, সেই ড্রাগনটাকে গুহা থেকে বেরিয়ে আসতে দেখা গেছে।'

তার কথা শুনে হাসল জুপিটার। তারপর রিসিভারটা হাতে তুলে নিয়ে বলল, 'হ্যালো—'

'হ্যাঁলো,' দূরভাষে এক অতি পরিচিত কণ্ঠস্বর ভেসে আসে, 'আলফ্রেড হিচকক বলছি। আমার কিশোর বন্ধু জুপিটার কথা বলছ নাকি?'

'হ্যাঁ, হ্যালো মিঃ হিচকক। আপনি নিশ্চয়ই আপনার বন্ধুর কেসে তদন্তের কাজে আমরা কতদূর এগিয়েছি, জানতে চাইছেন এই তো?'

'হ্যাঁ,' নরম সুরে উত্তর দিলেন তিনি। 'আমি অ্যালেনকে কথা দিয়েছি, তোমরা তার হারানো কুকুরের সন্ধান ঠিক করবেই। তা তোমরা তার কুকুরের কোনো খোঁজ পেলে নাকি?'

'না, এখনো পাইনি মিঃ হিচকক,' বলল জুপিটার। 'তবে তার আগে আর একটা রহস্যের সমাধান করতে হবে। ড্রাগন আর তার কাসির রহস্য।'

'ড্রাগন আর তার কাসি?' তার কথা পুনরাবৃত্তি করলেন মিঃ হিচকক। 'তার মানে তুমি বলছো, সত্যিকারের একটা ড্রাগন আছে? আর সেটা খক্‌খক্ করে কাসেও? কি অদ্ভুত! মনে হচ্ছে, জীবন রহস্যের শেষ নেই। যাহোক, তোমরা যদি একান্তই ড্রাগন দেখে থাকো, তাহলে আমি তোমাদের পরামর্শ দিচ্ছি, তোমরা বরং এ-ব্যাপারে আমার বন্ধু হেনরি অ্যালের সঙ্গে আলোচনা করতে পারো। পৃথিবীর জীবন্ত প্রাণী সম্পর্কে তার অনেক অভিজ্ঞতা আছে।' মিঃ হিচকক একটু থেমে আবার বলেন, 'কিন্তু আমি ভেবে অবাক হচ্ছি যে, ড্রাগন সম্পর্কে সে তোমাদের কিছু বলেনি?'

'হ্যাঁ, তিনি উল্লেখ করেছিলেন বটে।' বলল জুপিটার। 'ঠিক আছে মিঃ হিচকক, আমার মনে হয়, মিঃ অ্যালানের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁকে আমাদের রিপোর্ট দেওয়া ভাল।'

'তার আর দরকার নেই।' অবাক করে দিয়ে বললেন মিঃ হিচকক, 'অফিসের আর একটা লাইনে ওর সঙ্গে আমার কথা হচ্ছে। এই মাত্র ও ফোন করে আমাকে বলছিল, তোমাদের কাজে ও নাকি খুবই সন্তুষ্ট। আমি আবার সেক্রেটারিকে বলছি। ওর ফোনের লাইনের সঙ্গে তোমার যোগাযোগ করে দেওয়ার জন্য।'

এক মুহূর্তের নীরবতা। তারপরেই তিন গোয়েন্দা বৃদ্ধ ফিলম্ ডাইরেক্টরের কণ্ঠস্বর শুনতে পেল দূরভাষে। 'তুমি কি কিশোর জোনস?'

'হ্যাঁ, মিঃ অ্যালান। আপনার হারানো কুকুরের কোনো ক্লু এখনো পর্যন্ত খুঁজে না পাওয়ার জন্য দুঃখিত। তবে একেবারে হাল আমরা ছেড়ে দিইনি।'

'খুব ভাল বৎস,' বললেন মিঃ অ্যালান। আসলে তোমাদের তদন্তের ফলাফল এত তাড়াতাড়ি

আশাও আমি করিনি।

'তা আপনার অন্য কোনো প্রতিবেশী তাদের হারানো কুকুর ফিরে পেয়েছে?'

'না,' উত্তরে মিঃ অ্যালেন বললেন, 'তোমরা কি আমার কোনো প্রতিবেশীদের সঙ্গে কথা বলেছ নাকি?'

'আপনি যাদের কুকুর নেই, তাদের সঙ্গে আলোচনা করেছি, 'উত্তরে জুপিটার বললল, 'যেমন মিঃ কারটার আর মিঃ সেলবি।'

'তারা কিছু বলেছে নাকি?'

'তারা নেহাত অদ্ভুত প্রতিবেশী,' মিঃ অ্যালেন বলল জুপি, 'বিশেষ করে মিঃ কারটার তিনি তাঁর শটগান উঁচিয়ে আমাদের হুমকি দিলেন। ওকে খুব বিরক্ত বলে মনে হলো। কুকুর তিনি একেবারেই পছন্দ করেন না। ওঁর অভিযোগ, কুকুরগুলো ওঁর বাগান তছনছ করে দেয়। ওদের হাত থেকে রেহাই পেতে চান উনি।'

হাসলেন মিঃ অ্যালেন। 'ওটা ওর স্রেফ ফাঁকা আওয়াজ। অসহায় জন্তুদের যে গুলি করবে। আমার বিশ্বাসই হয় না। তা আমার আর এক বন্ধু আর্থার সেলবির খবর কি?'

'তুলনায় ওঁর কথাবার্তা ভাল, ভয় পাওয়ানোর জন্য তিনি তাঁর নিজস্ব কয়েকটা উপায় বার করেছেন।'

বৃদ্ধ ফিল্ম ডাইরেক্টর আবার হাসলেন। 'ওহো, তুমি ওঁর সেই ইলেকট্রনিক ডিভাইসর কথা বলছো তো। হ্যাঁ, ওঁর বাড়িতে অনুপ্রবেশকারীদের রুখে দেবার পক্ষে ওগুলো যথেষ্ট। তোমাকে বলে রাখি আর্থার সেলবি দারুণ রসিক লোক। উনি আমাকে মনে করিয়ে দিতে চান আমি একাই লোকদের সম্পর্কে ভীত নই। উনি আমার হরর ছবির কথা জানেন।' মুখে এক ধরণের অদ্ভুত শব্দ করে তিনি আবার বলেন, 'সত্যি কথা বলতে কি সেলবির এই অদ্ভুত ধরণের রসিকতার জন্য শহরের সরকারী দপ্তরে একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ উনি হারান।'

'কেন, কি ব্যাপার বলুন তো?' গলার স্বর যতটা সম্ভব স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করল জুপিটার।

'সে অনেক বছর আগেকার কথা হলো।' বললেন মিঃ অ্যালেন। 'সেলবি তখন সিটি প্ল্যানিং ব্যুরোর একজন ইঞ্জিনিয়ার। শহরের সব আটঘাট তাঁর জানা ছিলো। একদিন তার সুযোগ নিলেন তিনি।'

'কি করে?' জিজ্ঞেস করল জুপি, 'কি করেছিলেন তিনি?'

'মিঃ সেলবির জন্মদিনে উনি একটা রসিকতা করার কথা ভাবলেন। খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয় অবশ্য। তিনি করলেন কি শহরের সমস্ত ট্রাফিক আলোগুলোর লাইন কেটে দিলেন। তিনি বলেন মোমবাতি ছাড়াই জন্মদিনের কেক। এ রকম একটা মনোভাব নিয়েই কাজটা করেন তিনি। এর ফলে শহরের ব্যবসায়ীরা তাদের নির্দিষ্ট অ্যাপয়েন্টমেন্ট রাখতে পারে না এবং কাজে যেতে ও বাড়ি ফিরতে দেরী হয়ে যায়। এর ফলে তারা দারুণ ক্ষেপে যায় এবং সিদ্ধান্ত নেয়, এই সাময়িক ব্ল্যাকআউটের জন্য যে দায়ী তাকে শাস্তি দিতে হবে। পরে মিঃ সেলবি তাঁর সেই কৃতকর্মের কথা স্বীকার করেন। তাঁর বক্তব্য ছিলো, তিনি তাঁর জন্মদিনে প্রচুর হাসির খোরাক সৃষ্টি করবেন। কিন্তু—'

'তা তারা তাঁর উপর ভীষণ চটে যায় তারা। সঙ্গে সঙ্গে তারা চাকরী থেকে বরখাস্ত করার ব্যবস্থা করে, এবং ভবিষ্যতে তিনি যাতে অন্য কোথাও আর চাকরী না পান তার ব্যবস্থাও করে। এক হিসেবে তিনি এখন আমারই সমগোত্র। যার জীবন ধারণের স্বীকৃতি অস্বীকৃত। এই

ভাবেই ওর ব্যক্তিগত রঙ্গ-রসিকতার মূল্য দিতে হয় ওঁকে।

'এটা খুবই খারাপ' বলল জুপি। 'সে যাইহোক, তিনি তাঁর নিজের মনোরঞ্জনের জন্য অনেক কিছুই করেছেন। এ খুবই সহজ, সরল ব্যাপার। আর তিনি এও বলেছেন যে, তার এই রসিকতার দরুণ কেউ তো আর আসতে পারেনি।

'কিন্তু কিছু লোক আছে, যারা এ ধরণের রসিকতা পছন্দ করে না। ঠিক আছে। এখনকার মতো গুডবাই—'

"আমার আর একটা প্রশ্ন স্যার,' সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল জুপিটার। 'আচ্ছা, কে জানে যে ড্রাগন আপনি দেখেছিলেন, সেটাকে কাশতে দেখেছিলেন?'

'নিশ্চয়ই,' বৃদ্ধ ফিল্ম ডাইরেক্টর বলে ওঠেন, 'কাশির শব্দ শুনেছিলাম বৈকি।'

'আর আপনার বাড়ি থেকে সেই গুহার মধ্যে তাকে প্রবেশ করতে দেখেছিলেন, এই তো?'

'হ্যাঁ বাছা, এ ব্যাপারে আমি একেবারে নিশ্চিত। গভীর রাত্রি হলেও আমি সেই দৃশ্যটা খুবই স্পষ্ট দেখতে পাই। এখন আর নতুন কোনো ছবি না করলেও দৃষ্টিশক্তি আমি এখনো হারাইনি।'

'ধন্যবাদ মিঃ অ্যালেন। আপনার সঙ্গে আমরা যোগাযোগ রাখবো।'

রিসিভারটা নামিয়ে রেখে জুপিটার তার সঙ্গীদের দিকে ফিরে তাকালো। 'তোমাদের কোনো মন্তব্য আছে?' জিজ্ঞেস করল সে তার সঙ্গীদের উদ্দেশে।

'তাহলে মিঃ হিচকক বললেন, উনি একজন জোকার,' বলল পিটি। 'এ কথা আমিও তো বলতে পারতাম। ওঁর বাড়ির সেই নকল পাখিটা আমাকে গুহার ড্রাগনের চেয়েও অনেক বেশী ভয় পাইয়ে দিয়েছিল।'

'এটা আমারো পরবর্তী পর্যবেক্ষণ,' বলল জুপি। 'আর এর থেকেই আমার মনে হয় যে মিঃ অ্যালেন, যাঁর হয়ে আমরা কাজ করছি, তিনি আদৌ বিশ্বাসযোগ্য নন।'

'বেশ তো, উনি যে মিথ্যে কথা বলেছেন, ব্যাপারটা তুমি আমাকে একটু খোলসা করে বলবে জুপি?'

মাথা নেড়ে জুপিটার বলল, 'তিনি আমাদের বলেছেন, বাড়ি থেকে তিনি নাকি সেই গুহার ভেতরে ড্রাগনকে প্রবেশ করতে দেখেছিলেন। কিন্তু কথাটা সত্য নয়। তাঁর বাড়ি থেকে কারোর পক্ষেই অত নিচে গুহার মুখ দেখা সম্ভব নয়। গতকাল রাত্রে আমি সেটা মিলিয়ে দেখেছি।'

'জানি না। হয়তো তোমার কথাই ঠিক। আর তাঁর কথা মিথ্যে,' হতবাক পিটি বলল। 'তুমি এটা প্রমাণ করতে পারো?'

জুপিটার বদ্ধপরিকর। 'আমার সেরকমই ইচ্ছে আছে। আজ রাতে গুহায় ফিরে গেলে সম্ভবত মিঃ অ্যালেনের বানানো কাহিনীটি শুধু ফাঁস করে দেবো না, সেই সঙ্গে ড্রাগনের ধোঁকার কথাও আবিস্কার করতে পারবো বলে আশা করি।' সে তার কথার জের টেনে বলতে থাকে, 'ভুলে যেও না, এই কেসের ব্যাপারে আমাদের অনেক সন্দেহ আছে। বিশেষ করে সেই সব লোক, যারা টানেল সম্পর্কে জানে। লোকের উপর যাদের ক্ষোভ আছে। মিঃ অ্যালেন এবং মিঃ সেলবি দুজনেই তাঁদের চাকরী থেকে বরখাস্ত হন। মিঃ কারটার যদি সত্যি সত্যি সেই টানেল প্রস্তুতকারকের ছেলে হন, তিনি নিশ্চয়ই টানেল সম্পর্কে অবগত আছেন এবং অনেক লোকের সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্য মনে মনে তাঁর যথেষ্ট ক্ষোভ আছে। এখন দেখতে হবে আমাদের দেখা সেই গুহার ড্রাগনের সঙ্গে এর কি সম্পর্ক থাকতে পারে, জানি না। তবে

আজ রাতে এই গুহার মধ্য থেকে কিছু একটা আবিস্কার আমরা ঠিক করবোই।'

'তার মানে,' পিটি জিজ্ঞেস করল, 'আজ রাতে আমরা আবার সেই গুহায় ফিরে যাচ্ছি? এখন তুমি বলো, সেখানে আমাদের জন্য কি অপেক্ষা করছে?'

উত্তর দেয় না জুপিটার। আপন মনে সে তার সামনের প্যাডে কি যেন লিখে যেতে থাকে। তারপর এক সময় রিসিভারটা তুলে নিয়ে সে বলে উঠল, 'প্রথমে আমাকে একটা জিনিষ খুঁজে বার করতে হবে। আগেই সেটা আমার ভাবা উচিৎ ছিলো।'

চোদ্দ ❑ ড্রাগনের সন্ধানে

সঙ্গে সঙ্গে লাইন যেতেই জুপিটার বলে উঠল, 'মিঃ আলফ্রেড হিচককে লাইনটা দিন। আর ওঁকে বলবেন, আমি জুপিটার জোনস কথা বলছি।'

পিটি ও বব পরস্পরের দিকে তাকাল, তারপর জুপিটারের দিকে। চোখের দৃষ্টি এগিয়ে নিয়ে জুপিটার তখন প্রতীক্ষা করতে থাকে মিঃ আলফ্রেড হিচককের কণ্ঠস্বর শোনার জন্য। একটু পরেই দূরভাষে তাঁর কণ্ঠস্বর ভেসে আসে।

'হ্যাঁ, আলফ্রেড হিচকক কথা বলছি। আমি কি তাহলে ধরে নিতে পারি, সমুদ্রতীরে কুকুরগুলো উধাও হয়ে যাওয়ার রহস্য তোমরা আবিস্কার করে ফেলেছ?'

হাসল জুপিটার। ঠিক সেরকম কিছু নয় মিঃ হিচকক। একটু আগে আপনি ফোনে বললেন, ড্রাগনের ব্যাপারে আপনার বন্ধু মিঃ অ্যালান বিশেষজ্ঞ, এ ব্যাপারে আমি আরো কিছু তথ্য আপনার কাছ থেকে জানতে চাই। বিশেষ করে তাঁর হরর ছবিতে ভয়ঙ্কর জন্তু-জানোয়ার ব্যবহার করা সম্পর্কে।'

'হ্যাঁ, হরর ছবিতে অবশ্যই সে ভয়ঙ্কর সব জীবজন্তু ব্যবহার করেছিল,' উত্তরে বিখ্যাত হরর ফিল্ম ডাইরেক্টর বললেন, 'যেমন ধরো, বানর, নকল নেকড়ে বাঘ, ভ্যাম্পায়ার, ড্রাগন— মানুষকে ভয় পাওয়ানোর সব রকম ছলাকলাই ব্যবহার করত সে তার হরর ছবিতে। খুবই খারাপ লাগছে, তখন তোমাদের জন্ম হয়নি, ওর সেই সব হরর ছবি দেখার সুযোগ তোমরা পেলে না। তবে যারা দেখেছে, তারা আজও সেই সব ভয়ঙ্কর ভয়াবহ ছবির কথা আজও ভোলেনি।

'হ্যাঁ, আমি সে সব কথা শুনেছি বড়দের কাছ থেকে,' বলল জুপিটার। 'আচ্ছা, উনি যে এই সব নকল জীব-জন্তু ছবিতে ব্যবহার করতেন, এগুলো কি ঠিক আসল দেখতে ছিলো?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই আসলের মতো দেখতে,' জোর দিয়ে বললেন মিঃ হিচকক, 'দেখ বৎস, সেগুলো আসল না দেখালে, দর্শকরা নকল মনে করলে অতো ভয় পেতো কি করে? ছবি দেখতে গিয়ে তাদের সকলের মনে হয়নি সেই সব ভয়ঙ্কর জন্তুজানোয়ারগুলো আসল নয়, নকল।'

মাথা নাড়ল জুপিটার। 'সেগুলো কি উনি তৈরী করতে জানেন?'

হাসলেন মিঃ হিচকক। 'আমাদের স্টুডিওতে অত্যন্ত চতুর সব কলাকুশলীও এ-সব কাজে বিশ্বস্ত ছিলো। বারবার পরীক্ষা নিরীক্ষা করে, দফায় দফায় সেই জন্তু জানোয়ারদের সঙ্গে ইলেকট্রনিক মোটর ফিট করে তাদের সচল করে ছবি তোলা হতো, নিখুঁত হয়েছে কিনা দেখার জন্য। পুরোপুরি সন্তুষ্ট হতে না পারলে আবার ঘষা-মাজার কাজ চলতো। তোমাকে বলে রাখি, এটাকে বলে 'ষ্টপ মোসন' টেকনিক, বুঝলে?'

'বুঝেছি,' জুপিটার বলে, 'ছবি তৈরী করার পর সেই সব নকল জন্তু-জানোয়ারদের কি করা হতো?'

'কখনো কখনো সেগুলো রেখে দেওয়া হতো পরবর্তী ছবির জন্য। কখনো বা নীলামে বিক্রী করা হতো। অন্য সব নষ্ট করে ফেলা হতো সেগুলো। এর থেকে তোমার উত্তর খুঁজে পেয়েছ?'

'হ্যাঁ,' বলল জুপি। 'তবে আমার আর একটা প্রশ্ন হলো, মিঃ অ্যালেনের কোনো ছবি আমাদের দেখার মতো আছে আপনার কাছে? বিশেষ করে ড্রাগনের ছবি?'

'তুমি একটা অদ্ভুত প্রশ্ন করেছ বৎস,' ফিল্ম ডাইরেক্টর বললেন। কয়েক মুহূর্ত পরেই তিনি আবার বললেন, 'ফিলম্ ডাইরেক্টর তার পুরনো ক্লাসিক ছবি—"ক্রিয়েচার অফ দি গ্রেভ" খুঁজছি আমি। এ ছবিতে সম্পূর্ণভাবে প্রচুর ড্রাগনের দৃশ্য দেখানো হয়েছে। আমার পরবর্তী ছবির জন্য এই ছবিটা খুব কাছ থেকে দেখতে চাই। তবে তাই বলে এই নয় যে, অ্যালেনের ভাবধারা আমি গ্রহণ করবো।' সঙ্গে সঙ্গে তিনি আবার এও বললেন, 'তবে আমি চাই, ওর থেকেও আমার ছবি যেন আরো ভাল হয়, এই আর কি।'

'মিঃ হিচকক, এই ছবিটাই আমাদের খুব বাজে লাগবে।' সঙ্গে সঙ্গে বলল জুপি।' এই ছবিটা দেখতে পেলে, আমি নিজে উপলব্ধি করতে চাই; সত্যিকারের ড্রাগন কি রকম দেখতে আর কিই বা তার প্রতিক্রিয়া! আপনি এর ব্যবস্থা করতে পারেন স্যার?'

'হবে?' এইটুকু ইতস্তত না করে মিঃ হিচকক বললেন, 'ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আমার স্টুডিওতে চলে এসো। চার নম্বর প্রেজেকসানরুমে আমি থাকবো।'

তারপর ফোনটা ধীরে ধীরে নামিয়ে বব ও পিটির দিকে ফিরে তাকালো জুপিটার। 'মনে রেখো,' সে তাদের উদ্দেশে বলল, 'একটা নির্ভরযোগ্য ড্রাগনের ছবি আমরা দেখতে যাচ্ছি। খুব মনযোগ সহকারে ছবিটা দেখবে। সম্ভবত তোমরা এমন একটা কিছু দেখতে পাবে, যা পরবর্তীকালে আমাদের জীবন রক্ষা করতে পারে।'

'সেটা কি হতে পারে বলে তোমার মনে হয়?' জিজ্ঞেস করল বব।

উঠে দাঁড়াল জুপিটার সোজা হয়ে। 'আমার যুক্তি হলো, সমুদ্রতীরের ড্রাগন আসল নয় নকল! হয়তো আমার এই সংবাদ ভুল হতে পারে। সেক্ষেত্রে আমাদের ড্রাগন হবে সত্যিকারের!'

পুরনো গ্র্যান্ড রোলস-রয়েজ চালিয়ে ওয়ারদিংটন আমাদের হলিউডে চার-নম্বর প্রেজেকসন রুমে নিয়ে এলো। মিঃ হিচকক পিছন ফিরে বসেছিলেন তাঁর সেক্রেটারির সঙ্গে। আমাদের দেখতে পেয়ে তিনি নক করলেন, 'হ্যালো—'

সামনের খালি আসনগুলোর দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, 'তোমরা ওখানে বসো। আমি এখনি ইশারা করছি ছবি শুরু করার জন্য।' এই বলে তিনি তাঁর কাছের আসনের বোতাম টিপতেই ঘরটা অন্ধকারে ঢেকে গেলো। সেই সঙ্গে একটা ভয়াবহ আওয়াজ ভেসে এলো। ছবি শুরু হয়ে গেলো অচিরেই।

'মনে রেখো,' মিঃ হিচকক আমাদের স্মরণ করিয়ে দিলেন, 'এই ছবিটা বহুদিনের পুরনো। মাঝে মাঝে প্রিন্টের ওপর দাগ এসে যেতে পারে। এটাই একমাত্র প্রিণ্ট। সেরকম কিছু হলে করার কিছু নেই। তবে আশাকরি প্রিণ্ট যাইহোক না কেন, তোমাদের প্রশ্ন খুঁজে পেতে খুব

একটা অসুবিধে হবে না।'

'ছবির পরিচয়ের ব্যাপারে এই যথেষ্ট।' বিনয়ের সঙ্গে বলল জুপিটার।

পরমুহূর্তেই তিন গোয়েন্দা ভুলে গেলো তারা এখন কোথায়! মিঃ হিচকক একটুও বাড়িয়ে বলেননি। তাঁর ইঙ্গিত মতো দারুণ সাসপেন্সধর্মী ছবি একটু একটু করে ছবির কাহিনী ভয়ঙ্কর হররের পথে এগিয়ে গেছে। পরবর্তী দৃশ্যই হচ্ছে গুহা, তারা যেন সেই গুহাতেই প্রবেশ করেছিল গতকাল রাত্রে। এবং তাদের বুক কাঁপতে থাকে— তারপরেই তারা আর একবার দেখল—সেই ভয়ঙ্কর মূর্তির ড্রাগন! গুহায় প্রবেশ করতেই সারা পর্দা জুড়ে তার চেহারাটা ফুটে ওঠে— বিস্তারিত ডানা, তার ডানায় অদ্ভুত ধরণের এক একটা পালক যেন একটা জীবন্ত সাপ। তারপরেই তার সেই ছোট্ট আকারের মাথাটা ফুটে উঠতে দেখা গেলো পর্দায়।

লম্বা কঠিন চোয়াল দুটো নড়ে উঠতেই তার মুখের গহ্বর একটা বিরাট আকৃতি ধারণ করল যেন।

ছটফট করে উঠল পিটি। তার ফিস্‌ফিস্‌ কণ্ঠস্বর শুনল তারা। 'ওঃ! সত্যি, এ যেন সত্যিকারের জীবন্ত ড্রাগন।'

ওদিকে ড্রাগন যতই ছবির পর্দায় ঘন হতে থাকে উত্তেজনায় বব তার চেয়ারের হাতল দুহাতে শক্ত করে আঁকড়ে ধরে। আর শান্ত হয়ে স্থিরভাবে পর্দায় ড্রাগনের প্রতিটি গতিবিধি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করতে থাকে। সম্মোহিতের মতো ছবির শেষ দৃশ্য দেখল তারা। প্রজেকসন রুমে ফিরে আবার আলোর বন্যা বয়ে যাওয়ার পরেও উত্তেজনায় কাঁপছিল তারা।

ঘরের পিছন দিকে মন্ত্রমুগ্ধের মত চলার সময় বব মৃদু-চিৎকার করে বলে উঠল, 'আমি বাজী ধরে বলতে পারি, গতকাল রাত্রে ঠিক, ঠিক এই রকম দৃশ্যই আমরা দেখেছিলাম। আমি তো ভুলেই গিয়েছিলাম, এটা একটা ছবি!'

মাথা নেড়ে সায় দেয় জুপিটার। 'এর থেকেই প্রমাণিত হয় যে, হরর মাস্টার কি করে তার নির্দিষ্ট লক্ষ্যে ঠিক পৌঁছে যেতে পারে। মিঃ অ্যালেনকে হরর ছবির মাস্টার বলা হতো?'

মাথা দোলালো জুপিটার। এই রহস্যময় চিত্র-পরিচালককে তার অনেক প্রশ্ন করার ছিলো। কিন্তু এর মুহূর্তে তাঁকে তার সেক্রেটারির সঙ্গে আলোচনায় ব্যস্ত দেখে সেই হরর ছবিটা তাদের দেখানোর জন্য সে তাঁকে অজস্র ধন্যবাদ জানিয়ে স্টুডিও থেকে বেরিয়ে এলো। আলফ্রেড হিচকক আশা প্রকাশ করলেন, খুব শীগগীর সমুদ্রতীরের রহস্যের সমাধানের রিপোর্ট তিনি পাবেন তাদের কাছ থেকে।

দীর্ঘদেহী সোফার ওয়ারদিংটন পুরনো রোলেস-রয়েস গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছিল তাদের জন্য। তিন গোয়েন্দা গাড়িতে ওঠা মাত্র সে তার গাড়িতে স্টার্ট দিলো ধীর গতিতে। গাড়ি চলতে শুরু করলে বব বলল, 'জুপি, আমাদের ছবিটা খুব মন দিয়ে দেখবে বলেছিলে। এবং আমি দেখছি। ছবির ড্রাগন আর আমাদের ড্রাগনের মধ্যে কোনো তফাৎ তো আমি দেখতে পেলাম না। পিটি, তুমি দেখলে?'

পিটি তার মাথা দুলিয়ে বলল, 'কেবল ছবির ড্রাগন জোরে জোরে গর্জন করতে পারে।'

'কিন্তু আমি তো তেমন ভাল গর্জনের কোনো লক্ষণ দেখতে পেলাম না,' 'উত্তরে বব বলল, 'আসলে আমাদের ড্রাগন বড্ড বেশী কাশছিল।'

হাসল জুপিটার। 'ঠিক তাই,' বলল সে।

'তা তুমি কি বলতে চাইছ জুপি?' জিজ্ঞেস করল পিটি।

'আপাত দৃষ্টিতে আমাদের ড্রাগনের মনে হয সমুদ্রতীরের জোলো আবহাওয়ায় একটু বেশী ঠান্ডা লেগে গিয়ে থাকবে।'

জুপিটারকে শান্ত মেজাজে বসে থাকতে দেখে ইচ্ছাকৃত ভাবে তার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল বব। জুপিটারের চোখের দৃষ্টি কেমন যেন অদ্ভুত। তার সেই দৃষ্টি বিশ্বাস করে না সে। সে তার অতীত অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারে, জুপিটার মনে মনে তখন গভীর কিছু চিন্তা করছে। এমন একটা কিছু যা পিটি এবং সে নিজে পরিবহন করে এনেছে।

'কি করেই বা ড্রাগনের ঠান্ডা লাগতে পারে?' জিজ্ঞেস করল সে। 'জল এবং স্যাঁতসেঁতে গুহার মধ্যে বাস করাই তো তাদের ধর্ম।'

তার কথায় সায় দিয়ে জুপিটার বলল. 'আমার চিন্তাটি ঠিক এই বকম। কয়েক ঘণ্টা পরেই আমরা যখন গুহায় ফিরে যাবো, আশা করি তখন ড্রাগন কেন কাশছিল, সেটির বহস্যটা সমাধান করতে পারবো আমরা। আমার থিওরি যদি সত্য হয়, তাহলে এর থেকে বোঝা যাবে, গুহা থেকে যেন আমাদের বেরিয়ে আসার সুযোগ দেওয়া হয়েছে, আর কেনই বা আমরা এখনো বেঁচে আছি।'

কথাটা মন দিয়ে ভাবল পিটি, তারপর ভ্রু কুঁচকে বলল. 'শুনতে খুবই ভাল লাগল জুপি। কিন্তু ধরো যদি তোমার থিওরি ঠিক না হয়?'

'তাহলে তো ভালই হয়,' বলল জুপিটাব। 'হাজাব হোক, এর ওপব আমি আমাদের জীবনের বাজী ধরছি।'

পনের ☐ প্রশ্নোত্তর

হঠাৎ রাগে ক্ষোভে ফেটে পড়ল পিটি। 'শোনো জুপি, এখন সময় হয়েছে, এত রহস্যের মধ্যে নিজেকে ঢেকে রাখা বন্ধ কবো। আর আমাদের বলো, এসব কি হচ্ছে? বিভিন্ন রহস্যেব সমাধান করে তবেই আমরা তিনজন গোয়েন্দা হয়েছি। তাই আমি আমার জীবনকে খুব ভালবাসি। সম্ভবত বব ও জীবনকে খুব ভালবাসে। বব. এ ব্যাপারে তোমার কি সব মত?'

হাসল বব। 'অবশ্যই আমিও আমার জীবনকে খুব ভালবাসি। আর আমি যদি মরেই যাই, কে তাহলে তোমাদের গবেষণার কাজ করবে। কেইবা তোমাদেব কাজের রেকর্ড রাখবে বলো। যখন একটা সুযোগ নেওয়া প্রয়োজন হয়ে উঠতে পারে।

পিটি ঘন ঘন মাথা নেড়ে বলে, 'ওহো, না, তুমি তা করতে পারো না। প্রথমে আমার মনে বিশ্বাস তো জাগাও, তারপর দেখা যাবে। একদিন রাতে একটা ছবি দেখি, বাবা বলেছিলেন, এখানে নায়ক একজন বিজ্ঞানী। একটা সুযোগ নেয় সে। তার কি অবস্থা হয়েছিল, বলতে আমি ঘৃণাবোধ করি।' পিটি আরো বলে 'এই সাইন্স-ফিকসন ছবিতে এক একটা পিঁপড়েকে পঞ্চাশ থেকে একশো ফুট লম্বা দেখানো হয়েছে।'

'কি করে তারা সেটা করল?' জিজ্ঞেস করল জুপিটার।

'আসল পিঁপড়েই ব্যবহার করেছিল তারা।' পিটি ব্যাখ্যা করে তার বাবার বক্তব্য হুবহু তুলে ধরলো তার সঙ্গীদের কাছে। 'প্রথমে তারা ছোট ছোট পিঁপড়ের ছবি তুলে নেয়, সে যতো ছোটই হোক না কেন, তারপর সুপার ইমপোজ করে পিঁপড়েগুলোকে বড় করে পিপড়েগুলোকে স্বাভাবিক এবং জীবন্ত বলে মনে হয়।'

জুপিটার তার স্বভাবসুলভ ভঙ্গিমায় নিচের ঠোঁট কামড়ে বলে, 'ছবির প্রিণ্টটা তোমার

বাড়িতে আছে এখনো?'

'এখনো অন্তত এক সপ্তাহ থাকবে সেটা। আমার বাবা বলছিলেন, তুমি আর বব হয়তো ছবিটা দেখতে চাইবে। তাই—'

'হ্যাঁ, তা তো বটেই,' জুপিটার গম্ভীর গলায় বললো, 'ওই সায়েন্স-ফিকসন ছবিটা আমাদের জীবন রক্ষা করতে পারে, আর সম্ভবত একই সঙ্গে এই রহস্যের একটা সমাধানও পাওয়া যেতে পারে এর থেকে। তোমার কি মনে হয়, তোমার বাবা আজকের রাতের জন্য প্রোজেক্টার সহ ওই ছবির প্রিন্টটা আমাদের ধার দিতে পারেন?'

'তার মানে তুমি ওটা বাড়ির বাইরে আনতে চাও?'

'হ্যাঁ, ওটা আমি একজনকে দেখাতে চাই।'

পিটি তার নাম উচ্চারণ করে বলল, 'আমি ঠিক জানি না জুপি। বাবার অনুমতি পাওয়ার জন্য ওঁকে একবার ফোন করতে হবে। তবে ওঁকে ফোন করার আগে আমাকে জেনে নিতে হবে আজ রাতে আমরা কোথায় যাচ্ছি। কারণ অন্ধকার আমাকে ভীষণ ক্লান্ত করে দেয়।'

ববও তাকে সমর্থন করল। তারা দুজনেই জুপিটারের দিকে তাকিয়ে রইল তার উত্তরের আশায়। মুহূর্তের জন্য জুপি তাদের প্রশ্নের কোনো পাত্তা দিতে চাইল না। তবে শেষ মুহূর্তে সে তার সিদ্ধান্ত বদল করে বলতে শুরু করল। 'খুব ভাল কথা। ভাবছিলাম, আমার ক্লু ও বিশ্লেষণ গোপন রাখবো। এর কারণ আমি এখনো জানি না, এগুলো ঠিক কিনা। আমি এখনো জানি না, এই কেসের তদন্ত করতে গিয়ে আমরা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবো? আমাদের তদন্তের শুরু একটা হারানো কুকুরকে কেন্দ্র করে। সেই রেড রোভার কুকুরের মালিক মিঃ অ্যালেন এই তদন্তের কাজে আমাদের নিয়োগ করেছেন। আমার ধারণা ছিলো, তাঁর সেই কুকুরটার হদিশ করতে পারলেই বাকী নিরুদ্দেশ হওয়া কুকুরগুলোরও সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। আমার এ-ধারণা হয় ড্রাগনের সঙ্গে মিলিত হওয়ার আগে।'

'তা সেই ড্রাগনের ব্যাপারে তুমি তো খোলাখুলি ভাবেই জানিয়ে দিয়েছ, বব বলে, ওটা আসল নয়, নকল।'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই,' জুপি নিজেকে সমর্থন করে বলে 'গতকাল রাতে আতঙ্কে আমি তোমাদের মতো সেই গুহা থেকে পালিয়ে এলাম, সেই ড্রাগনের যথার্থতা সম্পর্কে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে।'

সেটা যে আসল নয়, এ-কথা কেনই বা তোমার মনে হলো, তার কারণ কি বলবে?' পিটি জিজ্ঞেস করল।

'কারণ অনেক। প্রথমেই বলি, গুহাটাই আসল নয়। পুরনো টানেলটাই আসল নয়। সেটার প্রবেশ পথও আসল নয়। স্বভাবতই, সবই যখন নকল, তাহলে এর থেকে সহজেই ধরে নেওয়া যায় যে, সেই ড্রাগনও আসল নয়!'

'কিন্তু সন্দেহ করার মতো তেমন কিছু তো চোখে আমার পড়েনি,' বলল বব।

'বেশ তো, আমরা প্রথমে যে গুহায় প্রবেশ করি সেখান থেকেই শুরু করা যাক,' বলল জুপিটার। সেখানে আমরা আলগা কতকগুলো কাঠের তক্তা দেখতে পাই, সেই কাঠের তক্তা সরিয়ে স্মাগলারদের গুহায় প্রবেশ করা যায়। ওটা মনে হয়, স্মাগলার ও জলদস্যুদের লুঠ করা মালপত্র লুকিয়ে রাখার পক্ষে আদর্শ ছিলো। কাঠের তক্তাগুলো, কিছু অন্তত পুরনো

তো ছিলোই।'

'কিছু অন্তত বলতে?' জিজ্ঞেস করল পিটি।

'কিছু অন্তত বললাম এই কারণে যে, তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ করে থাকবে, সেই তক্তাগুলোর মধ্যে একটা লম্বা প্লাইউডের টুকরোও ছিলো। প্লাইউড! এটা আধুনিক প্রযুক্তি-বিদ্যার সাহায্যে তৈরী কাঠের প্রোডাক্ট। বহু বছর আগে জলদস্যু কিংবা স্মাগলারদের সময়ে এ-ধরণের কাঠের জিনিষের প্রচলন ছিলো না।'

জুপিটার বলে চলে, 'এবার পরবর্তী গুহার প্রসঙ্গে যাওয়া যাক। তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে আমরা সেই গুহায় প্রবেশ করেছিলাম কাঠের তক্তা সরিয়ে, কিন্তু না ছিলো সেটার প্রবেশ পথ, না ছিলো বাইরে বেরুবার পথ। তারপরেই আমাদের সামনে একটা দেওয়াল বাধা হয়ে দাঁড়ায়। ভেবেছিলাম ববের গবেষণা মতো সেই গুহার ভেতর দিয়ে আমরা প্রাচীন টানেল আবিস্কার করতে পারবো। কিন্তু কোথায় সেই টানেল?'

তার দুই সঙ্গীই মাথা নেড়ে তাকে সমর্থন জানায়।

'আমার মনে আছে, তুমি তোমার ছুরি দিয়ে সেই শিলা খন্ডের উপর আঁচড় বসাতে গিয়েছিলে,' হাসতে হাসতে বলল পিটি। কিন্তু তুমি কি দেখলে? দেখলে নিরেট শিলাখন্ড তোমার ছুরিটা নষ্ট করে দিতে পারে।'

'শুধু তাই নয়,' জুপি বলে, 'ছুরিতে ধূসর রঙ লেগে যায়।'

বব ও পিটি দুজনেই মন্তব্য করল, 'রঙ!'

মাথা নেড়ে সায় দেয় জুপিটার। 'তবে পুরনো গুহার' দেওয়াল রঙ করা নয়। বলল জুপিটার। পরবর্তী গুহায় অনেক কিছুই অদল-বদল করা হয়। আমার মনে হয় যেই সেই দেওয়ালটা তুলুক না কেন, সম্ভবত তার উদ্দেশ্য ছিলো, মুল্যবান সম্পদ সেই দেওয়ালের আড়ালে লুকিয়ে রাখা।'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই,' মৃদু চিৎকার করে উঠল পিটি, 'হয়তো কেউ পুরনো টানেলটা আবিস্কার করে থাকবে। এবং দরজা তুলে দিয়ে মানুষকে বোঝাতে চেয়েছিল আর কোনো রাস্তা নেই—' জুপিটার বলল,' তাছাড়া কাঠের তক্তাগুলো পঞ্চাশ বছরের পুরনো নয়।

মাথা নাড়ল পিটি। 'কালকের সেই দৃশ্যটার কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। গুহার মুখটা খুলে যায়। কি করেই বা খুলল সেটা? কি করে সেটা সম্ভব হলো? বাইরে থেকে গুহার প্রবেশের মুখটা আমার দেখতে পাইনি। দেখতে পেলে প্রথম গুহায় প্রবেশ না করে আমরা সেই দ্বিতীয় গুহায় ঢুকে পড়লাম। তাহলে ববকে আর প্রথম গুহার সেই পিটের মধ্যে পড়ে যেতে হতো না।'

'ঠিক আছে, তা না হয় মেনে নিলাম,' বব স্বীকার করল, 'ধরে নিলাম যে দ্বিতীয় গুহার মুখ আমরা দেখতে পাইনি। কিন্তু ড্রাগন যে ভাবেই হোক জানতো সেটা। কারণ সেটা সে খুলতে সমর্থ হয়েছিল। আমাদের থেকেও অনেক বেশী স্মার্ট সেটা।'

হাত তুলে জুপিটার তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'মনে রেখো আমার থিয়োরি হলো সব কিছুই নকল ও পূর্বপরিকল্পিত ছিলো, সেটা অনুমান করে নিয়েই আমি এই সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছি, সেটা সত্যিকারের ড্রাগন ছিলো না, তবে সেটা মনুষ্য চালিত কিংবা বলা যেতে পারে, মানুষের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।'

শূন্যে দৃষ্টি মেলে ববকে জিজ্ঞেস করল পিটি, 'ও কি বলছে বব?'

'আমার মনে হয়। ও বলতে চাইছে, আমাদের ড্রাগন ছিলো একটা রোবোট। তাই না জুপি?'

'আমি এখনো ঠিক নিশ্চিত নই,' স্বীকাব করল জুপিটার। 'হয়তো সেটা একটা রোবোট, কিংবা মিঃ অ্যালেনের হরর ছবির মতো মানুষের তৈরী একটা ড্রাগন। যথা-সময়ে আমরা সেটা জানতে পারবো।' এখানে একটু থেমে জুপিটার আরো বলে, যাইহোক, একটা ব্যাপারে আমি নিশ্চিত, গুহার প্রবেশপথটা আসল নয়। দুর্ভাগ্যবশত, বাইরে খুব কাছ থেকে আমরা কখনো খতিয়ে দেখিনি। এখন আমি নিশ্চিত, আমবা যদি ভাল ভাবে পরীক্ষা করতাম বুঝতে পাববো, সেটা একটা নকল বা মানুষের তৈরী গোপন প্রবেশ পথ, হাল্কা-ওজনের জিনিষ দিযে তৈরী। ঠিক যেমন ছবির সেটে কাঠের ওপর রঙ লাগিয়ে তৈরী করা হয, একেবারে আসলের মতো দেখতে। যেই করে থাকুক না কেন, গুহার সত্যিকাবেব প্রবেশ পথটা ঢাকা পড়ে যায়। এর স্রষ্টা নিজে যখন গুহায় প্রবেশ করতে চায়, কিংবা তার—ড্রাগনকে প্রবেশ কবাতে চায়, সে তখন স্রেফ নকল বাধা কাঠের তক্তাটা সরিয়ে দেয়। সিটি কতৃপক্ষ যদি বড় গুহার মুখ কিংবা টানেলের মুখ বন্ধ করে দিতে চাইত, তাহলে হাল্কা কাঠের তক্তা দিয়ে কখনো বন্ধ করত না, পাকাপাকি ভাবে ইট, সিমেন্ট-বালি দিযে সীল করে দিতো।'

রোলস-রয়েসের জানালা পথের দিকে তাকিয়ে পিটি বলল, 'হযতো তোমাব ধারণাই ঠিক জুপি আজ বাতে সেখানে গিয়ে গুহায় পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালালে প্রকৃত তথ্য জানা যাবে। তবে আমার চি[illegible] এখন ড্রাগনকে নিয়ে। কেনই বা সেটা সত্যিকারেব ড্রাগন নয়? অথচ সত্যিকারেব ড্রাগনেব ম[illegible] চিৎকার করছিল সেটা, সেটার চালচলনও ঠিক ড্রাগনের মতোন—'

গভীব মনোযোগ সহকারে জুপি তাকে লক্ষ্য করছিল। এবার সে তাব উদ্দেশ্যে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলো। 'আলফ্রেড হিচকক যে ছবিটা আমাদের দেখালেন, সেই ছবির ড্রাগনেব মতো হাটছিল সেটা?'

পিটির হয়ে বব উত্তর দেয়, 'না, মিঃ অ্যালানের ড্রাগন হাটছিল বলে মনে হয়। আর আমাদেরটা মনে হচ্ছিল, যেন শূন্যে ভেসে বেড়াচ্ছিল।'

'হ্যাঁ, আমার ধারণাও ঠিক তাই।' বলল জুপিটার, 'পাযে হেঁটে নয়, কিংবা ডানা মেলে উড়ে আসা নয়, যেন শূন্যে ভেসে আসা একটা ড্রাগন। অতএব, এর থেকেই বোঝা যায় যে, সেটা ড্রাগনের মতো দেখতে, এমনি ভাবে তৈবী করা হযেছিল। এবং মানুষকে ভয় পাওয়ানই ছিলো তার উদ্দেশ্য। আর এই ভেসে আসাব ব্যাখ্যা হলো, নকল ড্রাগনের সঙ্গে চাকা লাগানো ছিলো। কেন, বালির ওপর চাকার দাগ দেখতে পাওনি? আমরা যখন প্রথম সেখানে যাই, বব তুমিই তো সেই চাকার দাগগুলো তুমি আমাকে দেখিয়েছিলে, মনে আছে?'

'চাকার উপর একটা ড্রাগন?' কথাটার পুনরাবৃত্তি করে পিটি বলল, 'তার মানে তুমি বলতে চাইছো, এই নকল ড্রাগনটাই আমাদের প্রায় অর্ধমৃত করে তুলেছিল?'

'এ প্রসঙ্গে আমার আর একটা কথা মনে পড়ছে,' বব বলে 'অবশ্য এ ব্যাপারে আগে ও আমরা আলোচনা করেছি। যেমন মিঃ অ্যালেনের ছবিতে ড্রাগনকে আমরা চিৎকার করতে শুনেছি। আর আমাদের ড্রাগনকে বার বার কাশতে দেখেছি।'

'ঠিক তাই!' হাসল জুপিটার। 'আর এই কারণেই আমি বলতে চেয়েছি, এই ড্রাগনের পেছনে কোনো মানুষের হাত আছে। কিংবা আরো স্পষ্ট করে বলতে হয়, আমাদের ড্রাগনের ভেতরে কোনো লোক লুকিয়ে থাকলেও থাকতে পারে।'

'এ তুমি কি বলছো এখন?' আর্তনাদ করে ওঠাব মতো করে বলল পিটি।

হাসল জুপিটার। 'আমাদের ড্রাগনের ভেতরের মানুষটার ঠান্ডা লেগে থাকবে।'

ওয়ারদিংটনের ভরাট গলাব কণ্ঠস্বর ভেসে আসে চালকের আসন থেকে. তাদের আলোচনায় বাধা দিয়ে বলে সে, 'মাস্টার জোনস, আমরা জোনস স্যালভেজ ইয়ার্ডে এসে গেছি। আমি কি অপেক্ষা করবো?'

'হ্যাঁ ওয়ারদিংটন,' মাথা নেড়ে সায় দেয় জুপি। 'পিটি একটা ফোন কবতে চায়। তাবপর আমার আশা পূর্ণ হয়ে ওর বাড়িতে যাবো একটা জিনিয আনার জন্য। আব আজ বাতে আমরা সমুদ্রতীরে ফিবে যাবো। এই বলে সে তাব সঙ্গীদেব দিকে চকিতে তাকিয়ে বলল, 'এখনো পর্যন্ত আমি ঠিক কাজ করছি, তাই না?'

দাঁত বার করে হাসল পিটি। 'এখন আমাব আশা, পবে আমরা যখন আমাদেব ড্রাগনকে আবার কাশতে দেখবো, তখনি কেবল মনে হবে, তোমাব সব কাজই ঠিক!'

ষোল ❑ আবার বিপদ

মিঃ ক্রানস তাঁর প্রচেষ্টার এবং নতুন স্টুডিও ফিল্ম ব্যবহার করার অনুমতি দেওয়াতে জুপিব মনে হলো, পিটারের বাবার প্রতি জুপিটারের শ্রদ্ধা আরো বেড়ে গেলো। তিন কিশোর গোয়েন্দা এখন পিটির বাড়িতে মিঃ ক্রানশ-এর স্টুডিওতে। প্রোজেকটাব চালু কবাব জন্য ঠিকঠাক করে পিটি বলল, 'সব ঠিক। বব, ঘরের আলোগুলো এবার নিভিয়ে দাও।'

ঘবটা অন্ধকার হলে পিটি স্যুইচ টিপতেই ছবি শুরু হয়ে যায, ঠিকমত ছবির দৃশ্যগুলো ফুঠে ওঠে পর্দায়। এবং অচিরেই পিটির দুই সঙ্গী উপলব্ধি করল, এতটুকু বাড়িয়ে বা অতিরঞ্জিত করে বলেনি পিটি! ফটোগ্রাফ করা পিঁপড়েগুলো সত্যি সত্যিই সারা পর্দা জুড়ে চলাফেরা করছে জীবন্ত পিঁপড়ের মতোন। হঠাৎ সাউন্ড ট্র্যাকের শব্দে স্তব্ধ হয়ে গিয়ে নীরবতা নেমে এলে। 'বব, আলোগুলো জ্বালিয়ে দাও।' বলে উঠল পিটি। আমি দুঃখিত, আমি তোমাদের প্রথমে ভুল রীল দেখাচ্ছি। এই দৃশ্যগুলো ছবির শেষে দেখানো উচিত। আমার মনে হয এই দৃশ্যগুলো আবার দেখার জন্য বাবা রীলটা রি-ওয়াইন্ডিং করে থাকবেন।'

'আমার মনে হয় না, তাতে কিছু এসে যাবে পিটি,' বলল জুপিটার। 'এখন পুরো ছবিটা দেখাব দরকার নেই। এই প্রাকৃতিক পরিবেশে পিঁপড়েগুলো দেখাই আমার উদ্দেশ্য ছিলো। আমার উদ্দেশ্য সার্থক হয়েছে।'

'কিন্তু এটা হচ্ছে ষষ্ঠ রীল,' উত্তরে পিটি বলে, 'এটা ফ্ল্যাশব্যাক দৃশ্য। পাহাড়ের ঢালু পথে সারিবদ্ধভাবে পিঁপড়েগুলো চলেছে সমুদ্রতীরের দিকে আক্রমন করার জন্য।' হাতের আর একটা রীলের ক্যান দেখিয়ে বলল সে, 'এতে আছে পিঁপড়েদের শহর আক্রমনের দৃশ্য। এই যে অংশটার কথা আমি বললাম, সেই দৃশ্যে পিঁপড়েগুলোকে বিরাট বিরাট ইমারতের মতো দেখানো হয়েছে।

মাথা নাড়ল জুপিটার। 'আমরা বড় বড় বাড়ি কিংবা শহর দেখাতে পারি না। আমরা চাই যেন সেই দৈর্ঘ্য-সমান পিঁপড়েগুলো গুহা আক্রমণ করেছে।'

অবাক চোখে বব ও পিটি তাকায় জুপিটারের দিকে।

'তাহলে আমরা কি সেখানে এই ছবিটা দেখাতে যাচ্ছি?'

মাথা নেড়ে সায় দেয় জুপিটার।

' বেশ তো পিটি, তুমি এখন ওই রীলের বাকী অংশটুকু দেখাও। জুপি আর আমি পরে এক রাতে এসে বাকী রীলগুলোর দৃশ্য না হয় দেখে যাবো।' বলল বব।

'ঠিক আছে, শেষ থেকেই শুরু করা যাক।'

বব আলোগুলো আবার নিভিয়ে দিতেই দৈত্য সমান পিঁপড়ের দৃশ্যের রীলটা চালিয়ে দেয় পিটি। নিঃশব্দে তিন গোয়েন্দা পর্দার দিকে শ্যেন দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখতে থাকে। মাঝে মাঝে ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখে চমকে উঠছিল তারা আর শিউরে উঠছিল। ছবির দৃশ্য শেষ হতেই তারা উত্তেজনায় কাঁপতে থাকে তখনো। সব থেকে বেশী উত্তেজিত বব বলল, 'এমন একটা সুন্দর ছবি পরে দেখার জন্য অপেক্ষা করার জন্য মন চাইছে না।'

বাকী রীলগুলো গুটিয়ে রাখার পর জুপিটারের উদ্দেশে পিটি বলল, 'আশাকরি, এটা তোমার প্রয়োজনের পক্ষে একেবারে উপযুক্ত।'

'দারুণ, দারুণ উপযুক্ত হবে।' উত্তরে বলল জুপিটার।

'কিন্তু একটা কথা ঠিক বুঝতে পারছিনা, এই ছবিটা সেখানে তোমার দেখানোর কি উদ্দেশ্যে? আব সেই গুহায় এই ছবি কেই বা দেখতে যাচ্ছে? সেই মৃত ব্যক্তি, কিংবা সেই ভূতটা, যে আমাদের ফোন করেছিল?'

'সম্ভবত,' জুপি মাথা নাড়ল। 'কিন্তু আমার আসল উদ্দেশ্য হলো, কোনো ঠাট্টা তামাসা কোনো জোকারের উদ্দেশে করা হলে তার মনের কি প্রতিক্রিয়া হয়, সেটা প্রত্যক্ষ করা।'

'জোকার?' এবার বব বলে উঠল, 'মিঃ কারটার স্টেনগান হাতে আমাদের হুমকি দেওয়ার সময় আমার কিন্তু তাঁকে জোকার বলে একবারও মনে হয়নি।'

'আমি কিন্তু মিঃ কারটারের প্রসঙ্গ তুলছি না,' শান্ত গলায় বলল জুপিটার।

'তুমি বলোনি বলছো?' বব তাকে স্মরণ করিয়ে দেয়, 'হয়তো তুমি ভুলে গেছো, মিঃ কারটার হয়তো ল্যাবরণ কারটারের জীবিত বংশধর হতে পারেন। আমি বইতে পড়েছি, মিঃ ল্যাবরন সমুদ্রের ধারে টানেল তৈরীর কন্ট্রাক্ট হারান, সেই দুঃখে তিনি আত্মহত্যা করে বসেন কারণ তিনি তখন সর্বশান্ত। তুমিই বলেছিলে, মিঃ অ্যালেন কারটার টানেল আর গুহার ব্যাপারে অনেক কিছুই জানেন। আর তিনি হয়তো তাঁর বাবার অসময়ে সর্বশান্ত হওয়ার প্রতিশোধ নিতে চাইছেন এখানকার স্থানীয় অধিবাসীদের ওপর। আর তাঁর যা মেজাজ, তাঁর পক্ষে এ কাজ করাই স্বাভাবিক।'

মাথা নেড়ে জুপিটার বলল, 'গুহায় ড্রাগনের আতঙ্ক সৃষ্টি করার জন্য মিঃ কারটারকে আমি আদৌ সন্দেহ করছি না।'

'কেন করছো না?' তাদের কথায় বাধা দিয়ে পিটি বলল, 'কি কারণেই বা তুমি এত নিশ্চিত হলে?'

'একটা ব্যাপারে,' বলল জুপি। 'মিঃ কারটারের সঙ্গে আমরা দেখা করার সময় তাঁকে কখনো কাশতে দেখিনি। কিন্তু একজন চতুর লোকের সঙ্গে আমাদের পরে দেখা হয়, তাঁর ঠান্ডা লেগেছিল। তোমাদের মনে থাকতে পারে, এই লোকটা যেমনি চতুর, তেমনি কৌতুকপ্রিয়। আর আমরা তাঁর সঙ্গে ড্রাগন রূপে মিলিত হই, আর সেই ড্রাগনরূপী লোকটি কাঁপছিল।'

'তার মানে তুমি বলতে চাইছ, আর্থার সেলবিই সেই জোকার, যিনি এই ড্রাগনের সৃষ্টিকর্তা? এর অর্থ—এই ড্রাগন যদি মানুষের সৃষ্ট হয়ে থাকে, সেটা আসল নয়।'

মাথা নাড়ল জুপি। 'সে ব্যক্তি মিঃ অ্যালেনও হতে পারেন। ড্রাগন সম্পর্কে অনেক কিছুই

জানেন তিনি। কিন্তু আমার সন্দেহ সেলবিকেই।'

'কিন্তু সেলবি কেন?' জিজ্ঞেস করল বব। 'হয়তো তিনি তাঁর বাড়িতে প্রতিবেশীদের ঢুকতে না দেওয়ার জন্য ভয় পাওয়ার মতো কয়েকটা অদ্ভুত অদ্ভুত 'ডিভাইজ' তৈরী করে রেখেছেন। কিন্তু গুহার সঙ্গে তাঁর কি সম্পর্ক থাকতে পারে? গুহাটা তো আর তাঁর নিজের বাড়ি-ঘর নয়।'

'আর আজ রাতে সেই রহস্যই আমরা খুঁজে বার করতে যাচ্ছি।' জুপি তার কব্জি-ঘড়ির দিতে তাকিয়ে তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'আমি এখন বলি কি, আমাদের এখনি তৈরী হয়ে নেওয়া উচিত।'

'তোমারা মনে হয়, আরো দুজনকে ভুলে যাচ্ছো,' পিটি বলে উঠল,' তোমরা দুজন কেবল কারটার, অ্যালেন কিংবা সেলবির কথাই ভাবছ। কিন্তু আরো দুজন লোক আছে, আমরা সবাই তাদের দেখেছি।'

'ঠিক তাই!' বলল বব। 'সেই ডুবুরি দুজন। আর হ্যাঁ, উধাও হওয়ার আগে তারা যেন বলেছিল, তারা তাদের কাজ চালিয়ে যাবে।'

'তাহলে জুপি, আমি কি ভুল বলেছি?' জানতে চাইল সে। 'সেই দুজন লোকের সম্পর্কে তোমার ধারণা? এর সঙ্গে তাদের সম্পর্ক থাকতে পারে না?

মাথা নাড়ল জুপিটার। 'হ্যাঁ, তারা অবশ্যই সন্দেহভাজন হতে পারে। আর তারা যদি আজ রাতে সেখানে আসে, আমার বক্তব্য হলো—তোমার ওই ছবিটা তখন চালিয়ে দিও মনোরঞ্জনের জন্য।'

'আর ড্রাগনের ব্যাপারে?' জিজ্ঞেস করল পিটি। ওটাও সেখানে যেতে পারে।'

আবার মাথা নাড়ল জুপি। 'সেটা হবে আরো আকর্ষণীয়। একটা ছোট ইঁদুরছানা কি ভাবে একটা বিরাট হাতীকে ভয় দেখিয়েছিল, তার কাহিনী আমরা সবাই শুনেছি। দেখা যাক, এখন একটা পিঁপড়ে কি করে ড্রাগনকে ভয় দেখাতে পারে!

অন্ধকারে ডুবে ছিলো সমুদ্রতীর। সমুদ্রতীরের সরু পথটা নিস্তব্ধ। রোলস রয়েস গাড়িটা সেখানে নিয়ে এসে থামালো ওয়ারদিংটন।

ববই প্রথমে গাড়ি থেকে বেরিয়ে এলো। নির্জন রাস্তায় নেমে প্রশ্ন চোখে তাকাল সে। 'এত দূরে গাড়ি থামাতে বললে কেন জুপি? এখান থেকে সিঁড়ি পর্যন্ত যেতে গেলে অনেকটা পথ তো হেঁটে যেতে হবে আমাদের।'

'নেহাতই সতর্কতা অবলম্বন করা, এই আর কি,' উত্তরে বলল জুপিটার। 'আসলে ব্যাপারটা কি জানো বব, ক'দিন এখানে এসে রোলস-রয়েস এখানকার মানুষের খুব পরিচিত হয়ে গেছে। অবশ্য হানসকে পাওয়া গেলে আরো খানিকটা পথ তার ট্রাকে চড়ে যাওয়া যেতো।'

ভারী প্রোজেক্টার হাতে নিয়ে চলতে গিয়ে পিটির হাতটা ঝুলে পড়েছিল। সেই দৃশ্যটা দেখে জুপিটার তার সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'পিটি, তোমার কষ্ট হচ্ছে, ওটা আমার হাতে দাও।'

দীর্ঘদেহী ছেলেটি মাথা নাড়ল। 'ধন্যবাদ, এ আমি অনায়াসেই বহন করতে পারবো। এ আমার দায়িত্ব। আমার মনে হয় এটা নিয়ে সারাটা রাত আমাকে পড়ে থাকতে হবে। একমাত্র

আমিই জানি, কি করে এটা চালাতে হয়।'

হাসল, জুপিটার। 'আজ রাতে তোমার অবদানই এই রহস্যের সমাধানের একটা বিরাট ঘটনা হয়ে থাকবে পিটি। আশাকরি, ওটা কার্যকর হয়ে উঠবে।'

ওয়ারদিংটনকে গাড়িতে অপেক্ষা করতে বলে তিন গোয়েন্দা এগিয়ে চলল সমুদ্রতীরে গুহার দিকে। আকাশের দিকে তাকিয়ে পিটি বলে, 'আমার মনে হয়, আজ রাতটা খুব বেশী অন্ধকারময় নয়।'

'আমরা সবাই কেমন নার্ভাস হয়ে পড়েছি,' স্বীকার করল জুপিটার। 'গুহায় না পৌছানো পর্যন্ত আমার মনে হয় অন্ধকারটা আমাদের নিরাপত্তার পক্ষে যথেষ্ট সহায়ক।'

খানিকটা পথ এগিয়ে গিয়ে হঠাৎ পিছন থেকে এক জোড়া পায়ের শব্দ শুনে দারুণ ভয় পেলো তিন গোয়েন্দা। তিনি গোয়েন্দা ঘন হয়ে চলতে শুরু করল। কেউ যেন পেছন থেকে তাদের অনুসরণ করছে। ছায়া দেখে তারা দেখল ছায়ামূর্তি ক্রমশ তাদের কাছে এসে পড়ছে। ভীষণ ভয় পেলো তারা। এই রকম একটা বলিষ্ঠ চেহারার লোককে আগেও দেখেছে তারা। তারা তার হাতের বস্তুটা দেখতে পেলো। শটগান। ঠিক এই রকম একটা শটগান তারা দেখেছিল মিঃ কারটারের হাতে, যিনি কুকুর, বাচ্চা ছেলে-মেয়েদের ঘৃণা করে থাকেন।

'বড় মজার ব্যাপার,' লোকটাকে বিড়বিড় করে বলতে শুনল তারা, 'তিনটি ছায়ামূর্তি কোথায় চলেছে? আমি ঠিক দেখছি তো?' হতবাকের মতো লোকটা আপন খেয়ালে মাথা নাড়ল তারপর সে আবার হাঁটতে শুরু করল। লোকটার পায়ের শব্দ একেবারে মিলিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত তিন গোয়েন্দা অপেক্ষা করল, মাথা নিচু করে নিজেদেরকে তার চোখের আড়াল করার জন্য।

একটু পরেই লোকটা তাদের চোখের আড়াল হয়ে যায়।

এক বুক নিঃশ্বাস নিয়ে বব বলে, 'সে যে আমাদের দেখতে পায়নি, তার জন্য আমি খুব খুশী।'

'আমিও, 'পিটি বলল, 'আমার মনে হয়, লোকটা ঘুমতে যাওয়ার সময়েও হাতে বন্দুক নিয়ে থাকে। আমি এখন অবাক হয়ে ভাবছি, কে এই লোকটা? কিই বা সে অন্বেষণ করে বেড়াচ্ছে?'

'এখন তাড়াতাড়ি পা চালাও,' তাড়া দেয় জুপিটার। 'এখন আমাদের সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে যাওয়ার সুযোগটা নিতে হবে।

একটু পরেই তারা মূল গুহার সামনে এসে হাজির হলো। জুপি নীরবে সমুদ্রের দিকে তার সঙ্গীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলল, 'টিলার ঠিক নীচে বিরাট গুহায় প্রবেশ পথ। আগে ওটা দেখা যাক খোলা আছে কি নেই।'

তিন তিনটি বিরাট গোলাকৃতি শিলাখন্ড, গুহার প্রবেশ পথের নকল আবরণ, ফিস্‌ফিসিয়ে বলল জুপিটার। 'আপাতত দৃষ্টিতে দেখে মনে হচ্ছে, ওটা এখন বন্ধ।'

বড় আকারের শিলাখন্ডটার ওপর হাত রেখে একটু টান দিতেই সেটা নড়ে উঠল। এবং বলাবাহুল্য প্রবেশ পথ মুক্ত হলো।

হাসল পিট। 'তুমি ঠিকই বলেছিলে জুপি। এটা নিরেট পাথর নয়। স্টুডিওর নকল দেওয়ালের মতন।

মাথা নাড়ল জুপ। 'আমরা তোমাকে প্রথমে গুহার মধ্যে রেখে যাবো। তারপর বব আর আমি চারদিক ঘুরে দেখবো।'

'কি বললে?' প্রতিবাদ করে উঠল পিটি। 'আমাকে একা ফেলে রেখে তোমরা দুজনে—'

'বব ও আমার চেয়ে তুমি অনেক বেশী নিরাপদে থাকবে,' ছোট গুহার দিকে এগিয়ে যেতে গিয়ে বলল জুপি, 'আমরা কিছু বিপজ্জনক তদন্তের কাজ সারবো। আর তোমার কাজ হবে এখানে গ্যাঁট হয়ে বসে থাকা, আর তোমার ছবি দেখানোর জন্য প্রস্তুত থেকো।'

পিটি আবার অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তা আমি কাকে ছবি দেখাতে যাবো? আজ রাতে বাদুরগুলো কি আমার ছবির দর্শক হবে?'

ইতিমধ্যে ছোট গুহার প্রবেশ পথ থেকে কাঠের তক্তাটা সরিয়ে ফেলেছিল জুপি। হামাগুড়ি দিয়ে ছোট্ট টানেলে গিয়ে ঢুকল সে। তাকে অনুসরণ করল বব ও পিটি। তারপর মাঝপথে কাঠের তক্তাটা যথাস্থানে রেখে দিলো সে।

শিষ দিয়ে উঠল জুপিটার। 'আগেরবার আমরা এখানে যেসব যন্ত্রপাতি ফেলে রেখে যাই, সেগুলো এখনো এখানেই রয়েছে। তুমি দেখতো আলগা শিলাখন্ড দেখতে পাও কিনা।'

বব দেওয়ালে পিঠ দিয়ে আলগা শিলাখন্ড খোঁজার চেষ্টা করে। 'পেয়েছি,' একসময় চিৎকার করে উঠল সে। সামান্য একটু পাথর ঘষার শব্দ হলো শিলাখন্ডটা সরাতে গিয়ে।

'পিটি, এখানেই তোমাকে এখন থাকতে হবে,' বলল জুপি, 'এই ছোট্ট গুহার ভেতরে। আমরা এখন চলছি। ইঙ্গিত পেলেই তুমি তোমার ছবিটা চালিয়ে দিও।'

পিটি তার প্রোজেক্টার মেসিন চালু করার প্রস্তুতির কাজ সেরে রাখল। তারপর টর্চটা জ্বেলে সে জিজ্ঞেস করল জুপিটারকে। সিগনালটা কি ধরণের হবে, বলতে পারো?'

কিছুক্ষণ গভীর মনোযোগ সহকারে কি যেন ভাবল জুপি। 'আমার মনে হয়, সাহায্য ভিক্ষা।' বলল সে।

সতেরো ☐ টানেলের রহস্য

পিটিকে পেছনে ফেলে রেখে বব ও জুপি ধীরে ধীরে বিরাট গুহার ভেতরে এগোতে থাকে। ঠান্ডা স্যাঁতসেতে আবহাওয়ায় ওরা থরথর করে কাঁপছিল। এক সময় ধূসর রঙের দেওয়ালের একটা জায়গায় মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত উন্মুক্ত অবস্থায় দেখে জুপিটার বলে উঠল, 'বব, মনে হয় আমরা বোধহয় আমাদের হারানো টানেল খুঁজে পেয়েছি।'

সাবধানে তারা সেই খোলা পথ ধরে এগোতে থাকে। একটু একটু করে টানেলের ভেতরটা বড় হতে দেখা যায়। হঠাৎ দুই গোয়েন্দার গায়ের লোম খাড়া হয়ে ওঠে ভয়ে, তাদের বুক ধক ধক করে ওঠে। তাদের সেই ভয়ের উৎস হলো, তাদের মুখোমুখি মেঝের উপর পড়ে থাকা একটা বিরাট আকারের ছায়ামূর্তি। মনে হলো, সেটা যেন তাদের জন্য অপেক্ষা করছে।

তাদের পা দুটো কে যেন মেঝের সঙ্গে পেরেক দিয়ে এঁটে দিয়েছিল। দীর্ঘক্ষণ তারা অপেক্ষা করে থাকে। কিন্তু কিছুই ঘটলো না।

সেই ছায়ামূর্তিটা একটা ড্রাগনের, বিরাট লম্বা, কালো, ভয় জাগানোর মতো চেহারা। তার মাথাটা নিচের দিকে নোয়ানো। 'হ-হয়তো সেটা ঘুমচ্ছে,' ফিস্‌ফিসিয়ে বলল বব।

জুপিটার যতোটা সম্ভব গলার স্বর নামিয়ে ববের কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বলল, 'ওটা আসল ড্রাগন নয়, মনে রেখো।'

'হ্যাঁ, তোমাকে অনেকবার বলতে শুনেছি। আশা করি তোমার কথাটাই যেন ঠিক হয়।'

আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর জুপি তার হাতের টর্চটা আবার জ্বালিয়ে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে হাসল। ড্রাগনের পায়ের দিকে তাকিয়ে বলো তো কি দেখলে তুমি?'

'লাইন,' বলল সে, ঠিক ড্রাগনের পায়ের নিচে। রেল লাইনের মতো দেখতে কতকটা।'

আর একবার স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলল সে, 'আমরা দুজনেই ঠিক দেখছি। ঠিক আছে, ওই ড্রাগনটা নকল। আর তুমি দেখেছো দ্রুতগামী পাতাল রেল। পঞ্চাশ বছর আগে ল্যাবরন কারটারের তৈরী। কিন্তু বব, একটা ব্যাপারে তুমি ভুল তথ্য দিয়েছিলে, তুমি বলেছিল, এই রেলপথ কখনো ব্যবহৃত হয়নি।'

'তার মানে কি বলতে চাইছ তুমি?'

'ড্রাগন এটা ব্যবহার করছে,' উত্তর বলল জুপিটার। 'আমার বক্তব্য এবার বুঝতে পারলে তো? যাইহোক, এখন আমাদের আর কি খুঁজে বার করার আছে দেখতে হবে। আগে, চলো এখান থেকে যাওয়া যাক।'

ধীরে ধীরে জুপিকে অনুসরণ করল বব। চলতে চলতে জিজ্ঞেস করল সে, 'ওরা ফিরে আসার আগে মানে?'

'কেন, তুমি বুঝতে পারছো না?' জুপিটার তার বক্তব্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলে, 'এটা আর এক দিকে চলে গেছে সমুদ্র বীচের দিকে। ভেতরের নকল দেওয়ালটা উন্মুক্ত, তবু গুহার বাইরে যাওয়ার পথ এখনো বন্ধ। এর থেকে তুমি কি মান করতে চাও বলো?'

'কেন এর থেকে মনে হচ্ছে, যেই এই পথ ধরে সুমদ্রের দিকে এগিয়ে যাক না কেন, তারা চায় না অন্য কেউ এখানে প্রবেশ করুক,' বব বলল।

জুপিটারের চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে ওঠে খুশীতে। 'আমার মনে হয়, এটা তোমার অতি চমৎকার বিশ্লেষণ বব। এসো, এখন এই উল্লেখযোগ্য ড্রাগনটাকে দেখা যাক। সম্ভবত এটাই আমাদের শেষ সুযোগ।'

ভাল করে নজর দিতে গিয়ে জুপিটার দেখে ড্রাগনের চোখ দুটো বন্ধ, নিষ্প্রাণ।' টর্চের আলো ফেলেই জুপিটার বলে ওঠে, 'আদৌ ও দুটো ড্রাগনের চোখ নয়, তবে ছোট্ট দুটি হেডলাইট! মনে আছে, আগেরবার ড্রাগন যখন গুহায় প্রবেশ করে তখন গুহার ভেতরটা কেমন আলোকিত হয়ে গিয়েছিল। এ খুবই সহজ ব্যাপার—তারা গুহার ভেতরটা আলোময় করে তুলতে চেয়েছিল। ভ্রাম্যমান জাহাজ, প্লেন কিংবা ট্রেনের মতোন আর কি।'

তারা এখন স্থির, অকম্পন ড্রাগনের পাশে এসে দাঁড়ায়। জুপিটার তার হাত দুটো প্রসারিত করে দেয়। তার আঙুলগুলো কি যেন একটা জিনিষ স্পর্শ করে। 'দরজার হাত,' বিড়বিড় করে বলল সে। 'বড় অদ্ভুত। কই, আমি তো কোনো দরজা দেখতে পাচ্ছি না।'

জুপির কাঁধের ওপর দিয়ে তাকিয়ে বব বলল, 'ওই যে ওখানে আর একটা। তার ওপরে আর একটা।'

একটু পরেই হেসে উঠল জুপি। 'আবার আমাকে বোকা বানালো। ওগুলো দরজার হাতল নয়। ওগুলো হচ্ছে ধাতব আংটা, ওগুলোর ওপর পা রেখে উপরে ওঠার জন্য। আমি উপরে উঠছি।'

বব তাকে অনুসরণ করে। একেবারে ড্রাগনের উপরে উঠে জুপি কিছু একটা তুলে নিলো, সেটা দেখতে গিয়ে চিৎকার করে উঠল জুপি। 'আরে এখানেও যে দেখছি একটা ছোট্ট দরজা। আমি ওই দরজা পথে নিচে নেমে গিয়ে দেখছি, কি আছে এর ভেতরে।' ধীরে ধীরে তলিয়ে

গেলো নিচে সে। দরজাটা আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে গেলো।

ভেতর থেকে দরজায় ধাক্কা দেওয়ার শব্দ শুনতে পেলো বব। তার মানে এই দাঁড়াচ্ছে যে, শেষ পর্যন্ত ড্রাগনের পেটে চলে গেলো জুপি। কথাটা ভাবতে গিয়ে দারুণ ঘাবড়ে গেলো বব।

টর্চের আলোয় বব দেখলো, সামনেই টানেলের বাঁক। আর রেল লাইনটা সেখান থেকে নিরুদ্দেশ। একটু পরেই কে আবার লাফানোর শব্দ শুনতে পেলো, ছোট দরজাটা আবার খুলে যেতে দেখা গেলো। মুখ বাড়িয়ে জুপি তখন বলে ওঠে, 'দেখ, দেখ বব।'

বব দ্রুত উঠে গেলো সেই আংটা বেয়ে সিঁড়ির মতোন। তারপর সেই দরজা পথে জুপিকে অনুসরণ করে নিচে নেমে যায়। ভেতরে জুপির হাতের টর্চটা ঝলসে ওঠে। একেবারে নিচের অংশটা স্পর্শ করতেই জুপি বলে উঠল, 'এখন এটা খুবই পরিস্কার, তাই না? এটা ড্রাগনের মতোই দেখতে, ট্রেনের মতো এটা রেল লাইনে চলে থাকে। কিন্তু এটার দিকে তাকাও, দেখ এটা একটা পেরিস্কোপ। আর ওটা আলো-বাতাসের প্রবেশ পথ—পোর্টহোল। বব, আমরা যদি খুব বেশী ভুল না হয়, এই ড্রাগনটা আসলে একটা মিডগেট সাবমেরিন। আর যথেষ্ট শক্তপোক্ত।'

ওরা দুজন একটা সরু গলিপথ দিয়ে হেঁটে গেলো। 'গীয়ারশিফ্‌ট, ড্যাশবোর্ড, ব্রেক আর প্যাডল।' বব জানতে চাইল, 'এটা কি ধরণের সাবমেরিন?'

'প্রথম সাবমেরিনের ডিজাইনটা ছিলো এই রকমই—আলো বাতাসের জন্য জানালা ফিট করা থাকত যাতে করে যাত্রীরা বাইরের দৃশ্য অনায়াসে দেখতে পারে। ড্রাগন প্রস্তুতকারকরা হয়তো এই নক্সার আদলে ওটা তৈরী করে থাকবে।'

উত্তেজিত হয়ে বব আঙুল নেড়ে বলে উঠলো, 'কিন্তু মিঃ হিচককের দেখানো ছবির মতো আমাদের এই ড্রাগনের পা তো কাজ করে না, তাহলে সেক্ষেত্রে বালির উপর অতটা পথ সেটা চলে এলো কি করে?'

'এ আমি বুঝি,' বলল জুপি। 'মিঃ অ্যালেন তার ছবিতে একটা বাস্তবধর্মী ড্রাগন দেখাতে চেয়েছিলেন। তাই এর প্রস্তুতকারক হয়তো এই রকমই কিন্তু একটা দেখাতে চেয়েছিলেন। নেহাতই দর্শকদের ভয় দেখানোর জন্য। তবে এক্ষেত্রে আমার কেবল জানার ইচ্ছে, যেই করে থাকুক লোককে ভয় দেখানোর উদ্দেশ্যেই বা তার কি হতে পারে।'

হঠাৎ এই সময় এক অদ্ভুত ধরণের শব্দ বেরিয়ে এলো ড্রাগনের কাছ থেকে।—'আঃ......ওঃ......উঃ!' দুই কিশোর গোয়েন্দাই লাফিয়ে উঠলো। 'কি ব্যাপার?' ফিস্‌ফিসিয়ে বলল বব।

ইতস্তত করে জুপিটার। 'শব্দটা আসছে পেছন দিক থেকে।'

আবার সেই যন্ত্রণাকাতর শব্দ : 'আঃ.....উঃ......উঃ!'

ভয়ে কাঁপছে বব। 'এ ধরণের আওয়াজ আমার পছন্দ নয়।'

বিস্মিত জুপি ড্রাগনের পেছনে সরু জায়গায় যেতেই থমকে দাঁড়াল সে। আবার সেই শব্দ। সতর্কতার সঙ্গে শুনল সে। মাথাটা সে নিচে মেঝের দিকে নামাল।

আর ঠিক সেই সময় ঘাবড়ে গিয়ে চিৎকার করে উঠল বব, 'ও—ওটা কি?'

উত্তর দিলো না জুপিটার। ঘুরে দাঁড়িয়ে ড্রাগনের ভেতরের ফাঁপা জায়গায় টর্চের আলো ফেলল। তারপর ববকে চমকে দিয়ে হাসল সে। 'আমার বিশ্বাস, শেষ পর্যন্ত আমরা আমাদের

রহস্যের সমাধান করতে পেরেছি।'

সেই গোঙানির আওয়াজটা ক্রমশ তীব্র হতে থাকে।

হঠাৎ বুঝতে পারার মতো পিট পিট করে তাকাল বব। ফাঁপা ড্রাগনের ভেতরে গলা ঢুকিয়ে তাকাল সে। তার চোয়াল দুটো ঝুলে পড়ল। 'কুকুর।' চিৎকার করে উঠল সে। ভেতরে কাপবোর্ড ভর্তি কুকুরের দল।'

'তাই তো বলছি, রহস্যের সমাধান এখানেই,' বলল জুপি। 'হারানো কুকুরের রহস্য।'

'কি ব্যাপার কুকুরগুলোর?' বব জিজ্ঞেস করল। 'যদি না ওরা অসুস্থ হয়ে থাকে, দেখে তো মনে হচ্ছে, যেন ঘুমচ্ছে।'

মাথা নেড়ে বলল জুপি। 'অসুস্থ নয়, সম্ভবত ঘুমিয়ে আছে। আমার বিশ্লেষণ হলো, ওদের শাস্তি, নিঝুম করে রাখা হয়েছে। যেমন বিজ্ঞানীরা তাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য ওষুধ কিংবা ইনজেকসন দিয়ে জীব-জন্তুদের ঘুম পাড়িয়ে রাখে।'

একটা কুকুরের গোঙানির আওয়াজ আবার শোনা গেলো। 'আঁঃ...ওঁঃ...উঁঃ!'

'ওটা আইরিশ কুকুরের ডাক,' উত্তেজিত হয়ে বব বলে উঠল। 'ওটা নিশ্চয়ই মিঃ অ্যালানের কুকুর!'

'রেড রোভার?' জুপি তাকে আহ্বান করলো, 'এসো, বেরিয়ে এসো বাছা আমার।' হাতে বাড়িয়ে দেয় সে। কুকুরটা গা ঝাড়া দিয়ে উঠে বসে, তার লম্বা লম্বা কান দুটো দুলে উঠে। ল্যাজ নেড়ে সে তার অস্তিত্ব জানিয়ে দেয়। তারপর রেড রোভার তার ভারসাম্য ফিরে পেয়ে কয়েকটা ধাপ লাফিয়ে উঠে কাপবোর্ড থেকে বেরিয়ে আসে। জুপির হাঁটুর ওপর কুকুরটা তার চোয়াল ও নাক ঘষতে থাকে।

'চমৎকার কুকুর,' রেড রোভারের মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে জুপি বলল, 'ভাল কুকুর।'

'মিঃ অ্যালান ঠিকই বলেছিলেন' বলল বব, 'বন্ধুভাবাপন্ন কুকুর। তা এখন এটাকে নিয়ে কি করবে ঠিক করলে?'

জুপিটার পকেট থেকে একটা কাগজের টুকরো বার করে বেশ কয়েকটা ভাঁজ করে আইরিশ কুকুরের গলবন্ধনীতে লটকে দিলো। তারপর রেড রোভারের উদ্দেশে বলল, 'বাড়ি যাও বাছা!' হুকুম করল জুপি, 'বাড়ি যাও!'

খুশীতে ল্যাজ নাড়তে লাগল রেড রোভার।

এবার অন্য কুকুরগুলো ঘুম থেকে জেগে উঠে গোঙাতে থাকে রেড রোভারের মতো। দাঁত বার করে হাসল বব। আমি গুনে দেখেছি—সবশুদ্ধ ছ'টা কুকুর! তার মানে সব কুকুরগুলোরই খোঁজ আমরা পেয়েছি!'

মাথা নেড়ে সায় দেয় জুপি। এর পর প্রতিটি কুকুর রেড রোভারের মতো বাইরে বেরিয়ে এলে তাদের গলবন্ধনীতে ভাঁজ করা কাগজের টুকরো লটকে দিয়ে তাদের বাড়ি ফিরে যেতে বলল জুপিটার।

'ওই কাগজের টুকরোগুলো কি?' বব জিজ্ঞেস করল।

'কুকুরগুলো খুঁজে পাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে তাদের মালিকদের উদ্দেশে একটা সংক্ষিপ্ত বার্তা আগেই লিখে রেখেছিলাম।' উত্তরে জুপি বলে, 'অন্য সব সফল প্রতিষ্ঠানগুলোর মতো আমার মনে হয়, আমাদের প্রতিষ্ঠান ও এই ভাবে প্রচার করুক পাবলিক সার্ভিস পাওয়ার জন্য।'

রেড রোভার কেঁউকেঁউ করে উঠল। জুপ তার দিকে ফিরে হাঁটু মুড়ে বসে বলে, 'ঠিক

আছে রেড রোভার, তুমিই প্রথমে বাড়িতে যাবে।' তারপর সেই বড় জাতের কুকুরটাকে সঙ্গে নিয়ে মই বেয়ে উপরে উঠে গেলো। 'বাড়ি, তোমার বাড়িতে চলে যাও রেড রোভার!' তার কানে কানে বলল জুপি।

রেড রোভার খুশি হয়ে কেঁউকেঁউ করতে করতে একেবারে ওপরে লাফিয়ে উঠে যায়। তারপর একটা লম্বা লাফ দিয়ে এবার সে উন্মুক্ত দেওয়ালে গিয়ে পৌঁছলো।

হাসল জুপি। 'রেড রোভার এখন পুরোপুরি জেগে উঠেছে। অপর কুকুরগুলোকে আমার হাতে তুলে দাও বব। হয়তো বাইরের মুক্ত হাওয়ায় ওরা ওদের নতুন জীবন ফিরে পেতে পারে।

কুকুরগুলোকে বিদায় করে দেবার পর বব তার হাতেব ধুলো ঝেড়ে বলল, 'পিটি ওদের গুহা থেকে বার করে দেবার ব্যবস্থা করতে পারে। আমাদের উদ্দেশ্য সফল। আমি এখন নিজেই এখান থেকে বেরিয়ে পড়ার জন্য প্রস্তুত।'

জুপি ওপরের গুহায় ওঠার পথের দরজাটা বন্ধ করে দিতেই অবাক হলো বব। নিচে নেমে এসে বলল সে, 'আমরা এখনি যেতে পারি না।'

'কেন যেতে পারি না?' বব জানতে চাইল।

'এই মাত্র টানেলের দেওয়ালে ছায়া পড়তে দেখলাম। এই পথে কেউ একজন আসছে।'

'ওহো না!' বব চিৎকার করে উঠল। 'আমরা ফাঁদে পড়ে গেছি। আমরা এখন কোথায় লুকোই?'

সরু গলি পথের দিকে এগিয়ে যায় জুপি। ছোট্ট কাপবোর্ডের দরজা খুলে দেয় সে, এর ভেতরেই কুকুরগুলো ছিলো।

গুহার ভেতরটা প্রচন্ড ঠান্ডা। ঠান্ডা কাটানোর জন্য পিটি তার হাতে হাত ঘষতে থাকে। একটু অগে প্রোজেক্টর মেসিন সেট করে রেখেছিল সে। স্নায়ু কোষগুলো তার দুর্বল হয়ে পড়ছে। এখন শুধু সংকেতের অপেক্ষা।

এক সময় সে তার পেছনে একটা শব্দ শুনতে পেলো। আরো ঘাবড়ে গেলো পিটি। শব্দটা আবার শুনতে পেলো সে। তারা প্রথম যে গুহায় প্রবেশ করেছিল, মনে হয়, কেউ বোধহয় সেখানে প্রবেশ করেছে। শব্দটা চলাফেরা করছে সেখানে। তারপর অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর ফিরে যাওয়ার শব্দ শুনতে পেলো সে। একটু পরেই বালিতে পা ঘষার শব্দ ভেসে আসে। তারপরেই একটা দৃশ্য দেখে কেঁপে উঠল সে ভয়ে। সে যে একটা ছোট্ট গুহায় লুকিয়ে রয়েছে, সেখানে প্রবেশ করতে হলে একটা কাঠের আলগা তক্তা সরিয়ে আনতে হয়। এখানে প্রবেশ করার পর সেই তক্তাটা সে আবার যথাস্থানে রেখে দেয়। এখন সেই আলগা কাঠের তক্তাটা নড়ে উঠতে দেখলো সে।

পিটি তার ঠোঁট কামড়ায়। সে ভাবছে, এখনো সময় আছে, এখান থেকে বেরিয়ে গিয়ে বব ও জুপির সঙ্গে মিলিত হতে পারে সে। সেই সঙ্গে এই গুহা থেকে আগন্তুকের বেরোনোর পথটা বন্ধ করে দিয়ে যেতে হবে। কিন্তু ওরা যে তার ওপর নির্ভর করে আছে কাজের ভার, সেটা তাকে সম্পন্ন করতেই হবে। এ সবই জুপির নির্দেশ।

একটু পরেই কাঠের সেই বড় তক্তাটা সরে যায় গুহার বাইরে থেকে ভেতরে চুঁইয়ে পড়া অস্পষ্ট আলোয় সে স্পষ্ট দেখল, একটা বিরাট চেহারার লোক ছোট্ট গুহায় প্রবেশ করতে গিয়ে তাকে মাথা নিচু করল, আর তখনি সে চিনতে পারলো বদমেজাজী মিঃ কার্টার

এবং তাঁর হাতের ষ্টেনগানটা। নিচু হয়ে তিনি গুহায় প্রবেশ করে এগিয়ে আমাকে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন মিঃ কারটার। আর তখনই ভেসে আসে সেই গোঙানির শব্দ, 'আঃ...ওঁঃ...উঁঃ! এবং একটু পরেই হুড়োহুড়ির শব্দ শুনতে পেলেন মিঃ কারটার। বব ও জুপি নিশ্চয়ই ছোটাছুটি করছে এবং কেউ ওদের অনুসরণ করছে। ওদের এখন নিরাপত্তার জন্য বড় গুহা পথ দিয়ে বাইরে বেরিয়ে যাওয়া উচিত। কিন্তু তাতে কতটুকুই বা নিরাপদ বলে মনে হবে ওর। পিটি অবাক হয়ে ভাবে। অন্ধকারে মাত্র কয়েক ফুট দূরে দাঁড়িয়ে আছেন মিঃ কারটার। তাঁর হাতে উদ্যত ষ্টেনগান।

হঠাৎ পর পর কয়েকবার গর্জ্জনের শব্দ ভেসে এলো। কিসের সেটা ঠিক বোঝা গেলো না। মানুষের নাকি কোনো জানোয়ারের? উত্তর কে দেবে? গুহার দেওয়ালে পিঠ দিয়ে হাঁপাতে থাকে পিটি! ড্রাগনের মুখোমুখি হওয়ার জন্য তৈরী হয়েছিলো। এ যেন এক বন্য ও অতি ভয়ঙ্কর জানোয়ার।

মিঃ কারটার চেঁচিয়ে উঠলেন, মনে হয়, তাঁর গায়ে কিসের যেন আঘাত লেগেছে যন্ত্রণাকাতর শব্দ উঠলো।

তিনি নিচে পড়ে গেলেন। পিটি দারুণ নার্ভাস। সে তার টর্চটা নিজের হাতে তুলে নিলো।

আঠার ☐ ড্রাগনের হাতে বন্দী

সরু কাপবোর্ডে কান পেতে শুনতে থাকে বব ও জুপিটার।

'এখানে অনেক লাইন চেক করার আছে,' অভিযোগ করে একজন লোক। 'মনে হচ্ছে, আমার যেন খুব বেশী ড্রিলিং করিনি। তবে আমরা এখন মোটামুটি কাজ চালানোর মতো একটা অবস্থায় পৌঁছে গেছি।'

'হ্যারি, আমার মনে হয়, অনেক ঝামেলায় পড়তে হবে আমাদের।' আর এক গম্ভীর গলার কণ্ঠস্বর ভেসে আসে। 'যাইহোক, এবার এগোনো যাক।'

'নিশ্চয়ই!' প্রথম লোকটি উত্তরে বলল, 'লোকটার মনের স্থিরতা নেই। জ্যাক, তুমি কি মনে করো ওকে আমরা বিশ্বাস করতে পারি?'

অপর লোকটি হাসল। 'ও একা, আর আমরা দুজন। নৌকোটাও আমাদের। হয়তো সে আমাদর বিশ্বাস করতে দ্বিধাবোধ করবে।'

হাফডোরের দরজা খুলে নিচে নেমে এলো তারা সিঁড়ি বেয়ে। বব ও জুপি পাতলা দরজায় কান পেতে রইলো, তাদের মধ্যে একজনের হাঁটার শব্দ শুনতে পেলো তারা।

ইঞ্জিন গর্জে ওঠে। হঠাৎ একটা ঝাঁকুনি খেলো তারা, বুঝিবা একটু লাফিয়েও উঠলো। তারপর তারা সহজেই রেল লাইন ধরে এগিয়ে যেতে থাকলো। অন্ধকারে জুপির হাঁটু স্পর্শ করে বব নিচু গলায় বলল। 'ওদের কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছে, ওরা সেই ডুবুরি দুজন। তবে কি আমরা সমুদ্রপথে চলেছি?'

'আমার তা মনে হয় না,' নরম গলায় বলল জুপি। 'জলে ভাসানোর পক্ষে এই ড্রাগন উপযুক্ত নয়।'

'ওঃ!' দীর্ঘশ্বাস ফেলল বব, 'বাঁচা গেলো।'

সামান্য একটু নড়ে চড়ে ড্রাগন আবার পিছু হাটতে শুরু করল। 'আমরা আবার পুরনো টানেলে ফিরে চলেছি,' ফিস্‌ফিসিয়ে বলল জুপি।

হঠাৎ ড্রাগন দারুণ ঝাঁকুনি দিয়ে থেমে যায়। বব ও জুপি তাল সামলাতে না পেরে পাতলা দেওয়ালের গায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। ওদিকে যে লোকটা চালাচ্ছিল, ফিরে এসে বলল, 'ঠিক আছে হ্যারি, মাল চালান দেওয়ার পক্ষে এটাই উপযুক্ত সময়।'

'আমাদের সঙ্গে তার চালাকি না করাই ভাল,' অপরজন বলে, 'সুবুদ্ধি হলে এটা সোনার দিয়ে আমি তার মাথার মুকুট তৈরী করে দেবো।'

'হ্যাঁ, অবশ্যই, 'প্রথম জন আবার বলল, 'এটাই একটা বড় সুযোগ, এর দাম এক মিলিয়ন ডলার।'

সেই ছোট্ট অন্ধকার কমপার্টমেণ্টে বব ও জুপি অবাক চোখে তাকায়—এক মিলিয়ন ডলার? তারা ঠিক শুনেছে তো?'

লোকগুলো মই বেয়ে উপরে উঠে যায়। আবার হাফডোরের দরজা খোলার শব্দ শোনা যায়। পরক্ষণেই তাদের লাফানোর শব্দ শোনা গেল। ববের কাঁধে ধাক্কা দিয়ে জুপি ফিস্‌ফিসিয়ে বলে,' 'দেখা যাক, ওদের আগ্রহ কিসের?' তারপর চোরের মতোন কাপবোর্ডটা খুলল তারা। সামান্য কয়েক পা তারা এগিয়েছিল, হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। একজন লোক তার কথা বলছিল। তার কথাগুলো ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুরের মতো শোনাল। তার কথায় বাধা দিয়ে অপরজন বলে উঠল, 'তাড়াতাড়ি করো। রাতের প্রহরীকে কয়েকটা ঘুঁষি মারতেই অচেতন হয়ে পড়েছে। কয়েক ঘণ্টার আগে তার হুঁস আসছে না। তার ঘুম ভাঙ্গার আগেই তিনশোটা বার আমাদের বার করে নিতে হবে।'

'তুমি ঠিকই বলেছ জুপি,' বব বলে, 'উনি আর্থার সেলবিই বটে। আমি তাঁর কণ্ঠস্বর ও কাশির আওয়াজ চিনতে পেরেছি।'

'দ্বিতীয় রহস্যের সমাধান তাহলে এভাবেই হলো,' ফিস্‌ফিসিয়ে বলল জুপি। 'ড্রাগনের কাশির রহস্য। এখন কেবল একটা রহস্যেরই সমাধান বাকী রইলো।'

'তার মানে ওরা এখানে কি করছে, এই তো?' বব জিজ্ঞেস করল।

'তিনশো বার-এর রহস্য,' উত্তরে বলল জুপি। 'তিনশো বার, কিসের?' ববের কাঁধের ওপর হাতের চাপ দিয়ে স্বল্পালোকে ড্রাগনের পাশের সরু গলিতে গিয়ে দাঁড়াল সে। তারপর সাবধানে সরু মই বেয়ে উপরে উঠে হাত দিয়ে হাফডোরের দরজাটা খুলে মুখ বাড়াল সে। ড্রাগনের পাশের দেওয়ালটা দেখছিল সে। ড্রিল করা একটা বিরাট গর্ত, সেই গর্ত দিয়ে অনায়াসে একজন লোক যাতায়াত করতে পারে। সেই গর্ত দিয়ে একজন লোক বেরিয়ে এলো, তার দু'হাতে ভারি জিনিষের ভারে তার দেহটা নুইয়ে পড়ছিল।

'ওহে, জিনিষগুলো এক টনের মতো ওজন,' অভিযোগ করল সে।

'নিশ্চয়ই, তা তো হবেই,' উত্তরে বলল সেলবি। 'তোমরা করনার ভায়েরা, তোমাদের কেন যে ভাড়া করে আনা হয়েছে, বুঝতে চাইছ না কেন? কাদের জন্য মাসলম্যানদের প্রয়োজন, আর তোমরা হলে সেই রকম লোক, তাছাড়া তোমাদের নৌকো আছে। এখান থেকে ওই ভারি জিনিষগুলো বহন করে নিয়ে গিয়ে তোমাদের নৌকোয় তোলার জন্য তোমাদের রাখা হয়েছে। তাছাড়া মনে আছে তোমরাই তো ড্রিল করে ব্যাঙ্কের ভল্ট ভেঙ্গে ছিলে?'

কাটখোট্টা মানুষ সরগান তার হাতের বোঝা নিচে নামিয়ে বলল, 'এ নিয়ে আমি কোনো অভিযোগ করছি না। এমনি কথার কথা বলছিলাম। এই আর কি।' তার ভাই হাত বোঝাই বার হাতে নিয়ে বেরিয়ে এলো। সেদিকে তাকিয়ে বলল সে, 'ঠিক আছে জ্যাক, 'আর তিনটে

বাকী রইল এখন।' সেলবির নির্দেশ মতো সে তার হাতে বারগুলো সাজায়, এবং একটু পরেই সেই দেওয়ালের গর্তের দিকে এগিয়ে যায়।

হাফডোরের দরজাটা নিচু করল জুপিটার। 'এক একটা বার কম করেও সত্তর পাউন্ড হবে।' ফিস্‌ফিসিয়ে বলল জুপিটার। মরসন ভানের, এক লক্ষ ডলার দামের বার বহন করে নিয়ে গেছে এখান থেকে। আমি জানি, ওই বারগুলো কিসের হতে পারে? সোনার।'

'সোনার বার?' বব বিস্মিত। 'সেলবি বলছিলেন, ওঁরা এরকম তিনশো বার নিয়ে যাচ্ছে।'

'হিসেব মতো ওগুলোর দাম দশ মিলিয়ন ডলার দাম হবে। অনেক টাকা!'

'তার মানে আমরা ব্যাঙ্ক ডাকাতির সাক্ষী হয়ে গেলাম। মনে হচ্ছে সেলবি ও সরগন ভাতৃদ্বয়ই ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাঙ্কে ডাকাতি করে থাকবে,' বব বলে, 'যদি বেঁচে থাকতে চাও তো, চলো তাড়াতাড়ি এখান থেকে বেরিয়ে পড়ি!'

তার কথায় রাজী হলো জুপি। উত্তেজিত হয়ে কর্কশ গলায় বলল, 'এখন প্রশ্ন হচ্ছে, ড্রাগনের অতো কাছে গেলেনই বা কি করে সেলবি?'

এই সব কথা ভাবতে ভাবতে সামনের দিকে এগিয়ে গেলো জুপি। তারপর হঠাৎ সে ড্রাগনের মাথার দিকে ছুটে গেলো। বব তার পেছন থেকে ভাবছিল, জুপি যদি তাদের লুকানোর জন্য একটা নতুন জায়গা খুঁজে বার করে তো ভাল হয়।

'আচমকা পিছু হটতেই ববের সঙ্গে জুপির ধাক্কা লেগে যায়। মুখে আঙ্গুল দিয়ে অস্ফুটে বলে ওঠে সে। 'চুপ! ওরা ইউনিফর্ম কী ফেলে রেখে গেছে।'

ববের চোয়াল দুটো ফুলে ওঠে। তার মানে তুমি এটা চালিয়ে নিয়ে যেতে চাও? পারবে তুমি চালাতে? উইন্ডস্ক্রীণ নেই, দেখতে পাবে কি করে?'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল জুপি। চেষ্টা করে দেখতে অসুবিধে কোথায়? এটা নিশ্চিত, সাধারণ গাড়ির মতোই এটা চলে। সাধারণ গাড়ির মতোই এটার ক্ল্যাচ, ব্রেক গীয়ারশ্যাফট, অ্যাক্সিলেটার, সব কিছুই এটার আছে। টানেলের শেষ পর্যন্ত রেললাইনের উপর দিয়ে এটা চালিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে।'

একটা ছোট আসনে উঠে বসে, 'এসো!, ষ্টার্ট করা যাক,' ববকে আহ্বান করে ইগনিসন কী ঘোরায় জুপি। গর্জে ওঠে ইঞ্জিন। খানিক পরেই আবাব গর্জন। তারপর সেটা একবার কেশেই থেমে পড়ে।

'দেখেছ জুপি, এটা মানুষের মতো কেমন কাশছে।' বব চিৎকার করে ওঠে, 'তার মানে সেলবির কাশি নয়।'

ঠোঁট কামড়িয়ে জুপি মাথা নাড়ল। 'এটা এখন থেমে পড়ছে,' তিক্তস্বরে বলল সে। আবার সে চাবি ঘোরায়। ইঞ্জিন আবার গর্জে চলতে শুরু করল। হঠাৎ আবার জোরে গর্জন করে থেমে পড়ে সেটা।

'আবার থামল' তিক্তস্বরে চিৎকার করে উঠল জুপি। 'মনে হয় ক্লাচটাই—'

তারপরেই সে ও বব জেগে উঠল। কোনো একটা ভারি বস্তু দিয়ে ড্রাগনের ওপর যেন আঘাত করা হলো। সেটার ওপর কোন ভারি বস্তু পতনের শব্দ শুনতে পেলো তারা। আর তারপরেই ভয়ঙ্কর ভয় জাগানো একটা শব্দ তাদের কানে ভেসে এলো। হাফডোরের দরজা খোলার শব্দ হলো।

'দরজাজটা লক করে রাখা উচিত ছিলো আমাদের।' ফিস্‌ফিসিয়ে—বলল বব।

মাথা নেড়ে সায় দেয় জুপি। ভয়ার্ত চোখে তাকায় সে। 'আমি জানি। এ কথাটা আগে না জানার জন্য আমি দুঃখিত। আমরা এখন ড্রাগনের হাতে বন্দী।

উনিশ □ বেপরোয়া পরিস্থিতি

ভয়ে কাঁপতে থাকে পিটি। দেওয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সে। হাতে ধরে থাকা টর্চ। হয়তো সে একটা জানোয়ারের সঙ্গে লড়াই করতে পারে, কিন্তু শক্তিশালী অতগুলো জানোয়ারের সঙ্গে? না, না, অসম্ভব। আর মিঃ কারটারের অতো বড় চেহারা।

আমাদের থেকে অনেক বেশী শক্তিশালী তিনি, এমন কি তাঁর হাতের মৃত্যুর-পরোয়ানা শটগান ছাড়াই। সৌভাগ্যবশত দ্রুত জানোয়ারগুলোর আক্রমণে মিঃ কারটার এখন ভূলুণ্ঠিত, খুব বেশী আঘাত তিনি পাননি, সাময়িক ভাবে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছেন, এই আর কি। খুব শীগগীরী হয়তো তিনি জেগে উঠবেন, ফিরে পাবেন তার আগের মেজাজ। আর তার হাতের শটগানটা সক্রিয় হয়ে উঠলে তো কথাই নেই!

হয়তো অন্য আর একটা পথ থাকতে পারে, সেই পথে সে তার সঙ্গীদের সাহায্য করতে পারে, ভাবল পিটি। টানেলে যাওয়ার খোলা পথে ছুটে যায় সে, হাতে প্রোজেক্টার মেসিন। তারপর একটু থমকে দাঁড়িয়ে পরে কান পাতে সে। মিঃ কারটার গোঙাচ্ছেন। জুপি আর পিটি আটকা পড়ে গেছে সেখানে। হঠাৎ সে একটা বিরাট ধূসর রঙের পাথরের দেওয়ালের মাঝে একটা খোলা পথ দেখতে পায়। এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই খোলা পথ দিয়ে টানেলের ভেতরে প্রবেশ করল। সঙ্গে সঙ্গে পেছন থেকে মানুষের চলাফেরাব শব্দ শুনতে পেলো সে। তার সারা মেরুদন্ড দিয়ে যেন একটা হীমশীতল প্রবাহ বয়ে গেলো। তার পেছনের দেওয়ালের সেই প্রবেশ পথ বন্ধ হয়ে গেছে। পরক্ষণেই আর একটা আওয়াজ শুনে লাফিয়ে উঠল সে। ভাল করে তাকাতে গিয়ে তার চক্ষু বিস্ফারিত হলো। তার সামনে বিরাট লম্বা একটা টানেল। অনেক দূর থেকে একটা দৈত্যের মতো কিছু এগিয়ে আসছে তার দিকে, চিনতে পারল সে। বন্য জন্তুর মতো সেটার সেই হলুদ চোখ দুটো জ্বলছিল, খোলা মুখ, ধারালো দাঁতের সারি। গর্জন করে উঠল সেই ড্রাগনটা।

ভয়ে দু'পা পিছিয়ে যায় পিটি। পেছনে পাথরের দেওয়াল, আর এক চুলও নড়তে পারবে না সে। কালো শ্লেটের মতো অন্ধকার থিক্‌থিক্ করছিল সেখানে। উত্তেজনায় তার পা দুটো অসম্ভব কাঁপছিল তখন। বব ও জুপির কথা মনে পড়ে গেলো পিটির। এতক্ষণে ওদের স্থান নিশ্চয়ই ওই ড্রাগনের পেটে হয়েছে। ওদের উদ্ধার করার সুযোগ সে আর পেলো না। সেই ড্রাগনটা এখন ওর কাছে আসতে থাকলে ও তখন নিজের ভাগ্যের কথা ভাবছে।

ড্রাগনের খোলা দরজা পথ দিয়ে সেলবির গম্ভীর কণ্ঠস্বর ভেসে আসে, প্রতিধ্বনিত হয়ে ফেরে টানেলের এ দেওয়াল থেকে ও দেওয়ালে। তাঁর কণ্ঠস্বর এখন আর কৌতুক পূর্ণ বলে মনে হলো না। এখন সেটা অনেক ভয়ার্ত। অনেক অর্থপূর্ণ যেন।

'তোমরা যেই হও না কেন, তুমি যদি তোমাদের ভাল চাও তো বেরিয়ে এসো ওখান থেকে।'

জুপির দিকে তাকাল বব। মাথা নাড়ল জুপি। সে তার ঠোঁট দুটো চেপে রেখেছে। তার হাত দুটোর নিয়ন্ত্রণ বোতামের ওপর স্থির নিবদ্ধ। 'এটাই কেবল আমাদের সুযোগ। এই অভিশপ্ত

ড্রাগনকে আমরা যদি হাতিয়ে নিয়ে যেতে পারি, লাভ আমাদের।'

আবার স্তব্ধ হয়ে যায় ইঞ্জিন। টানেলের দিকে লাফিয়ে ওঠে ড্রাগন। হঠাৎ ড্রাগনের বিরাট গলাটা তাদের সামনে উঁচু হয়ে ওঠে। সামনের দিকে জুপির দৃষ্টি আকর্ষণ করে বব চিৎকার করে উঠল, 'দেখ জুপি, ওই বোতামগুলোর মধ্যে একটা বোতাম তুমি টিপতেই ড্রাগনটা কেমন মাথা তুলল। সামনেই টানেলের খোলা মুখ দেখা যাচ্ছে।'

মাথা নেড়ে এ্যাক্সিলেটারের ওপর পা রেখে জোরে চাপ দিলো জুপি। তখনি হঠাৎ থেমে পড়ে হেসে উঠল ড্রাগন। এবং মিঃ সেলবি চিৎকার শুনতে পেলো ওরা।

'আমার মনে হয়, মিঃ সেলবিকে আমরা বোধহয় হারালাম। জুপি ড্রাগনকে চালিয়ে নিয়ে চলো।'

আবার ইগনিসন কী ঘোরালো জুপি। ইঞ্জিনের গর্জন ছাপিয়ে মিঃ সেলবি চিৎকার শোনা গেলো, সরগান ভাতৃদ্বয়কে ডাকছেন তিনি।

'ওই যে ওরা আসছে জুপি। ওদের কেমন উন্মাদের মতো দেখাচ্ছে, কিছু একটা করো তুমি।'

একটু চলেই ইঞ্জিন আবার স্তব্ধ হয়ে যায়। পেছন ফিরে তাকাতে গিয়ে বব দেখে, সরগান ভায়েরা ছুটছে ড্রাগনের পেছনে, ক্রোধে তারা যে উন্মত্ত, তাদের মুখ দেখলেই বোঝা যায়। তাদের ঠিক পেছন পেছন মিঃ সেলবিও ছুটছেন। আর চিৎকার করছেন, 'বোকা, গর্দভরা, ওদের থামাও! ড্রাগন হাতছাড়া হয়ে গেলে আমরা আমাদের এই সুবর্ণ সুযোগ হারাবো।'

ইঞ্জিন চালু করার বোতামটা সজোরে টিপে ধরে জুপি। কিন্তু তাতে কোনো ফল হলো না, এক চুলও নড়ল না। 'কোনো কাজ হবে না,' ঠোঁটে ঠোঁট কেটে হতাশ সুরে বলল জুপি। 'এখন আর স্টার্ট করতে পারছি না।'

'আর কোনো দরকার নেই,' হতাশ সুরে যদিও বলে, 'ওরা আমাদের প্রায় ধরেই ফেলেছে।' আর তখনি সরগানরা ড্রাগনের লেজটা দু'হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরল।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে জুপি বলে, 'এখন আর করার কিছু নেই।' একটু থেমে সে আবার বলে, 'মনে হয়, আমরা যদি এখন আত্মসমর্পণ করি, তাহলে ওরা হয়তো আমাদের আঘাত করবে না।' ববকে এগিয়ে দিয় সরু মই বেয়ে নিচে নামতে গিয়ে জুপি বলে উঠল, 'মিঃ সেলবি, আমরা হার স্বীকার করে নিলাম। আমরা এখনি এখান থেকে বেরিয়ে আসছি।'

মিঃ সেলবির গর্জন শোনা যায় আবার। সঙ্গে সঙ্গে এক সরগান ভায়ের আর্ত চিৎকারে শোনা যায়, 'জ্যাক, দেখ, ওদিকে তাকিয়ে দেখ।'

তারপরেই জুপি দেখল, সেই ভয়ঙ্কর লোকগুলোর কঠিন মুখ অবিশ্বাস্য ভাবে গলে নরম হয়ে গেলো, এবং তারপরেই তাদের সারা মুখে ভয়ের চিহ্ন ফুটে উঠতে দেখা গেলো। এরপর আর একটা ভয়ার্ত চিৎকার গুহার মধ্যে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফেরে।

জুপির হাত চেপে ধরে বব। 'দেখ!'

মাথা নাড়ল জুপি, হ্যাঁ, হঠাৎ গুহার দেওয়ালে একটা বিরাট আকারের পিঁপড়ের আবির্ভাব ঘটতে দেখা গেলো। মনে হলো, সেটা বুঝি অনেক দূরে। তারপর আশ্চর্য ভাবে সেটা প্রায় তাদের ঘাড়ে এসে পড়ার উপক্রম হলো।

ড্রাগনের মাথা থেকে হ্যারি সরগান চিৎকার করে উঠল। 'ভয়ঙ্কর ওই জন্তু! দেখ দেখ।' কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে হ্যারি পকেট থেকে পিস্তল বার করে সেই দৈত্যের মতো বিরাট পিঁপড়ের

উদ্দেশে দু'দুবার গুলি ছুঁড়ল । তাতে কোনো আঘাত লাগল না পিঁপড়ের। বরং গর্জে উঠে সেটা ক্রমশ তাদের দিকেই এগিয়ে আসতে থাকে। এবার আর কেবল একটাই পিঁপড়ে নয়। পিল পিল করে দৈত্যের মতো এক একটা পিঁপড়ে গুহার মধ্যে প্রবেশ করতে থাকে। গুহা ভরে যায় দৈত্যের পিঁপড়েতে।

'দেখেছ, দৈত্যের মতোন পিঁপড়েগুলো যেন দেওয়াল ফুঁরে বেরিয়ে আসছে।' বড় সরগানভাই চিৎকার করে উঠল, 'বুলেটে ওদের কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই। চলো সেলবি, এখান থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়া যাক।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে দেওয়ালে চলন্ত পিঁপড়েগুলোকে দেখতে থাকে।

দ্বিতীয় সরগান মিঃ সেলবির দিকে বন্দুক উঁচিয়ে বলে ওঠে, 'সেলবি দেওয়ালের দরজাটা খুলে দাও। তা না হলে তোমাকে দিয়ে খোলাতে বাধ্য করবো।'

তার দিকে শান্ত শীতল চোখে তাকাল। তারপর পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটা নলাকার বস্তু বার করল। সেটা সে তার মুখে লাগাল। বব ও জুপি বাঁশির আওয়াজের জন্য অপেক্ষা করল। কিন্তু কোনো শব্দই তারা শুনতে পেলো না। কেবল তারা দেখল দেওয়ালটা ধীরে ধীরে কেমন ফাঁক হয়ে যাচ্ছে।

'এসো জ্যাক।' সরগান ভাতৃদ্বয় সেই খোলা পথের দিকে ছুটল। পিঁপড়েগুলো যেন তাদের তাড়া করে নিয়ে যাচ্ছিল, তাদের চোখ দিয়ে আগুন ঝরে পড়ছিল।

'তোমরা বোকার মতো দৌড়চ্ছো?' বিদ্রূপ করে বলল আর্থার সেলবি। তারপর বব ও জুপির দিকে তাকাল সে, তার মুখে এক অদ্ভুত কৌতূহল। 'খুব চালাক তোমরা,' শুকনো গলায় বলল সে, 'কিন্তু আমার ছোট্ট বন্ধুরা, তোমরা বেশী চালাক। তোমরা আমার ভবিষ্যত নষ্ট করেছো। তাই তোমরা এখান থেকে ভাল ভাবে ফিরে যাওয়ার কোনো উপায় তো আমি দেখতে পাচ্ছি না।' এই বলে এবার সে পকেট থেকে আরো একটা ভয়াবহ জিনিষ বার করল। তার চোখ থেকে এবার আগুন ঝরে পড়তে দেখা গেলো।

'গুলি করবেন না,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল বব।

এবার সেলবি ঠান্ডা গলায় বললেন, 'নিচে নেমে এসো,' ববের সঙ্গে সঙ্গে জুপি নেমে এলে, তিনি আবার বললেন, 'এরপর বাসের মতো গাড়ি চালাবার চেষ্টা করো। গীয়ার বদল করার সময় কি করে দ্বিগুণ ক্লাচ ছেড়ে দিতে হয় শিখে এসো। দেখলে তো তোমার এই অজ্ঞতার জন্য ইঞ্জিন কি রকম বার বার থেমে যাচ্ছিল?'

তারপর সেলবি অদূরে অন্ধকার দেওয়ালের দিকে ফিরে পিটির উদ্দেশে বলে উঠল, 'আর তুমি তোমার ওই প্রোজেক্টার মেসিন এখনি বন্ধ করো। ওই বীভৎস ছবি দেখানো বন্ধ করে এখনি চলে এসো এখানে। আমি তোমাকে সতর্ক করে দিচ্ছি, আমার হাতে বন্দুক আছে।'

'গুলি করবেন না।' পিটি ভয়ে ভয়ে বলল, 'আমি যাচ্ছি।' ধীরে ধীরে এগিয়ে আসতে থাকে সে অতঃপর।

বব ও জুপি ড্রাগনের পাশে দাঁড়িয়েছিল। জুপিকে জিজ্ঞেস করল পিটি, 'এটা কি আসল ড্রাগন নয়?' মাথা নাড়ল জুপি।

'তোমার ওই দৈত্যের মতো পিঁপড়েগুলোর তুলনায় ওটা সত্যিকারের ড্রাগন নয়।' জুপির হয়ে উত্তর দেয় সেলবি 'বৎস, আমি দুঃখিত, স্বীকার করছি এ আমার কাজ। কিন্তু তোমাদের

বাধা দেওয়ার কোনো অধিকার নেই। তোমরা—'

হঠাৎ তিনি চুপ করে গেলেন সেই আর্ত চিৎকার শুনে ঃ 'আঃ......ওঁঃ......উঁঃ।'

'ওহো, আর নয়।' চিৎকারে করে উঠলেন মিঃ সেলবি। আগের মতো তিনি তাঁর পকেট থেকে সেই অদ্ভুত বস্তুটা বার করে মুখে লাগালেন। এবারেও কোনো শব্দ হলো না। বিরাট দেওয়ালের ফাঁকটা শব্দ করে বন্ধ হয়ে গেলো।

মনোযোগ সহকারে শুনছিল জুপিটার, হাসল সে। তারপর সে তার হাতের টর্চটা জ্বালল।

'দেখ, দেখ।' পিটি চিৎকার করে উঠল, 'উত্তেজিত কুকুরগুলোর কি অবস্থা!'

'রেড রোভার!' জুপি মৃদু চিৎকারে করে উঠল, 'ও তাহলে এলো?'

মিঃ সেলবির পা জড়িয়ে ধরে রেড রোভার। মিঃ সেলবি তাকে ধমক দেন, 'চলে যাও। আমি তোমাকে শেষ বারের মতো সতর্ক করে দিচ্ছি। তোমরা বাড়ি ফিরে যাও।' এই বলে তিনি সেই কুকুরটার দিকে তাঁর হাতের ষ্টেনগান উঁচিয়ে ধরেন।

রেড রোভারের দেখাদেখি বাকী কুকুরগুলোও তাকে ঘিরে ধরে ঠিক পোষা কুকুরের মতো।

দৃশ্যটা দেখে হাসল জুপিটার। 'ওতে কোনো কাজ হবে না মিঃ সেলবি,' দাঁতে দাঁত ঘষে বলে উঠল জুপি, 'আপনি ওদের গুলি করতে পারবেন না। কুকুর আপনি খুবই ভালবাসেন। আর ওরা আপনার খুবই প্রিয়।'

লাল চুলের মানুষটা এবার যেন নিস্তেজ হয়ে পড়লেন। তাঁর সব রাগ, উত্তেজনা মুহূর্তে জল হয়ে গেলো তখন। 'হ্যাঁ,' ক্লান্ত স্বরে তিনি বললেন, 'আমার জন্য ওরা পাগল। হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছো।' বন্দুকটা নামিয়ে নিলেন তিনি এবার। তারপর কুকুরগুলোর মাথায়, পিঠে হাত বুলতে বুলতে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'তাহলে এখন কি করতে হবে?' নিজের মনেই জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

'আমার মাথায় একটা মতলব এসেছে স্যার,' বলল জুপি, 'আপনি যদি মন দিয়ে শোনেন!'

'তোমার মাথায় কোনো মতলব এসেছে নাকি?' বিষণ্ণ মুখে জিজ্ঞেস করলেন মিঃ সেলবি।

মাথা নেড়ে বলল জুপিটার, 'হ্যাঁ স্যার, আমার কি মনে হয়েছে জানেন? আপনি হলেন একজন সত্যিকারের কৌতুকপ্রিয় মানুষ, আপনি লোভী অপরাধী নন? আপনি মন দিয়ে আমার কথাগুলো শুনছেন তো?'

লাল-চুলোর মানুষটা মাথা নাড়লেন কোনো রকমে।

'সব কিছু ফিরিয়ে নিন। আমরা আপনাকে সাহায্য করবো অবশ্য আপনি যদি চান,' বলল জুপি। দেওয়ালের ওই গর্তটা যেমন আছে ঠিক সেই রকম অবস্থায় রেখে আপনি এখান থেকে চলে যেতে চাইবেন নিশ্চয়ই। সবাই জানবে এটা আপনার একটা ঠাট্টা বা ইয়ার্কি জাতীয় কিছু হবে। আমরা কাউকে বলবো না। এ কাজ কার, কিংবা কার হতে পারে? এরপরে ওরা কেউ জানতেও পারবে না এমন একটা গর্হিত কাজ কে করেছিল।

কুড়ি □ হাত বাড়ালেন আলফ্রেড হিচকক

দুদিন পরে বিখ্যাত চিত্রপরিচালক আলফ্রেড হিচককের অফিসে এসে ঢুকলো পিটি, বব ও জুপিটার। তিনি তখন তাঁর ডেস্কের সামনে বসে খবরের কাগজ পড়ছিলেন। ওদের দেখে বললেন তিনি, 'বসো বৎস, কাগজের এই আকর্ষণীয় লেখাটা পড়া হলেই তোমাদের সঙ্গে আলোচনায় বসবো।'

ধৈর্য ধরে অপেক্ষা তরতে থাকে তিন কিশোর গোয়েন্দা। এক সময় চিত্রপরিচালক খবরের কাগজটা মুড়ে ডেস্কের এক পাশে রাখলেন। তারপর ওদের দিকে দৃষ্টি ফেলে বললেন তিনি। 'তাহলে এখন বলো, আমার সেই পুরনো বন্ধুর নিরুদ্দিষ্ট কুকুর শুধু কেন, সব হারিয়ে যাওয়া কুকুরই ফিরে এসেছে বলো। কাগজগুলো আগে লিখেছে, এর সঙ্গে নাকি বিরাট একটা ব্যাঙ্ক ডাকাতি জড়িত। খবরের হেডলাইন এই রকম ঃ 'এ ধরণের অসঙ্গত শঠতার জন্য ব্যাঙ্ক কতৃপক্ষ অনুতপ্ত এবং হতবাক।'

গলা পরিষ্কার করে বলল জুপি, 'হ্যাঁ স্যার, সেই রকমই। আমি, বলতে চাই, স্যার—. হ্যাঁ, এ সব কিছুর জন্য আংশিক ভাবে আমরাও দায়ী।'

মিঃ হিচকক হাত তুললেন। 'বৎস, তোমাদের এই বদান্যতা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। তবে এই অভূতপূর্ব কুকুর উধাও হওয়ার রহস্য তোমরা কি করে সমাধান করলে সম্পূর্ণ ভাবে বুঝতে পারছি, আমার তরফ থেকে তোমাদের প্রশংসা আমি আপাতত মুলতুবি রাখছি।'

'ভাল কথা স্যার,' বলল জুপি, 'আসলে এক রহস্যের সমাধান খুঁজে পাওয়ার জন্য আপনি আমাদের অনেক সাহায্য করেছেন। স্যার সেই সাহায্য কি করে জানেন স্যার? মিঃ অ্যালেনের সেই পুরনো ড্রাগনের ছবি দেখিয়ে।'

'ওহো, হ্যাঁ তা বটে!' বললেন মিঃ হিচকক। 'এই ধরণের ফ্যানটাস্টিক জন্তুর আক্রমণের দৃশ্য দেখিয়ে। আমার মনে পড়ছে, আসলে তোমরা নিজেদেরকে আলোচনার বিষয়বস্তু করে তুলেছ।'

'হ্যাঁ, অবশ্যই আমরা তা করেছি,' হঠাৎ মাঝখান থেকে বলে বসল পিটি।

'অবিশ্বাস্য!' বিড়বিড় করে বললেন মিঃ হিচকক। 'সত্যিকারের ড্রাগনের মূর্তি তোমরা দেখলেও সেটা আসল নয়। এ প্রসঙ্গে তোমার মুখ থেকে শোনার জন্য আমি খুবই উদগ্রীব।'

কিন্তু ওদিকে বব এ্যান্ড্রুজ, তার নিজের পকেট থেকে একটা নোটবুক বার করে সে বলতে শুরু করলো, কিভাবে তদন্তের শুরুতে প্রচন্ড বাধা-বিপত্তি থাকা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত সমাধানের সূত্র তারা খুঁজে পায়, যা এ কেসের আসল রহস্য। এ যেন কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ বেরোনোর মতো। অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে শুনলেন মিঃ হিচকক।

'আপনার বন্ধু মিঃ সেলবির উদ্ভাবনী ক্ষমতা দারুণ। ভয়ঙ্কর আকর্ষণীয় লোক তিনি।' বব বলতে থাকে, 'আপনার মনে আছে, আপনি বলেছিলেন, কয়েক মিলিয়ন ডলার চুরি করার পরিকল্পনা বাতিল করে দিয়ে তিনি নাকি আমাদের এবং কুকুরকে আঘাত করার পথটা বেছে নেবেন।'

'হ্যাঁ স্যার, ওঁর সম্পর্কে আপনার সেদিনের ধারণা ঠিক তার বিপরীত, ববকে সমর্থন করে জুপিটার এবার বলল কুকুরগুলোকে তিনি বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। কেবল তিনি তাদের ঘুমপাড়ানোর ওষুধ খাইয়ে তাদের শান্ত নিষ্ক্রিয় রাখতে চেয়েছিলেন তাঁর কাজ হাসিল করার জন্য। তিনি আমাদের বলেছেন, ড্রাগন ও সোনার বার সমেত গুহা থেকে বেরিয়ে আসার সময় কুকুরগুলোকে মুক্তি দিয়ে আসতেন তিনি। সরগান ভাতৃদ্বয়ের সাহায্যে সোনার পাহাড় পাচার করার জন্য এমন কি তিনি আমাদের তাঁর বন্দুকের ভয় দেখিয়ে তাঁর সেই গর্হিত কাজে সাহায্য করার জন্য আমাদের বাধ্য করতেন। দশ মিলিয়ন ডলারের ঘাটতি তিনি একা নিতেন না, ধনী হওয়ার জন্য যেটুকু প্রয়োজন, সেটুকুই নিতেন তিনি।'

'আর আসলে তার মূল পরিকল্পনা ছিলো রাতে সমুদ্রে ড্রাগন ভাসানো, আর সেই কাজে

তাকে সাহায্য করতো সেই ভিলেন সাদৃশ সরগান ভাতৃদ্বয়।

মিঃ হিচকক বললেন। 'তোমাদের থিওরি এই তো?'

মাথা নাড়ল জুপিটার। 'ভেবেছিলেন, ড্রাগন বুঝি খুব হাল্কা। তবে অত্যন্ত ভারি সোনার বাটগুলো সমেত ড্রাগন জলে ভাসত কিনা সেটা যাচাই করে নেওয়ার জন্য প্রথমে তিনি পাথর ভর্তি ড্রাগন পরিত্যক্ত পাতাল রেলের লাইনে চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করেন। আর সেই পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ চালানোর সময় রেড রোভারের মুখোমুখি হয়ে দাঁড়ান তিনি।

'আর ড্রাগন যে আসল নয় তার ক্লু পাও তোমারা সেলবির কাশির আওয়াজ শুনে। এই তো?'

হাসল জুপি। 'হ্যাঁ ঠিক তাই, আমরা যখন মিঃ সেলবির সঙ্গে প্রথম দেখা করতে যাই, তখন তাঁকে কাঁদতে দেখি, সেই প্রথমে আমার তাই মনে হয়েছিল। কিন্তু পরে দেখি ড্রাগন চলতে চলতে দাঁড়িয়ে পড়লেই কাশছে। তাই মনে হয় সমুদ্রে জলে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালানোর জন্য যন্ত্রপাতি ভিজে থাকার দরুণ এই রকম শব্দ হয়ে থাকবে।'

মাথা নাড়লেন মিঃ হিচকক। 'আসলে আর্থার সেলবি আদৌ পেশাদার সাধু নয়। জানি না কি করে এই নোংরা চরিত্রের সরগান ভাতৃদ্বয়ের সঙ্গে হাত মিলালো কি করে সে?'

'সরগান ভাতৃদ্বয় অত্যন্ত রূঢ় প্রকৃতির লোক। তাই তাদের সাহায্য তাঁর একান্ত প্রয়োজন ছিলো। বিশেষ করে টানেলের দেওয়াল ফুটো করে প্রবেশ করার কাজে সরগানরা তাঁকে বিশেষ ভাবে সাহায্য করে। ব্যাঙ্কের ভল্ট থেকে দশ মিলিয়ন ডলার দামের সোনার জন্য মিঃ সেলবি তাদের এক মিলিয়ন ডলার দিতে চান, তাতেই তারা এক কথায় রাজী হয়ে যায় তাঁকে সাহায্য করার জন্য।'

'আর টানেল থেকে সমুদ্রে নৌকায় করে সোনার বাটগুলো সরানোর ব্যবস্থাই বা করলো কি করে সে?'

'ওই নকল ড্রাগন-এর সাহায্যে। সেটা শুধু মানুষেরই ভয় পাওয়ানোর জন্য নয়। সেটা তিনি সোনার বার বহনকারী হিসেবে ব্যবহার করেন। পাতাল রেলের লাইন পথে সেই সোনা সমুদ্রতীরে চলে যেতো। তারপর নৌকো বোঝাই সোনা মেক্সিকোর উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যেতো।' জুপি আরো বলে, 'মিঃ অ্যালান, ড্রাগন বেঁচে গেল তাঁর হরর ছবি থেকে প্রেরণা পেয়ে। এর মাধ্যমে প্রথমে তিনি চেয়েছিলেন তাঁর প্রতিবেশীদের সঙ্গে সত্যিকারের জোক করতে। কিন্তু তিনি যখন শুনলেন ব্যাঙ্কে সোনা আসছে, তখনি তিনি সেই সোনা ডাকাতি করার পরিকল্পনা করেন।'

'হুম, খুব চতুর সে,' বললেন, মিঃ হিচকক, 'কিন্তু এখন কথা হচ্ছে, কি করেই বা সে ওই গুহার খবর জানলো, কি করেই বা সে জানল, গুহার ভেতরের টানেল। ঐ পথে ব্যাঙ্কের ভল্টে প্রবেশ করা যায়?'

'ভাল কথা, আপনি বোধহয় জানেন না, আপনার বন্ধু মিঃ সেলবি এক সময় সিটি প্ল্যানিং বোর্ডের ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। তবে হঠাৎই তিনি গুহার ভেতরে টানেলটা আবিস্কার করে বসেন একদিন।'

'তাহলে আমার মনে হয়, সরগানদের সাহায্যে গুহার মধ্যে নকল দেওয়াল তুলে টানেলের প্রবেশ পথটা বিচ্ছিন্ন করে দেয় সাধারণ লোক মনে করে এটা একটা শুধুই পরিত্যক্ত গুহা, এক সময় স্মাগলাররা এবং জলদস্যুরা ব্যবহার করতো, ওই গুহা এখন পরিত্যক্ত।

'হ্যাঁ,' জুপি তাঁর কথায় সায় দিয়ে বলে, 'ব্যাপারটা খুবই মজার। লোকচক্ষুর আড়াল থেকে এইভাবে সরগানদের সাহায্যে রাতের অন্ধকারে ব্যাঙ্কের ভল্ট ড্রিলিং মেসিন দিয়ে গর্ত করার কাজ সম্পন্ন করেন তিনি। আর তারপরেই কাজটা তো খুবই সহজ—

'তাহলে, এই সরগানরাই তোমাদের প্রথম দিনের অভিযোগে টিলার ওপর থেকে নামার প্রথম সিঁড়িটা ভেঙ্গে ফেলার ব্যবস্থা করেছিল, তাই না?'

মিঃ হিচককের কথার মাঝে বাধা দিয়ে পিটি বলে, 'তবে, হ্যাঁ তারা চায়নি, ওদের পরিকল্পনা অন্য কেউ বানচাল করে দিক। তাই তারা সিঁড়িটা ভেঙ্গে ফেলে আমাদের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করতে চেয়েছিল। তা সত্ত্বেও আমরা যখন নির্ভয়ে সেই গুহাতে প্রবেশ করি তারা তখন সমুদ্র থেকে উঠে এসে আমাদের বন্দুকের ভয় দেখায়।'

'তাই বুঝি।' বললেন মিঃ হিচকক। 'তা না হয় হলো, কিন্তু তোমরা যে বলেছিলে মূল গুহা থেকে তাদের উধাও হয়ে যেতে দেখেছিলে এ কি করে সম্ভব হলো? এই রহস্যের কোনো সমাধান করতে পেরেছো?'

বব তার নোটের ওপরের পৃষ্ঠাটা বার করে বলে, 'আমি যে গর্তের ভেতরে পড়ে যাই, ওরা সেই গুহার ভেতরেই গা ঢাকা দেয়। ওটা কোনো চোরবালি নয়। ওটা ছিলো জল ও কাদায় ভর্তি।'

'এটা একটা ভাল আকাঙ্খিত নিষ্কৃতি, এর সঙ্গে আরো একটা কিছু যোগ করতে চাই,' বললেন মিঃ হিচকক, 'সেই পাতলা নলের মতো বস্তুটা মুখে লাগিয়ে সেলবি ফুঁ দেয় বাঁশির মতো, কিন্তু কোনো শব্দ হয় না। কিন্তু সেই গুহার নকল দেওয়াল, কখনো খুলে যায়, কখনো বা বন্ধ হয়ে যায়। কি করে সম্ভব? তাহলে কি আমাকে ধরে নিতে হয় যে, সেটা একটা ধ্বনিতরঙ্গের কৌশল।'

মাথা নেড়ে সায় দিয়ে জুপিটার বলে, 'দুটি ভিন্ন হাই ফ্রিকোয়েন্সি ধ্বনি তরঙ্গের সাহায্যে সেই গুহার নকল দেওয়াল খোলা এবং বন্ধের কাজ সারতেন মিঃ সেলবি। কিন্তু প্রথমে তিনি এই ধ্বনিতরঙ্গের ব্যাপারটা অন্য কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন।'

'সে কি রকম জুপিটার?' মিঃ হিচকক জিজ্ঞেস করলেন।

'ধ্বনি তরঙ্গের সাহায্যে শব্দহীন হুইসিল বাজিয়ে গোড়ায় তিনি সমস্ত কুকুরগুলোকে আকর্ষণ করতেন। স্যার আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে, মানুষের চেয়ে কুকুরদের ঘ্রাণ শক্তি প্রখর। তারা অনায়াসে ধ্বনি তরঙ্গের শব্দ শুনতে পায়। এই ভাবেই মিঃ অ্যালেন সমস্ত কুকুরগুলোক আকর্ষণ করে বন্দী করে রাখেন। এবং তাদের অচৈতন্য করে রাখেন, যাতে করে তাঁর ব্যাঙ্ক ডাকাতির কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা যায়।'

মিঃ হিচকক ব্যাপারটা আরো একটা খোলসা করতে চাইলেন। 'ড্রাগনের গর্জন সেটা কি করে সম্ভব। সেটা কি শুধুই কল্পনা?'

জুপির হয়ে বব উত্তর দেয়। 'না স্যার, সেটা বাস্তবই বটে। সামনের উইন্ডস্ক্রীন ড্রাগনের ড্যাশবোর্ড থেকে যন্ত্রের সাহায্যে নিয়ন্ত্রিত। ইঞ্জিন চালু করার সময় জুপি প্রতিটি বোতাম টিপতে থাকে। আর এক সময় উইন্ডস্ক্রীনের বোতামটা টিপতেই ড্রাগনের গর্জন শোনা যায়।'

'এখন মিঃ কারটার,' মিঃ হিচকক জিজ্ঞেস করলেন, 'যেই কুকুরগুলো তাকে ঘিরে ধরলো সে কি গুহা থেকে নিরাপদে বেরিয়ে আসতে পেরেছিল?'

'হ্যাঁ,' জুপির হয়ে পিটি বলে, 'আমরা ফেলে আসা যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করতে যাওয়ার

আগেই—তিনি সেখান থেকে বেরিয়ে পড়েন।'

'আর ব্যাঙ্ক ভল্টে সোনার বারগুলো ফেরত দেওয়ার কাজে তোমরা সাহায্য করেছিলে তাকে?' জিজ্ঞেস করলেন মিঃ হিচকক।

'না,' বব বলে, 'আমাদের সাহায্য করার কথা শুনে তিনি আমাদের ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, সেটা তাঁর দায়িত্ব। এ ধরণের অপরাধমূলক কাজে তিনি আমাদের জড়াতে চাননি। তিনি নিজেই সেই সোনার বারগুলো ভল্টের ভেতরে ফেরৎ দেওয়ার ব্যবস্থা করেনঅগোছলো ভাবে, এটাও তাঁর একটা জোক বটে। তারপর তিনি ভল্টের দেওয়ালের গর্তটা বন্ধ করে দেন। আমার মনে হয়, ব্যাঙ্ক সেই টানেলটা ঘটনাচক্রে আবিস্কার করবে। কিন্তু সে সব কথা আমরা কাউকে বলিনি, এমন কি মিঃ অ্যালানকেও বলিনি।'

মাথা নেড়ে সায় দিলেন মিঃ হিচকক। 'হ্যাঁ, সেলবির পক্ষেই এটা সম্ভব। কারণ পাতাল রেলের ইতিহাস তার নখদর্পনে, 'সে ছিলো একজন দক্ষ ইঞ্জিনিয়ার।'

'হ্যাঁ স্যার, 'বলল জুপি, 'এমন কি বর্তমান ইতিহাসও তাঁর ভাল ভাবে জানা আছে। অতএব তিনি জানেন, টানেলের কোন্‌খানে ব্যাঙ্কের ভল্টের দেওয়াল!'

'তাই বুঝি! তবে একটা ব্যাপারে আমার এখনো খটকা লাগছে। তোমরা আমার দুজনেব বন্ধুর বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলেছিলে, সে নাকি গুহায় ড্রাগনের প্রবেশের কথা ইচ্ছাকৃত ভাবে মিথ্যে করে বলেছিল। এ সম্পর্কে এখন তোমাদের কি বক্তব্য আছে বলো?'

'সে ব্যাপারে আমি অত্যন্ত দুঃখিত স্যার,' বলল জুপি, 'আমাদের ধারণা ভুল। আমরা ওঁকে ঠিক বুঝতে পারিনি তখন। আর কিছু আপনার বলার আছে স্যার?'

'না বৎস। অবশ্য মিঃ আর্থার সেলবির সঙ্গে আমি দেখা করবো। এ রকম একজন উদ্ভাবনী শক্তি সম্পন্ন লোক যে কি করে তোমাদের মতো খুদে গোয়েন্দাদের ভয় করতে পারে, সেটাই আমার জানা দরকার। তাছাড়া তোমাদের মনে রাখা দরকার, হরর হচ্ছে আমার কারবার।'

'ধন্যবাদ স্যার,' এক সঙ্গে বলল জুপি, বব ও পিটি। প্রথম গোয়েন্দা উঠে দাঁড়িয়ে বলে, 'আমাদের এখন গেলেই ভাল হয়। কারণ ইতিমধ্যে মিঃ হিচককের মূল্যবান সময় অনেকটা অপচয় করেছি।'

ওরা চলে গেলে পর মিঃ হিচকক নিজের মনে বিড়বিড় করে বলে উঠলেন 'অবাক হচ্ছি, মিঃ সেলবির উদ্ভাবণী শক্তি-সৃষ্ট ড্রাগনটা যদি আমি ধার হিসেবে পেতাম, তাহলে ছুটির দিনে ভ্রমণের জন্য বাসের মতো ট্রেলারটা আর কিনতাম না। মেঠো পথে লস এ্যাঞ্জেলস-এ যাওয়ার আগে আমি প্রথমে গুহায় গিয়ে ড্রাগনের দ্বিগুণ-ক্লাচ মুক্ত করার পন্থাটা শিখে নিতাম। ব্যাপারটা নেহাৎ মন্দ নয়, ভালই।

দি মিস্ট্রি অফ মিসিং পাইথন

আগস্টের কোনো একদিন।

নির্মেঘ আকাশ, ঝলমলে সকাল। জেরী পোষ্ট-অফিসে একটা চিঠি রেজিষ্ট্রী করে ফিরে এলো। চিঠিটা ছিল তার কাকাকে লেখা। সার্কাসের তিনকোনা তাঁবুটার পাশ দিয়ে আসতেই হলো তাকে। ফেরার পথে আর তাঁবুটা দেখামাত্র একটা ভয়ঙ্কর বিরক্তিতে তার গাটা কেমন রি রি করে উঠল। ক্লান্টন সার্কাসের যথেষ্ট সুনাম থাকলে কি হবে, এই দলটিকে একেবারেই পছন্দ করে না জেরী। তার ধারণা ঐ ত্রিভুজাকৃতি তাঁবুটা যেন এক অশুভ ইঙ্গিত বহন করছে। কিন্তু কেন তার এ-কথা মনে হলো, তার কারণ অবশ্য জানা নেই জেরীর।

তবে কারণটা যে একেবারেই জানা নেই ঠিক তা নয়, এ কদিন ধরে এই সার্কাসের দলটিকে ঘিরে পর পর যেমন ঘটনা ঘটে চলেছে তাতে এরকম একটা ধারণা মনে জাগাটা অস্বাভাবিক নয়।

শহরের নাম গ্রীনসিটি। সেই শহরে ক্লান্টন সার্কাস বলতে গেলে বেশ জমিয়েই আসর পেতেছে অনেকখানি জায়গা জুড়ে। সাঁইত্রিশটা মালপত্তর বহনকারী গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে দু'পাশে, সেই সঙ্গে অনেকগুলো তাঁবু।

এছাড়া সার্কাসের খেলোয়াড়দের জন্য আছে আলাদা গাড়ি। জেরী আর তার কাকার জন্য আছে একটা বিরাট গাড়ি। সেই গাড়ির মধ্যেই তাদের সাময়িক বসবাসের ব্যবস্থা, আবার সেটা তাদের অফিসের কাজেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

তার কাকা ফ্র্যাঙ্ক ম্যাসন হলেন এই সার্কাসের মালিক। তিনিই তাঁর ভাইপো জেরীকে তাঁর সার্কাসে নিয়ে এসেছেন। জেরী এই সার্কাসের একজন ক্লাউন। সবার থেকে ছোট বলে কেউ তাকে আমল দিতে চায় না। আবার সে স্বয়ং মালিকের ভাইপো বলে তাকে অবহেলা করার সাহসও পায় না। জেরী জানে তাকে এই সার্কাসে স্থান করে নিতে হলে তাকে ভালো খেলোয়াড় হতে হবে। তাই তার চেষ্টার কোনো ত্রুটি নেই।

ওদিকে ফ্র্যাঙ্ক ম্যাসনের মুখেও হাসি নেই, তাঁর সেই আগের প্রাণপ্রাচুর্য, উচ্ছ্বাস সব যেন কেমন অনুপস্থিত এখন। তার উপর দিনের পর দিন সার্কাসে যেভাবে চুরি হতে শুরু করেছে স্বভাবতই তাঁর মেজাজ খিট্‌খিটে হয়ে উঠেছে, কারণ এই চুরির ধারাবাহিকতা যদি বজায় থাকে তাহলে সার্কাসের লালবাতি জ্বলতে খুব বেশীদিন অপেক্ষা করতে হবে না তাঁকে। আর লোক হাসাহাসির ব্যাপার তো আছেই। তাতে শুধু সার্কাসের সুনাম নষ্ট হবে না, সেই সঙ্গে দর্শকদের মধ্যেও একটা বিরূপ ধারণা জন্মাতে পারে।

এই চুরিকে কেন্দ্র করে খেলোয়াড়দের মধ্যেও কম অসন্তোষ নেই। এ ওকে সন্দেহ করতে শুরু করে দিয়েছে। আর যারা এই সব চুরির শিকার, মানে যাদের জিনিসপত্তর চুরি গেছে তারা তা একেবারে ক্ষেপে লাল। তাদের প্রায়ই বলতে শোনা যাচ্ছে, এখানে আর থাকা নয়, মানে মানে সরে পড়তে পারলে ভালো হয় যেন।

এই তো গত সপ্তাহের কথাই ধরা যাক না কেন, পার্টির কি বদনামটাই না হলো। সার্কাস পার্টি এবার তাঁবু ফেলেছিল মিলারটান মিউজিয়ামের কাছেই। তাঁবুর গা বরাবর একটা

আইভিলতা গাছ আছে। পুলিশের সন্দেহ, সার্কাস পার্টিরই কেউ ঐ আইভিলতা গাছ বেয়ে উঠে পাঁচ হাজার ডলার মূল্যের একটি সবুজ হীরে চুরি করে থাকবে। চোর ধরা পড়ার ভয়ে ভারি সোনার বাক্সটা সামনেই একটা জঙ্গলের ভেতরে ফেলে এসেছে সবার অলক্ষ্যে।

হঠাৎ সেদিন পুলিশ এসে হাজির তাঁবুতে। তখন সার্কাসের খেলা চলছে পুরোদমে। পুলিশ এসেই সব তছনছ করে দিলো। অচিরেই সার্কাস বন্ধ হয়ে গেলো। চারদিকে তখন প্রচন্ড হৈ-হট্টগোল, চীৎকার, হম্বিতম্বি ভাব। নিরীহ ভালোমানুষরা তো ভয়েই পালালো তাঁবু ছেড়ে। তখন লজ্জায় অপমানে ফ্র্যাঙ্ক ম্যাসনের মাথা কাটা যাওয়ার উপক্রম।

জেরী পথ চলে ভাবতে ভাবতে, আজও বোধহয় কোনো একটা অঘটন ঘটে থাকবে। এমন সুন্দর সকালে তাঁবুর চারপাশে কোথায় ভীড় হবে, দর্শকদের খুশির মৃদু গুঞ্জন উঠবে, কিন্তু কোথায়, সেই খুশির আমেজ, আনন্দ প্রকাশের মৃদু লহরী উচ্ছাস প্রকাশের শব্দ—সব যেন কেমন স্তব্ধ। নিথর, নিস্তব্ধ। হাজার মানুষের কোলাহলে যেখানে মেতে ওঠার কথা, সেখানে বিরাজ করছে শ্মশানের স্তব্ধতা। আশা ভঙ্গ হলো জেরীর।

কিন্তু এমন তো হওয়ার কথা নয়। তবু হলো, কেন? উপর্য্যুপরি যেসব ঘটনাগুলো ঘটে গেলো তাতে জেরী বেশ চিন্তিত হয়ে পড়েছে। অন্য সব খেলোয়াড়দের মধ্যেও তার ছায়া পড়েছে।

প্রতিদিন দুটো করে শো। একটু পরেই প্রথম শো শুরু হবে। শো'এর আগে সবাই একটু গা এলিয়ে দিয়ে বিশ্রাম নেয়, তবে তারই মাঝে যে যার খেলা নিয়ে অনুশীলন করে নেয়। কিন্তু আজ যেন ব্যতিক্রম শুধু নয়, সম্পূর্ণ অন্য এক চেহারার ছবি ফুটে উঠল জেরীর চোখে। ওদিকে নট তার তাঁবুর পাশে সবুজ ঘাসের উপর পা রেখে দাঁড়িয়েছিল। মুখ তার গম্ভীর এবং চিন্তায় আবিষ্ট। সার্কাসের হ্যান্ডবিলে তাকে 'প্লাষ্টিক মানব' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। খেলা দেখানোর সময় সে তার বিরাট শরীরটা কেমন অনায়াসে দুমড়ে-মুচড়ে ফেলতে পারে। দীর্ঘ ত্রিশ বছর ধরে কাজ করছে সে সার্কাসে। কিন্তু আজ তার কি হয়েছে যে, অনুশীলনে একেবারেই মন নেই।

সেই নট জেরীকে দেখে জিজ্ঞেস করল, 'আজও বোধহয় কিছু একটা ঘটেছে। কি হয়েছে, তুমি জানো?'

জেরীর কাছ থেকে কোনো উত্তর না পেয়ে নট তাকে আর বিব্রত করল না। জেরী তখন এ্যান্ডারসনের গাড়ির কাছে এগিয়ে গেলো। এই এ্যান্ডারসন দড়ির খেলা দেখাতে ওস্তাদ। খেলা দেখানোর সময় তার একাগ্রতার কোনো ঘাটতি দেখা যায়নি আজ পর্যন্ত। কিন্তু এখন তাকে কেমন যেন একটু অন্য রকম বলে মনে হলো। অন্যদিকে তাকিয়ে দূরে একটা খুঁটির দিকে দড়ির গিট বরাবর ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিচ্ছে, কিন্তু ওটা একবারও খুঁটিতে লাগছে না।

জেরী অবাক, এমন তো হওয়ার নয়, তবে সত্যিই কি কোথাও অঘটন ঘটেছে? এ্যান্ডারসনের স্ত্রী কি অসুস্থ? কিংবা চুরির আতঙ্কে তার হাত কাঁপছে। প্রকৃত ঘটনা কি, সেটা জানবার সবরকম প্রচেষ্টা চালাবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয় জেরী।

এ্যান্ডারসনের গাড়ির পাশে দাঁড়িয়েছিল জাপানী যাদুকর ইমো আর ফিসোর গাড়ি। ওরা কোনোদিনও আসে না, কথাও বলে না। তবু কেন জানি না ওরা অমন বিস্ময় ভরা চোখে ফ্র্যাঙ্ক ম্যাসনের গাড়ির দিকে তাকিয়ে আছে।

আর তার ঠিক উল্টো দিকে দাঁড়িয়ে আছে আমেদ ও আবদুল্লার গাড়ি। ওরা ব্যালেন্সের খেলা দেখায়। এদের মধ্যে আবদুল্লা সব থেকে বেশী লম্বা। পা দুটো বিরাট ব্যবধানে ফাঁক করে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ব্যালেন্সের খেলা দেখাতে সত্যিই খুব ওস্তাদ সে। তার মাথার উপরে এখন ছ'ফুট লম্বা চার ইঞ্চি চওড়া অ্যালুমিনিয়ামের একটা বড় রড। রডটার দু'পাশে রবারের ঢাকনা। রডের উপরে দেহটাকে চিত করে রয়েছে আমেদ। কিন্তু জেরীকে দেখামাত্র আমেদের মনের একাগ্রতায় বাধা পড়ল। আর একটু হলে মাটিতে পড়ে যেত সে। পরিবর্তে রডটা মাটিতে পড়ে ধাতব আওয়াজ তুলল।

পরবর্তী গাড়িটা মেজর মাইটের, বিশাল দেহী একটি লোকের। আট ফুট চার ইঞ্চি লম্বা এই লোকটি, তার জুতোর মাপ বাইশ, তার ঠোঁটে সব সময়েই লেগে থাকে জীবন্ত হাসি, আর চোখে চিরকালের প্রশ্ন।

পরিচিত জনদের জন্য অনেক খরচ করেছে সে। তার সঙ্গে মেজর মাইটের খুবই দোস্তি আছে। জেরীকে দেখতে পেয়েই দীর্ঘদেহী লোকটা বলে উঠল, 'জেরী এসেছে।'

'দেখেছি,' বিরক্ত হয়ে মেজর বলে উঠল, 'চীৎকার করে বলার কি আছে, আমি তো আর অন্ধ নই।'

'আশ্চর্য। রোজ কিছু না কিছু চুরি লেগেই আছে,' লম্বা লোকটি ফিরে আবার বলল, 'আমি কিন্তু এসবের মধ্যে একবারে নেই। শীগ্‌গীর এখান থেকে কি করে পালানো যায় তার ব্যবস্থা করছি।'

'পালাব মানে?' খিঁচিয়ে বলে উঠল মেজর, 'যতক্ষণ না আমার হারিয়ে যাওয়া ঘড়িটা ফিরে পাচ্ছি ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাকে এখান থেকে এক ইঞ্চিও নড়তে দিচ্ছি না।'

'কে না কে চুরি করল তার জন্য আমাকে কেন তুমি আটকাবে? তাছাড়া তোমার জুতোটাও তো হারিয়েছে শুনেছি।'

'আরে রেখে দাও তোমার ঐ ঘড়ি আর জুতোজোড়া, দেখ আমি ঠিক এখান থেকে চলে যাবই একদিন না একদিন।'

লম্বা লোকটি আপনমনে বিড়বিড় করে কি যেন বলে গেলো।

এরা সবাই যদি একসঙ্গে চলে যায়, তাহলে তার কাকার সার্কাসের প্রভূত ক্ষতি হবে, জেরী, ভাবে। কারণ ওরা হলো সার্কাসের এক একটা প্রধান স্তম্ভ, এবং বাড়তি আকর্ষণও বটে।

পথ চলছিল জেরী আপন খেয়ালে। পিছন থেকে কে যেন নাম ধরে ডাকল, তাই সে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখে নিলো জেরী একবার;—ও হলো ভাগ্য। আচ্ছা, ও কি অজানা ভবিষ্যতের কথা বলতে পারে? ওর হাতের কব্জির উপর বসানো আছে কথা বলা এক পাখী। আদর করেও তাকে 'অন্ধকারের ময়না' বলে ডাকে।

অন্ধকারের ময়না...অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত বলে দিতে পারে পাখীটা।

ময়নাটা গম্ভীরভাবে কি যেন বলল।

'তুই চুপ কর তো।' ততোধিক গম্ভীরভাবে মুখে বন্ধ করার জন্য ভাগ্য তাকে ধমক দিয়ে বলল, 'ছোট মুখে বড় কথা।' তারপর জেরীর দিকে ফিরে চিন্তিতভাবে বলল সে, 'মাদাম উইনিফ্রেড ভীষণ বিপদে পড়েছে, খবরটা জানো?'

'মানে আমাদের সাপুড়ে?' বিস্ফারিত চোখে প্রশ্ন করল জেরী, 'কেন, তার আবার কি হলো? তবে কি অসুস্থ?'

'না, না অসুখ-বিসুখ ওসব নয়। সে এখন তোমার কাকার কাছে রয়েছে। তোমার কাকা তাকে জেরা করছেন। কারণ তাকে চুরির অভিযোগে ধরা হয়েছে।'

'চুরি? সেকি! আবার চুরি?

এইসব চিন্তা করতে করতে কাকার গাড়ির দিকে এগোতে থাকল জেরী। তার খুব আশঙ্কা, বোধহয় সার্কাসে পার্টিটা উঠে যাবে।

জেরীকে দেখে চিৎকার করে-কেঁদে উঠল উইনিফ্রেড, এবং আক্ষেপ করে বলল, 'আমার কপাল পুড়েছে! জানো, বেলকে কোথাও খুঁজে পাচ্ছি না। তুমি তাকে দেখেছ?'

'বেল!' জেরী ভাবতে বসল, 'কে হতে পারে সে?'

'বেলকে চেনো না। বেল আমার পোষমানা সাপ।' বলেই কান্নায় ভেঙে পড়ল। ইনিয়ে বিনিয়ে সে তার প্রিয় সাপটির বর্ণনা দিতে থাকে, 'কি সুন্দরই না দেখতে ছিলো সাপটা। সাদা ধবধবে রঙের উপর কালো ডোরা কাটা। এখন ওটা যথেষ্ট বুড়ো হয়ে গেছে—'

জেরী অস্বস্তি বোধ করল, আর মনে মনে শিউরে উঠল সে আবার, 'কি আশ্চর্য!' আবার সেই অরাজকতা, কি যে তান্ডব শুরু হয়ে গেলো। তবু হাল ছাড়ল না। সে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কি নিশ্চিত, সাপটা আপনার আদৌ চুরি গেছে কিনা?'

এতক্ষণ চুপ করে বসেছিলেন ফ্র্যাঙ্ক ম্যাসন। এবার তিনি মুখ খুললেন, জেরীর কথা সমর্থন করে তিনি বললেন, 'দেখ উইনিফ্রেড, ছোটোখাটো ফুটো দিয়ে সাপটা কোথাও পালিয়ে যায়নি তো? এমন ঘটনা প্রায়ই ঘটতে শোনা যায়। আমার সার্কাস-জীবনের অভিজ্ঞতা অনেক, আর সেই অভিজ্ঞতা থেকেই আমি এই আশঙ্কার কথা বলছি।'

'না, কখনোই তা হতে পারে না।' উইনিফ্রেডের কথায় দৃঢ়তার সুর ধ্বনিত হয়ে উঠল, 'গাড়িতে মাত্র তো একটা জানালা। তাও সেটা আবার ঘন জাল দিয়ে ঢাকা। সেই জালের তার কেটে ফেলা হয়েছে। এর পরেও কি আপনি বলবেন—এটা কোনো চুরির কেস নয়?'

উইনিফ্রেডের কথায় উষ্মা প্রকাশ পায়। স্বাভাবিক। অভিমান আর রাগের প্রতিফলন ওটা। এমনিতেই উইনিফ্রেড নরম প্রকৃতির একজন অতি সরল সাদাসিধে ধরণের ভদ্রমহিলা। শীতে নিজের থেকে উলের পোষাক বানিয়ে দেয় সার্কাস-পার্টির সবার জন্য। এসব হলো তার ভালো গুণের দিক। তবে দোষ-ত্রুটি একেবারে যে নেই ঠিক তা নয়, দোষের মধ্যে সব সময় কব্জির উপর একটা ফণা তোলা সাপ জড়িয়ে রাখে সে। আর সেই ফনা তোলা সাপটা দেখেই জেরী এখন ভেতরে ভেতরে ভীষণ ভয় পাচ্ছে। অবশ্য জেরী বেশ ভালো করেই জানে, ঐ সাপটা নিস্তেজ, তার মানে ওটার বিষ-দাঁত ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে।

উইনিফ্রেডের মনের অবস্থা অনুমান করে ফ্র্যাঙ্ক এবার বলে উঠলেন, 'শোনো বাছা, তুমি মাথা ঠান্ডা করে বিষয়টা আরো ভালো করে ভেবে দেখো। আর এখান থেকে এক পাও নড়ো না। ততক্ষণে দেখি কি করতে পারি।'

তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য ফ্র্যাঙ্ক ও-কথা বললেন বটে, কিন্তু ভেতরে ভেতরে তারও কম রাগ হচ্ছিল না। মনে মনে গজরাতে থাকেন তিনি। এ আর এক যন্ত্রণা। একের পর এক ঝামেলা বেধে যাচ্ছে। কি আশ্চর্য। কি রকম সব অদ্ভুত চুরি হতে শুরু হয়েছে। প্রথমে চুরি

গেলো সেই লম্বা খেলোয়াড়, অর্থাৎ লম্বুর সুন্দর এক জোড়া জুতো। আবার তার পরদিনই চুরি হলো মাইটের পয়মস্ত ছড়িটা। তৃতীয় দিনে চুরি হয় এ্যান্ডারসনের সেই যাদুর খেলা দেখানো দড়িটা। চতুর্থ দিনে একটা তলোয়ার। আর আজ চুরি গেলো সাপ! এরপর? এরপর কি তাহলে মানুষ চুরি হবে? তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।

উইনিফ্রেডের আস্তানায় প্রবেশ করেই ফ্র্যাঙ্ক মন্তব্য করলেন, 'না, উইনিফ্রেড তো মিথ্যে বলেনি। এই দ্যাখো, জানালার তারের জালটা কি ভাবে কাটা হয়েছে। চলো, এবার বাইরে থেকে দেখে আসা যাক।'

বাইরে বেরিয়ে এসে ভালো করে জানালার নিচের দিকে তাকাতে গিয়ে জেরী প্রচন্ড ধাক্কা খেলো। তার দু'চোখ বিস্ফারিত হলো। জানালার কাছে বরাবর বিরাট জুতোর বড় বড় ছাপ তখনো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। আর সেই অমন বেঢপ জুতোর ছাপগুলো দেখেই জেরী বলে উঠল, 'এতো লম্বুর জুতোর ছাপ।'

'তবে কি লম্বু গতকাল রাতে এখানে এসেছিল সাপ চুরি করতে?'

'না, লম্বু এমন জঘন্য কাজ কখনোই করতে পারে না। এছাড়া সাপে ওর বড় ঘৃণা, এ কথা আমরা সবাই জানি।'

'কিন্তু এমনো তো হতে পারে যে, এ কাজে লম্বু অন্য কাউকে সাহায্য করতে পারে। আর মেজর মাইটের হাত না গেলেও সে তার ছড়ি দিয়ে অনায়াসে সাপটাকে ধরতে পারে। তাই আমার অনুমান, মেজর আর লম্বু দুজনে মিলে এ কাজ করে থাকবে।'

'কিন্তু তাই বা করে সম্ভব? ওদের দুজনেরই জুতোজোড়া আর ছড়ি তো আগেই চুরি গেছে।'

'চুরির ব্যাপারটা আগাগোড়াই সাজানোও তো হতে পারে। এ সব দেখে শুনে মনে হচ্ছে আর কাউকেই বিশ্বাস করা যায় না। সেই সঙ্গে আমার এও মনে হচ্ছে; এ সব ব্যাপারই ঘটছে ইনসিওরেন্স কোম্পানির গোয়েন্দাকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য। নয়তো মিলারটনের সেই সবুজ হীরের ব্যাপারটা ধামা চাপা দেওয়ার মতলবটাকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

এরপর ফ্র্যাঙ্ক ম্যাসন আর চুপ করে বসে থাকতে পারলেন না। জেরীর উদ্দেশে তিনি বলে ওঠেন, 'জেরী তুমি এক কাজ করো, গোয়েন্দা পার্কারকে খবর দাও এক্ষুনি। তোমার আর এখানে থাকার কোনো প্রয়োজন নেই। গোয়েন্দা পার্কার যখন আসবে তখন আমাদের সার্কাসের খেলা নিশ্চয়ই শুরু হয়ে যাবে, কি বলো। তখন আমি আর পার্কার সর্বত্র তল্লাসী চালিয়ে দেখবো চোরাই মালগুলো উদ্ধার করা যায় কিনা।'

হীরে চুরি যাওয়ার পর থেকেই পার্কার ছদ্মবেশ ধারণ করে সার্কাস পার্টির সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। জেরীকে খাতির করে বসতে দিয়ে পার্কার তাকে বলে, 'আমার কি মনে হয় জানো জেরী, চুরির ব্যাপারটা তুমি নিশ্চয়ই জানো। এই কারণে বলছি, তোমার তো সর্বত্র বিচরণ। সেই হীরে চোরকে তুমি ধরিয়ে দাও, তাহলে পাঁচ হাজার ডলারের অর্ধেক তুমি পাবে। আর আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই সার্কাস দলেরই কেউ না কেউ ঐ আইভিলতা গাছের ডাল বেয়ে উঠে সেটা চুরি করেছে। কিন্তু পুলিশের কাছে ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে যাওয়াতে সেটা বাজারে বিক্রী করতে গেলেই চোর তাদের হাতে অবশ্যই ধরা পড়ে যাবে বামাল সমেত। অতএব ধরে নেওয়া যেতে পারে যে চোর অমন মূর্খের মতো বিক্রীর ঝুঁকি নিতে যাবে না, হীরেটা

তার কাছেই আছে।'

'তার আগে আপনি বেলকে খুঁজে বার করুন,' উত্তরে জেরী বলে, 'আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি, এ ব্যাপারে আমি আপনাকে অবশ্যই সাহায্য করবো।'

পরদিন দেখা গেলো গতকাল রাত্রে আবার এক ঝুড়ি সেদ্ধ ডিম চুরি গেছে।

'বাঃ ভারি মজার ব্যাপার বলছো! দাঁড়াও আসছি,' এই বলে জেরী তার কাকার ঘরে গিয়ে পৌঁছতেই নিয়তির সঙ্গে তার দৃষ্টি বিনিময় হতে সে হাঁপাতে হাঁপাতে বলে উঠল, 'আমি বড়ই বিপদে পড়েছি।'

'এসো, আমার সঙ্গে এসো', এই বলে নিয়তি তাকে ঘরে নিয়ে গেলো। 'দেখি তোমার ভবিষ্যৎ কি বলে।'

ময়নাটা এমনিতেই সহজে মুখ খুলতে চায় না। তবে জেরী পাঁচ শিলিং-এর একটা মুদ্রা বার করতেই তার কাজ হলো। সঙ্গে সঙ্গে ময়নাটা এক সাদা স্লিপের মধ্যে থেকে একটা স্লিপ টেনে বার করল। সেই স্লিপে লেখা ছিলো—"মাথা ঠান্ডা রেখে সহজভাবে ভাববার চেষ্টা করো, তাহলেই ফল পাবে।"

সেখান থেকে পার্কারের কাছে ফিরে এসে চিন্তিতভাবে জেরী তাকে লক্ষ করতে থাকে। আর সে মনে মনে ভাবে, পার্কাররা যেন একটা অশ্ব-ডিম্ব। আসল কাজ ছেড়ে দিয়ে সে শুধু বোকার মতো অকেজো টায়ার, বাজনার ড্রাম, হাতীর খাবার, চৌবাচ্চা, এই সব হাতড়াচ্ছে। আর ফ্র্যাঙ্ক ওদিকে তন্ন তন্ন করে সব দিকে তল্লাসী চালিয়েও আজ পর্যন্ত তেমন কিছুই আবিষ্কার করতে পারল না।

এরই মধ্যে এক সময় জেফ ফেরেল এসে খবর দিলে, 'সাপটা ছাড়া সব জিনিষই পাওয়া গেছে। রান্নার তাঁবুর পিছনে সদ্য খোঁড়া নরম মাটি দেখে আমার লোকের কেমন যেন সন্দেহ হয়। তারপর নরম মাটি সরিয়ে জেফ গর্ত থেকে একটা শবাধার তোলে। শবাধারের ঢাকনা খুলে তলোয়ারটা টেনে বার করতেই লম্বুর ফালা করা জুতোজোড়া চোখে পড়ে। আর মেজর মাইটের ছড়ির অবস্থা আরো বেশী করুণ, সেটা অন্তত কুড়িটা টুকরো করা হয়েছিল। এ্যান্ডারসনের যাদু-দড়িটাই কেবল অক্ষত ছিলো একটা পুতুলের গলায় জড়ানো অবস্থায়।

ফ্র্যাঙ্ক ম্যাসনকে খবর দেওয়া হয়েছিল গোপনে ঘটনাস্থলে আসার জন্য। সব দেখেশুনে চাপা গলায় তিনি বলেন, 'এগুলো এক্ষুনি এখান থেকে সরিয়ে ফেলো। কেউ জানতে পারলে ব্যাপারটা চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে।' তারপর মেরীর উদ্দেশে তিনি বলে ওঠেন, 'মেরী, তুমি তোমার খেলা দেখানোর জন্য চটপট তৈরী হয়ে নাও।'

সার্কাসের তাঁবুতে বাজনার শব্দ হতেই জেরী ক্লাউনের বিচিত্র পোষাক পরে তাঁবুর দিকে ছুট দিলো। সার্কাসের খেলা শুরু হওয়ার একঘণ্টা পার হয়ে যাওয়ার পরেও আজ কিন্তু কোনো খেলাই জমছে না। কোনো খেলোয়াড়ই তার খেলো জমাতে পারছে না। সব খেলোয়াড়রাই যেন দায়সারা কাজ সারছে, কারোর মনের কোনো তাগিদ অনুভূত হচ্ছে না। এতো গেলো মানুষের সৃষ্টিছাড়া কাজ। ওদিকে জানোয়ারদের দলেও একই অবস্থা, বুঝি মানুষের হাওয়া তাদের গায়ে লেগেছে। হাতীর দলকে আগের মতো কিছুতেই নাচানো গেলো না। সিংহের খাঁচায় দুটো সিংহের মধ্যে মানুষের মতো নিজেদের মধ্যে মারপিট করতে দেখা গেলো, দর্শকদের তারা নিজস্ব খেলা কি দেখাবে? চারদিকে কেবল বিশৃঙ্খলা আর বিশৃঙ্খলা।

ইমো আর কিমোর—যারা জ্বলন্ত মশালের খেলা আগে বহুবার অবলীলাক্রমে দেখিয়ে হাজার দর্শকের প্রশংসা পেয়েছে, তারা তাদের খেলা দেখে মুগ্ধ হয়ে করতালি দিয়ে গেছে খেলা শেষ হয়ে যাওয়ার অনেক পরেও, তারাও আজ অকেজো হয়ে গেলো, এর মধ্যে আবার ইমোর হাত পুড়ে গেলো। গোদের উপর বিষফোঁড়া যাকে বলে আর কি।

ওদিকে আমেদ আর আবদুল্লা, তাদের সেই বিখ্যাত ব্যালান্সের খেলা দেখাতে গিয়ে সেই দু' ফুট লম্বা অ্যালুমিনিয়ামের রডটা মাথা থেকে ধপ্ করে মাটিতে পড়ে যেতেই জেরী তো হতবাক। এ কি করে সম্ভব?

ট্রাপিজের খেলা দেখাতে গিয়ে ফার্ডিনান্ড এক সেকেন্ড দেরী করে ফেলে। আর এই সামান্য দেরীতেই মিসেস ফার্ডিনান্ড ধপ করে পড়ে গেলো তলায় বিছানো জালের উপরে। দর্শকদের চিৎকার ও বিদ্রূপের জন্য ফার্ডিনান্ডের দল নীরবে মাথা নিচু করে সার্কাসের তাঁবু থেকে বেরিয়ে গেলো।

হঠাৎ সেই সময় জেফ ছুটে এসে জেরীর কানের কাছে মুখ নামিয়ে নিচু গলায় বলল, 'এটা দুঃসংবাদ আছে, ওরা আগামী বছর চলে যাচ্ছে এখান থেকে। আর এখনি শুনে এলাম, এ্যান্ডারসন নাকি আগেই শহর ছেড়ে চলে গেছে। মেজর আর লম্বু এখান থেকে কেটে পড়ার সব ব্যবস্থা পাকা করে রেখেছে। তোমার কাকা ওদের ধরবার জন্য ছুটেছেন।'

জেরীর মনে তখন অন্য চিন্তা, সাপের মতো বাঁকা বাঁকা। আচ্ছা, সাপ কি সব সময় পেঁচিয়ে থাকে!

এইসব কথা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ সে যেন একটা অভাবিত কিছু আবিষ্কার করে ফেললো, আর তাতেই তার মন আনন্দে বুঝি নেচেউঠল। তার কানে সেই শব্দটা বাজতে থাকে অবিরত।

গাড়িটা তখন ধীরে ধীরে সবে চলতে শুরু করেছিল। এক লাফে গাড়িতে উঠেই জেরী তার বহু আকাঙ্খিত জিনিষটা সংগ্রহ করে নিয়েই আবার গাড়ি থেকে লাফ দিলো। তারপর রুদ্ধশ্বাসে ছুটতে থাকে, আর চিৎকার করতে থাকে বাঁচাও, বাঁচাও—

হঠাই সেই গাড়িটা জোরে ব্রেক কষে থেমে যায়। ওরা দুজনে ততক্ষণে টের পেয়ে গেছে, তাদের কিছু একটা খোয়া গেছে। সেটা অনুমান করে নিয়েই তারাও ছুটতে শুরু করে দেয় জেরীর পিছনে পিছনে। তাদের মধ্যে একজন জেরীর কাছে এসে তাকে ল্যাং মারতেই ছিটকে পড়ল জেরী মাটির উপরে এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হারাল। তবে লোক দুটো ধরা পড়ে যায়।

এক সময় জ্ঞান ফিরে আসতেই জেরী চোখ মেলে তাকালো। এবং বেশ সহজ ভাবেই বলল, 'পুলিশের সঙ্গে আমিও একমত, সার্কাসের লোকেরাই হীরেটা চুরি করেছিল। আর এই চুরিটা যাতে না প্রকাশ হয়ে পড়ে আর সেটা ধামাচাপা দেওয়ার জন্য তারা অন্য সব জিনিষ চুরি করে একটা শবাধারের মধ্যে রেখে দেয়।

এখানে একটু থেমে জেরী আবার বলতে থাকে, উইনিফ্রেড তার সাপটাকে ভীষণ ভালোবাসত, আদর-যত্ন করতো, সেদ্ধ ডিম খাওয়াতো। তাই হীরে চোরেরা ভাবে, সেদ্ধ ডিমের মাধ্যমে হীরের টুকরোটা সাপের পেটে পাচার করাটাই বুদ্ধিমানের কাজ। তারপর সুযোগ মতো এক সময় ওটা সাপের পেট থেকে বার করলেই চলবে। চোর দুটো ঠিক তাই করতে চেয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সফল হতে পারল না তারা।'

'তা ঐ চোর দুটো কারা শুনি?' সবাই এক সাথে জানতে চাইল।

জেরীর মাথাটা তখনো ঝিমঝিম করছিল, সেই সঙ্গে একটু ব্যথাও ছিলো। তা সত্ত্বেও ধীরে ধীরে সে আবার বলতে শুরু করল,—'সাপটাকে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল ফাঁকা অ্যালুমিনিয়াম রডের মধ্যে, যেটা নিয়ে আমেদ আর আবদুল্লা ব্যালান্সের খেলা দেখাতো। সেটা সাপের মাপেই তৈরী করা হয়েছিল। তাই মাটিতে পড়ে ঠুং করে শব্দ হয়নি (ফাঁপা রড হলে যা হতো), শব্দটা হয়েছিল ভারী। আর তাতেই আমার সন্দেহটা হয়।'

জেরীর কথা শুনে আমেদ আর আবদুল্লা পালাবার চেষ্টা করল। কিন্তু সফল হতে পারল না, লম্বা লোকটি ওদের ধরে ফেলল।

বেল কিন্তু দম বন্ধ হয়ে মারা গেছে. তাকে জীবন্ত অবস্থায় আবিষ্কার করা গেলো না। সাপটার পেট চিরতে বেরুলো সেই দামী হীরেটা।

পরে খবর নিয়ে জানা গেলো যে, ওরা জাত চোর, শীতকালে ব্যবসা করে আর গরমে সবার চোখকে ফাঁকি দেবার জন্য সার্কাসের দলে ঢুকে পড়ে দামী দামী জিনিষ চুরি করে পালিয়ে যায়।

সব শোনার পর গোয়েন্দা পার্কারের মুখে হাসি ফুটে উঠতে দেখা যায়। 'শোনো জেরী, অর্ধেক নয়, পুরোটাই তোমার প্রাপ্য পুরস্কার, বুঝলে?'

জেফ মৃদু হেসে পার্কারকে সমর্থন করে বলে, 'জেরীই যখন একা এই রহস্যের সমাধান করেছে, তখন পুরস্কারের সব অর্থই ওর পাওয়ার কথা, তাই না?'

দি মিস্ট্রি অফ দি হুইসপারিং মমি

এক □ একটি উত্তেজনাপূর্ণ চিঠি

ভীষণ আতঙ্কে কে যেন হঠাৎ তীক্ষ্ণ ও তীব্রকণ্ঠে আর্তনাদ করে উঠল ঃ "বাঁচাও। বাঁচাও। আমাকে বাঁচাও।"

আর্তনাদটা তিন রহস্য অনুসন্ধানী জুপিটার জোনস, পিটি ক্রান্‌শ আর জন অ্যান্ড্রুজের কানেও পৌঁছেছিল, কিন্তু তারা সেদিকে কিছুমাত্র ভ্রুক্ষেপ না করে আপন মনেই নিজের নিজের কাজ করতে লাগল। কারণ আর্তনাদটা কোন মানুষে করেনি—করেছিল তাদেরই প্রিয় পোষা ময়না পাখীটা। আগের বারের কোন একটা কেসে সাফল্য লাভ করার পর ময়নাটাকে পুরস্কার স্বরূপ পেয়েছিল তারা। ভারী তুখোড় পাখী। যে কোনো শব্দ উক্তি বা সুর সে অনায়াসে আর খুব চটপট হুবহু নকল করে নিতে পারে।

অগ্নিকান্ড, জাহাজডুবি, ভূমিকম্প, বন্যা বা অন্য কোনো বিপদের হাত থেকে উদ্ধার পাওয়া হাবিজাবি জিনিস সংগ্রহ করার নেশা ছিল জুপিটারের কাকা মিঃ টিটাস জোনসের। এবং এটা তাঁর পেশাও ছিল বটে এজন্যে নিজের বাড়িতে একটা বিরাট গুদাম তৈরী করেছিলেন তিনি। নানান জায়গা ঘুরে জিনিসগুলো জোগাড় করে এনে গুদামজাত করতেন তারপর সেগুলো ব্যবহারযোগ্য করে তুলে চাহিদামত বিক্রী করে দিতেন খদ্দেরদের কাছে। বেশ দু' পয়সা লাভ থাকত তাঁর। তিনি বেশীর ভাগ সময়ই জিনিস যোগাড়ের কাজে বাইরে বাইরে থাকতেন বলে তাঁর ব্যবসা আর জিনিসগুলো রক্ষণাবেক্ষণ তার স্বভাবতই গিয়ে পড়েছিল জুপিটারের কাকীমা মিসেস ম্যাটিল্ডা জোনসের ওপর।

মিসেস ম্যাটিল্ডা জোনসের প্রখর দৃষ্টি ছিল প্রতিটি জিনিসের ওপর। সপ্তাহে একদিন নিয়ম করে জিনিসগুলোকে ধোয়া মোছা ঝাড়পোছ, সাজানো গোছানো নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন তিনি। আর এ কাজে তাঁকে সহায়তা করত জুপিটার আর তার দুই বন্ধু।

সেদিনও গুদাম গোছানোর কাজ চলেছিল পুরোদমে। পাখীটা ছিল ঐ গুদামেরই একাংশে ঝোলানো। আর্তনাদ শুনে প্রথমে চমকে গিয়ে পরে বেশ গম্ভীর সুরে বললেন জুপিটারকে, 'জুপিটার, পাখীটাকে ঘন ঘন টি-ভি দেখিয়ে ওর স্বভাবটা একেবারে বিগড়ে দিয়েছ তুমি। কেমন ভাবে কথা কইছে দেখ। যেন কোনো রহস্য নাটকে অ্যাক্টো করছে।'

জুপিটার আর কী বলবে? সে শুধু ঘাড় নেড়ে সায় দিলে।

এদিকে বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তিন বন্ধুর মধ্যে একটা চাঞ্চল্য বাড়ছিল। ক্রমে ক্রমে তাদের মন চাইছিল—এভাবে অনর্থক বেগার না খেটে, নিজেদের গুপ্ত আড্ডায় গিয়ে নতুন কোনো রহস্য উদ্ঘাটনে মেতে উঠতে। কিন্তু মিসেস জোনসের হাত থেকে ছাড়া পাওয়া বেশ কঠিন। কাজ শেষ না করে তিনি ছাড়বেন না কাউকে। ছেলেরা তাই প্রাণপণে পরিত্রাণের উপায় খুঁজছিল। এমন সময় পরিত্রাতা সেজে এসে হাজির হলো স্থানীয় পোস্টাফিসের জনৈক পোস্টম্যান।

পোষ্টম্যান একগাদা চিঠি ফেলে দিয়ে গেল গেটের গ্রিলে আঁটা মেল-বাক্সে।

পোষ্টম্যানকে দেখেই মিসেস ম্যাটিল্ডা জোন্স হায় হায় করে উঠলেন। বললেন, "হায় আমার পোড়া মন! উনি যে আমায় একটা রেজিস্ট্রি চিঠি ডাকে দিতে দিয়েছিলেন সে কথা আমি একেবারে ভুলে গেছি।" বলতে বলতে তিনি তাঁর পোষাকের ঢাউস পকেটে হাত ঢুকিয়ে ঈষৎ দোমড়ানো একখানা খাম বার করে আনলেন। তারপর তালুর ওপর রেখে চেপে চেপে সেটা সমান করে জুপিটারের হাতে ধরিয়ে দিয়ে আদেশ করলেন, "এই নাও চিঠি এক্ষুণি পোস্টাফিসে গিয়ে এটা রেজিস্ট্রি করে দিয়ে এসো। সকালের প্রথম ডাকেই এটা যাতে চলে যায় তার চেষ্টা করি।"

—"আমি এক্ষুণি যাচ্ছি, কাকীমা। আমার ভাগের কাজটা আমার দুই বন্ধুই করে করে দেবে'খন আমার হয়ে। তুমি ভেব না।"

পিটি আর বব সরোষে জুপিটারের দিকে ঘুরে তাকাবার আগেই সে তার সাইকেলে চেপে গেট পেরিয়ে হাওয়া।

কিন্তু সৌভাগ্য তাদের, মিসেস ম্যাটিল্ডা জোন্স যে কোনো কারণেই হোক কাজের বিরতি ঘোষণা করে দিলেন সেদিনকার মত।

পিটি আর বব হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

চিঠির গোছা দেখতে দেখতে মিসেস জোন্স নিজের মনেই বললেন, 'নিলাম ঘরের কার্ড...সিল...পুরোনো স্টীমবয়লারের দাম বাবদ বাকী টাকার চেক...আরো একটা সিল...আমার ছোট বোন সুসানের চিঠি, ফ্লোরিডা বেড়াতে যাওয়ার একটা বিজ্ঞাপন...' বলতে বলতে দু'খানা চিঠি আলাদা ভাবে বেছে নিয়ে বগলের তলায় চেপে রখেলেন তিনি। তারপর চিঠির গোছার ওপর শেষবারের মত চোখ বুলিয়ে বললেন, "না, জুপিটারের নামে কোনো চিঠি নেই। তবে জুপিটারের নামে কোনো চিঠি না থাকলেও 'তিন রহস্য অনুসন্ধানী'র নামে দু'টি চিঠি এসেছে।'

বেশ কিছুদিন আগে এই তিনবন্ধু যখন ধাঁধা হেয়ালি সমস্যা বা ঐ ধরণের কিছুর প্রতিযোগিতা নিয়ে মেতে উঠেছিল তখন তারা তিনজনে মিলে একটা পাজল ক্লাব তৈরী করেছিল। আর এই ক্লাবের মাধ্যমেই জুপিটার স্থানীয় 'রেণ্ট অ্যান্ড রাইড অটো রেণ্টাল কোম্পানীর' সমাধান পুষ্ট এক ধাঁধা প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করে এক মাসের জন্য সোফার সমেত একখানা নামী ও দামী রোলস রয়েস মোটরকার ইচ্ছামত ব্যবহারের সুযোগ পেয়েছিল।

গাড়িটা পাবার পরেই তিনবন্ধু কাগুজে ধাঁধার সমাধানের কাজ ছেড়ে দিয়ে মানুষের জীবনের বাস্তব সমস্যার সমাধানের কাজে নিজেদের নিযুক্ত করে গড়ে তুলেছিল এই তিন রহস্য অনুসন্ধানী সমিতি।

হাত বাড়িয়ে চিঠি দুখানা নিল পিটি। ভেতরে ভেতরে সে কেমন উত্তেজনা অনুভব করল। মিসেস জোন্স তাঁর অফিসের দিকে চলে যেতেই তারাও নিজেদের হেডকোয়ার্টারের দিকে পা বাড়াল।

পিটি বলল, 'হেডকোয়ার্টাসে' না পৌঁছানো পর্যন্ত এই চিঠি দু'খানা খুলবো না। অফিসিয়াল ব্যাপার হতে পারে ত।'

'ঠিক!' সায় দিল বব। 'আমরা চিঠিপত্র না পাওয়াতে মোটে কাজই শুরু করতে পারিনি। আজ বোধহয় সেই অভাব মিটল।'

অতঃপর তারা উঠোনের স্তূপাকার ফট্‌কি নট্‌কি জিনিষপত্র পেরিয়ে এসে জুপিটারের কারখানায় গিয়ে পৌঁছলো। কারখানাটি ছোট হলেও বিচিত্র। একটা ড্রিল মেশিন, একটা লেদ

মেশিন, একটা করাত, একটা ছাপার মেশিন এবং আরও টুকিটাকি অথচ দরকারী যন্ত্রপাতি সেখানে মজুদ। জিনিষগুলো সবই জুপিটারের কাকার সংগ্রহ করা। এরা তিনজনে খেটেখুটে সেগুলোকে সচল আর কার্যক্ষম অবস্থায় এনে রেখেছে।

কারখানার পেছনে একগাদা করোগেটেড পাইপ—কালভার্ট তৈরীর কাজে সচরাচর যা লেগে থাকে, তাই পড়েছিল জড়ো হয়ে। এখনই একটি পাইপের মুখ ছিল লোহার জাফরি দিয়ে ঢাকা। পিটি আর বব সেই লোহার জাফরি সরিয়ে ঢুকে পড়ল পাইপের ভেতরে। তারপর আন্দাজ ফুট চল্লিশেক হামাগুড়ি দিয়ে পৌঁছলো গিয়ে নিজেদের হেড কায়ার্টাসে। হেড কোয়াটার্সটি হলো একটি ভ্রাম্যমান অকেজো ট্রেলার। ট্রেলার হলো সেই ধরণের চাকাওলা গাড়ী, যে গাড়ীকে কোনো মোটর বা সাইকেল বা ভ্যান নিজের পেছনে বেঁধে টেনে নিয়ে যায়।

পাইপ আর ট্রেলারের মুখে বসানো ছিল একটা ট্রাপ ডোর—বা চোরা-দরজা। ওপর দিকে পাল্লা ঠেলে খুলতে হতো। পিট আর বব সেই দরজা খুলে ট্রেলারে ঢুকলো।

পরিপাটি ভাবে না হলেও মোটামুটি সুসজ্জিত একটি ক্ষুদ্র অফিস বলা যেতে পারে ট্রেলারটিকে। অগ্নিকান্ড থেকে উদ্ধার পাওয়া একটি আধপোড়া ডেস্ক আর গুটি কয়েক সেই ধরণের চেয়ার, একটি টাইপরাইটার...একটি ফাইলিং ক্যাবিনেট আর একটি টেলিফোন—এই ছিল তাদের হেড কোয়াটার্সের মূল আসবাব পত্র। ডেস্কের ওপর বসানো ছিল পুরোনো ধাঁচের একটা পোর্টেবল রেডিও। জুপিটার তার লাউডস্পীকারের সঙ্গে একটা মাইক্রোফোন জুড়ে দেওয়ায় ছেলেরা সবাই মিলে একসঙ্গে টেলিফোনের কথাবার্তা স্পষ্ট শুনতে পেত।

ট্রেলারের অবশিষ্ট অংশে ছিল ওদের ক্ষুদে ডার্করুম, মিনি ল্যাবোরেটরি আর ওয়াশরুম।

ট্রেলার ঘিরে চারিপাশে নানান জিনিসের স্তূপ জমে থাকায় দিনের বেলায় ভেতরটা প্রায় অন্ধকার। পিটি ঢুকে ডেস্কের ওপরের আলোটা জ্বেলে দিলে তারপর দুজনে দুটো চেয়ার টেনে নিয়ে বসল।

একটা চিঠির দিকে তাকিয়ে বিস্ময়ে চিৎকার করে উঠলো পিটি ঃ 'আরে! এটা তো দেখছি মিঃ আলফ্রেড হিচককের অফিস থেকে আসছে। এখানাই আগে খুলে পড়া যাক—কী বলিস বব?'

ববের মনেও উত্তেজনার ছোঁয়া লেগেছিল। মিঃ হিচকক একবার কথাচ্ছলে বলেছিলেন—তাঁর গোচরে যদি এমন কোনো রহস্যময় কেস আসে, যাতে তাদের তিনবন্ধুর সাহায্য আর প্রতিভার দরকার হয়—তিনি তবে নিশ্চয়ই তাদের খবর দেবেন। এই চিঠি তাহলে নিশ্চয়ই সেই চিঠি! বব তাই বললো, 'না না, এখন ওটা খুলিস না। খুব সম্ভব বিশেষ কিছু ইন্টারেস্টিং ব্যাপার লেখা আছে ওতে। তাছাড়া জুপিটারের ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা না করা কি ঠিক হবে? ওটা থাক। বরং দ্বিতীয় চিঠিটা খুলে দেখি আয়।'

চিঠিখানা খুলতে গিয়েও না খুলে বব হঠাৎ বললো, 'চিঠিখানা পড়ার আগে দেখা যাক, এ থেকে ওপর-ওপর কী বিশ্লেষণ আমরা করতে পারি, জুপি তো কতবার বলেছে—সুযোগ পেলেই আমাদের বিচার বিশ্লেষণী শক্তিটা ঝালিয়ে নেওয়া উচিত। তাই ঝালানো যাক এই সুযোগে।'

এই বলে সে গভীর মনোনিবেশ করল চিঠিখানার ওপর। আগে খামটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল। খামের রংটা হালকা লাইল্যাক রঙের। তবু শুঁকলো। সেখানেও লাইল্যাকের সুরভি।

তারপর খামের ভেতরকার চিঠির কাগজের দিকে দৃষ্টিপাত করলে—চিঠির কাগজেও লাইল্যাকের রং আর গন্ধ। খামের এক কোনো দুটি ক্রীড়ারিত বিড়ালের ছবি খোদাই করা।

—'হুম। এই চিঠির লেখিকা একজন প্রৌঢ় মহিলা—বয়স—বয়স আন্দাজ পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন, বেঁটে খাটো আর মোটা সোটা দেখতে। চুলে কলপ লাগান আর আর একটু বেশী কথা বলার অভ্যাস আছে। খুব বিড়াল ভালবাসেন। দিলখোলা আমুদে মানুষ। এবং দিলখোলা বলেই সামান্য অসাবধানী। বিশেষ করে এই চিঠিখানা লেখবার সময়ে তিনি আর সাবধান হতে পারেননি। মনে হয় কোনো ব্যাপারে মন ভীষণ চঞ্চল ছিল তাঁর।'

পিটি অবাক বিস্ময়ে বললো, 'শুধুমাত্র খাম আর চিঠির কাগজটায় চোখ বুলিয়ে তুই এই সব কথা জানতে পারলি?'

'নিশ্চয়ই!' ববের গর্বিত উত্তর। 'হ্যাঁ, আরো একটা বলতে পারি, ভদ্রমহিলা রীতিমত ধনী। তাঁর দান-ধ্যানও বিস্তর রয়েছে।'

পিটি নিজে এবার চিঠি সমতে খামখানা পরীক্ষা করতে শুরু করলে। উদ্দেশ্য ববের মত তারও কিছু বিশ্লেষণ করা খামখানা গভীর অভিনিবেশের সঙ্গে দেখার পর সে সায় দিলে ঃ 'হ্যাঁ, ঠিক। চিঠির কাগজের ওপর বেড়ালের এমব্রেম তাঁর বেড়ালপ্রীতিই নির্দেশ করছে! আর সামান্য তেরছা ভাবে খামের ওপর ডাক টিকিট লাগানোয়...টিকিটের কোণগুলো একটু ছিঁড়ে যাওয়ায় বেশ বুঝতে পারা যাচ্ছে, সে সময়ে তিনি অসাবধান আর অন্যমনস্কই ছিলেন। অক্ষরের ধাঁচ দেখে মনে হয়, ব্যবহারিক জীবনে তিনি বেশ আমুদে প্রকৃতির মানুষ। লাইনগুলো মোটামুটি সোজাই তবে শেষ দিকে একটু নীচের দিকে ঢলে পড়ায় বুঝতে কষ্ট হয় না, কোনো কারণে মন বিশেষ চঞ্চল হয়ে উঠছিল তাঁর তাই লেখার লাইন সোজা রাখতে পারেন নি। কিন্তু একটা কথা কিছুতেই বুঝতে পারছিনা বব, খাম আর চিঠির কাগজ দেখে তুই তাঁর বয়স...চেহারা...স্বভাব চরিত্র আর্থিক অবস্থা আর দানধ্যানের কথা কী ভাবে বললি! শার্লক হোমসের মত প্রতিভা না পেলে তো এসব চট্ করে বলা যায় না।'

বব সহাস্যে জানাল ঃ 'খুব সোজা। তাঁর যে ঠিকানা দেওয়া রয়েছে চিঠিতে সেটা সাণ্টামণিকার এমনই একটা অঞ্চলের যেখানে শুধু ধনীদেরই বাস আর তাঁরা নিজেদের ধন গরিমা নানান চ্যারিটি কাজের মাধ্যমেই সকলকে কৌশলে জানিয়ে থাকেন। তাছাড়া আমার মা বলেন—কাজ নেই, শুধু শুয়ে বসে বেরিয়ে যখন সময় আর কাটতে চায় না তখন তাঁরা ঐভাবেই নিজেদের অবসর বিনোদন করে থাকেন।'

পিটি ঘাড় নেড়ে তার যুক্তির সারবত্তা স্বীকার করে নিয়ে বলল, 'মানলাম। কিন্তু বাকি বিশ্লেষণগুলো? ঐ বয়স চেহারা বেশী কথা বলার অভ্যাস আর চুলে কলপ দেওয়ার ব্যাপারটা?'

বব তাচ্ছিল্য ভরে জবাব দিলে, 'অতি সরল নিয়ম। লাইল্যাক রঙের খাম আর চিঠি লেখা—এ সবই প্রধাণতঃ প্রৌঢ় প্রৌঢ়াদের লক্ষণ। সত্যি কথা বলতে কি, আমার এক মাসী আছেন যিদি ঠিক এই দু'টি রঙই ব্যবহার করেন দেখছি। লাইল্যাক আর সবুজ। তাঁর বয়েস বছর পঞ্চান্ন। ভীষণ বকবক করেন আর সব সময়ে চুলে কলপ মাখিয়ে নিজেকে যে বয়সের নন, সেই বয়সের বলে চালাতে চেষ্টা করেন, কাজে কাজেই এথেকে তেমনই কিছু আন্দাজ করতে বাধা কোথায়? এই মিসেস ব্যানফ্রী আর আমার হিল্ডা মাসী—এঁরা সবাই এক গোত্রের মানুষ।'

হেসে ফেলল পিটি।

'চমৎকার বিশ্লেষণ। আচ্ছা, এবার তবে চিঠিখানা খুলে পড়া যাক।' এই বলে সে চিঠির

কাগজের ভাঁজ খুলতে লাগল।

পিটি চেঁচিয়ে পড়ল ঃ 'প্রিয় তিন রহস্য-অনুসন্ধানী, আমার প্রাণের বান্ধবী, হলিউডের মিস ওয়াগোনার একবার গল্প করেছিলেন তোমাদের বিষয়ে—কীভাবে তোমরা তাঁর হারানো কাকাতুয়াটাকে আবার ফিরিয়ে এনে দিয়েছিলে তার কাছে—'

ইনিয়ে বিনিয়ে লেখা মিসেস ব্যানফ্রীর লম্বা চিঠির মোদ্দা বিষয়বস্তু হলো—

মিসেস ব্যানফ্রীর একটি আবিসিনিয়া দেশীয় বেড়াল ছিল নাম স্ফিংক্স। দুর্লভ প্রজাতির বেড়াল। গত এক সপ্তাহ ধরে সে নিখোঁজ। পুলিশে খবর দিয়েছিলেন কিন্তু তারা বেড়ালটিকে খুঁজে বের করতে পারেনি। খবরের কাগজে দিনের পর দিন বিজ্ঞাপন দিয়েও ফল হয়নি। শেষ মেষ প্রিয় বান্ধবী মিস ওয়াগোনারের সুপারিশে তাদের দ্বারস্থ হয়েছেন তিনি। তারা যদি তাঁর প্রাণের চেয়ে প্রিয় এই বেড়ালটিকে খুঁজে এনে দিতে পারে তবে চির কৃতজ্ঞ থাকবেন তাদের কাছে। ইতি— মিসেস মিলড্রেড ব্যানফ্রী।

'হারানো বেড়ালের রহস্য ভেদ করতে হবে।' পিটিকে কেমন যেন অন্যমনস্ক বোধ হলো। সে একটু থেমে আবার বললো, 'যাইহোক একটা কেস তো বটেই। সরল আর সাদাসিধে কেস। শরীর আর মনের ওপর দিয়ে তেমন ধকল যাবে না। আমি ভদ্রমহিলাকে ফোন করে জানিয়ে দিই যে তার কেস আমরা নিলাম।'

টেলিফোনের দিকে হাত বাড়াতেই বব তাকে বাধা দিয়ে বলল, 'দাঁড়াও। তার আগে মিঃ হিচককের চিঠিখানা পড়ে দেখ তিনি কি লিখেছেন।'

বাড়ানো হাত ফের গুটিয়ে নিলো পিটি। সায় দিয়ে বলল, 'ঠিক বলেছিস। চিঠিখানা পড়েই দেকা যাক।'

লম্বা খামের মুখ কেটে মিঃ হিচককের চিঠিখানা বের করল বব। দামী বন্ড পেপারে লেখা। কাগজের এক কোণে তাঁর নাম এনগ্রেভ করা। বব চেঁচিয়ে পড়তে শুরু করল। কিন্তু প্রথম লাইন পড়েই সে হঠাৎ মুখ বুজিয়ে দ্রুত গোটা চিঠিখানাই পড়ে ফেলল মাত্র এক নিঃশ্বাসে। তারপর গোল গোল চোখে হতবুদ্ধির মত চেয়ে রইল পিটির দিকে।

'কী ব্যাপার?'

'নিজেই পড়ে দেখ। আমি পড়ে শোনালে তুই কিছুতেই বিশ্বাস করবি না। ভাববি, আমি বানিয়ে বানিয়ে বলছি।'

ববের কথায় কৌতূহলী হয়ে চিঠিখানা এবার নিজে পড়তে শুরু করল পিটি। পড়ার পর তার অবস্থাও দাঁড়ালো ঠিক ববের মতই। সে অর্ধস্ফুট কণ্ঠে পিটিকে বলল, 'আশ্চর্য। তিন হাজার বছরের পুরোনো মৃত মমি কথা কইছে—এও আমাকে বিশ্বাস করতে হবে।'

দুই □ মমি কথা কয়

রকি বীচ আর 'দি জোনস স্যালভেজ ইয়ার্ড' থেকে দশ কি বারো মাইল দূরে—হলিউডের বাইরে—পাহাড় ফুঁড়ে ছোট কিন্তু গভীর গিরিখাত বেরিয়ে গেছিল এঁকে বেঁকে। এই গিরিখাতের দু'পাশের কষ্টসাধ্য চড়াই আর উৎরাইতে গাছ-গাছালি ঝোপ-ঝাড় আর বাগান ঘেরা হয়ে গড়ে উঠেছিল বেশ কতকগুলো সুদৃশ্য ও দামী ঘর-বাড়ী। এদের মধ্যে একটি ছিল প্রাচীন স্পেনীয় ধাঁচের ম্যানসন। এরই একটা অংশে ছিল প্রখ্যাত ইজিপ্টোলজিস্ট (মিশরীয় পুরাতত্ত্ববিদ) প্রফেসার রবার্ট ইয়ারবরোর ব্যক্তিগত মিউজিয়াম।

মিউজিয়ামের অংশটায় একসার লম্বা লম্বা ফ্রেঞ্চ উইন্ডো। সব কটিই বন্ধ। মিশরের বিভিন্ন সমাধি-সৌধ থেকে আনা বিভিন্ন স্ট্যাচু সাজানো ছিল থরে থরে। যাদের মধ্যে একটা স্ট্যাচু ছিল সুপ্রাচীন মিশরীয় দেবতা অনুবিসরের, সম্পূর্ণ কাঠের তৈরী। সর্বাঙ্গ মানুষের কিন্তু মুখটা শিয়ালের (কতকটা ভারতের নৃসিংহ দেবের মত)।

এছাড়াও আরো কিছু মিশরীয় পুরানিদর্শনে ঘরখানা ছিল ঠাসা। দেয়ালে দেয়ালে টাঙানো ছিল কয়েকটা ধাতব হাসামুখী মুখোস। মাটির ফলক, স্বর্ণ অলঙ্কার, অস্ত্র-শস্ত্র-বর্ম, শিরস্ত্রান ইত্যাদি। আর ছিল কাচের আধারে রাখা প্রাচীন মিশরীয় মণিকারের দক্ষ হাতের নিপুণ শিল্পকর্ম—সবুজ জেড পাথর থেকে খোদাই করা তৎকালীন ধর্মীয় প্রতীক পবিত্র গুবরে পোকার প্রতিমূর্তি।

এমনই এক জানালার ধারে—খানিকটা স্বতন্ত্র ভাবে রাখা ছিল মমির বাক্স। কাঠের ঢাকনার ওপরে খোদাই করা ছিল ভেতরকার মানুষটির পূর্ণাবয়ব আকৃতি। বাক্সটা তেমন জমকালো ধরণের ছিল না মোটেই। না ছিল মণি রত্ন খচিত, না ছিল উজ্জ্বল বর্ণ বিলিপিত আর না ছিল কোনো সূক্ষ্ম কারুকাজের বলাই। যেন তেন প্রকারেন ভাবে একটা অতি সাধারণ কাজ করা কাঠের বাক্স। একবার দেখলে আর দু'বার দেখার ইচ্ছা হয় না।

কিন্তু এই সাধারণ ও অনাড়ম্বর মমির বাক্সটাই ছিল প্রফেসার ইয়ারবরোর একান্ত গর্বের বস্তু। অনেক রহস্যের আকর।

ভদ্রলোক ছিলেন অসাধারণ পন্ডিত। মোটাসোটা চেহারা থুতনিতে ঝকঝকে সাদা ছুঁচলে দাড়ি, সোনার রিম দেওয়া চশমা। দেখলে শ্রদ্ধা আপনি আসে।

মাত্র হপ্তাখানেক আগে মমি সমেত মমির ঐ বাক্সটি তিনি হাতে পেয়েছেন। অথচ জিনিসটা তিনি আবিস্কার করেছিলেন আজ থেকে পুরো পঁচিশ বছর আগে। কিন্তু তখন তিনি অন্যান্য নানান গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যাপৃত থাকায় আয় তাঁর কোনো নির্দিষ্ট আর নিরুপিত স্থানে থাকার নিশ্চয়তা ছিল না বলে, মমিটাকে তিনি সাময়িক ভাবে কায়রো মিউজিয়ামকে ধার দিয়ে তাঁর হয়ে রক্ষণাবেক্ষণের অনুরোধ করেছিলেন। তারপর দীর্ঘ পঁচিশ বছর পরে কঠোর কর্মজীবন থেকে সরে এসে যখন তিনি অবসর যাপনের জীবনকে বেছে নিলেন তখন চিঠি লিখলেন মিশর সরকারকে মমিটি ফিরিয়ে দেবার অনুরোধ জানিয়ে। মমিটি নাকি একটি রহস্যের আকর বিশেষ। তাঁর হাতে এখন অবধি সময় রয়েছে, তিনি এবার চেষ্টা চরিত্র করে ঐ রহস্য উদ্ঘাটন করতে চান—অবশ্য তাঁর দ্বারা যদি সম্ভব হয়।

ছেলেরা অ্যালফ্রেড হিচককের চিঠি পাবার ঠিক দু'দিন আগে এক বিকেলে প্রফেসার ইরারবরো দাঁড়িয়ে ছিলেন ঐ মমির বাক্সটির সামনে। হাতের পেন্সিল দিয়ে ডালাটার বিভিন্ন জায়গায় ঠুকে ঠুকে কি যেন পরীক্ষা করছিলেন। ডালাটা ইচ্ছামত খোলা আর বন্ধ করা যেত। প্রোফেসারকে খানিকটা নার্ভাস দেখাচ্ছিল।

সঙ্গে ছিল পরিচারক উইলকিন্স—লম্বা আর রোগাটে চেহারা। গত দশ বছর ধরে প্রফেসার ইয়ারবরোর একান্ত সঙ্গী হয়ে তাঁর সেবা করে আসছে। যেমন ভালবাসে তেমনই শ্রদ্ধা করে মনিবকে।

ভেতরে যার মমি তার নাম রা-ওর্কন। সর্বাঙ্গে বিটুমেন আর অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থ মাখানো যে লিনেন কাপড় ছিল জড়ানো, মমির মুখখানা দেখবার জন্য মাথার দিক থেকে তা খানিকটা খোলা। একজন বয়স্ক পুরুষের মুখ। যেন কাঠে খোদাই করা। অধর ওষ্ঠ ঈষৎ

ভিন্ন যেন কথা কইবার জন্য ফাঁক হয়েছে, চোখ মুদ্রিত।

খোলা মমির দিকে এক ঝলক চেয়ে উইলকিন্স মন্তব্য করলে, 'রা-ওর্কনতো শান্তিতেই ঘুমোচ্ছে, স্যার। আমার মনে হয় না গত দিনের মত ও আজও আপনার সঙ্গে কথা কইবে।'

প্রফেসার গম্ভীর সুরে উত্তর দিলেন, 'সে আশা আমিও করিনা কারণ তা স্বাভাবিক আর বাস্তব সম্মত নয়। তিন হাজার বছর আগে যার মৃত্যু ঘটেছে তার পক্ষে কথা বলা দূরে থাক, একটা শব্দ করাই তো অপ্রাকৃত ব্যাপার। অথচ কী আশ্চর্য কাল রাতে ও আমার সঙ্গে সত্যিই কথা বলার চেষ্টা করেছে! আমি তখন একাকী এই ঘরে ওর পাশে ছিলাম—ওকে পরীক্ষা করছিলাম, এমন সময়ে ও হঠাৎ ফিসফিস করে উঠল। ভাষা অজানা—অর্থ দুর্বোধ্য কিন্তু সুরটা মনে হলো খুবই যেন জরুরী। মনে হলো রা-ওর্কন আমায় যেন কিছু একটা করার জন্য আদেশ করেছে। এতো আমারই ভুল—আমারই কল্পনা। যা হোক, উইলকিন্স, আমার একটা করাত এনে দাও তো। এই বাক্সটার একটা কোণ কেটে আমি আমি সেই টুকরো একবার পরীক্ষা করতে চাই। আমার বন্ধু জেনিংস ক্যালিফোর্নিয়া ইউনির্ভাসিটির বিজ্ঞানের অধ্যাপক। ওঁকে দিয়ে সেখানকার ল্যাবোরেটারিতে রেডিও অ্যাক্টিভ কার্বন টেষ্ট করিয়ে এই কাঠের বাক্সটার প্রকৃত বয়স কত— অর্থাৎ ঠিক কত বছর আছে এই রা-ওর্কনকে সমাধিস্থ করা হয়েছিল, তা আমি জানতে চাই।'

উইলকিন্স চলে গেল করাত আনতে। প্রফেসার ইয়ারবরো আবার সেই আগেকার মতন বাক্সটার চারিদিকে পেন্সিল ঠুকতে লাগলেন। সবই প্রায় নিরেট শুধু এক জায়গায় আওয়াজ যেন তার কানে কিছুটা ফাঁপা ফাঁপা ঠেকল।

নিজের মনেই পরীক্ষা করে চলেছেন প্রফেসার, সহসা তাঁর কানে এসে বাজল অস্পষ্ট আর অতি মৃদু একটা গুঞ্জন। বিস্ময়ে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। তারপরেই ঝুঁকে পড়ে কান পাতলেন মমির মুখের কাছে।

তিন হাজার বছরের পুরোনো মমি কথা কইছে তাঁর সঙ্গে। মৃত রা-ওর্কনের মমি কথা কইছে তাঁর সঙ্গে।

কিন্তু একটা কথাও বুঝতে পারলেন না তিনি। যেমন কর্কশ আর তেমনই হিসহিসে আওয়াজ। তাছাড়া এত মৃদু যে সব কথা সব সময়ে কানেও পৌছচ্ছিল না তাঁর। স্বরগ্রামের উত্থান-পতনের ভাব লক্ষ্য করে প্রফেসার শুধু এইটুকু বুঝলেন, রা-ওর্কনের মমি তাঁকে যেন জরুরী কিছু—প্রয়োজনীয় কিছু বোঝাতে চাইছে অধীর হয়ে।

উত্তেজনার তুঙ্গে উঠে গেলেন প্রফেসার! খুব মন দিয়ে শুনে এইটুকুই শুধু তাঁর বোধগম্য হলো—ভাষাটা প্রাচীণ আরবী।

—'থেমো না, রা-ওর্কন, বলে যাও। আমি শুনতে পাচ্ছি তোমার কথা। বুঝতে চেষ্টা করছি। বলো আর বলো।' অনুনয় করে উঠলেন প্রফেসার ইয়ারবরো।

ঠিক সেই সময়ে ঘরে ঢুকল উইলকিন্স।

'আমায় কিছু বললেন, স্যার?'

চমকে ফিরে চাইলেন প্রফেসার। সঙ্গে সঙ্গে রা-ওর্কনও চুপ করে গেল।

'উইলকিন্স। মমি আবার কথা বলেছে তুমি করাত আনবার জন্যে এঘর থেকে চলে যেতেই ফের কথা বলেছে আমার সঙ্গে। আশ্চর্য।'

শুনে গম্ভীর মুখে উইলকিন্স জবাব দিলে, 'তার মানে স্যার, ও আপনার একার সামনে

ছাড়া দ্বিতীয় আর কারো সামনে কথা কইবে না। তা, কি বলতে চাইছে আপনার এই মমি, কিছু বুঝলেন?'

প্রফেসার সখেদে উত্তর করলেন, 'না। কারণ মনে হলো প্রাচীণ আরবী ভাষায় কথা বলছিল। কিংবা হয়তো হিটাইটি বা চ্যালডিয়ান ভাষায় যেগুলি বর্তমানে সম্পূর্ণ অপ্রচলিত। আমি যে ভাষাবিদ্ নই আরো অসুবিধে হয়েছে সেই জায়গায়।'

উইলকিন্স চেয়েছিল খোলা জানালা দিয়ে বাইরের দিকে। গিরিখাতের অপর পাড়ে কয়েকটা বাড়ি। তার মধ্যে একটা সাদা রঙের বাড়ি যেন আর সবাইকে টেক্কা দিয়ে স্ববৈশিষ্ট্যে আর স্বমহিমায় বিরাজ করছিল সেখানে। বাড়িটা প্রফেসার ফ্রীম্যানের। হঠাৎই উইলকিন্সের মনে পড়ে গেল একটা কথা। সে বলল, 'স্যার। আপনার বন্ধু প্রফেসার ফ্রীম্যানতো একজন বহুভাষাবিদ পন্ডিত। বিশেষ করে মধ্য-প্রাচ্যের বিভিন্ন ভাষায় তাঁর জ্ঞান আর দখল নাকি অসামান্য। তাঁকে একবার বললে হয় না? রা-ওর্কন যদি তাঁর সামনে মুখ খোলে তবে তিনি হয়তো মানে করে বুঝিয়ে দিতে পারেন তার বক্তব্য কী।'

'ঠিক বলেছ, উইলকিন্স!' সোৎসাহে বললেন, 'প্রফেসার তিনি শুধু আমার বন্ধুই নন, তাঁর বাবাও ছিলেন আমার বহু অভিযানের বহুদিনের সঙ্গী। যেবারে এই রা-ওর্কনকে আমি আবিষ্কার করি সেবারেও তিনি আমার অভিযানের সঙ্গী ছিলেন। যাইহোক, আমার নাম করে ফ্রীম্যানকে একটা ফোন করে দাওতো উইলকিন্স। উনি যেন এক্ষুণি আমার এখানে চলে আসেন।'

'কথা কইতে কইতে মমিটা হঠাৎ চুপ করে যাওয়ায় খুবই চিন্তায় পড়লেন প্রফেসার। তাহলে আর বন্ধু ফ্রীম্যানকে ডাকার সার্থকতা কী? রহস্যভেদী হবে কী করে? প্রফেসার তাই অনুণয় করতে লাগলেন একনাগাড়েঃ কথা কও, রা-ওর্কন, কথা কও। থেমো না। তুমি বল আমি শুনছি। আমি বোঝবার চেষ্টা করছি তোমার কথা।'

ঠিক সেই মুহূর্তে এ বাড়ির সামনে একটা গাড়ি থামার শব্দ শোনা গেল। কেউ যেন সদর দরজা খুলে ঢুকলো বাড়িতে।

প্রফেসার ফিরে না তাকিয়েই প্রশ্ন করলেন, 'কে এলে? ফ্রীম্যান নাকি?'

'হ্যাঁ, আমি। কী ব্যাপার, ইয়ারবরো?' পেছন থেকে জবাব এলো ফ্রীম্যানের।

'শীগ্‌গীর এসো আমার কাছে। আমি তোমায় আশ্চর্য কিছু শোনাতে চাই। ওকি! চুপ করে গেলে কেন, রা-ওর্কন? কথা বল। সাড়া দাও।'

কিন্তু মমি আর কথা কইল না। আবার সেই তিন হাজার বছরের নিটোল স্তব্ধতা বিরাজ করতে লাগল তাকে ঘিরে।

'ব্যাপার কি, ইয়ারবরো? তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে, এই মমিটা যেন কথা কইছিল তোমার সঙ্গে।'

প্রফেসার ফ্রীম্যানের কণ্ঠস্বরের শ্লেষটুকু উপলব্ধি না করেই প্রফেসার ইয়ারবরো উত্তেজিত সুরে বললেন, 'ঠিক তাই। কী এক অজানা ভাষায় একটু আগেও ও আমার সঙ্গে ফিসফিস করছিল। আমি তাই ডেকে পাঠিয়েছিলাম তোমায়। তুমি তো বহু ভাষাবিদ, পন্ডিত মানুষ। তুমি হয়তো বুঝতে পারতে ওর বক্তব্য। কিন্তু দুঃখের বিষয়—ও তোমার ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই চুপ করে গেল।'

ফ্রীম্যানের চোখে মুখে চাপা অবিশ্বাসের ছায়া লক্ষ্য করে প্রফেসার ইয়ারবরো দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, 'কথাটা বিশ্বাস হচ্ছে না—না?'

ফ্রীম্যান থুতনি চুলকোতে চুলকোতে আমতা আমতা করে বর্ষীয়ান অধ্যাপককে জবাব দিলেন, 'কি করে বিশ্বাস করি বল? তিন হাজার বছর আগে মারা গেছে যে মানুষটা, সে এই তিন হাজার বছর পরে আবার হঠাৎ—এটা ঠিক বিশ্বাস করতে—মানে কি বলতে চাইছি জান—নিজের কানে যদি শুনতাম—'

অপ্রতিভ ভঙ্গীতে চুপ করে গেলেন তিনি।

প্রফেসার ইয়ারবরো বললেন, 'বিশ্বাস করো ফ্রীম্যান, ও সত্যি সত্যিই আমার কাছে মুখ খুলেছিল। একবার নয়, একাধিক বার। যখনই একা থেকেছি ওর কাছে তখনই। অন্য কেউ পাশে থাকলে চুপ করে যায় কেন কে জানে। আমি এখনো হতাশ হইনি। তোমার সামনে ওকে আমি কতা কইবার জন্য বারংবার অনুরোধ করে যাব যাতে ওর বক্তব্য বুঝতে আমার অসুবিধা না হয়।'

'দেখ চেষ্টা করে। পারলে খুব খুশীই হব আমি।' হঠাৎ তাঁর দৃষ্টি গেল প্রফেসার ইয়ারবরোর হাতের দিকে। দেখলেন একটা ছোট্ট করাত। আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন ফ্রীম্যান, 'হাতে করাত কেন? রা-ওর্কনকে কাটতে চাও নাকি?'

'না না, তা নয়। আমি শুধু মমির কাঠের বাক্সটার একটা টুকরো কেটে নিয়ে আমার বন্ধু জেনিংসকে দিয়ে রাসায়নিক পরীক্ষা করিয়ে নিশ্চিত হতে চাই যে, 'এর বয়স কত?'

'বলছ কি! ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন ফ্রীম্যান। কত বছরের পুরোনো মমি তা জানবার জন্যে এমন একটা সুন্দর কেসের ক্ষতি করবে তুমি? তার সৌন্দর্যহানি ঘটাবে? এর প্রাচীনতা না জানতে পারলে কি তোমার কোনো ক্ষতি বৃদ্ধি হবে? না না, বাক্সটা কাটার কোনো দরকার নেই। আমি তোমার কথাই মেনে নিচ্ছি আপাততঃ যে, তোমার এই মমিটা সময় বিশেষে কথা কয়! বেশ, ওকে দিন কতক আমায় ধার দিতে পারবে? আমার বাড়িতে তোমার রা-ওর্কনকে রেখে তাকে কথা বলাবার চেষ্টা করতাম। ও কী বলছে তা বোঝাবার চেষ্টা করতাম। পারবে দিন কতকের জন্য তোমার মমিকে ছাড়তে?'

প্রফেসার ইয়ারবরোর মুখ গম্ভীর হয়ে গেল এই কথায়। তিনি মুখ ভারের মত কণ্ঠস্বরকেও গম্ভীর করে বললেন, 'তোমার প্রস্তাবের জন্য ধন্যবাদ, ফ্রীম্যান। তুমি ভাবছো—এ সবই আমার অলীক কল্পনা। প্রকাশ্যে না হলেও মনে মনে হাসছ। উত্তম। কল্পনাই সই। নিজে আমি যতক্ষণ না নিশ্চিত হচ্ছি যে, আমার কল্পনা সত্যিই কল্পনা নয়...কঠোর বাস্তব, ততক্ষণ রা-ওর্কন আমার কাছেই থাক।'

ফ্রীম্যান নাচারের মত জবাব দিলেন, 'বেশ তোমার জিনিষ তবে তোমার কাছেই থাক। চেষ্টা করে দেখ আবার রা-ওর্কনকে দিয়ে কথা কওয়াতে পার কিনা। পারলে আমায় ডেকো। যত কাজই থাক, সব ফেলে রেখে তক্ষুণি ছুটে আসব আমি। আচ্ছা, আজ চলি। কিছু জরুরী কাজ পড়ে আছে।'

বন্ধুর কাছে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন ফ্রীম্যান। উইলকিন্স এসে ঢুকল।

'উইলকিন্স।'

'বলুন, স্যার।'

'এই ঘটনার কথা ঘুণাক্ষরেও বাইরে প্রকাশ করবে না, বুঝলে?'

'বুঝেছি, স্যার।'

'ফ্রীম্যানের আচরণ থেকেই বুঝলাম, আমার অন্য বৈজ্ঞানিক বন্ধুরা এ কথা শুনলে কী

ভাববে আমার বিষয়ে। তারা একযোগে হাসবে, উপহাস করবে—ভাববে, বুড়ো বয়সে আমার ভীমরতি ধরেছে। খবরের কাগজে একথা প্রকাশ পেলে সর্বনাশ ঘটে যাবে আমার। বিজ্ঞানের সাধক হিসেবে যেটুকু প্রসিদ্ধি পেয়েছি এতদিনকার কঠিন পরিশ্রমে, সব রসাতলে যাবে। কিন্তু—কিন্তু—'

—'কিন্তু কী স্যার?'

'এ ঘটনা তো একেবারে চেপে যাওয়া চলবে না, উইলকিন্স। কাউকে না কাউকে তো বলতেই হবে। নইলে রহস্য-ভেদ হবে কী করে? এমন কাউকে বিশ্বাস করে এই রহস্যের কথা জানাতে হবে—যে বৈজ্ঞানিক নয় কিন্তু রহস্য প্রিয়। যে জানে—বিজ্ঞানের আওতার বাইরে আজও এমন রহস্য লুকিয়ে আছে যার খবর পৃথিবীর কোন বিজ্ঞান বা বিজ্ঞানী কোনোদিনই পায়নি—কী তার স্বরূপ তাও জানে না। কে আছে এমন লোক?' বিশেষ ভাবিত হয়ে পড়েন প্রফেসার ইয়ারবরো। উইলকিন্সও চুপ।

ভাবতে ভাবতে আচমকা মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল প্রফেসারের। তিনি সোৎসাহে বলে উঠলেন, 'পেয়েছি, উইলকিন্স, পেয়েছি। তেমন লোকের খোঁজ আমি পেয়েছি।'

'কে তিনি স্যার?'

'আমার এক সময়কার ঘনিষ্ঠ বন্ধু, বর্তমানে পৃথিবী বিখ্যাত রহস্য-চিত্র পরিচালক অ্যালফ্রেড হিচকক। সে নিশ্চয়ই আমার কথা অবিশ্বাস করবে না। হেসে উড়িয়ে দেবে না।'

তিন □ অর্ন্তযামী জুপিটার

মমি আবার কথা কয় নাকি?

প্রশ্নটা আর একবার করে পিটি। বব নীরব। উত্তরটা তারও জানা নেই। মিঃ হিচককের চিঠিখানা বারবার করে পড়ে দু'জনে। মিঃ হিচকক না হয়ে অন্য কেউ হলে তারা ভাবত—তাদের সঙ্গে কৌতুক করা হয়েছে। কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে তাদের ধারণা অন্যরকম। একান্ত শ্রদ্ধা আর সমীহের ধারণা।

পিটি একসময়ে বললো, 'প্রফেসার রবার্ট ইয়ারবরো একজন নামকরা ইজিপ্টোলজিষ্ট। থাকেন হলিউডের কাছাকাছি হাণ্টার ক্যানিয়নে। নিজের একটা ব্যক্তিগত প্রত্নতত্ত্বশালা আছে। এই প্রত্নতত্ত্বশালায় তাঁর সংগ্রহে এমন একটা মিশরীয় মমি আছে যে নাকি সময় বিশেষে কথা কয়। এই মমিটাই তাঁর শিরঃপীড়ার কারণ। এর আছে অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত রহস্য আমাদের কাছে এসেছে বটে তবে এখনকার এই অদ্ভুতুড়ে রহস্যের তুলনায় সেগুলো কিছুই নয়। দেহ আর মনের ওপর দিয়ে অনেক ধকল পার হয়ে এসেছি আমরা। আর নয়। এবারে চাই নিরুদ্বিগ্ন শান্তি। আমার প্রস্তাব তাই—প্রফেসার ইয়ারবরোর এই বিতিকিচ্ছিরি রকমের রহস্য-কেসটায় আগে হাত না দিয়ে বরং সান্টামণিকার ঐ ভদ্রমহিলার নিরুদ্দিষ্ট বেড়ালের তদন্ত ভারটাই আগে হাতে নেওয়া হোক। কী বলিস, বব?'

বব অ্যান্ড্রুজ মিসেস ব্যানফ্রীর চিঠিখানা হাতে তুলে নিয়ে সেটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে দেখতে সন্দিগ্ধ সুরে বললো, 'কিন্তু জুপি দুটো কেসের ভেতর কোন কেসটা আগে বেছে নেবে তা তো তুই জানিস।'

'—জানি বলেই তো বলছি। ২—১ ভোটে তাকে হারতে হবে। তোর আর আমার ভোট থাকবে মিসেস ব্যানফ্রীর কেসের দিকে।'

'হারাতে পারলে ভালই। কিন্তু সে এখনও আসছে না কেন বলতো—এতক্ষণে তো তার ফিরে আসার কথা।' বলল বব।

'দাঁড়া, পেরিস্কোপ তুলে দেখি একবার।'

ট্রেলার থেকে না বেরিয়ে অপরের অলক্ষে বাইরের চারপাশের দৃশ্য দেখবার জন্যে সাধারণ স্টোভ-পাইপ, আয়না আর লেন্স দিয়ে সাবমেরিনের মত এই পেরিস্কোপটা তৈরী করেছিল জুপিটার। নাম দিয়েছিল—'সর্বদর্শী'।

ট্রলারের ছাদ ফুঁড়ে পেরিস্কোপের নল উঁচু হয়ে উঠল ফুট খানেক। পিটি ক্রেনশ ট্রলারের ভেতর বসে আই ভিউতে চোখ লাগিয়ে দেখতে লাগল চারধার। তারপর রিলে করতে লাগল ববকে ঃ 'মিসেস জোনস্ একজন মিস্ত্রীকে পুরনো পাইপ বিক্রী করেছেন। হানস্ উঠানের এক কোনে কিছু মাল জড়ো করে রাখছে। আর—ঐ তো জুপি! সাইকেল ঠেলতে ঠেলতে হেঁটে হেঁটে আসছে। ও হাঁটছে কেন? নিশ্চয়ই কোনো গন্ডগোল ঘটেছে টারবাইনে। আরে হ্যাঁ—ঐ তো তার সাইকেলের চাকা পাঞ্চার হয়ে গেছে।'

'বোধহয় কোনো পেরেক ফুটেছিল টায়ারে।' বব মন্তব্য করল। 'কেমন দেখছিস ওর মুখখানা? নিশ্চয়ই খুব বেজার।'

'উহু। ঠিক তার উল্টো। পকেট ট্রানজিষ্টারে কান ঠেকিয়ে হাসি হাসি মুখে কী যেন শুনছে। আশ্চর্যের ব্যাপার। ওর ছক বাঁধা কাজে বা ওর নিজের কোনো জিনিষে একটু আধটু ত্রুটি বিচ্যুতি ঘটলে ও ভীষণ বিরক্ত হয়। রাগ করে। আর এত বড় ঘটনা ঘটে যাওয়ার পরেও কিনা জুপি নির্বিকার। এবারে গেটের মধ্যে ঢুকল ও। ওর কাকীমার হাতে কি যেন দিল খুব সম্ভব রেজিষ্ট্রী রসিদ। কি জিজ্ঞাসা করল। আমাদের ট্রলারের দিকে আঙুল উঁচিয়ে দেখাচ্ছেন। জুপি এই দিকেই আসছে তার বাইক রেখে।'

'জুপিকে নিয়ে এবার একটা মজা করা যাবে, কি বলিস?' বলল বব। 'মিঃ হিচককের চিঠিখানা চেপে রেখে শুধুমাত্র মিসেস ব্যানফ্রীর চিঠিখানাই এগিয়ে দেব। তারপর অন্য কোনো সময়ে ওটা ধরিয়ে দেব ওর হাতে।'

'ঠিক। সেই সঙ্গে স্পষ্ট করে বলেও দেব, আগে মিসেস ব্যানফ্রীর বেড়াল তদন্ত না সেরে, অপর কেসে আমরা হাত দিতে পারব না। দাঁড়া, আর একটু মজা করব ওর সঙ্গে। তুই মদত দিবি আমায়। জুপিকে একেবারে স্পীকটি নট করে দিতে হবে।' বলল পিটি।

একটু পরে জুপিটার এসে ঢুকল ট্রলারে। শক্ত সামর্থ গাঁট্টাগোট্টা ছেলে। একমাথা কালো চুল। চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। গায়ের রঙ গোলাপী। প্রয়োজনে নিজের বুদ্ধিদীপ্ত চেহারাকে নির্বোধ নাড়ুগোপালে পরিবর্তিত করার অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল তার। লোকে অনায়াসে তাকে ভুল বুঝত।

ভেতরে এসে সে একটা হাঁফ ছেড়ে বললে, 'উঃ, বাইরে কি গরম।'

'তারপর সাইকেল ঠেলে ঠেলে আসতে হলে আরো গরম লাগা স্বাভাবিক।' পিটি বলল গম্ভীর ভাবে।

জুপিটার আশ্চর্য হয়ে বললে, 'আমাকে যে সাইকেল ঠেলে আসতে হয়েছে তুমি জানলে কী করে?'

'স্রেফ বিশ্লেষণ করে। তাই না বব?'

'হ্যাঁ, স্রেফ বিশ্লেষণ।' সায় দিল বব।

'বটে। আচ্ছা, দেখি তোমাদের দৌড়। ব্যাখ্যা করে বল।'

পিটি একটুও না দমে বলল, 'হাত দেখি।'

জুপিটার তৎক্ষণাৎ দুহাত চিৎ করে দেখাল।

'তোমার ডান হাঁটুতে ধুলো লেগে।' পিটি বলতে লাগল পন্ডিতি সুরে। 'তার মানে তুমি ধুলোর ওপর এক হাঁটু গেড়ে কিছু একটা পরীক্ষা করছিলে। তোমার হাত দুটো নোংরা ময়লা ধুলোমাখা। তার ওপর একটাতে সাইকেলের চাকার টায়ারের ছাপ স্পষ্ট ফুটে রয়েছে। অতএব দুয়ে দুয়ে চার। তুমি ধুলোর হাঁটু গেড়ে বসে তোমার সাইকেলের চাকা পরীক্ষা করেছিলে। তার চাকা পাঞ্চার না হলে অকারণ কেউ ধুলোয় বসে চাকা পরীক্ষা করতে যায় না। বুঝলে?'

জুপিটার পর্যায়ক্রমে দুই বন্ধুর দিকে চেয়ে সহাস্যে বললে, 'চমৎকার। সুন্দর। অপূর্ব বিশ্লেষণী শক্তির পরিচয় দিয়েছ পিটি। কিন্তু ভাই, এমন তীক্ষ্ণ প্রতিভা শুধু একটা বিড়াল খুঁজে অপচয় করা ঠিক নয়।'

'কি বললে।' পিটি আর বব বিস্ময়ে প্রায় একই সঙ্গে লাফিয়ে ওঠে।

'আমি বলছি, তোমাদের এমন অসাধারণ প্রতিভা শুধু মাত্র একটু নির্দিষ্ট আবিসিনিয়ান বেড়াল খুঁজে বেরিয়ে নষ্ট করা ঠিক হবে না। ঠিক হবে আরো গভীর রহস্যময় আরো জটিল আরো প্যাঁচালো কোনো—যেমন ধর—যেমন ধর' চিন্তার ভান করল জুপিটার। একটু পরেই বলল, 'যেমন ধর, তিন হাজার বছরের পুরানো কোনো মমি হঠাৎ একদিন সম্পূর্ণ এক অজানা আর দুর্বোদ্ধ ভাষায় তার অধিকারীর সঙ্গে কথা কয়ে চলে—এই ধরণের কোনো অপ্রাকৃত অবিশ্বাস্য রহস্যের প্রকৃত সমাধান করতে পারলে।'

পিটি আর বব দুজনেই থ। কারো মুখে কথা নেই।

এক সময়ে আত্মসংবরণ করে পিটি প্রায় চিৎকার করে জিজ্ঞাসা করলে, 'কথা কওয়া মমির ব্যাপার তুমি জানলে কেমন করে?'

'আমি থট রিডিং জানি। আরো কিছু শুনতে চাও? শোন তবে বব। তোমার পকেটে প্রফেসার ইয়ারবোর'র ঠিকানা দেওয়া একটা চিঠি লুকনো আছে আর এই কেসের হদিস দিয়েছেন মিঃ হিচকক—ঠিক? আমি রেণ্ট অ্যান্ড রাইড অটোরেণ্টাল কোম্পানীকে ইতিমধ্যে ফোন করে দিয়েছি গাড়ী আর তার ড্রাইভার ওয়াদিংটনকে পাঠিয়ে দেবার জন্যে। তাবা মিনিট দশেকের মধ্যেই এসে পড়বে এখানে। তারপর সবাই মিলে আমরা যাব প্রফেসার ইয়াববোর ডেরায় তাঁকে এই আশ্চর্য্য রহস্যের ব্যাপারে কিছু সাহায্য করতে। বুঝেছ?'

পিটি আর বব নিশ্চুপ।

চার ☐ মমির অভিশাপ

পুরোনো আর বড় কিন্তু ভারী সুন্দর দেখতে একখানা রোলস রয়েস গাড়ি চেপে প্রফেসার ইয়ারবরোর বাড়ির দিকে চলেছিল তিনবন্ধু। এক সময়ে বব বলল, 'জুপি, ওই আরামপ্রদ আর বিলাসবহুল গাড়িটাকে তুমি মাত্র তিরিশ দিন ব্যবহার করতে পারবে—বাজি জেতার এই ছিল প্রধান শর্ত। আজ নিয়ে হলো পনেরো দিন। ক্রমে তিরিশ দিনও হয়ে যাবে, তারপর?'

সোফার ওয়াদিংটন জাতে ইংরেজ। দীর্ঘ ঋজু চেহারা। ছেলেদের সঙ্গে তার খুব ভাব জমে গেছিল এই কদিনে। সে বলল, 'সত্যি তিরিশ দিন যখন হয়ে যাবে, তারপর? তারপর তোমাদের তিনজনের এই চমৎকার সঙ্গ আর আমি পাবনা—ভাবতেও বিচ্ছিরি লাগছে।'

'হুঁ' আর মাত্র পনেরো দিন আমরা চড়তে পারব এই চমৎকার গাড়িখানায়।' পিটি বলল।

কেবল জুপিটার গম্ভীর কণ্ঠে বলল, 'দুই আর দুই সব সময়ে যেমন চার হয়না, তেমনি পনেরো আর পনেরোতে সব সময় তিরিশ হয়না। থামো, থামো ওয়ার্দিংটন।'

হলিউডের চারপাশ ঘিরে যে সমস্ত শৈল শিরা রয়েছে তারই একটার চূড়ার কয়েক ফিট নীচে থেমে পড়লো তাদের রোলস রয়েস। মূল পথ থেকে বাড়িতে ঢোকবার একটা গাড়িপথ চলে গেছে বেঁকে। সেই গাড়িপথের দু'পাশে দুটো পাথরের থাম খাড়া রয়েছে। একটা থামের গায়ে প্রফেসার ইয়ারবরোর নামের ধাতব-ফলক আঁটা।

গাড়িপথ গিরিখাতের ঢাল বেয়ে নেমে গেছে গাছ গাছালি ঘেরা এক বিস্তৃত সমতলের বুকে। অল্প অল্প দেখা যাচ্ছে লাল টালির ছাদ ঢাকা প্রাচীন স্পেনীয় ধাঁচের এক অট্টালিকা। অট্টালিকার পেছন দিকে সুগভীর খাদ তারপর আবার দুরারোহ চড়াই। গিরিখাতের অপর পাড়ে বিভিন্ন উচ্চতায় আরো কয়েকটি বাড়ি নজরে পড়ে।

জুপিটার বলল, 'ওই বাড়িটা নিশ্চয়ই প্রফেসার ইয়ারবরোর। আসবার আগে তাঁকে আমি ফোন করে এসেছিলাম। তিনি আমাদের অপেক্ষায় থাকবেন বলেছেন। অতএব গাড়ী চালু কর ওয়ার্দিংটন।'

প্রফেসারেব মুখের ভাব লক্ষ্য করে জুপিটার বুঝল, তাদের দেখে তিনি হতাশই হয়েছেন। ভেবেছিলেন বয়স্ক হবে সবাই তা নয় ছেলে ছোকরা মাত্র। কোনো কথা না বলে পকেট থেকে নিজেদের বিজনেস কার্ড বের করে প্রফেসারকে দিলো। প্রফেসার ভ্রু কুঁচকে পড়লেন ঃ

তিন রহস্য অনুসন্ধানী

'যে কোন রহস্যের তদন্ত করে থাকি'

?   ?   ?

প্রথম অনুসন্ধানী—	জুপিটার জোনস
দ্বিতীয় অনুসন্ধানী—	পিটার ক্রেনশ
নথি ও গবেষণা লিপিকার	বব অ্যান্ড্রুজ

এরপর প্রফেসার সর্বপ্রথম যে প্রশ্নটি করলেন, সে প্রশ্ন ইতিপূর্বে বহুজন বহুবার করেছে এই তিন বন্ধুকে।

'এই জিজ্ঞাসা চিহ্নের মানে? আমার ধারণায় এই চিহ্নগুলো তোমাদের যোগ্যতা আর ক্ষমতার ব্যাপারে সন্দেহের চিহ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে।' বললেন প্রফেসার।

পিটি আর বব নিজেদের মধ্যে মুচকি হাসল। এই জিজ্ঞাসা চিহ্ন জুপিটারের আইডিয়া। তাদের গোপন প্রতীক। যখন তাদের দলের কেউ অপর দুজেনের কাছে নিজের অস্তিত্ব জানাতে চায় গুপ্তভাবে সকলের বুদ্ধিকে ফাঁকি দিয়ে, তখন সে চক দিয়ে এই ভাবেই জিজ্ঞাসার চিহ্ন এঁকে রাখে বিশেষ বিশেষ স্থানে। জুপিটারের সাদা চক, ববের সবুজ চক আর পিটির নীল। রং দেখেই তারা বুঝে নিতে কার প্রতীক সেটি।

প্রফেসারের প্রশ্নে জুপিটার গলা ভারী করে জানাল, 'জিজ্ঞাসা চিহ্ন হলো যে প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়নি—যে ধাঁধার জবাব দেওয়া যায়নি—যে রহস্যের ব্যাখ্যা মেলেনি তারই সার্বজনীন প্রতীক। আমরা অনেক ভেবেচিন্তে এই জিজ্ঞাসা চিহ্নকেই আমাদের ট্রেডমার্ক হিসেবে বেছে নিয়েছি। আমরা যে কোন রকমের রহস্যেরই তদন্ত ভার নিয়ে থাকি। তাতে সাফল্য পাবই তার কোনো প্রতিশ্রুতি দিই না। তবে রহস্য ভেদের ব্যাপারে আমাদের আন্তরিক চেষ্টার যে

কোনো ত্রুটি গাফিলতি থাকবে না, সে প্রতিশ্রুতি আমরা আপনাকে দৃঢ় ভাবে দিতে পারি।

প্রফেসার ইয়ারবরোর ওদের দেওয়া বিজনেস কার্ডটা দু আঙ্গুলে নাড়াচাড়া করতে করতে ধীর কণ্ঠে বললেন, 'তোমার শেষ কথায় আমি বিশেষ সন্তুষ্ট হয়েছি। নাহলে আমার বাটলার উইলকিন্সকে এতক্ষণে তোমাদের দরজা দেখিয়ে দিতে বলতাম। আমি খুব ভাল ভাবেই জানি, কেউ কখনো জোর দিয়ে বলতে পারেনা, সে যে কোনো কাজে সফলতা পাবেই। এজন্য যদি তার প্রচেষ্টা সৎ আর মহৎ হয়—তাতে গভীর আন্তরিকতা ও নির্ভেজাল পরিশ্রমটুকু থাকে তবে সাফল্য কোনো না কোনো সময়ে তার কাছে আসবেই। এ এমনই একটা ডেলিকেট ব্যাপার যা পাঁচ কান করলেই বিপদ। সবাই অবিশ্বাসের হাসি হেসে আমায় উপহাস করবে। তাই কোনো গোয়েন্দা পুলিশের দ্বারস্থ হতে পারি নি।

শুধু আমার প্রিয় বন্ধু হিচককে খুলে বলেছিলাম সব কথা। শুনে সে যখন তোমাদের পাঠিয়েছে তখন আমার দৃঢ় বিশ্বাস এ রহস্যের জট একমাত্র তোমরাই খুলতে পারবে। বিশেষ করে তোমার শেষ কথাই আমার সেই বিশ্বাসকে দৃঢ়মূল করেছে। এসো আমার সঙ্গে। তোমাদের আমার সেই মমিকে দেখাই।'

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন প্রফেসার।

জুপি তাঁকে অনুসরণ করল। পিটি আর ববও পা বাড়াবার জন্যে যেই ঘুরে দাঁড়িয়েছে সেই সময়ে উইলকিন্স নীরবে ইশারা করল তাদের একটু থেমে যেতে।

'দেখ ছেলেরা' চুপিচুপি বলল উইলকিন্স, 'তোমরা এই কথা কওয়া মমির ব্যাপারে নিজেদের জড়িয়ে ফেলার আগে একটা কথা আগেই জেনে নাও।'

'কি।' জিজ্ঞাসা করল পিটি।

'প্রফেসারের এই মমিটা একটি অভিশপ্ত মমি। যারাই এর সমাধিস্থানে পা রেখে সমাধিস্থানের পবিত্রতা আর এই রা-ওর্কনের শান্তি নষ্ট করেছে তারাই অকল্পনীয় আর নিষ্ঠুরভাবে মারা পড়েছে। আর সে মৃত্যুও স্বাভাবিক মৃত্যু নয়।'

'কিন্তু প্রফেসার এই অভিশাপের কথা বিশ্বাস করেন না। তাঁর অভিযানের সঙ্গীরা—এই মমি মৃত্যুকে বরণ করেছে তিনি বাদে! তবু তাঁর অবিশ্বাস। এ জগতে যা বিজ্ঞানসম্মত ভাবে সত্য বলে প্রমাণিত নয় তা তিনি কোনো দিনই বিশ্বাস করেন না। কিন্তু সেই অভিশপ্ত মমি এবার আমাদের একেবারে ঘরের ভেতরে এসে রয়েছে। কাজে কাজেই আমার ভয় এখন শুধু আর প্রফেসারের জন্যেই নয়, আমার নিজের জন্যে তো বটেই এবার তোমাদের জন্যেও বটে। যেহেতু তোমরা নিজেদের ঐ অভিশাপের আওতার মধ্যে আনতে চলেছ।'

পিটি আর ববের চোখ তখন বিস্ফারিত হয়ে পড়েছে বাটলার উইলকিন্সের কথায়। কেউ কোনো কথা কইতে পারছে না বিস্ময়ের ধাক্কায়। এমন সময়ে জুপি এলো।

'চলে এসো তোমরা, আবার দাঁড়িয়ে পড়লে কেন।'

পিটি আর বব একবার উইলকিন্সের দিকে চেয়ে চুপচাপ জুপিটারকে অনুসরণ করল।

ঢাকনা খোলা মমির বাক্সটার অভ্যন্তরে শায়িত তিনহাজার বছরের পুরনো মমিটাকে দেখিয়ে প্রফেসার ইয়ারবরো জানালেন ঃ *এই আমার সেই কথা কওয়া মমি রা-ওর্কন।* আমি আশা করব নিশ্চিত ভাবেই আশা করব যে তোমরা ছেলেরা, ও বার বার আমায় কি বলতে চাইছে কি করেই বা মৃত হয়েও জীবিতের মত কথা কইছে, এই রহস্যভেদ করতে আমায় সহায়তা *করবে।'*

তিন বন্ধু দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে মমিটার দিকে। মেহগনি রঙের মমি নিরুদ্বিগ্ন শান্তিতে শুয়ে আছে নিজের শয্যায়। চোখ বোজানো। যেন ঘুমোচ্ছে। হয়তো তাদের সাড়া পেয়ে এখনি যে কোনো মুহূর্তে চোখ খুলে তাকাবে।

এমনিতেই তো কথা কওয়া মমি দেখতে পাওয়া এক মহা অলৌকিক আর অকল্পনীয় কান্ড। তার ওপর সেই মমির সঙ্গে আবার যদি কোনো অশুভ অভিশাপ জড়িয়ে থাকে—যার প্রভাবে ঘটে যায় একের পর এক প্রাণহানী তবে তো কথাই নেই।

জুপিটারের কান এড়িয়ে পিটি ফিসফিস করে ববকে বললে, "জুপি এবারে আমাদের দিয়ে মজিয়ে ছাড়বে।"

পাঁচ □ হঠাৎ বিপদ

একান্ত মনোযোগের সঙ্গে রাওর্কনের মমিটাকে পরীক্ষা করছিল জুপিটার। পাশে দাঁড়িয়ে প্রফেসার অকারণে কপালে রুমাল চেপে চেপে ধরছিলেন।

—"উইলকিন্স" তিনি ডাকলেন। "জানালাগুলো খুলে দাও হাট করে। বন্ধ ঘরে আমি তিষ্টাতে পারছিনা।"

—"দিচ্ছি স্যার।"

জানালাগুলো খুলে দিল উইলকিন্স। এক ঝলক ঠান্ডা হাওয়া ধেয়ে এলো ঘরের ভেতব। দেওয়ালে টাঙানো ধাতব মুখোসগুলো হাওয়ার ধাক্কায় দুলে উঠল। শব্দ উঠল, টুং টাং...টুং টাং...

সচক্ষে জুপিটার চাইল সেগুলোর দিকে। জিজ্ঞাসা করল প্রোফেসার ইয়ারবরোকে, "আপনি এই শব্দ শুনেই মনে মনে অন্যরকম ধারণা করে বসেন নি তো স্যার?"

—"না, না, মানুষের ভাষা আর ধাতু মুখোসের শব্দ—এ দুয়ের তফাৎ বুঝতে পারব না—আমি এতই বোকা?" প্রোফেসারের কণ্ঠস্বর ঈষৎ রুষ্ট।

অপ্রতিভ কণ্ঠে জুপিটার বলল, 'না না, প্রোফেসার, আমি এমনই একটা সম্ভাবনার কথা তুললাম মাত্র। তাহলে ধরে নিচ্ছি যে, আপনি এই মমিটাকেই সত্যি সত্যি কথা কইতে শুনেছেন।"

এমন সময়ে উইলকিন্স সবিনয় জানতে চাইল ঃ "স্যার, এখানে আমার আর কোনো কাজ আছে? না হলে আমার রোজের কাজ করিগে যাই। দেখুন, স্যার, দেখুন—" সহসা চিৎকার করে উঠল উইলকিন্স। আর সেই সঙ্গে প্রোফেসারের ওপর বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁকে নিয়ে একপাশে ছিটকে পড়ল মাটিতে। প্রায় সেই মুহূর্তেই শিয়ালমুখো প্রাচীন মিশরীয় দেবতা অনুবিস-এর ভারী কাঠের মূর্তিটা তাঁদের গা ঘেঁষে সবেগে টলে পড়ল মেঝেয়। সারা ঘর কেঁপে উঠল পতনের ধাক্কায় আর শব্দে।

আত্মসংবরণ করে গায়ের ধুলো ঝেড়ে প্রোফেসার ইয়ারবরো আর তাঁর খাটলার যখন উঠে খাড়া হলেন তখনো তাঁদের সারা শরীর থরথর করে কাঁপছে আতঙ্কে আর উত্তেজনায়। তাঁরা দুজনে অপলক চোখে চেয়ে রইলেন ভূলুণ্ঠিত অনুবিস-এর মূর্তিটার দিকে।

উইলকিন্স কম্পিত কণ্ঠে বললে, "আপনার সঙ্গে কথা কইতে কইতে হঠাৎ নজরে পড়ল আপনার পেছনে থাকা কাঠের এই মূর্তিটা টলছে—হেলে পড়েছে। আমি যদি সময়মত সাবধান না হতাম, তবে আজ আপনাকে বিশ্রী আর মারাত্মক রকমের আঘাত পেতো, স্যার।"

—“সে জন্যে আমি তোমার কাছে আজীবন কৃতজ্ঞ থাকব। উইলকিন্স। আমার মনে হয়, অনুবিস-এর এই পড়ে যাওয়াটা আকস্মিক অহেতুক নয়। নিশ্চয়ই কিছু কারণ ঘটেছে এর পেছনে।”

—“কিন্তু গত তিন হাজার বছর ধরে তো এই মূর্তিটা কখনো উল্টে পড়েনি তাহলে আজই বা পড়ল কেন? আপনি বরাত জোরে এ যাত্রায় বেঁচে গেলেন, স্যার। নাহলে লর্ড কার্টারের মতন আপনাকেও পরলোকের পথে পাড়ি দিতে হতো।” উইলকিন্স গোমড়া মুখে জবাব দিলে।

—“কার্টার তো মারা গেছিলেন মোটর-অ্যাকসিডেন্টে।” খিঁচিয়ে উঠলেন প্রোফেসার। “যথেষ্ট বক্ বক্ করেছ, উইলকিন্স, এবার নিজের কাজে যাও।”

—“যাই, স্যার।” বিরস মুখে উইলকিন্স যখন চলে যেতে উদ্যত হয়েছে, ঠিক সেই সময়ে দেওয়াল থেকে সোনালী রং করা একটা ধাতব মুখোস আচমকা খসে পড়ল মাটিতে। যে শব্দ উঠল তাতে সকলেই চমকে গেল।

—“ঐ—ঐ দেখুন, স্যার।” সকলের আগের উইলকিন্সেরই ভয়ার্ত কণ্ঠ শোনা গেল।

—“হাওয়ার ধাক্কায় পড়েছে।” জবাব দিলেন প্রোফেসার। “খোলা জানালাপথে ভেসে আসা হাওয়ার ধাক্কাতেই অনুবিস-এর স্ট্যাচু আর দেওয়ালের ঐ মুখোসটা পড়ে গেছে।”

প্রোফেসার যুক্তি দেখালেন বটে কিন্তু গলার আওয়াজটা তাঁর নিজের কানেই কেমন যেন বেসুরো ঠেকল।

জুপিটার এতক্ষণ বসে বসে অনুবিস-এর মূর্তিটাকে আগাগোড়া পরীক্ষা করছিল সন্ধানী চোখে। আগা-পাচতলা খুঁটিয়ে দেখছিল সে। মাঝে মাঝে জায়গায় জায়গায় হাত বোলাচ্ছিল। প্রোফেসারের কথায় সে দাঁড়িয়ে উঠে বিনম্র বচনে বললে, “অনুবিস-স্ট্যাচুটা বেশ ভারী। তলাটাও মসৃণ, এবড়ো খেবড়ো নয়। কাজে কাজেই সমানভাবে বসানো এমন একটা ভারী স্ট্যাচুকে উল্টে ফেলতে হবে এমন ফুরফুরে হাওয়া নয়—রীতিমত সাইক্লোনিক হাওয়ার দরকার স্যার।”'

ভ্রূ কুঞ্চিত মুখে ফিরে তাকালেন প্রোফেসার ইয়ারবরো। তার দৃষ্টিতে অসীম বিরক্তি। সেই বিরক্তিই কণ্ঠে ফুটিয়ে ঝাঁঝের সঙ্গে বললেন, “শোন আমার তরুণ বন্ধুটি—আমি একজন বৈজ্ঞানিক। আধুনিক শিক্ষা ও সভ্যতার কোলে পিঠে মানুষ হয়েছি। আমাকে কোনো গাঁজাখুরি গল্পে বিশ্বাস করতে বলো না। যদি খোলা মনে—সংস্কারমুক্ত মনে আমায় সাহায্য করতে পার তো করো নচেৎ তোমরা বিদায় নিতে পার। আমি কিছুমাত্র দুঃখিত হব না তাতে।”

কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে জুপিটার জবাব দিলে, “কোনো রকমের কুসংস্কার আমারও নেই, স্যার। আমিও এই যুগেরই ছেলে। কিন্তু মাত্র পাঁচ মিনিটের ভেতরে দু' দুটো আশ্চর্য ঘটনা ঘটে যাওয়া একটু অদ্ভুত নয় কি?”

—“কাকতলীয় ব্যাপার ছাড়া আর কিছু নয়। ভালো কথা, তিন হাজার বছরের পুরোনো মমিটা যে আমার সঙ্গে সত্যি সত্যি কথা বলেছিল, তা তুমি নাকি অবিশ্বাস করোনা—আলোচনা প্রসঙ্গে জানিয়েছিলে আমায়। কেন করবে না, নিশ্চয়ই সে বিষয়ে তোমার নিজস্ব কোনো সিদ্ধান্ত আছে?”

—“আছে। অবশ্যই আছে।”

—“নিশ্চয়ই বিজ্ঞান সম্মত সিদ্ধান্ত। কোনো আবোল-তাবোল অলৌকিক প্রলাপ নয়?

—“নিশ্চয়ই, স্যার।” বলে জুপিটার ফিরে তাকাল পিটি আর ববের দিকে। “পিটি আর

বব, তোমরা দু'জনে গিয়ে শোফার ওয়ার্দিংটনের কাছ থেকে আমার চামড়ার বাক্সটা চেয়ে নিয়ে এসো। ওটা গাড়ীর কেরিয়ারে রাখা আছে, বাক্সটার মধ্যে আমার দরকারী গোটা কয়েক জিনিস রয়েছে।"

এই রহস্যপুরী থেকে বেরোবার সুযোগ পেয়ে খুব খুশী হলো পিটি। সে খুশীখুশী সুরে ববকে ডাকলে, "চলে আয় বব।"

—"আমার সঙ্গে এসো, আমি তোমাদের পথ দেখিয়ে দিচ্ছি।" যেন উইলকিন্সও সরে পড়তে পারলে বাঁচে।

আসতে আসতে উইলকিন্স বিরস মনে পিটি আর ববকে বললে, 'ভারী একগুঁয়ে আর জেদী মানুষ এই প্রোফেসার। তিনি কিছুতেই অভিশাপের কথা বিশ্বাস করবেন না। কিন্তু তোমরা তো নিজের চোখেই দেখলে কী কী ঘটে গেল একটু আগে। কে জানে, এ যাত্রায় বেঁচে গেলেও পরের বার হয়তো আর রেহাই পাবেন না। কিম্বা হয়তো আমাদের কারো ঘাড়েই কোপটা পড়বে। শোন ছেলেরা, যে ভাবে পারো, তোমরা ওঁকে দিয়ে মমিটাকে আবার মিশরে ফেরৎ পাঠাবার ব্যবস্থা করে দাও।'

দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়েই চলে গেল উইলকিন্স। পিটি আর বব চিন্তাকুল মনে দাঁড়িয়ে রইল সেখানে।

তাদের দেখি ওয়ার্দিংটন সহাস্যে জিজ্ঞাসা করল, "কাজ শেষ?"

—"শেষ কোথায়? এই তো সবে শুরু হয়েছে।" পিটি নীরস গলায় জবাব দিলে। "আমাদের এবারের তদন্ত এক সুপ্রাচীন মিশরীয় অভিশাপকে নিয়ে। জানিনা কী ঘটবে শেষ পর্যন্ত। যাক, জুপিটারের চামড়ার বাক্সটা বার করে দাও তো।"

ওয়ার্দিংটন আর কোনো কথা না বলে বাক্সটা বার করে দিল গাড়ীর কেরিয়ার খুলে।

বাক্সটা বইতে বইতে পিটি বলল ববকে ঃ 'এর মধ্যে কী আছে কে জানে। তবে বাক্সটা বেশ ভারী।'

মিউজিয়াম রুমে ঢুকে ওর দেখতে পেল, প্রোফেসার ইয়ারবরো আর জুপিটার মিলে ভূপতিত শিয়ালমুখো অনুবিস-এর ভারী স্ট্যাচুটা আবার তুলে খাড়া করে জায়গামতো বসিয়ে দিয়েছে। শুনল, জুপিটার বলছে ঃ "আপনি যা-ই বলুন স্যার, হাওয়ায় এটা পড়েনি—পড়তে পারে না। নিজেই তো দেখলেন কত ভারী স্ট্যাচু। একমাত্র প্রচন্ড ঝড় না হলে কেউ একে সহজে টলাতে পারবে না।"

ভুরু কুঁচকে উঠল প্রোফেসারের। তিনি তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললেন।

—"তাহলে কোনো অতিপ্রাকৃত শক্তি এর পেছনে কাজ করেছে, তাই বলতে চাও?"

জুপিটার শান্ত কণ্ঠে জবাব দিলে, "কী কারণে স্ট্যাচুটা পড়ল তা আমি ঠিক জানিনা তবে কীভাবে মমি কথা কইতে পারে তার একটা সম্ভাব্য উদাহরণ আপনাকে আমি দেখাতে পারি। এই বলে জুপিটার পিটির কাছ থেকে চামড়ার ব্যাগখানা চেয়ে নিয়ে, সেটা খুলে যা করল, আপাত দৃষ্টিতে তাকে একটা ওভার সাইজ ট্রানজিস্টার রেডিও ছাড়া আর কিছু মনে হয় না। এই রকম তিনটি রেডিও সে একে একে বার করল বাক্স থেকে।

একটা রেডিও সে পিটিকে দিল। বাক্স থেকে তামার তার জড়ানো একটা চামড়ার বেল্ট করে নিজের হাতে সেটা বেঁধে দিলে পিটির কোমরে। তারপর ঐ বেল্ট থেকেই আর একটা তার টেনে নিয়ে জুড়ে দিলে পিটির হাতের রেডিওর সঙ্গে।

'শোন পিটি' বলল, জুপিটার, 'এখান থেকে সোজা বাগানে চলে যাও। এই রেডিওটা কানের কাছে তুলে ধরে কিছু শোনার ভান করবে। কিন্তু আসলে তুমি রেডিওর এই বোতামটা নামিয়ে দিয়ে আস্তে আস্তে কথা কইবে। যখন তোমার কথায় জবাব শোনার দরকার পড়বে তখন আবার বোতামটাকে তুলে দেবে। অর্থাৎ কথা বলার সময়ে বোতামটা নামাবে আর কথা শোনার সময় বোতামটা তুলে দেবে। বুঝেছ?'

'বুঝলাম। কিন্তু এটা কী?'

'এর নাম ওয়াকি-টকি। তামার তার জড়ানো এই বেন্টটা হচ্ছে অ্যানটেনা। কথাবলা আর কথা শোনার পরিধি হচ্ছে আধমাইলের মত। কোনো তদন্ত কাজে নেমে আমাদের যদি কখনো নিজেদের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়, তখন নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ অটুট রাখবার জন্যে এই ব্যবস্থা। গত হপ্তায় অনেক মাথা খাটিয়ে আমি তৈরী করেছি।'

পিটি জুপিটারের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে বললে, 'এবারে বুঝতে পারছি কেমন করে তুমি মিসেস ব্যানফ্রীর চিঠির কথা আগাম বলে দিয়ে আমাদের চমকে দিয়েছিলে।'

জুপিটার অতি কষ্টে হাসি চেপে জবাব দিলে, 'ওকথা এখন থাক। আগে প্রোফেসারের কাজ হোক।'

'ঠিক আছে।' চলে গেল পিটি তার ট্রানজিস্টার কানে লাগিয়ে।

জুপিটার এবার প্রোফেসারের অনুমতি নিয়ে গিয়ে ঝুঁকে দাঁড়াল রা-ওর্কনের পাশে। কী যেন করল হাত বাড়িয়ে। যখন সোজা হলো দেখা গেল বাকি দুটি ট্রানজিস্টারের আর একটি অদৃশ্য হয়েছে। একটি তার হাতে।

হাতের রেডিওটি মুখের কাছে তুলে ধরে জুপিটার বলল, 'পিটি কথা শুরু কর। প্রোফেসার আপনি শুনুন। রা, তুমিও শোন!'

জুপিটারের কথায় দু'জনেই উৎকর্ণ হয়ে উঠল।

জুপিটর বললে, 'এখানে—এই মমির বাক্সটার কাছে এসে দাঁড়ান।'

তারা তাই করল। আর তখনি শুনতে পেল পিটির দুরাগত কণ্ঠস্বর। মমির বাক্সের ভেতর থেকে শব্দটা উঠছে। যেন পিটির গলায় মমিই কথা কইছে।

'আমি দেওয়াল পেরিয়ে উৎরাই বেয়ে নীচে নেমে চলেছি-নীচেকার ঐ ঝোপগুলোর দিকে।'

'কথা জারি রাখ পিটি। থেমোনা।' রেডিওতে বলল জুপিটার। তারপর প্রোফেসারকে উদ্দেশ করে বললে, 'দেখলেন তো স্যার, মমিকে কথা কওয়ানো কত সোজা ব্যাপার। আপনার রহস্যের এক বিজ্ঞান সম্মত সমাধান। আমার মনে হয় একটা খুব ছোট রেডিও-রিসিভার এই মমিকেসের কোথাও না কোথাও লুকোনো আছে আর কেউ একজন এ বাড়ীর বাইরে থেকে তার ট্রান্সমিটারের কথা কয়ে আপনাকে চমকে দিয়েছে। যাতে আপনি সহজেই মনে করেন যে—'

জুপিটারের কথা শেষ হলো না। সেই মুহূর্তে পিটির অনর্গল বাক্য স্রোতের মধ্যে ধ্বনিত হয়ে উঠল এক সতর্কতার সুর।

'জুপি, আমার সামনে ঝোপের আড়ালে আমি যেন কাউকে লুকিয়ে থাকতে দেখেছি। আমাদের বয়সী একটি ছেলে। পেছন ফিরে বসে আসে। তাই আমায় দেখতে পায়নি এখনো। দাঁড়াও ওকে আমি পাকড়াও করছি।'

'সবুর কর। আমরাও আসছি তোমার সাহায্যে।'

'ততক্ষণে পালিয়ে যেতে পারে। আগে আমি ধরি। তারপর আমার ডাক শুনে তোমরা এসো।'

'ঠিক আছে। শুনলেন তো প্রোফেসার, একজন অবাঞ্ছিত আর অনাহুত আগন্তুক আপনার বাড়ীর বাগানে অনধিকার প্রবেশ করেছে। এবার বোধহয় আপনার কথা-কওয়া মমির রহস্যের সমাধান হয়ে যাবে। যদি অবশ্য ধরা যায় ওকে।

ছেলেটির অলক্ষ্যে আর অজান্তে চুপিসারে গিয়ে পিটি পাকড়াও করল তাকে।

একটি পাতলা গড়নের ছেলে, ববের মতোই মাথায় লম্বা, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ আর গভীর কালো দুটি চোখ।

ধরা পড়ে মুক্তির জন্য ভীষণ ধস্তাধস্তি শুরু করে দিলে পিটির সঙ্গে। ধস্তাধস্তির ভেতরেই এক সময়ে পিটি তার ওয়াকি-টকির ভেতরে খবরটা পৌঁছে দিলে জুপিটারদের কানে। তারপরেই রেডিওটা ভেঙে পড়ল দু'জনের দেহের চাপে।

ছেলেটি রোগা হলে কি হবে? ভীষণ কোমল আর ঈল মাছের মতই পিচ্ছিল। একবার তো পিটির কঠিন বাঁধন থেকে পিছলে প্রায় পালিয়ে গেছিল আর কি।

ধস্তাধস্তির মধ্যে ছেলেটি অজানা আর বিদেশী ভাষায় দুর্বোধ্য কিছু উচ্চারণ করছিল চিৎকার করে।

ইতিমধ্যে জুপিটার আর ববকে দৌড়ে আসতে দেখা গেল দূরে। তাদের পেছনে পেছনে প্রোফেসার ইয়ারবরোকে। আসতে আসতেই তারা দেখতে পেল এই ভয়ঙ্কর ধস্তাধস্তি। কিন্তু তারা অকুস্থলে এসে পৌঁছবার আগেই আরেকজন কে যেন তাদের আগে তীরের মত ছুটে ঘটনাস্থলে গিয়ে হাজির হলো। তার অঙ্গের নীল রঙের আঙরাখা আর হাতের শাবল দেখেই বোঝা গেল—সে প্রোফেসারের একজন কর্মচারী, বাড়িতে বাগানে কাজ করে। লোকটি হাতের শাবল ছুঁড়ে দিয়ে হাওয়ার মত ছুটে গেল সেই ঝোপের দিকে।

ছুটতে ছুটতেই প্রোফেসার জানালেন ম্যাগাসে ভাইদের একজন আমার বাগানে কাজ করে। জাতে ফিলিপিনো। সাতভাই সকলেই জুডো এক্সপার্ট। দেখতে ছোটখাটো হলেও শরীরে যথেষ্ট শক্তি রাখে। ও যখন যাচ্ছে তখন আর চিন্তার কিছু নেই।

প্রোফেসারের কথায় বব আর জুপিটার নিজেদের দৌড়ের গতি একটু কমিয়ে দিল। তারা দেখতে পেল, মালী সেই যুধ্যমান দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর ওপর ঝুঁকে পড়ে সফল হাতে অনায়াসে তাদের ছড়িয়ে দিল পরস্পরের কঠিন আলিঙ্গন থেকে।

পিটি আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল ভূমিশয্যা ছেড়ে। অবাঞ্ছিত ছেলেটিকে মালীর কব্জায় দেখে হাঁফাতে হাঁফাতে বললে, 'সাবধানে ধরে থেক ভীষণ বজ্জাত। বুনো বেড়াল যেন।'

প্রত্যুত্তরে ছেলেটি দুর্বোধ্য বিদেশী ভাষায় হড়হড় করে কী কতকগুলো যেন বলল মালীকে। মালীও চিৎকারে সেইভাবে জবাব দিল তাকে। তারপর সেই কথার ভেতরেই যন্ত্রণায় ঈষৎ আর্তনাদ করে উঠল মালী ম্যাগাসে। আর পিটি কিছু বোঝবার আগেই এক ঝটকায় নিজেকে মালীর কবল থেকে মুক্ত করেই হরিণের মত ছুট লাগালো ছেলেটি। ঘটনাটা এত চকিতে ঘটল যে, মালী কিংবা পিটি কেউ নিজের নিজের জায়গা থেকে নড়বারই সুযোগ পেল না।

ইতিমধ্যে ওরা তিনজন এসে পড়ল।

উদ্বিগ্ন কণ্ঠে প্রোফেসার জিজ্ঞেস করলেন, 'ব্যাপার কী? ওই ছেলেটা পালাল কেমন করে?'

'আমার দোষে।' মুখ নীচু করে জবাব দিলে মালী ম্যাগাসে। 'আমারই অসাবধানতায় হাতে কামড়ে দিয়ে পালিয়েছে সে।' বলে নিজের ডান হাতটা দেখাল সে। সবাই সেখানে দাঁতের দাগ দেখতে পেল। আহত স্থানটি ধীরে ধীরে রক্তমুখী হয়ে উঠেছে।

প্রোফেসার তাড়াতাড়ি বললেন, 'না না, তোমার আর দোষ কী? যাও যাও, শীগগির একজন ডাক্তারকে দেখিয়ে হাতটাকে ভাল করে ড্রেস করিয়ে নাও। নইলে বিষিয়ে যেতে পারে আবার।'

নিজের মনেই নানা আক্ষেপ করতে করতে মালী চলে গেল সেখান থেকে।

এতক্ষণ পরে বব মুখে খুললে। জিজ্ঞাসা করলে, ছেলেটা কে? কী করছিল এখানে?

'কে তা জানিনা তবে এই ঝোপের আড়ালে বসে এ বাড়ীর দিকে নজর রাখছিল। আমি ওকে ধরেও ধরে রাখতে পারলাম না।'

আফশোস করল জুপিটার ঃ 'ইস্! অনেক কথা জানা যেত এতক্ষণে।'

প্রোফেসার চিন্তাকুল মনে বললেন, 'পিটির রেডিওটা গুড়ো হয়ে যাবার আগে ছেলেটার কয়েকটা কথা শুনতে পেয়েছিলাম আমরা। আরবী ভাষায় চিৎকার করে উঠেছিল সে। হে মহান রা-ওর্কন, তুমি আমার সহায় হও। এর মানে কী? রা-ওর্কনের নাম ও জানল কোত্থেকে?'

জুপিটার কোন কথা বলার আগেই পিটি সভয়ে চেঁচিয়ে উঠল ঃ 'কী সর্বনাশ! চেয়ে দেখ, চেয়ে দেখ ওদিকে।'

চমকে সবাই ফিরে তাকাল সেই দিকে। ভয়ে প্রাণ উড়ে গেল তাদের। চড়াইয়ে দিকে, প্রোফেসারের বাড়ী যাবার রাস্তার মুখে দুপাশের পাথরের থামের আড়ালে যে বিরাট আকারের—প্রায় এক টন ওজনের পাথরের গোলা দুটো বসানো ছিল, তারই একটা কীভাবে যেন স্থানচ্যুত হয়ে প্রচন্ড বেগে ঢাল বেয়ে গড়িয়ে আসছে তাদের দিকে।

ছয় ❑ একজন অপ্রত্যাশিত আগন্তুক

বিরাট পাথরের গোলাটাকে তাদের দিকেই গড়িয়ে আসতে দেখে পিটি আর বব প্রানের ভয়ে দৌড় দেবার জন্য প্রস্তুত হলো কিন্তু তীক্ষ্ণকণ্ঠে প্রোফেসার বারন করলেন ঃ 'খর্বদার! চুপ করে দাঁড়াও। এক ইঞ্চিও নিজের জায়গা থেকে নড়ো না।'

প্রোফেসারের দুরদৃষ্টি ছিল। এবড়ো-খেবড়ো জমিতে টক্কর খেতে খেতে গোলাটা নামছে, তাই একটু একটু করে দিক পরিবর্তন ঘটছিল সেটার। ফলে শেষ পর্যন্ত ফিট দশেক দূর দিয়ে গোলাটা তাদের পাশ কাটিয়ে সশব্দে গড়াতে গড়াতে নেমে গেল নীচে।

ঘাম দিয়ে যেন জ্বর ছাড়ল সবাইকার।

এমন সময়ে দেখা গেল উইলকিন্স ছুটতে ছুটতে আসছে বাড়ী থেকে। কাছে এসে সে হাঁফাতে হাঁফাতে জিজ্ঞাস করলে, 'আপনারা সবাই নিরাপদে আছেন তো, স্যার? আমি আগেও বলেছি—আবারো বলছি, এ হচ্ছে ওই রা-ওর্কনের অভিশাপ। আপনি মরবেন—আমরা মরব—সকলেই মরব।'

অভিশাপের কথা জুপিটার এই প্রথম শুনল। তাই আশ্চর্য্যে ভুরু তুলে প্রশ্ন করল প্রোফেসারকে ঃ 'সত্যি নাকি, স্যার?'

'আরে না, না, সব বাজে কথা।' প্রবল ভাবে প্রতিবাদ করে উঠলেন তিনি ঃ 'আমি যখন

রাজাদের উপত্যকায় প্রথম এর সমাধিটি আবিষ্কার করি তখন এর সমাধি-স্তম্ভে উৎকীর্ণ কিছু লিপির পাঠ নিয়ে খবরের কাগজে নানান আজগুবি গল্প ফাঁদা হয়। এর সমাধি-স্তম্ভে উৎকীর্ণ

প্রোফসার একটু ভেবে নেবার অবসরেই উইলকিন্স বলে উঠল, 'তাতে খোদাই করা ছিল ঃ রা-ওর্কন ন্যায়াধীশ, ঘুমোচ্ছেন এই সমাধিতে। যারা তাঁর সেই সুন্দর ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাবে তাদের ওপরে নেমে আসবে অশেষ বিপর্যয়।'

রেগে গেলেন প্রোফেসার। তিনি ধমকে উঠলেন তাকে ঃ উইলকিন্স। তোমার স্পর্ধা তো কম নয়।

ধমক খেয়ে উইলকিন্স কাঁচুমাচ মুখে মাথা নীচু করে নতকণ্ঠে বললে, 'আমায় ক্ষমা করুন স্যার।'

প্রোফেসার অতঃপর আত্মসংবরণ করে জুপিটারকে জানালেন ঃ সমাধি-স্তম্ভে লেখা ছিল— ন্যায়াধীশ রা-ওর্কন এই সমাধিতে ঘুমোচ্ছেন। তাঁর সেই ঘুম যদি কোন কারণে বিঘ্নিত হয় তবে খুবই দুঃখের কারণ হবে তা। মানে দুঃখ পাবেন রা-ওর্কন। এই লিপিটার পাঠোদ্ধার হয় আমার আর লর্ড কার্টারের মধ্যে। উইলকিন্স যা বললে সেটা লর্ড কার্টারের মত। দ্বিতীয়টা আমার। মনে করি আমারটাই ঠিক।

থামলেন প্রোফেসার। তার কণ্ঠস্বর প্রগাঢ় হয়ে উঠল। তিনি বলতে লাগলেন—'রা-ওর্কনকে ঘিরে যে রহস্য ঘুরপাক খেয়ে চলেছে তা আমি অস্বীকার করি না। দৈবাৎই আমরা রা-ওর্কনের সমাধিস্থল আবিস্কার করে ফেলি। পাহাড়ের খাঁজে লুকানো ছিল এটি। রাজকীয় অন্য সমাধিস্থলে যেমন কিছু না কিছু স্মৃতি নিদর্শন পাওয়া যায়, এর সমাধিতে তার কিছুই ছিল না। শুধু মমির বাক্স এবং রা-ওর্কন আর তার প্রিয় পোষা-বেড়ালের মমি। মিশরীয়দের যেমন রীতি—ইনি কে? কী এঁর কীর্তিকলাপ কোথায় বা এসব কোনো পরিচয়ই লিপিবদ্ধ ছিল না কোথাও। রা-ওর্কন যাতে কারো দৃষ্টি আকর্ষণ না করেন, সেই ব্যবস্থাই যেন করেছিল তাঁর স্বজনেরা। কোনো কবর চোরও এই সমাধিটির সরল অনাড়ম্বরতার জন্য ছুঁয়েও দেখেননি এটাকে।

'যেহেতু সরল অনাড়ম্বতার এত বাড়াবাড়ি তাই আমাদের মনে হয়েছিল, সাধারণ মানুষ উনি ছিলেন না মোটেই। তাঁর জন্ম মৃত্যুর তারিখের কোনো উল্লেখ নেই...আনুপূর্বিক পরিচিতি নেই...এখন কি রা-ওর্কন নামটাও বেশ গোলমেলে। নামের প্রথমাংশ রা হচ্ছে মিশরের সুপ্রাচীন রাজবংশীয় নাম। আর ওর্কন-এর মধ্যে রয়েছে পরবর্তী লিবিয়ান জাতির রাজা। তিন হাজার বছরের সামান্য কিছু বেশী হবে এই লিবিয়ানরা মিশর জয় করে তার শাসনকর্তা হয়ে বসে। সুতরাং আমার প্রথম কাজ হবে রা-ওর্কনের সঠিক জন্ম-মৃত্যুর সময় নিরুপণ করা ও তাঁর নামের গোলমালের জট ছাড়ানো—শেষে কেন যে তাঁকে এত সরল অনাড়ম্বর ভাবে আর গোপনে সমাহিত করা হয়েছে, তার প্রকৃত কারণ নির্ধারণ করা।

অভিশাপ-অভিশাপ করে উইলকিন্স যে এত চেঁচাচ্ছে, ওর কথায় কান দিও না তোমরা। হ্যাঁ, আমার মিশর-অভিযানের সঙ্গী-সাথীদের কয়েকজনের মৃত্যু ঠিক স্বাভাবিক নয় তা ঠিক। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, তারা সবাই রা-ওর্কনের অভিশাপের শিকার হয়েছিল। দুর্ঘটনা যে কোনো সময়েই ঘটতে পারে—মনোযোগের অভাব বোধে ঘটবে। লর্ড কার্টার মারা গেছিলেন মোটর অ্যাকসিডেন্টে। আমার সেক্রেটারি আলেক ফ্রীম্যান—আমার বাড়ীর উল্টোদিকে

খাদের ওপারে যাঁর বাড়ী, আমার সেই বন্ধু প্রোফেসার ফ্রীম্যানের বাবা, কায়রোর বাজারে অজানা আততায়ীর হাতে খুব হয়েছিলেন। আমাদের ফটোগ্রাফার আর লর্ড কার্টারের ব্যক্তিগত সেক্রেটারীও একই গাড়ীতে ছিল কার্টারের সঙ্গে তারাও আহত হয়েছিল কিন্তু মরেনি। আরো অনেক কাল বহাল তবিয়তে বেঁচেছিল। আমাদের মালবাহী কুলীদের সর্দার আর গাইড সেই মিশরীয় লোকটি পরে মারা গেছিল সাপের কামড়ে।

এ সবই তো অ্যাকসিডেন্ট—একদিনেও ঘটেনি, ঘটেছে দীর্ঘ পঁচিশ বছর ধরে একের পর এক। অস্বাভাবিক কিছু নয়। রা-ওর্কনের অভিশাপের প্রভাবে নয়, এরা মারা গেছে কোনো না কোনো যুক্তিসিদ্ধ কারণে। কিন্তু যেহেতু আমার অভিযানের সঙ্গীরাও মরেছে একে একে তাই সর্বনাশা উইলকিন্স উঠে পড়ে লেগেছে ব্যাপারটাকে অভিশাপ বলে চালাতে।

আরো একটা কথা, এর সঙ্গে আমার মমির কোনো সংযোগ আছে কিনা জানিনা, তবে গত হপ্তায় আহমেদ না ঐ ধরণের নামের একজন লিবিয়ান কম্বল ব্যবসায়ী আমার কাছে এসে, মমিটা তাকে দিয়ে দেবার জন্যে অনেক অনুরোধ উপরোধ করেছিল। নিজেকে সে পরিচিত করেছিল লিবিয়ার শ্রমিক পরিবারের একটা মুখপাত্র হিসেবে। রা-ওর্কন নাকি এই হামিদ পরিবারেই আদি পুরুষ। জনৈক যাদুকর নাকি স্বপ্নে এ কথা জানতে পায় বলেছে তাদের। হোয়াট ননসেন্স। লোকটা যাবার সময় আমায় আবার শাসিয়ে গেছিল ঃ যদি না রা-ওর্কনকে সত্যিকারের বংশধরদের হাতে যথা মর্যাদার সঙ্গে ফিরিয়ে দেওয়া হয় তবে তার প্রতিফল আমি পাবোই।'

'যাগ গে সে সব কথা, এখন চলো, দেখে আসি পাথরের ঐ গোলাটা কী ভাবে খসে পড়ল উপর থেকে।'

সবাই মিলে এগোল সেই দিকে। থামের কাছে গিয়ে কিন্তু অসাধারণত্ব কিছু লক্ষ্য করা গেল না। চুন-বালি-সিমেন্ট এর যে আস্তর দিয়ে গোলাটা আটকানো ছিল থামের মাথায়, রোদে জলে-হাওয়ায় আর সময়ের প্রভাবে জায়গায় জায়গায় সেটা ক্ষয়ে গেছে, ভেঙে গেছে, জীর্ণ হয়ে পড়েছে। তা ছাড়া প্রাকৃতিক কারণে এলাকার মাটি উঠে গিয়ে থামটার ভিত্তিভূমি বেশ দুর্বল করে তুলে থামটাকে সামনের দিকে সামান্য ঝুঁকিয়ে দিয়েছিল। ফলে যথাযথ ভারসাম্য বজায় ছিল না ভারী গোলাটায়।

প্রোফেসার ইয়ারবরোর সব ব্যাপারটা ছেলেদের দেখিয়ে আর বুঝিয়ে দিয়ে মন্তব্য করলেন ঃ খুব সম্ভব মৃদু ভূকম্পনেই গোলাটা খসে পড়েছে তার জায়গা থেকে। ভূকম্পন এখানে নতুন ব্যাপার কিছু নয়। সুতরাং একথা স্পষ্টই প্রমাণিত হচ্ছে যে এই দুর্ঘটনার পেছনে অভিশাপের কোনো হাত নেই।

উইলকিন্স কিন্তু সন্তুষ্ট হতে পারল না এই ব্যাখ্যায়।

আবার সবাই ফিরে এলো এই মিউজিয়ামে।

প্রোফেসার জুপিটারকে বললেন, 'তোমার উদাহরণ খুবই প্রশংসনীয় আর বিশ্বাসযোগ্য বটে কিন্তু দুঃখের বিষয়, রা-ওর্কনের মমির আড়ালে কোনো রেডিও লুকোনো নেই।'

জুপিটার সামান্য ম্রিয়মান কণ্ঠে উত্তর দিল, 'আমার প্রথম থিয়োরী ভুল প্রমাণিত হওয়ায় আমি দুঃখিত স্যার।'

'তাতে কী হয়েছে? প্রথম থিয়োরী প্রায় সকলেরই ভুল হয়। তাতে হতাশ হলে চলে

না। তোমার আর কোনো থিয়োরী আছে?'

'আপাততঃ নেই। আর একটা জিজ্ঞাসা আছে। আপনি যখন একা থাকেন মমিটা তখনই শুধু কথা কয়। আর কোনো সময় নয়?'

'এ বাড়িতে আর কেউ থাকে না আপনার সঙ্গে?'

'শুধু উইলকিন্স।' বললেন প্রোফেসার। গত দশ বছর ধরে ও আমার বাটলারের কাজ করছে। আর আগে থিয়েটারের অভিনয় করত। উইলকিন্স আমার সব কিছু। রাঁধুনি থেকে সোফার পর্যন্ত।'

'মালীর সম্বন্ধেও কিছু বলুন। লোকটা নতুন বহাল নাকি?'

'না না। ম্যাগাসেরা সাত ভাই। ওরা গত আট বছর ধরে আমার কাজ করছে অবশ্য। সাতজনেই এক সঙ্গে নয়। এক ভাই যায়—সে গেলে আর এক ভাই আসে কাজে। মানে সাত ভাইয়ের একজন না একজন না একজন সেই বদলি হিসেবে কাজ করে দেয় আমার।'

জুপিটার চুপ করে গেল। তারপর বলল, 'মমির কথাগুলো নিজের কানে একবার শুনতে পেলে ভাল হতো।'

'কিন্তু একমাত্র আমার কাছে ছাড়াও তো আর কারো কাছে মুখ খুলবে না : মুস্কিল সেখানেই।'

'মুস্কিল অবসান করতেই হবে। মমিকে আমার কাছে মুখ খোলাতেই হবে। সুচিন্তিত কণ্ঠে বলল জুপিটার। স্যার, সন্ধ্যের সময়ে আমরা আবার আসব। পরীক্ষা করব রা-ওর্কনের মমি আমার সঙ্গে কথা বলে কিনা।'

সেইদিন বিকেল।

নিজেদের সদর দপ্তরে বসেছিল পিটি আর বব। জুপিটার ছিল না। পিটি একবার আলগোছে দেয়াল ঘড়িটার দিকে চেয়ে ববকে জিজ্ঞাসা করলে, 'জুপি কোথায় গেল বল তো? স-ছটা বেজে গেল এখনো তার পাত্তা নেই? অথচ আমাদের ঠিক ছটার সময় এখানে হাজির হতে বলেছিল।'

'কেন, ওর কাকীমাকেও কি বলে যায়নি ও কোথায় বেরুচ্ছে?'

'না। সেই তো হয়েছে মুশকিল। তিনি শুধু বললেন, ও নাকি রোলস-এ চেপে গেছে। দাড়া, সী-অনটাকে তুলে একবার দেখি ও আসছে কিনা।'

পিটি তাদের সর্বদর্শী দেখবার যন্ত্র পেরিসকোপটাকে ঠেলে তুলল ওপরে। 'আরে। ওই তো ও আসছে। গাড়ীর কাটায় ঝুঁকে রয়েছে। বোধহয় ওয়াকি-টকিতে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করছে। আয়, কথা বলা যাক।'

তাড়াতাড়ি টেবিলের ধারে গিয়ে সুইচ অন করে দিয়ে কথা শুরু করল পিটি : হেডকোয়ার্টার থেকে আমি সেকেন্ড ইনভেষ্টিগেটার বলছি—শুনতে পাচ্ছ ফার্ষ্ট ইনভেষ্টিগেটার?'

উত্তর শোনার জন্য ট্রান্সমিটারের বোতামটাকে ঠেলে তুলে দিল ওপরে। সঙ্গে সঙ্গেই ভেসে এলো : 'ফার্ষ্ট ইনভেষ্টিগেটার বলছি। তোমরা সী-অনকে ব্যবহার করেছ লক্ষ্য করছি। কিন্তু ওটার দরকার শেষ হয়ে গেলে নামিয়ে রাখতে ক্ষতি কি? শীগগির নামাও।'

শুনে বব পেরিসকোপটাকে নামাতে গেল। কিন্তু নামাবার আগে একবার উঁকি দিতে ছাড়ল

না। বললে, হাতে একটা জিপার ব্যাগ নিয়ে জুপি সদর দপ্তরের দিকেই আসছে। ওদিকে গাড়ী নিয়ে অপেক্ষা করছে ওয়ার্দিংটন!

এইটুকু বলেই সে পেরিসকোপটাকে নামিয়ে নিলে।

কয়েক মিনিট কাটল কিন্তু জুপিটার এলো না দেখে বব মহা আশ্চর্য হয়ে বলল, জুপির আসতে এত দেরী হচ্ছে কেন বলতেই তার মুখের কথা শেষ হতে না হতেই চোরা দরজার কপাটে বিশেষ শব্দ-সংকেত শুনেই তার বুঝতে পারলে তাদের দলের একজন আসছে। পর মুহূর্তে ওপর দিকে ঠেলে উঠে খুলে গেল চোরা-দরজা। দরজার মুখে যাকে দেখা গেল সে জুপিটার না—অন্য কেউ যাকে দেখবার কল্পনাও করেনি এই দুই বন্ধু।

প্রোফেসার ইয়ারবরো।

আত্মসংবরণ আর বিস্ময় দমন করে পিটি জিজ্ঞাসা করলে, 'একি! প্রোফেসার আপনি। আপনি এখানে? জুপিটার কোথায়?'

বৃদ্ধ ভদ্রলোক তাঁর পক্ষে একান্ত বেমানান যুদ্ধজনোচিত ভঙ্গীতে লাফ দিয়ে উঠে এলেন চোরা-দরজার মুখ থেকে তারপর সহাস্যে বললেন, 'রা-ওর্কনের অভিশাপ লেগেছে জুপিটারকে। তিনি তরুণ সেই ছেলেটিকে আমার মতন এক বৃদ্ধে রূপান্তরিত করে দিয়েছেন হাঃ-হাঃ-হাঃ।

দু-জোড়া বিস্মিত দৃষ্টির সামনে নিজের ছদ্মবেশ অপসারণ করলে জুপিটার। বলল, আমি যদি আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের ঠকাতে পেরে থাকি তাহলে চোখ বোঁজা মমিটাকেও যে ঠকাতে পারব সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।'

'মমিটাকে ঠকাবার জন্যে ছদ্মবেশ নিয়েছ তার মানে?' পিটি অবাক।

'মানে খুব সোজা। মমিটা যদি আমাকে প্রোফেসার মনে করে ঠকে যায় তাহলে কথা কইবে আমার সঙ্গে। কারণ সে কখনও অন্য কারো সঙ্গে কথা কয়না।'

'থামো থামো।' জুপিটারের কথায় বাধা দিল পিটি। 'তোমার কথায় মনে হচ্ছে তিন হাজার বছরের পুরোনো ঐ মমিটা যেন সত্যি সত্যি দেখতে, শুনতে আর কথা কইতে পারে। যে কেসে একটা অতি প্রাচীন মৃতদেহকে ঠকাবার জন্যে এ যুগের একজন সুসভ্য আর সুশিক্ষিত তরুণকে ছদ্মবেশ ধরতে হয়—'সে কেসে আমি নেই। আমার অভিমত হলো, এ কেসের মুলতুবি রাখা হোক। তার বদলে মিসেস ব্যানফ্রীর হারানো বিড়ালের কেসটাকে নিয়ে নাড়াচাড়া করা যাক।'

বব কী যেন বলতে গিয়েও বললে না। মুখ টিপে রইল।

জুপিটার জিজ্ঞাসা করল পিটিকে ঃ তুমি তাহলে সত্যিই আমাদের সঙ্গে যেতে চাও না? দেখতে চাওনা আমি মমিটাকে কথা কওয়াতে পারি কিনা?

এবার পিটির দ্বিধাগ্রস্ত হবার পালা। একদিকে কৌতূহল, অন্যদিকে নিজের জিদ। তবু সে নিজের জিদই আঁকড়ে রইল। গোমড়া মুখে জবাব দিল, আমার এক কথা।

ঠিক আছে। জুপি শান্ত কণ্ঠে বললেন। আমরা যখন তিনজন রয়েছি, তখন একটার বেশী কেস নিয়ে তদন্তে নামার কোনো অসুবিধেই নেই। তুমি তাহলে মিসেস ব্যানফ্রীর কেসটাই দেখ—আমি আর বব যাই প্রোফেসারের ওখানে।

সাত ❑ অনুবিস-এর আবির্ভাব

ঘণ্টাখানেক বাদে পিটিকে দেখা গেল সান্টা মণিকায়—মিসেস ব্যানফ্রীর সঙ্গে তাঁর হারানো

বিড়াল নিয়ে কথাবার্তা চালাতে।

ঠিক সেই সময়েই প্রোফেসার ইয়ারবরো মিউজিয়ামে প্রোফেসারেরই ছদ্মবেশে, জুপিটারকে দেখা গেল জানালাগুলো একের পর এক খুলে দিতে। ঘরের ভেতরকার উজ্জ্বল আলোটাকে জ্বেলে দিয়েছে সে। বাইরে তখনও বেশ দিনের দীপ্তি রয়েছে। তবে একটু একটু করে রং পাল্টাচ্ছে সেই দীপ্তি।

জানলাগুলো খুলে দিয়ে জুপিটার এবার ফিরে গেল মমির বাক্সটার ডালা তুলে দিয়ে সেই নিথর নিস্পন্দ মৃতদেহটার দিকে চেয়ে জুপিটার বললে, জাগো—কথা কও রা-ওর্কন। আমি তোমার কথা শুনতে চাই। বুঝতে চাই কী বলতে চাও তুমি। কথাগুলো অবশ্য সে যতদূর সম্ভব প্রোফেসার ইয়ারবরোর গলায় আর ভঙ্গীতেই বলবার চেষ্টা করল।

জুপিটার আর প্রোফেসারের দৈহিক আকৃতি প্রায় এক। সুতরাং তার বিশেষ কোনো অসুবিধের সৃষ্টি হয়নি ছদ্মবেশ নিতে।

সংলগ্ন পাশের ঘরেই ববকে নিয়ে লুকিয়েছিলেন আসল মানুষটি। অধীর আগ্রহে আর অসীম উত্তেজনা নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন এই প্রতারণার ফলাফলের। উইলকিন্স রান্নাঘরে রান্নার কাজে ব্যস্ত থাকায় বিন্দু-বিসর্গও জানতে পারল না এই ষড়যন্ত্রের কথার।

জুপিটার আবার ডাকল রা-ওর্কনকে ঃ কথা কও রা-ওর্কন। কথা কও। আমায় বুঝতে দাও তোমার কথা।

একটু গুণ গুণ শব্দ উঠছে না?

তার অশ্রুত অজানা ভাষায় কথাগুলো অদ্ভুত আর কর্কশ ধ্বনি জাগছে না এই মমির বাক্সটা থেকে?

মাথা ঘুরিয়ে বিস্মিত জুপিটার চাইল চতুর্দিকে। ঘরে সে একা। পাশের যে ঘরে ববকে নিয়ে প্রোফেসার রয়েছেন, সে ঘরের দরজাও বন্ধ। তাহলে?

জুপিটার নিজের কান পাতল মমির অনড় ঠোঁটের একটু ওপরে। আওয়াজ অনেকটা স্পষ্ট কিন্তু অর্থ স্পষ্ট নয়। শুধু জরুরী আর আদেশব্যঞ্জক সুরটুকু দিব্যি ধরা যায়। কীসের অদেশ? কতকটা জরুরী?

জুপিটার এটুকু অনুধাবন করল যে, প্রোফেসার মশাই কোনো বিভ্রান্তির শিকার নন। এই আওয়াজটাই তিনি শুনতে পেয়েছেন গত কদিন ধরে। মমিটা তাহলে সত্যিই কথা কয়।

জুপিটারের কোটের পকেটে একটু ক্ষুদে টেপরেকর্ডার লুকোনো ছিল সে চটপট মমির কথাগুলো টেপ করে নিলে। কথা তো নয় ফিসফিস্যান মাত্র। তবু জুপিটারের আশা ছিল, মানুষের কান যেখানে হারে সেখানে এই যন্ত্রের মান নিশ্চয়ই নিজের সূক্ষ্ম কারিগরী গুণ দেখাতে পিছিয়ে পড়বে না।

প্রায় মিনিটখানেক ধরে বয়ে চলল ওই শব্দের স্রোত।

আরো ভালো, আরো স্পষ্ট করে শোনবার জন্যে আরো ঝুঁকে পড়ল জুপিটার। আর তার ফলে তার নকল দড়ির একটা অংশ আটকে গেল মমি-লেন্স-এর একটা ঠেলেওঠা কাঠের চোকলায়। দাঁড়িতে টান পড়তেই সব ভুলে নিজের স্বাভাবিক গলায় উঃ বলে চেঁচিয়ে উঠল জুপিটার। কাঠের চোকলা থেকে তাড়াতাড়ি নিজের দাঁড়ি ছাড়তে গিয়ে দেহের ভারসাম্য হারিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল সে। আর পড়ার দরুণ মাথার পরচুল ও চোখের নকল চশমা ও নকল

দাড়ি সবই যে যার স্থানভ্রষ্ট হয়ে পড়ল।

আত্মবিস্মৃত জুপিটার উঠে দাঁড়াল সবেগে।

ঠিক সেই মুহূর্তে পাশের ঘরের দরজা খুলে ঘরে এসে ঢুকলেন প্রোফেসার ইয়ারবরো, পেছনে পেছনে বব।

ব্যাপার কী, জুপি? জিজ্ঞসা করলো বব।

আমরা তোমায় 'উঃ' বলে চেঁচিয়ে উঠতে শুনলাম। কী হয়েছে? জিজ্ঞাসা করলেন প্রোফেসার।

মুখ কাঁচুমাচু করে জুপিটার জবাব দিলে, নিজের অসাবধানতার দোষে নিজেই সব মাটি করলাম স্যার। বেশ কথা কইছিল মমিটা কিন্তু এখন আর মুখ খুলছে না।

আর একবার চেষ্টা করে দেখ। বললেন প্রোফেসার।

কিন্তু বৃথা চেষ্টা।

অতঃপর আর পন্ডশ্রম না করে সবাই মিলে পাশের ঘরে চলে গেল। সেখানে গিয়ে ছদ্মবেশ খুলে নিজের স্বাভাবিক পোষাক পরে নিলে জুপিটার। তারপরে তিনজনে মিলে বসল টেপ-রেকর্ডার শুনতে।

উঃ শব্দের সঙ্গে সঙ্গে স্তব্ধ হলো টেপ। জুপিটার জিজ্ঞাসা করলে কিছু বুঝতে পারলেন, স্যার?

কেমন যেন বিহ্বল প্রোফেসারকে। তিনি মাথা নেড়ে হতাশার সুরে জবাব দিলে, কিছুই না। অবশ্য এক একবার এক একটা শব্দ খুব চেনা চেনা ঠেকছিল বটে কিন্তু তাও আমি সঠিক নই তবে ভাষাটা মধ্য-পূর্ব প্রাচ্যের। প্রাচীন বা নবীন যাই হোক না কেন, সারা ক্যালিফোর্নিয়ার মধ্যে মাত্র একজন মানুষই এ-ভাষা হয়তো বুঝতে পারবেন—তিন হলেন আমার বহুদিনের বন্ধু প্রোফেসার ফ্রীম্যান—তাঁর কথা তো তোমাদের আমি আগেই বলেছি। আমার ঠিক উল্টোদিকের বাড়ীতে উনি থাকেন ঃ ক্যানিয়ন ঘুরে সরলপথে তাঁর বাড়ীতে যেতে মোটে মিনিট দশেক লাগবে। আমার ইচ্ছে এই টেপ নিয়ে এখুনি তাঁর কাছে যাওয়া যাক। আমার মমির সব কথাই তিনি জানেন। শুনেছেন আমার মুখে। তিনি সব সময়েই আমাকে দরকারী সাহায্য করতে রাজী—অবশ্য মুখে না বললেও মনে মনে যে তিনি গোটা ব্যাপারকেই অবিশ্বাস্য ভাবেন তা আমি বুঝি। এই টেপ তাঁর সেই অবিশ্বাসের গায়ে চিড় ধরাবে।

জুপিটার রাজী হলো যেতে।

প্রোফেসার তখন উইলকিন্সকে ডেকে, তাঁদের ফ্রীম্যানের বাড়ীতে যাওয়ার কথা বললেন এবং তাঁদের অনুপস্থিতিতে বাড়ী পাহারা দেবার জন্য আদেশ দিলেন তাকে।

সদলবলে চলে গেলেন প্রোফেসার।

উইলকিন্স আবার গিয়ে ঢুকল রান্নাঘরে। কয়েক মিনিট মাত্র কেটেছে এমন সময়ে একটা অস্পষ্ট আওয়াজ তার কানে গেল।

রান্নার কাজ ফেলে উঠে পড়ল উইলকিন্স। তারপর প্রোফেসারের সংগ্রহশালা থেকে একটা প্রাচীন কালের তরোয়াল নিয়ে সে এসে ঢুকল মিউজিয়ামে। আলো জ্বেলে দেখল, কোথাও কোনো গড়বড় নেই। সবই ঠিক আছে। মমির বাক্স ঢাকনা দেওয়া। জানালা বন্ধ। প্রোফেসাররা চলে যাবার পর সে যখন দেখে গিয়েছিল ঘরটাকে তেমনই রয়েছে।

তাহলে কোথায় আওয়াজ হলো? কীসের আওয়াজ হলো? কে বা কারা সে আওয়াজ করল?

বন্ধ জানালার একটা খুলে টেরাসে নামল উইলকিন্স।

টেরাসে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই ফের সেই শব্দ। এবার বেশ স্পষ্ট আর জোরালো। কেউ যেন অজানা আর কর্কশ ভাষায় কাউকে কিছু আদেশ করছে। কে? কে? কী বলছে? কাকে বলছে? কোথায় বলছে? উইলকিন্সের দেহের সব স্নায়ুতন্ত্রই তখন টান টান হয়ে গিয়ে ছিঁড়ে পড়ার দাখিল।

ফ্যাল ফ্যাল করে চারদিকে চাইল উইলকিন্স। তার মনে হলো, অদূরের ঐ গুল্মাচ্ছাদিত জমিটায় কিছু যেন একটা নড়াচড়া করছে। কী ওটা? হাতের তরোয়াল সামনে জাগিয়ে ধরল উইলকিন্স। আত্মরক্ষাই তখন তার একমাত্র উদ্দেশ্য। শরীর আর মন দুই-ই তখন উত্তেজনার তুঙ্গে।

দিনের আলো প্রায় নিবু নিবু। মিউজিয়াম ঘরের আলো খানিকটা ট্যারচাভাবে এসে পড়েছে সেখানে। উইলকিন্স সেই প্রায় স্পষ্ট আলোয় বিস্ফারিত চোখে দেখল—কেউ একজন পা-পা-করে এগুচ্ছে, চলার ধাঁচ—সবই ঠিক মানুষের মতন। কিন্তু—

কিন্তু মাথার দিকটায় ওটা কী?

একজোড়া অগ্নিবর্ষী জ্বলজ্বলে চোখ তার দিকে চেয়ে দেখছে সেখান থেকে সেটা কি মানুষের মাথা?

না। চোখ রগড়ে উইলকিন্স সভয়ে দেখল, না সেটা কোনো মানুষের মাথা নয়—শিয়ালের মাথা। শিবামুন্ড।

ভয়ে পিটিয়ে গেল উইলকিন্স। এ মূর্তি তার ভয়ানকভাবে চেনা। বহুবার বহু সময়ে বহুভাবে দেখেছে।

এ যে অনুবিস! প্রাচীন মিশরী দেবতা।

অনুবিস জীবন্ত হয়ে উঠেছে!

ঠক ঠক করে কাঁপতে সুরু করল উইলকিন্স। তার চোখজোড়া কোঠর থেকে ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইল। শিথিল হাতের মুঠি থেকে ঝনঝন করে পড়ে গেল তরোয়ালটা।

অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকার পূর্ব-মুহূর্তে উইলকিন্স দেখলো, শিয়ালমুখো মিশরী দেবতা অনুবিস, তার ঠিক সামনা সামনি এসে হাত উঁচিয়ে একটা আঙুল তুলে বিশ্রী দুর্বোধ্য ভাষায় কী যেন বলল তাকে।

আর কিছু জানে না উইলকিন্স।

সে সেই মুহূর্তে জ্ঞান হারিয়ে ধপ করে পড়ে গেল মাটিতে।

আট ❑ বন্দী

দরজা খুলেই ফ্রীম্যান অবাক। তিনি তাড়াতাড়ি সাদর অভ্যর্থনা করে বাড়ীর ভেতরে নিয়ে গেলেন প্রোফেসার ইয়ারবরো আর তাঁর দুই সহযোগীকে।

তারপর বসবার ঘরে আরাম করে বসে বন্ধুকে তাঁর এই হঠাৎ আসার উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করলেন। প্রোফেসার ইয়ারবরো আনুপূর্বিক সব ঘটনাই খুলে বললেন ফ্রীম্যানকে।

অত্যন্ত আগ্রহী হয়ে উঠলেন ফ্রীম্যান। তিনি তৎক্ষণাৎ টেপটা চেয়ে নিয়ে নিজের একটি শক্তিশালী রেকর্ডারে চাপিয়ে চালু করে দিলেন যন্ত্রটাকে। সঙ্গে সঙ্গে আগের চেয়ে জোরালো আর পরিষ্কার ভাবে বেজে উঠল টেপটা।

সবাই নিশ্চুপ হয়ে শুনল।

টেপ থেকে যাবার পর ফ্রীম্যান কথা কইলেন। তাঁর কণ্ঠে রীতিমত হতাশার সুর। মুখের ওপরে হতবুদ্ধিতার ছাপ। ফ্রীম্যান বললেন, আমি দুঃখিত, ইয়ারবরো, এঁর একটা শব্দ ও মগজে ঢুকল না। না না, হাল ছেড়ে দেবার দরকার নেই। আবার চালু করা যাক টেপটাকে।

এরা যখন এখানে টেপ শুনছে, ঠিক সেই সময়ে সেই মুহূর্তে প্রোফেসার ইয়ারবরোর বাড়ীর সামনে ছোট্ট আর হালকা একটা ট্রাকে এসে থামল। গোটা বাড়ীটাই বলতে গেলে অন্ধকারে ডুবে রয়েছে—শুধু একটা ঘরে একটা আলো জ্বলছে দিশারী তারার মত।

জার্মান-ড্রাইভার হান্স বললেন, বাড়ীতে কেউ নেই বলেই মনে হচ্ছে, পিটি।

কিন্তু উইলকিন্সের তো থাকার কথা। জবাব দিল পিটি। আমি যখন রোলস রয়েসের মোবাইলে টেলিফোনে ফোন করি তখন ওয়ার্দিংটন আমায় জানিয়েছিল—জুপি, বব আর প্রোফেসারকে নিয়ে সে গিরিখাতের অপর পাড়ে কার বাড়ীরে যেন চলেছে বিশেষ দরকারে। এক সময়ে না এক সময়ে তারা তো ফিরে আসবেই, তাই আমি এখানে তোমায় আনতে বলেছিলাম, হান্স।

ঠিক আছে, তুমি তাহলে অপেক্ষায় কর। আমি আর কনরাড চলি। আমাদের আরো কাজ আছে।

ট্রাক নিয়ে চলে গেল জুপিটারের কাকার দুই জার্মান সহচর। পিটি এগিয়ে গিয়ে ফটকের ঘণ্টা বাজাল। যতক্ষণ না উইলকিন্স এসে ফটক খুলে ততক্ষণ সে মিসেস ব্যানফ্রীর সঙ্গে তার আজকের সাক্ষাৎকারের সমস্ত বিবরণটা একবার মনে মনে ঝালিয়ে নিতে লাগল।

কথা প্রসঙ্গে জানা গেছে, মিসেস ব্যানফ্রীর আবিসিনিয় বিড়ালটা এ দেশে পাওয়া খুবই দুর্লভ, এক সপ্তাহ হলো হারিয়ে গেছে। এই জাতের বিড়াল সচরাচর ভাবে বদমেজাজী, বুনোধরনের আর অমিশুকে হয়। কিন্তু মিসেসের বিড়ালটা ছিল ঠিক উল্টো স্বভাবের। যে ডাকত তার কাছেই যেত, তার সঙ্গে ভাব জমাত। মিসেস ব্যানফ্রীর তাই ধারণা, বিড়ালটার এই মিশুকে স্বভাবের সুযোগ নিয়ে নিশ্চয়ই কেউ তাকে চুরি করেছে। আর না হয়তো বিড়ালটা বেড়াতে বেড়াতে নিজেই কোথাও চলে গিয়ে রাস্তা চিনে আর বাড়ী ফিরতে পারছে না। স্ফিংক্স-এর (বিড়ালটার নাম) রঙ তামাটে, সামনের থাবা দুটো সাদা। তার ওপর ব্যাপার হলো, বেশীর ভাগ অ্যাবিসিনিয় বিড়ালের চোখের মণি যেমন হয় হলদে রঙের, কিন্তু স্ফিংক্সের তা নয়। তার চোখের একটা মণি কমলা, আর একটা মণি নীল।

মাস ছয়েক আগে স্ফিংক্সের একটা রঙীন ছবিও ছাপা হয়েছিল স্থানীয় কোনো মাসিক পত্রে। মিসেস ব্যানফ্রী সেটাও পিটিকে দেখিয়েছিলেন।

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেও কেউ যখন এলোনা তাকে ফটক খুলতে পিটি তখন নিজেই ফটক খুলে ভেতরে ঢুকে হাঁকাহাঁকি শুরু করে দিলে, মিঃ উইলকিন্স, আপনি কোথায়? কেউ কি আছেন বাড়ীতে?

কোনো সাড়া নেই।

পিটি তখন সামনের ঘরের দরজা খুলে সোজা এগিয়ে চলল মিউজিয়াম রুমের দিকে। মিউজিয়ামের দরজা খোলা হা-হা করছে। ঘরের আলো জ্বালানো। পিটি চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিলে চট করে। কোথাও কোনো বৈসাদৃশ্য নজরে পড়ল না। মমির বাক্স তেমনই বন্ধ। জানালার কাছে অনুবিস-এর কাঠের মূর্তিটা যথাযথ রয়েছে তার নির্দিষ্ট জায়গায়।

তবু কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করতে লাগল পিটি। একটা কিছু গন্ডগোল হয়েছে কোথাও— সে ঠিক ধরতে পারছে না-কিন্তু তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় তাকে বার বার সতর্ক করে দিচ্ছে সে বিষয়ে।

পিটি স্থির করল রোলস রয়েসে ওয়ার্দিংটনকে ফোন করে জেনে নেবে জুপিটাররা কখন ফিরছে কাজ শেষ করে। কিন্তু পা বাঁরাবার আগেই খোলা জানালা পথে বাইরে টেরাসের দিকে এক জায়গায় নজর আটকে গেল তার।

কী একটা যেন অস্পষ্ট আলোয় চিক চিক করছে।

উইলকিন্সের মত পিটিও জানলা গলে নেমে পড়ল টেরাসে। অকুস্থলে গিয়ে দেখল— ব্রোঞ্জের তৈরী একটা প্রাচীন তরোয়াল পড়ে রয়েছে সেখানে।

অন্যমনস্কের মতন তরোয়ালটা হাতে তুলে নিল পিটি। জিনিষটা যে প্রোফেসারের সংগ্রহ, এটুকু বুঝতে অসুবিধে হলো না তার।

হঠাৎ পেছনে কীসের যেন শব্দ উঠল।

অন্যমনস্ক পিটি সেই শব্দে ভীষণ ভাবে চমকে উঠে বোঁ করে ঘুরে তাকাল পেছন দিকে।

একটা বিড়াল।

হেসে ফেলল পিটি। তারপর দুপা এগিয়ে গিয়ে বিড়ালটাকে কোলে তুলে নিল সে বিড়ালটাও কোনো আপত্তি করল না তার কোলে উঠতে। কোলে নিয়ে আলোর কাছাকাছি এসে তাকে লক্ষ করে আর একবার ভীষণভাবে চমকে উঠল পিটি।

বিড়ালটার একটা চোখের মনি কমলা আরেকটা নীল।

আরে এ যে দেখছি মিসেস ব্যানফ্রীর সেই বিড়াল—স্ফিংক্স। আত্মগতভাবে বলে উঠল পিটি। ও এখানে এলো কী ভাবে।

ভাবতে ভাবতে সে এগোল বাড়ীর দিকে। সবে দু-পা গেছে কি যায়নি সহসা কে যেন পেছন থেকে আক্রমণ করল তাকে।

আচমকা আক্রান্ত হয়ে অপ্রস্তুত পিটি পড়ে গেল মাটিতে। বিড়ালটাও লাফ দিয়ে পালাল সেই ফাঁকে।

অজানা আততায়ীর সঙ্গে প্রাণপনে যুজতে লাগল পিটি। ধ্বস্তাধ্বস্তি করতে করতে গড়াতে গড়াতে অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল আলোকবৃত্তের মাঝে এসে তার মুখের দিকে চাইতেই বিস্মিত হয়ে গেল।

আরো। এ তো সকালের সেই স্পাই ছেলেটা।

কে তুই? সকাল থেকে কোন মতলবে আনাচে কানাচে ঘুড় ঘুড় করছিস চোরের মত? তাকে ধমকে উঠল পিট।

একটু ঘাবড়ালো না ছেলেটা। ভয়ও পেলনা। উল্টে পিটিকেই চোটপাট করে উঠল চোখ পাকিয়ে।

চোর আমি, না তুই? তুই আমাদের বংশের আদি পুরুষ মহাত্মা রা-ওর্কনকে চুরি করেছিস। এবার আমাদের বিড়ালটাকে চুরি করতে চাইছিস। কিন্তু আমি হামিদের ছেলে হামিদ, আমার হাত এড়াতে পারবি না জেনে রাখিস।

কথা শুনে পিট অবাক। সে বললে, তার মানে? কী বলতে চাও তুমি? আমি রা-ওর্কনকে চুরি করেছি। বিড়ালটাকে চুরি করবার চেষ্টা করেছি। তুমি বোধহয় ভুল করছ। বিড়ালটা তোমার নয় মিসেস ব্যানফ্রীর। আর রা-ওর্কন যে এই মমির বাক্সের মধ্যে বন্দী হয়ে আছে।

না নেই। এই কিছুক্ষণ আগেই দুজন লোক এসে চুরি করে নিয়ে গেছে তাকে।

চুরি গেছে রা-ওর্কন? অসম্ভব। আমি বিশ্বাস করিনা।

লিবিয়ার সম্মানিত হামিদের ছেলে হামিদ কখনো মিথ্যে কথা বলে না! জেনে রেখো।

হতভম্ব আর বিস্মিত পিট মুখ ঘুরিয়ে তাকাল মিউজিয়াম রুমের দিকে! মমির বাক্সটা বন্ধ অবস্থায় পড়ে রয়েছে। এই হামিদ ছেলেটার কথা যদি সত্যি হয় তবে তো সমস্ত ব্যাপারটাই এক অভাবিত দিকে মোড় নিল বলতে হবে। ভাবল পিট।

শোন, বলল পিট, তিন হাজার বছরের ওই পুরোনো মমিটাকে নাকি কথা কইতে শুনছেন প্রোফেসার ইয়ারবরো। একবার নয় অনেকবার, আমরা এসেছিলাম ঐ রহস্যের সমাধান করতে।

মনে হচ্ছে, মমিটার সম্বন্ধে তুমি অনেক জানো। সব কিছু খুলে বলতো বাপু। কেন তুমি ঘুড় ঘুড় করছ এ বাড়ীর আশেপাশে? সত্যি কথা বললে, হয় তো বা আমাদের দুজনের চেষ্টায় এই রহস্য ভেদ করা সহজ হবে।

ঠিক আছে, আমি যা জানি সবই তোমায় খুলে বলব। তার আগে আমায় ছেড়ে দাও— আমি উঠে বসি।

পিট ছেড়ে দিল হামিদকে। হামিদ উঠে বসল তার ভূমিশয্যা ছেড়ে। তারপর অন্ধকারের দিকে চেয়ে দুর্বোধ্য ভাষায় কাকে যেন ডাকতে লাগল।

চমকে উঠল পিটি। তা দেখে সহাস্যে হামিদ বললে, ভয় পেও না, আমি আমার বিড়ালকে

ডাকছি। জানো, ও কোনো সাধারণ বিড়াল নয়। ওর মধ্যে আছেন স্বয়ং রা-ওর্কনের আত্মা। উনিই আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যচ্ছেন চুরি হয়ে যাওয়া মমির কাছে।

অনেক ডাকাডাকি সত্বেও সেই বিড়াল আর এলোনা।

কেমন, দেখলে তো, ওই বিড়ালটা কিছুতেই তোমার বিড়াল নয় ওটা মিসেস ব্যানফ্রীর বিড়াল স্ফিংস। দুটো চোখ দু'রঙের, তামাটে নখ, সামনের থাবা জোড়া সাদা। হুবহু মিলে যাচ্ছে তাঁর বিড়ালের চেহারার সঙ্গে। বলল পিটি।

না, হতেই পারে না। প্রতিবাদ করে উঠল হামিদ। সামনের থাবার কথা কী বলছ? ওর কোনো থাবাই সাদা নয়—সবই কালো। ঠিক যেমনটি ছিল বুড়ো দাদু রা-ওর্কনের প্রিয় পোষা বেড়া। ওঁর সঙ্গে তাঁকেও সমাধি দেওয়া হয় একসাথে।

পিটি একটু ঘাবড়ে গেল। সত্যি কথা বলতে কি বিড়ালটাকে সেও ঠিকভাবে লক্ষ্য করার সময় বা সুযোগ পায় নি। তার আগেই হামিদ আক্রমণ করে বসে তাকে। তাই সে তাড়াতাড়ি বললে, ঠিক আছে, ওর মীমাংসা পরেই না হয় হবে। তার আগে চল, রা-ওর্কনের মমিটা আছে কি নেই দেখে আসি।

মিউজিয়ামে গিয়ে মমির বাক্স খুলে দেখা গেল হামিদের কথাই ঠিক, রা-ওর্কন নেই।

দেখলে তো আমার কথা সত্যি কিনা। হামিদ বলল, তোমরাই আমার দাদুকে চুরি করেছ।

না না, হামিদ। সত্যি বলছি আমরা কেউ চুরি করিনি ওকে। আমরা এসেছিলাম, ও কথা কয় শুনে—তাকে দেখতে— সেই রহস্যভেদ করতে। শোনো হামিদ, তুমি রা-ওর্কনের বিষয় যা জানো সব বল। হয়তো তাতে আমাদের রহস্যভেদের সুবিধেই হবে।

কী জানতে চাও, প্রশ্ন করো।

আমার প্রথম প্রশ্ন—তিন হাজার বছরের পুরোনো একটা মমিকে কোন সুনামে তুমি তোমার বুড়ো দাদু বলে উল্লেখ করছ?

তা হলে শোন—সগর্বে বলতে লাগল হামিদ ঃ রা-ওর্কন হচ্ছেন আমাদের হামিদ বংশের আদি পুরুষ। তিন হাজার বছর আগে লিবিয়ান রাজারা যখন মিশর দেশ জয় করে শাসন করতে শুরু করেন। রা-ওর্কন ছিলেন সেই সময়কার সুমহান! তিনি প্রজাবৎসল হওয়ার চেষ্টায় অমাত্যদের বিরাগভাজন আর তাদের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে শেষ পর্যন্ত প্রাণ হারান। তারপর তাকে সুগোপনে সুরক্ষিত জায়গায় সমাহিত করা হয়। তিনি যাবার পর তাঁর পরিবারবর্গ প্রাণভয়ে পালিয়ে যান আবার সেই লিবিয়ায়। আমরাই তাঁর সেই পরিবারবর্গের উত্তরপুরুষ।

এ খবর জানতে পারি একজন গরীব যাদুকর সারডনের দৌলতে । সারডনের ওপর মাঝে মাঝে বিদেহী আত্মাদের ভর হয়। তখন সে ভূত ভবিষ্যৎ-বর্তমানের অনেক কিছু খবর বলতে পারে। সারডনই আমার বাবাকে জানায় যে, তাঁর বংশের আদি পুরুষ রা-ওর্কনকে সাদা চামড়ার বিদেশীরা লুঠ করে নিয়ে গেছে। তাঁকে আবার স্বদেশে ফিরিয়ে না আনা পর্যন্ত তাঁর আত্মার শান্তি হচ্ছে না।

আমার বাবা একে বৃদ্ধ তায় রুগ্ন। তাই তিনি আমাকে আর আমার অভিভাবক হিসেবে আমাদের ব্যবসা-পত্রের ম্যানেজার আমেদকে এদেশে পাঠান রা-ওর্কনকে আবার ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। আমরা খোঁজ খবর নিয়ে এলাম প্রোফেসার ইয়ারবোর কাছে।

কিন্তু প্রোফেসার যখন রা-ওর্কনকে আমেদের হাতে ফিরিয়ে দিতে অস্বীকার করলেন তখনই

আমরা দুজনে চুরির মতলব আঁটলাম। আমেদ এবাড়ীর মালী ভাইদের অনেক টাকা ঘুষ দিয়ে নিজের হাত করে নিলেন। যাতে তিনিও যে তাদেরই একজন সেই কথাই তারা জানায় প্রোফেসারকে। আর এইভাবেই আমেদ মালী সেজে এ বাড়ীতে রয়ে গেলেন উপযুক্ত অপেক্ষায়।

তাহলে আজ সকালে যে মালীটা তোমায় পাকড়াও করেছিল সে ম্যাগাসে ভাইদের কেউ নয়—আমেদ স্বয়ং? উত্তেজিত ভাবে জিজ্ঞাসা করল পিটি।

হ্যাঁ। তিনিই আমায় তাঁর হাতে কামড়ে দিয়ে পালিয়ে যেতে নির্দেশ দিলেন। যাতে কেউ না সন্দেহ করে বসে তাঁকে। ভারী চালাক আর বুদ্ধিমান মানুষ উনি।

জবাবে কী যেন বলতে গেল পিটি, তার আগেই হঠাৎ সচকিত ভাবে বলে উঠল হামিদ ঃ একটা ট্রাক থামার শব্দ উঠল এ-বাড়ীর ফটকে। কেউ বা কারো যেন আসছে এদিকে।

বলেই সে দৌড়ে গেল জানালার দিকে। পিটিও অনুসরণ করল তাকে। তারা দেখতে পেলো, ফটকের সামনে একটা নীল রঙের ঝরঝরে পুরনো ট্রাক। তার থেকে দুজন ষন্ডা গুন্ডা চেহারার লোক নামছে।

আরে, এরাই তো সেই মমি-চোর। এদেরই তো আমি কিছু আগে তেরপল-ঢাকা দিয়ে রা-ওর্কনের মমিটাকে চুরি করে ঐ ট্রাকে করেই পালাতে দেখেছি। চুপি চুপি জানাল হামিদ।

ওরা তো এই দিকেই আসছে দেখছি। কী ব্যাপার আবার কী নিতে চায়। রুদ্ধকণ্ঠে বলল পিটি।

চলো আমরা লুকোই কোথাও। তাহলে হয়তো ওদের উদ্দেশ্য কী—কেন আবার এসেছে ওরা—রা-ওর্কনকে কোথায় নিয়ে গেছে। এসব জানতে পারব।

লুকোতে তো চাও, কিন্তু এ ঘরে লুকোবার জায়গা কোথায়?

সবই তো খোলা-মেলা। তার চেয়ে বাইরে ছুটে গিয়ে কোনো ঝোপে-ঝাড়ে লুকোলে—

তাহলে আর ওদের কথাবার্তা শুনতে পাব কী করে। তার চেয়ে—থামল হামিদ—চট করে মিউজিয়াম রুমের চারিদিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললে, ঠিক আছে। এসো ঐ মমির বাক্সটার ভেতরে লুকোই। ওটা তো খালিই পড়ে আছে। ওরা ভাবতেই পারবে না যে বাক্সটার মধ্যে আমরা লুকিয়ে রয়েছি। চটপট এসো।

যা ভাবা সেই কাজ। চোখের পলকে দুজনে গিয়ে সেঁধুলো মমির খালি কাঠের বাক্সটার মধ্যে। ঠিক সেই মুহূর্তে লোক দুটো এসে হাজির হলো মিউজিয়াম রুমের দরজায়। পিটি বন্ধ করে তার নোট বইয়ের পেন্সিলটা মমি-বাক্সের ডালার ফাঁকে আটকে দিয়েছিল, তাই সেই সামান্য ফাঁকটুকু দিয়ে তারা নিজেদের শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে আর বহিরাগতদের কথা শুনতে পারছিল।

দড়ি এনেছিস তো? একজন আগন্তুক আরেকজনকে জিজ্ঞাসা করল।

হ্যাঁ, এনেছি। দ্বিতীয় জনের জবাব। কিন্তু হ্যারি, আমাদের খদ্দেরটি বাপু খুব সুবিধের লোক নয়। আরে বাবা, তুই যা যা চাস, তা-ই ঠিক বলবি তো। তা নয়। একজন বললে, মড়াটাকে চাই, এখন আবার বাক্সটার জন্যে বায়না ধরেছে। এর জন্যে আমি কিন্তু ভাই আলাদা চার্জ নিতে ছাড়বো না।

ঠিক আছে, ঠিক আছে, তাই নেওয়া যাবে। এখন দড়ি দিয়ে তাড়াতাড়ি বাক্সটাকে বেঁধে

ফেলা যাক। নইলে কে কোথায় এসে পড়বে আবার।

পর মুহূর্তেই হামিদ আর পিটি বুঝতে পারল, লোক দুজন তাদের বাক্সটাকেই আগাপাশতলা দড়ি দিয়ে বাঁধছে। ভাগ্যিস পিটি পেন্সিল ঢুকিয়ে ডালাটা একটু ফাঁক করে রেখেছিল নইলে দম বন্ধ হয়ে মরতে হতো তাদের।

একটু পরেই মমির বাক্সটা শূন্যে উঠে পড়ল মাটি ছেড়ে।

বাক্সটা তো বেশ ভারী দেখছি। জো বলল।

হ্যাঁ, সীসের মত। নে, এবার তাড়াতাড়ি বয়ে নিয়ে চল ট্রাকের দিকে। জবাব দিলে হ্যারি। লোকটা একটা পুরো মড়া আর তার কফিন নিয়ে কী করবে তা তো বুঝতে পারছি না।

কত লোকর কত রকম খেয়াল বা বাতিক থাকে তার সব খবর কি আমরা জানি? সে যাই হোক, লোকটাকে কিন্তু এই সেকেন্ড ট্রিপের ভাড়া দিতে হবে। না দেওয়া পর্যন্ত এই বাক্স হাতছাড়া করছি না। জো এর জবাব।

বাক্সটাকে ধপাস করে রাখা হলো ট্রাকের মেঝেয়। তার পরেই ট্রাক চলতে শুরু করল। ভেতরে দুই সঙ্গী—হামিদ আর পিটি আশ্চর্যে ভাবতে লাগল, তাদের কোথায় নিয়ে চলেছে এরা?

নয় ☐ অদ্ভুত আবিস্কার

এক নাগাড়ে কুড়িবার টেপটা মন দিয়ে আর কান পেতে শোনার পর প্রোফেসার ফ্রীম্যানের মুখভাব কিঞ্চিৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি বললেন, এখন মনে হচ্ছে, ভাষাটা আমি কিছু বুঝতে পারছি।

টেপটা বন্ধ করে একটা সিগার ধরালেন ফ্রীম্যান, বন্ধুকেও একটা অফার করলেন। তারপর বন্ধুর ওপর দিয়ে পর পর যে ফাঁড়াগুলো গেল সেগুলো আর একবার শুনতে চাইলেন গোড়া থেকে।

প্রোফেসার ইয়ারবরো শুরু করলেন বলতে। খানিকটা বলেছেন এমন সময়ে সদর দরজার ঘণ্টা বেজে ওঠায় ফ্রীম্যানকে কাহিনী জানানো সাময়িক স্থগিত রেখে উঠতে হলো দরজা খুলতে।

ফ্রীম্যান চলে যাবার পর প্রোফেসার ইয়ারবরো কিঞ্চিৎ আত্মপ্রসাদের সুরে বললেন জুপিটারকে ঃ কেমন বলছিলাম কিনা, রা-ওর্কনের ভাষা সারা ইংল্যান্ডে কেউ যদি বুঝতে পারে, তা পারবে একমাত্র এই ফ্রীম্যানই। ওর বাবা ছিলেন অ্যাডভেঞ্চার-প্রিয় মানুষ। ছেলে অবশ্য তাঁর ধাঁচে না গেলেও ভাষাতত্ত্ববিদ হিসেবে—বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যের ভাষায় হয়ে উঠল একজন অথরিটি।

অনেকক্ষণ পরে এলেন ফ্রীম্যান। বললেন, পাড়া থেকে অনাথ আশ্রমের সাহায্যের জন্য চাঁদা চাইতে এসেছিল আর এই বইটা খুঁজে আনতে একটু দেরী হয়ে গেল। যাইহোক, টেপটা আবার চালু কর। আমি একটা দুর্মূল্য আর দুর্লভ অভিধান এনেছি আমার লাইব্রেরী থেকে। শব্দার্থ দেখে দেখে ধীরে ধীরে নোট নিয়ে ফেলি টেপ শুনে শুনে। কী বল?

টেপ চলল আর প্রোফেসার ফ্রীম্যানের লেখাও চলল। এই কাজে কেটে গেল প্রায় ঘণ্টা দুয়েক। অবশেষে লেখা থামিয়ে ফ্রীম্যান জানালেন—আপাতত তাঁর নোট নেওয়া শেষ। ভাষাটা প্রাচীন আরবী। এখনকার আরবী ভাষার সঙ্গে উচ্চারণে ও অর্থ প্রকাশে অনেকখানিই তফাৎ

রয়েছে। তিনি অভিধান দেখে দেখে শেষ পর্যন্ত মোটামুটি খাড়া করছেন একটা কিছু।

তারপর বন্ধুর আগ্রহে তিনি একটু ইতস্ততঃ করে পড়তে শুরু করলেন তাঁর লেখা নোটটি—রাওর্কন তাঁর বাসভূমি থেকে বহুদূরে রয়েছেন। তাঁর নিদ্রা বিঘ্নিত হচ্ছে। যারা তাঁর নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে তাদের দুঃখের সীমা-পরিসীমা থাকবে না। যতদিন না রা-ওর্কন শান্তি পাচ্ছেন ততদিন তাদের শান্তি নেই।' নিজের যা ভূমিতে রা-ওর্কন পুনরায় ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত মৃত্যুই তাদের একমাত্র সঙ্গী হয়ে থাকল।

ববের শিরদাঁড়া বেয়ে একটা হিমানী স্রোত নেমে গেল প্রোফেসার ফ্রীম্যানের কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। এমন কি জুপিটারও ফ্যাকাশে মেরে গেল ভয়ে। প্রোফেসার ইয়ারবরোর মুখে অস্বস্তির ছাপ পড়ল। তিনি বললেন, তুমি তো জানো, ফ্রীম্যান, এ সব অভিশাপ-টভিশাপে আমার আদৌ কোনো আস্থা নেই। আমি আগেও বিশ্বাস করিনি, এখনও বিশ্বাস করি না।

নিশ্চয়ই। ফ্রীম্যান সায় দিলেন তাঁর কথায়। এ তো সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক ব্যাপার। যা হোক, তবে আমার মনে হয় এ ব্যাপারে নিশ্চয়ই কোন বিকল্প উপায় আছে। ইয়ারবরো, তুমি যদি রা-ওর্কনের মমিটাকে দিন কতক আমায় ধার দিতে পার, যাতে আমিও ওর কথা কওয়া শুনতে পারি—আরও কিছু বক্তব্য বিশদভাবে জানাতে পারি—

প্রোফেসার ইয়ারবরো বন্ধুকে বাধা দিয়ে প্রবল প্রতিবাদের সঙ্গে তাড়াতাড়ি বললেন, তার কোনো প্রয়োজন নেই, ফ্রীম্যান, তোমাকে আর অযথা উত্যক্ত করতে চাইনা। যা সমাধান করার—আমি আর আমার এই দুই তরুণ বন্ধু মিলেই করব।

তোমার অযাচিত সাহায্যের ধন্যবাদ। আচ্ছা, আজ চলি তবে।

ফ্রীম্যানকে বিদায় জানিয়ে আবার রোলস রয়েসে চেপে ফিরে চললেন তাঁরা।

প্রোফেসারের বাড়ীর সামনে নেমে জুপিটার হঠাৎ বলে উঠল, পিটি এসেছে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে। বোধহয় ভেতরে অপেক্ষা করছে কোথাও।

কিন্তু ভেতরে কাউকে পাওয়া গেল না। না পিটিকে, না বাটলার উইলকিন্সকে। প্রোফেসার হাঁক পাড়লেন ঃ উইলকিন্স। উইলকিন্স।

জুপিটার ডাকলে ঃ পিটি। পিটি। কোথায় তুমি?

দুজনের কেউই সাড়া দিলে না।

আশ্চর্য হলো সবাই। জুপিটার বললে, আশ্চর্য। কেউ সাড়া দিচ্ছে না। একবার খুঁজে দেখলে হতো না, স্যার?

তাই দেখা যাক। আগে চলো মিউজিয়ামে।

প্রোফেসারের পিছু পিছু জুপিটার আর বব এলো মিউজিয়ামে। কয়েক মুহূর্তের জন্য তাদের মনে হলো—কোথাও কোনো গোলমাল নেই, সব ঠিকই আছে। তারপরেই নজরে পড়ল, মমির বাক্সটা নেই। ববই আগে নজর করল। চেঁচিয়ে উঠল সে ঃ রা-ওর্কনের মমি কোথায় গেল?

সত্যিই তাই। জায়গাটা খালি। ভারী বাক্সটা সরিয়ে ফেলার কয়েকটা টানা-হ্যাঁচড়া দাগ আর একটা নীল বুটিদার রুমাল পড়ে আছে সেখানে।

কেউ আবার রা-ওর্কনকে চুরি করেছে। অবিশ্বাসী কণ্ঠে বলে উঠলেন প্রোফেসার। কিন্তু একটা প্রাচীন মিশরী মমিকে চুরি করে কার কী লাভ? এর তো কোনো ব্যবসায়িক মূল্য নেই।

তারপরেই তার মনে পড়লো সেই কম্বল ব্যবসায়ীর কথা। তিনি প্রায় স্বগতোক্তির মতই বললেন, ঠিক। এ সেই অচেনা কম্বল ব্যবসায়ীরই কাজ। রা-ওর্কনকে চেয়েছিল আমার কাছে, আমি দিতে রাজী হইনি, তাই চুরি করে নিয়ে গেছে। আমি এক্ষুণি পুলিসে খবর দিচ্ছি। কোথায় পালাবে সে? বলতে বলতে উত্তেজনার ভাব থিতিয়ে এলো তার। তিনি ঈষৎ নতকণ্ঠে ইতঃস্তত ভঙ্গীতে বললেন, কিন্তু পুলিশে খবর দিলে তো তাদের মমিটার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধেও জানাতে হবে। খবরটা কাগজে কাগজে ছাপা হয়ে যাবে। লোকে তখন আমার মাথার সুস্থতা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করবে। না না, পুলিশে খবর দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। ঠোঁট কামড়ালেন প্রোফেসার। তাঁকে খুবই নিরুপায় আর বিষন্ন দেখাল।

বব চুপ। জুপিটারও চুপচাপ নীল বুটিদার রুমালকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে পরীক্ষা করছে। প্রোফেসারের হতাশার যৌক্তিকতাকে মনে মনে গভীর ভাবে উপলব্ধি করল তারা।

জুপিটার বললে, সেই কম্বলওলা আমেদকে আপনি সন্দেহ করছেন ঠিকই, তবে একাজ তার একার দ্বারা ঘটেনি তাও ঠিক। এই রুমালই তার প্রমাণ। এধরনের রুমাল এদেশের শ্রমিক শ্রেণীর লোকেরাই বিশেষভাবে ব্যবহার করে থাকে। মনে হয় তাদের সঙ্গী বা সহকারী এদেশেরই কোনো শ্রমিক শ্রেণীর লোক ছিল। কিংবা এমনও হতে পারে, আমেদ নির্দোষ। রা-ওর্কনকে চুরি করেছে অন্য কোনো দল।

কী জানি, আমার তো ভাবনা-চিন্তা, বিচার-বিবেচনা সব লোপ পেতে বসেছে কান্ড করাখানা দেখে। ভালো কথা, উইলকিন্স। উইলকিন্স কোথায় গেল? তাকে তো দেখতে পাচ্ছি না। বদমাসরা তারও কোনো ক্ষতি করে বসেনি তো?

শুরু হলো খোঁজা। খুঁজে খুঁজতে টেরাসে এসে প্রথমেই পাওয়া গেল সেই পুরোনো তরোয়ালটা। অবাক হলেন প্রোফেসার। বললেন, আরে। এ তো আমারই সংগ্রহ করা জিনিষ। এখানে এলো কি করে। কে আনল। তাহলে নিশ্চয়ই উইলকিন্স। নিশ্চয়ই আত্মরক্ষার জন্যে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে চেয়েছিল এটাকে। বদমাসরা ওকে কাবু করে অপহরণ করে নিয়ে গেছে। না পুলিশকে জানানো ছাড়া আর গত্যান্তর নেই দেখছি।

শেষ পর্যন্ত পুলিশকে খবর দেবার জন্যেই তিনি যখন ফিরে আসছেন বাড়ির দিকে সেই সময়ে কার যেন চাপা গোঙানির আওয়াজ কানে গেল তাঁর। টেরাসের ওপাশের ঝোপঝাড়গুলোর ভেতর থেকেই আসছে সেই আওয়াজ। জুপিটারও শুনতে পেয়েছিল সেই কাতরানি। সবার আগে সে-ই দৌড়ে গেল সেখানে।

এই তো মিঃ উইলকিন্স।

ঘাসের ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে আছে উইলকিন্স। হাত দু'খানা বুকের ওপর আড়াআড়ি ভাবে রাখা। দেহটা ঝোপ ঝাড়ের মধ্যে অধিকাংশ ঢাকা থাকায় এর আগে পিটি আর হামিদ তাই তাকে দেখতে পায়নি।

ধীরে ধীরে জ্ঞান ফিরে পাচ্ছিল উইলকিন্স।

হঠাৎই বব ঝোপের দিকে চেয়ে ডেকে উঠল ঃ আয় আয় পুষি আয় আয়।

তার ডাকে সাড়া দিয়ে সত্যিই একটা বেড়াল বেরিয়ে এলো ঝোপ থেকে। ববের কাছে আসতেই সে সাদরে কোলে তুলে নিলে তাকে। গায়ে হাত বোলাতে বোলাতে বলল, দেখ দেখ জুপি, এর না একটা চোখ নীল, আর একটা চোখ কমলা। আশ্চর্য। এরকমটি এর আগে

তার কোনো বেড়ালের দেখিনি!

চমকে উঠলেন প্রোফেসার। তিনি ঘাড় ফিরিয়ে উত্তেজিতভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, কী বললে? বেজোড় চোখ। গুড হেভেনস। দেখি দেখি।

বব বেড়ালটাকে প্রোফেসারের দিকে দু'হাতে বাড়িয়ে ধরল।

প্রোফেসার বেড়ালটাকে উত্তমরুপে নিরীক্ষণ করে অভিভূত কণ্ঠে বলতে লাগলেন ঃ বেমানান চোখওলা অ্যাবিসিনিয়ান বেড়াল! জানিনা এ বিষয়ে কী বলব আমি। সমস্ত বিষয়টাই যেন উদ্ভট কল্পনায় মোড়া। তোমাদের মনে আছে নিশ্চয়ই, আমি বলেছিলাম, রা-ওর্কনকে যখন সমাধি দেওয়া হয় তখুন তাঁর প্রিয় বস্তুগুলির মধ্যে কেবলমাত্র তাঁর বিড়ালটাকেই সমাধিস্থ করা হয় তাঁর সঙ্গে। তার যা বর্ণনা পাই তা হুবুহু মিলে যায় এই বেড়ালটার সঙ্গে। একই জাতের একই আকৃতির একই রঙের বিড়াল। দুরঙের চোখ আর সামনের থাবা দুটো কালো—এরও মিল রয়েছে সেই বর্ণনার সঙ্গে। কে জানে এই বেড়ালটা এখানে কী করে এলো? কে অনলে একে? তিনহাজার বছর আগেকার পুরোনো আর মরা বেড়ালের সঙ্গে এর এমন হুবহু মিল হলো কীভাবে?—নাঃ, সব কেমন গুলিয়ে যাচ্ছে আমার। উইলকিন্স হয়তো বলতে পারে কিছু।

এমন সময়ে উইলকিন্স পুরোপুরি জ্ঞান ফিরে পেয়ে জেগে উঠল। আত্মস্থ হতে কয়েক মিনিট সময় লাগল তার। অতঃপর প্রোফেসার তাকে জিজ্ঞাসা করল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। উইলকিন্স! উইলকিন্স! কী হয়েছিল তোমার? কে তোমার রা-ওর্কনকে চুরি করেছে? তুমি জান কিছু?

উইলকিন্সের চোখ-মুখ থেকে তখনো ভয়ের ছাপ মুছে যায় নি। সে অতিকষ্টে ধীরে ধীরে শুধু উচ্চারণ করল অসংলগ্ন ভাবে। অনুবিস।

উত্তর শুনে তো প্রোফেসার হতভম্ব। কী বলছ তুমি। অনুবিস চুরি করেছেন রা-ওর্কনকে।

উইলকিন্স আবার একবার উচ্চারণ করল ঃ অনুবিস। বলেই চোখ মুদল সে। প্রোফেসার তার কপালে হাত রেখেই বুঝলেন হাই-টেম্পারেচার জ্বর হয়েছে তাঁর প্রিয় আর বিশ্বস্ত পরিচারকটির। প্রলাপ বকছে ও। উইলকিন্স সেরে না ওঠা পর্যন্ত আসল ঘটনা যে কী আর কী করে ঘটল, তা ধরা সহজ হবে না। তাই তিনি জুপিটার আর ববে সাহায্যে অসুস্থ উইলকিন্সকে ধরাধরি করে নিয়ে গিয়ে নিজের মোটরে তুলে তাকে হাসপাতালে নিয়ে চললেন। বলাই বাহুল্য, সদ্য পাওয়া বেড়ালটা ববের কাছেই রইল।

এই আচমকা উটকো ঝামেলায় পিটির কথা এতক্ষণ ভাববার সময় হয়নি এদের দুজনের। এবার হলো।

রোলস রয়েসের মোবাইল টেলিফোনটাকে ব্যবহার করল জুপিটার। প্রথমে মিসেস ব্যানফ্রীকে করল। মিসেস ব্যানফ্রী জানালেন, পিটার অনেকক্ষণ আগেই চলে গেছে তার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করে। জুপিটার তখন তার বাড়িতে কাকাকে ফোন করল। শুনল, পিটি সেখানেও নেই।

জবাব শুনে জুপিটার আর সব দুজনেই বিশেষ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল। জুপিটার গম্ভীর মুখে বললে, তাহলে সে গেল কোথায়?

জুপিটার ওসব জানতে পারল না অপরিচিত লোক দুটি ট্রাকে চাপিয়ে কোথায়—কতদূরে নিয়ে চলেছে তাদের।

দশ □ পালাবার পথ নেই

কোথায় আমরা চলেছি বলো তো? হামিদ জিজ্ঞাসা করল পিটিকে।

পিটি উত্তর দিলে, ওদের কথাবার্তা শুনে যা বুঝলাম তাতে মনে হলো, যতক্ষণ না টাকাকড়ির ফয়সালা হচ্ছে ততক্ষণ মমির এই বাক্সটাকে খন্দেরের হাতে সরাসরি চালান না দিয়ে কোথাও লুকিয়ে রেখে দেবে ওরা। অবশ্য আমাদের তাতে ভালো বই মন্দ হবে না। আমরা পালাবার যথেষ্ট সুযোগ পাব তার ফলে। দাঁড়াও তার আগে আমারা ওয়াকি-টকিতে আমার দুই বন্ধু জুপিটার আর ববের সঙ্গে কথা বলে নি। এতক্ষণ কেন যে মনে পড়েনি জিনিষটার কথা, তাই আশ্চর্যের।

সেইদিন সকালে হামিদের সঙ্গে ধস্তাধস্তির সময়ে পিটির ওয়াকিটকি মেশিনটার যেটুকু ক্ষতি হয়েছিল, বাড়ি ফিরে জুপিটার সঙ্গে সঙ্গে খেসারত করে দিয়েছিল সেটুকু। অত্যন্ত দরকারী জিনিস। ফেলে রাখা চলে না। তাই মেশিনটাকে চটপট সারিয়ে আবার পিটিকেই ফেরত দিয়েছিল জুপিটার।

অতঃপর পিটি তার পকেট থেকে ওয়াকি-টকি মেশিনটাকে সেট করে, অ্যান্টেনার তারটাকে বাক্সের ডালার সেই সামান্য ফাঁকটুকু দিয়ে বাইরের দিকে ঝুলিয়ে দিয়ে জুপিটারের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা করলে। কিন্তু সফল হলো না। প্রথম চোটেই পড়ে গেল ক্রস কানেকশানের মুখে। খানিকটা বাজে সময় নষ্ট হলো তাতে। পিটির বারংবার সাহায্যের জন্য কাতর অনুরোধে কর্ণপাতই করল না শ্রোতাটি। হেসেই উড়িয়ে দিল। ফলে বিরক্ত পিটি সাময়িকভাবে সংবাদ পাঠানো বন্ধ করে রাখল।

উত্তেজিত আর উদ্বিগ্ন মনটাকে শান্ত করার উদ্দেশ্যে সে গল্প জুড়ে দিলে হামিদের সঙ্গে। সে জিজ্ঞাসা করলে, আচ্ছা হামিদ, তুমি তো রা-ওর্কনকে তোমাদেরর বংশের আদি পুরুষ বলে দাবী তুলছ। অতবড় পন্ডিতলোক প্রোফেসার ইয়ারবরো পর্যন্ত এ বিষয়ে কোনো কিছু ওয়াকিবহাল নন। শুধু রা-ওর্কনের নামটুকু ছাড়া। কে রা-ওর্কন তার আদি নিবাস কোথায়...কী তার কীর্তিকলাপ কিছু না। এর কারণ কী?

হামিদ হেসে জবাব দিলে, সব কথাই কি আর বইয়ের পাতায় লেখা থাকে বন্ধু? থাকে না। লোক মুখেও কিছু কিছু শুনতে বা জানতে হয়। তবে শোনো—মাস দুয়েক আগে সার্ডন নামে একজন গরীব যাদুকর আমাদের বাড়িতে এসেছিল, আমার বাবাকে জানাল, দেবতার স্বপ্নাদেশ পেয়ে সে আসছে বহুদূর থেকে। বাবা তাকে সমাদরে বসালেন। খানিক পরেই তার ওপর দেবতার ভর হলো। আর এই ভরের মধ্যেই রা-ওর্কনের আত্মা তার জবানীতে নিজের বক্তব্য রাখলেন আমার বাবার সামনে।

রা-ওর্কন জানালেন তাঁকে বিদেশে পাচার করেছে একজন দুষ্কৃতকারী। আবার যতদিন না তাঁকে ফিরিয়ে আনা হচ্ছে তাঁর নিজের বাসভূমিতে ততদিন কারো শান্তি থাকছে না। তিনি নিজেও অশান্তিতে থাকছেন। তিনি এও জানালেন বাবাকে ঃ আমাদের হামিদ বংশের তিনিই নাকি আদি পুরুষ। সুতরাং তাঁকে বিদেশী দুস্কৃতকারীদের কবল থেকে উদ্ধার করা তাঁর পবিত্র কর্তব্য।

শুধু তাই নয়, আমার বাবা রা-ওর্কনকে তাঁর প্রিয় পোষা বেড়ালের ছদ্মবেশে—(যার তামার মত গায়ের রং...সামনের থাবা কালো আর দরঙের দ চোখের মণি।) আমার বাবাকে পথ

দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন।

তোমার বাবা তারপর কী করলেন? জিজ্ঞাসা করল পিটি।

আমার বাবা তখন লিবিয়া থেকে কায়রো পাঠালেন আমাদের বিজনেস-ম্যানেজার আমেদকে, যাদুকর সার্ডনের বক্তব্যের সত্যাসত্য যাচাই করতে। আমেদ কায়রো গিয়ে সব সন্ধান নিয়ে বাবাকে জানালেন যে, সার্ডনের কথা সত্যি। তিনি তখন আমেদের সঙ্গে আমাকে এদেশে পাঠালেন রা-ওর্কনের পবিত্র মমিকে উদ্ধার করতে। তার পরের ব্যাপার তো তুমি জানই। কিন্তু এখন আমি বুঝতে পারছিনা, আমাদের বংশের পূর্বপুরুষকে তৃতীয় আর এক পক্ষের চুরি করে কী লাভ?

পিট কিছু বলার আগেই ট্রাকটা হঠাৎ থেমে গেল। এরা একটা ঘড় ঘড় আওয়াজ শুনতে পেল কোনো ভারী গোছের লোহার দরজা খোলার। দরজাটা একটা গ্যারেজের হতে পারে, গুদামেরও হতে পারে। বাক্সের ভেতর থেকে এরা ঠিক আন্দাজ করতে পারল না। ট্রাকটা আবার সচল হলো। কয়েক ফিট চলে আবার থেমে গেল। ফের দরজা ঠেলে দেবার আওয়াজ উঠল। তারা এটুকু বুঝল যে, ট্রাকটা ঢুকে গেল কোনো গ্যারাজে, গুদাম কি স্টোররুমে।

একটু পরেই জো আর হ্যারি এসে ট্রাকের ডালা খুলে মমির বাক্সটাকে মাটিতে নামাল।

পিট আর হামিদ শুনতে পেল জো বলছে হ্যারিকে :

সকালেই ফোন করে খদ্দেরটিকে জানিয়ে দিতে হবে যে, মমির বাক্স এনেছি কিন্তু ডবল ভাড়া না পেলে ওটা তাকে দিচ্ছি না।

ঠিক আছে। চল, এবার যাওয়া যাক।

চল। ট্রাকের মোটর আবার গর্জে উঠল। গ্যারাজের দরজা আবার খুলল আর বন্ধ হলো। ট্রাক বেরিয়ে গেল মমির বাক্সটাকে ফেলে রেখে।

এগারো □ বব আর জুপিটারের চিন্তা

নিজেদের সদর দপ্তরে বব করছিল টাইপ আর জুপিটার প্রোফেসার ইয়ারবরোর বাগানে পাওয়া সেই অদ্ভুত দর্শন বেড়ালটাকে কোলে করে নিয়ে বসে বসে ভাবছিল পিটির কথা।

সন্ধ্যে হয়ে গেছে। বাড়ির ঘরে ঘরে আর পথে আলো জ্বলে উঠেছে। জুপিটার আর চুপচাপ বসে থাকতে পারল না। সে বেড়ালটাকে কোল থেকে নামিয়ে উঠে পড়ল। তারপর সর্বদর্শী পেরিস্কোপ সী-অনেকনলটাকে ছাদের ওপর ঠেলে তুলে পিটের সন্ধান করতে লাগল চতুর্দিকে।

তার নজরে পড়ল একটা ঝকঝকে নীল রঙের স্পোর্টস কার আসছে রাস্তা বেয়ে। চালকের আসনে বসে আছে একটি ঢ্যাঙা রোগা ছেলে।

কিছুক্ষণ পর সী-অন নামিয়ে রেখে আবার ডেস্কের কাছে ফিরে এলো জুপিটার।

পিটের টিকিও নজরে পড়ল না। এযে লম্বু নরিসকে গাড়ি চালিয়ে যেতে দেখলাম।

নরিসের এ-পাড়ায় কী দরকার পড়ল আবার ভুরুঁ কুঁচকে টাইপরাইটার থেকে মুখ তুলে জিজ্ঞাসা করল তখন?

দরকার আর কী? কৌতূহল। বোধহয় আন্দাজ করতে চাইছে, এবার আমরা কী ধরনের কেস নিয়ে তদন্তে নেমেছি।

বটে। ও যদি ওর এই নাক গলানো স্বভাব ছাড়তে না পারে তবে কোনদিন আমার কাছে

ধোলাই খাবে দেখছি। কড়া গলায় জবাব দিলে বব।

লম্বু নরিস এই তিন বন্ধুর চেয়ে মাথায় যেমন ঢ্যাঙা বয়সেও তেমনি বড়। ও সব সময়ে সব বিষয়ে এদের তিনজনের ওপর টেক্কা দিতে চায়। কিন্তু বলাই বাহুল্য, পারে না মোটেই। যতই ব্যর্থ হয় ততই জেদ আরো বেড়ে যায় তার। ফলে হিংসের চোটে অনেক সময় এদের সম্পর্কের মধ্যে একটা শঙ্কা একটা তিক্ততার ভাবও সৃষ্টি করে ফেলে।

জুপিটারের অবশ্য লম্বু নরিসকে নিয়ে বিশেষ কোনো মাথাব্যথা দেখা দেয়নি। সে ভাবছিল পিটের কথা। তার কোনো সাড়াশব্দ না পাওয়ার কথা। অন্য সময় হলে এ নিয়ে হুলুস্থুলু করে ছাড়ত জুপিটার কিন্তু প্রোফেসার ইয়ারবরোর জন্যই উপস্থিত তাকে হাত-পা গুটিয়ে থাকতে হচ্ছে। তাঁর মমির কথা যাতে না পাঁচ কান হয় এ ব্যাপারে তিনি বারংবার সতর্ক করে দিয়েছেন জুপিটারকে।

বব বলল, আচ্ছা জুপি, পিটির কাছে তো তোমার দেওয়া একটা ওয়াকি-টকি মেশিন রয়েছে। সে কেন আমাদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করছে না?

হয়তো ট্রান্সমিশনের রেঞ্জের বাইরে রয়েছে বলে। মোটে তো আধ মাইল রেঞ্জ। সে হয়তো এর বাইরে আছে। যাই হোক আমিই না হয় একবার চেষ্টা করে দেখি। এই বলে জুপিটার তার নিজের মেশিন বার করে সুইচ অফ করে ডাকল পিটিকে—একবার...দুবার তিনবার। কিন্তু কোনো সাড়া এলো না তার কাছ থেকে।

জুপিটার বলল, না পিটির সাড়া নেই। বব তুমি বরং একবার বাড়ি যাও। নইলে তোমার বাবা মা ভাববেন। আমিতো রয়েছি পিটির অপেক্ষায় ও এলে বা ওর খোঁজ পেলে তোমায় ফোন করে জানাব'খন। কেমন?

রাজী হয়ে বব চলে গেল নিজের বাড়িতে। পিটির দুশ্চিন্তায় তার মন এতই ভারাক্রান্ত ছিল যে, বাবা যে বারান্দায় বসে আছেন তার প্রতীক্ষায় এটা সে খেয়াল না করেই পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করল অন্যমনস্কের মত।

ববের বাবা ছেলের এই অন্যমনস্কতা লক্ষ্য করে সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কী ব্যাপার বব? তোমায় কেমন অন্যমনস্ক দেখছি।

বাবার কথায় লজ্জা পেল বব। নিজেকে স্বাভাবিক করে নিয়ে বাবার পাশে এসে দাঁড়াল। বলল, হ্যাঁ বাবা, একটা রহস্যময় কেস নিয়ে ভাবছি।

কী কেস? আমায় বলতে আপত্তি আছে?

না না আপত্তি আবার কীসের? কেস ঠিক একটা নয় দেড়খানা বড়জোর দুখানা বলা যেতে পারে। গোটা কেসটা হলো আজ থেকে তিনহাজার বছর আগেকার পুরোনো কথা-কওয়া মমিকে নিয়ে, আর আধখানা হলো এমন একটা বেড়ালকে নিয়ে, যার একটা চোখের মনি নীল আর একটা কমলা রঙের। আচ্ছা বাবা, তিনহাজার বছর আগেকার একটা পুরোনো মমি কী ভাবে আবার জীবন্তের মত কথা বলে ওঠে, তা কিছু আন্দাজ করতে পার।

ববের বাবা মিঃ অ্যান্ড্রুজ একজন সাংবাদিক। স্থানীয় এক সান্ধ্য পত্রিকায় কাজ করেন। ফলে অনেক বিষয়ে অনেক কিছুই খবর রাখতে হয় তাঁকে। ছেলের কথা শুনে তিনি প্রথম কয়েক মিনিট চুপচাপ পাইপ টেনে চললেন তারপর বললেন তেমন ঘোরালো নয়তো ব্যাপারটা। মমি কেন? একটা নিরেট কাঠের পুতুলকে দিয়েও ইচ্ছে করলে জীবন্ত মানুষের মত কথা

কওয়ানো যায়। কী বুঝতে পারলে না? মাথায় ঢুকল না বুঝি?

হতবুদ্ধি বব নেতিবাচক ভঙ্গীতে ঘাড় নাড়ল।

ভেন্ট্রিলোকিজম্। মিঃ অ্যান্ড্রুজ মুখ থেকে পাইপ নামিয়ে বললেন ভেন্ট্রিলোকিজম হচ্ছে কথা বলার সেই ধরনের কৌশল, যে কৌশলে মনে হবে, বক্তা যেন তার প্রকৃত অবস্থান ছাড়া অন্য কোনো জায়গা থেকে কথা বলছে বা অন্য কেউ কথা বলছে তার হয়ে। বুঝেছ? তোমার এই মমির ব্যাপারটাও মনে হয় তাই। একটা শিশুও' জানে মড়া কথা কয় না। এ তো আবার তিনহাজার বছর আগেকার মড়া। কাজেই মড়া যখন কথা কইছে তখন বুঝতে হবে এর আড়ালে কোনো চতুর আর বুদ্ধিমান লোকের কারসাজি আছে। সে ভেন্ট্রিলোকিষ্ট সেখানে আড্ডা গেড়েছে কিনা।

আহ্লাদে তো ববের নাচতে ইচ্ছে হলো। বাবা কি সরল করেই না বুঝিয়ে দিলেন ব্যাপারটা। সে তক্ষুণি ফোন করতে ছুটল জুপিটারকে।

সব শুনে জুপিটার বললে, তোমার বাবা আন্দাজ করেছেন ঠিকই কিন্তু মুস্কিল কোথায় জানো? দূরত্ব যদি তেমন বেশী না হয় তবেই এই ভেন্ট্রিলোকিজম কৌশল খাটাতে পারে। আর দূরত্ব যদি বেশী হয়? ধরো তোমার বাড়ি আর আমার বাড়ির দূরত্ব? তাহলে?

তাহলে?

তাহলে ট্রান্সমিস্টিং আর রিসিভিং এর জন্য চাই রেডিও সেট। কিন্তু মমির ধারে কাছে তন্ন তন্ন করে খুঁজেও কোনো রেডিও সেট পাইনি। তাছাড়া এর বিরুদ্ধে মস্ত প্রমাণ আমি নিজে। আমি যখন প্রোফেসার ইয়ারবরোর ছদ্মবেশ ধারণ করেছিলাম তখন মমিটা কথা কয়ে উঠেছিল আমার সঙ্গে। আমিতো জানি আর তোমরাও জানো—আমি আদপেই কোনো ভেন্ট্রিলোকিষ্ট নই। সুতরাং তোমার বাবার থিয়োরী এক্ষেত্রে খাটছে না। আর পিটির খবর এখনো পাইনি। আচ্ছা গুড নাইট।

বারো □ পলায়ন

মনে মনে নিজের নিজের ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিল দুই বন্ধু। ট্রাক খুলে নিয়ে জো আর হ্যারি চলে যাবার পর, পিট আর হামিদের পক্ষে মমির বাক্স থেকে বেরিয়ে পড়ার আর কোনো বাধাই রইল না। তারা বাক্সের ঢাকনা তুলে ধীরে ধীরে বেরিয়ে এলো নিজেদের বন্দীশালা থেকে।

সারা ঘরটা ঘুট ঘুট করছে অন্ধকারে। শুধু মাথার ওপরকার একটা ছোট্ট স্কাই লাইট জানালা দিয়ে এক চিলতে আলো এসে সেই জমাট অন্ধকারকে কিছুটা ফিকে করে তোলার চেষ্টা করছে।

অন্ধকার চোখে সয়ে যাবার পর তারা দেখল, ঘরটা একটা ষ্টোর রুম। তিনদিকে দেয়াল একদিকে লোহার শাটার। ছাদের দিককার ঐ ছোট্ট স্কাইলাইটটা ছাড়া আর কোনো জানালা কোন দিকে নেই।

এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতেই চোখে পড়ল একটা পুরোনো মোটরগাড়ী এছাড়া ও আরো নানান হাবিজাবি জিনিস জমা করা ছিল সেখানে। ষ্টোররুম তো, তাই অবাক হওয়ার কিছু ছিল না তাদের। শুধু অবাক হলো কতকগুলো দামী দামী কম্বল দেখে। অন্ধকারে সব

জিনিস স্পষ্ট নজরে না পড়লেও হাতের ছোঁয়ায় অনেক কিছু বুঝে নিলে তারা। জিনিসগুলোর কোনোটাই খেলো নয়। বাড়তি হিসেবে এও বুঝলে, খুব সৎ পথে বা সৎ উপায়ে কোনো জিনিসই সেখানে আনা হয়নি। চোরাই মাল সব কটি।

নাঃ, আমরা সত্যিই ফাঁদে পড়ে গেছি। পালাবার আর কোনো পথই নেই। ধ্বনিত হলো হামিদের হতাশভরা কণ্ঠ।

কে বললে নেই? ঐ তো রয়েছে। বলে সে স্কাইলাইটকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে।

কিন্তু ওখানে পৌঁছব কী করে?

খুব সরলভাবে। ঐ পুরোনো বাড়িটার ঠিক ওপরেই রয়েছে স্কাইলাইটটা। গাড়ির মাথায় দাঁড়ালেই হয়তো নাগাল পেয়ে যাবে ওটার।

ব্যাপারটা এবার বুঝল হামিদ। অতঃপর সে আর পিটি পায়ের জুতো খুলে গলায় ঝুলিয়ে খালি পায়ে উঠল পুরোনো মোটরগাড়িটার ছাদে।

লম্বা ছেলে পিটি। তাই দেখা গেল, তার ওপর দিকে বাড়ানো হাতেরও ফুটখানেক ওপরে রয়েছে স্কাইলাইটটা। না লাফালে উপায় নেই।

নিজেকে প্রস্তুত করে নিয়ে লাফাল পিটি। চমৎকার লাফ। এক চান্সেই ধরে ফেলল স্কাইলাইটের ধারিটা। তারপর পাকা জিমন্যাস্টের কায়দায় হাতের কসরতে আর জোরের ওপরে শরীরটাকে তুলে নিতে বিশেষ কোন অসুবিধে হলো না তার। অসুবিধে দেখা দিল ঈষৎ খর্বকায় হামিদকে নিয়ে। স্কাইলাইট তার বাড়ানো হাতের ফুট দেড়েক ওপরে। লাফিয়েও তার পক্ষে সেটা ধরা মুশকিল। অগত্যা পিটিকে নিজের খানিকটা শরীর ঝুঁকিয়ে দিতে হলো নীচের দিকে। হামিদ তার হাত লক্ষ করে লাফ দিল। পিটি নিমেষে চেপে ধরল তার কব্জি দুটো। তারপর অমানুষিক শক্তিতে তাকেও টেনে তুললে ওপরে।

পলায়নের পরের ব্যাপার অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত আর সোজা।

বাইরে বেরিয়ে আসবার পূর্বমুহূর্তে কী ভেবে পিট তাঁর পকেট থেকে একটুকরো নীল খড়ি বার করে যে প্রবেশ পথ দিয়ে জো আর হ্যারির ট্রাকটা প্রবেশ করেছিল এই স্টোররুমে, তার দেয়ালে বেশ বড় বড় করে গোটা কয়েক জিজ্ঞাসার চিহ্ন দেগে দিলে।

এটা কী করলে? আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করল হামিদ।

আমাদের সংস্থার বিশেষ প্রতীক চিহ্ন দিয়ে রাখলাম—যাতে পরে এসে জায়গাটাকে চিনে নিতে অসুবিধে না হয়। জবাব দিল পিট, আর দেরী নয়, পালাই চলো এবার।

জোরে পা চালাল দুজনে। লম্বা গলি। আলো থাকলেও দু'ধারের বাড়ি আর দোকানের পিছনের অংশ বলে যেমন নোংরা তেমনই লোক চলাচলের অনুপযুক্ত। কোনোও ক্রমে তারা এসে শেষ প্রান্তে পৌঁছল। এবার মুখ তুলে তাকাল পিট। যদি গলিটার নাম ঠিকানা কিছু পাওয়া যায়, সেই আশায়—কিন্তু বৃথা। গলিটার কোনো নামই নেই।

কী করবে—কোন দিকে যাবে, তাই ভাবছে পিট। এমন সময়ে কাছাকাছি কোথাও ঝন্‌ঝন্‌ করে কাঁচ ভাঙার শব্দ জেগে উঠল প্রবলভাবে। তারপরেই দু'জন লোক ছুটতে ছুটতে এসে তাদের পার হয়ে মিলিয়ে গেল ওদিকে।

কিছু বোঝবার আগেই চোর চোর ধর ধর...ঐ পালাচ্ছে বলে সোরগোল শোনা গেল মানুষের। ওরা সভয়ে আর সবিস্ময়ে দেখলে পাশের আলো-আঁধারী থেকে কিছু লোক ছুটে

আসছে তাদের দিকেই। এবং তাদেরই দিকে আঙুল উঁচিয়ে দেখাচ্ছে। আর মুখে বলছে 'চোর চোর।'

নিমেষে গোলমেলে আর ঘোরাল ব্যাপারটা আঁচ করে নিলে পিট। আগত মানুষেরা তাদেরই চোর বলে বলে ভেবেছে। ধরা পড়লে প্রথম চোটে দৈহিক হেনস্তার অবধি থাকবে না। অতএব বাবা, আপন প্রাণ বাঁচা—এই নীতি অনুসরণ করে হামিদকে নিয়ে অন্ধ আবেগে পড়ি-কি-মরি করে দৌড়াল পিট যে দিকে দু-চোখ যায়।

দৌড়াতে-দৌড়াতে, পিছু ধাওয়া করে আসা লোকজনকে এড়িয়ে—তাদের দৃষ্টিসীমার বাইরে ফেলে, হাঁপাতে হাঁপাতে বেদম হয়ে যেখানে গিয়ে শেষ পর্যন্ত থামল তারা—সে জায়গা তাদের সম্পূর্ণ অচেনা। ষ্টোররুমটাও যে কোন দিকে, কতদূরে ফেলে এসেছে তাও কিছু বুঝতে পারলে না।

হামিদ।

কী?

এ আমরা কোথায় এলাম, তা তো বুঝতে পারছি না। এখন বাড়িই বা ফিরব কী করে? আর ঐ ষ্টোররুমটাকেও বা চিনব কী করে? আমার যতদূর মনে হচ্ছে, এ জায়গাটা লস এঞ্জেলেস শহরের শহরতলি। আমাদের রকি বীচ থেকে মাইল পনেরো আর হলিউড থেকে মাইল দশেক হবে।

খোঁজাখুঁজি করলে একটা ট্যাক্সি মিলবে না এখানে?

তা হয়তো মিলবে কিন্তু ট্যাক্সির ভাড়া?

তার জন্যে ভাবনা নেই। আমার কাছে টাকা আছে।

অতঃপর খুশি খুশি মনে দুজনে এগোল ট্যাক্সির সন্ধানে। ভাগ্যক্রমে পেয়েও গেল একটা। ট্যাক্সি চেপে খানিকটা এসেই সে একটা খোলা ড্রাগ ষ্টোর থেকে জুপিটারকে ফোন করল।

পিটের খবর পেয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল জুপিটার।

রকি বীচে পিটের বাড়ির কাছে এসে পিটকে নামিয়ে দিয়ে কাঁধে একটা হাত রেখে প্রগাঢ় কণ্ঠে হামিদ বলল, বন্ধু পিটার, আমি যদি তোমাকে আর তোমার দুই বন্ধুকে রা-ওর্কনের উদ্ধারের কাজে নিযুক্ত করতে চাই, তোমরা কি রাজী হবে?

কিন্তু আমরা যে আগেই প্রোফেসার ইয়ারবরোর হয়ে ওই কাজে নেমেছি।

সে তো মমির কথা-কওয়া রহস্য নিয়ে। আর আমি তোমাদের চাইছি চুরি হয়ে যাওয়া রা-ওর্কনকে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে। বলো রাজী আছ?

পিট একটু চিন্তা করে বলল, দেখ, মতামত দেবার অধিকার আমার নেই। সে অধিকার জুপিটারের। সেই আমাদের দলপতি। তুমি বরং কাল সকালে দশটা নাগাদ জোনস স্যালভেস ইয়ার্ড-য়ে এসে জুপির সঙ্গে দেখা করে এ-বিষয়ে আলোচনা কর। আমিও থাকব তখন সেখানে। কেমন?

রাজী হলো হামিদ।

দুই বন্ধু অতঃপর বিদায় নিল পরস্পরের কাছ থেকে পরের দিন ফের দেখা হওয়ার আশ্বাস নিয়ে।

তেরো □ জুপিটারের সন্দেহ

পরের দিন সকালে।

সদর দপ্তর তিন তরুণ রহস্য-অনুসন্ধানীর আলোচনা চক্র বসেছে। গতকালের সব ব্যাপার পিটের মুখে আদ্যোপান্ত শুনে গম্ভীর হয়ে গেছে জুপিটার। খানিকক্ষণ চিন্তিত মুখে ট্রেলারের মধ্যে পায়চারী করে করে সে বললে, খুবই কঠিন ব্যাপার। নতুন নতুন সমস্যা গজিয়ে উঠছে এদিক-ওদিক থেকে। তবে একটা ব্যাপারে আমার সন্দেহ রয়েছে—যে বিড়ালটাকে হামিদ তার বংশের আদি পুরুষ রা-ওর্কনের অবতার বলে দাবী করেছে, সেই বিড়ালটা সত্যই তাই কিনা। আমার তো সন্দেহ, ঐ বেড়ালটা মিসেস ব্যানফ্রীরই সেই হারানো বেড়াল ছদ্মবেশে রয়েছে।

জুপিটারের কথা শুনে শুধু পিট নয়, ববও থ। এ আবার কী কথা! বেড়ালের ছদ্মবেশ। এমন বিদঘুটে কথা তারা জীবনেও শোনেনি।

তাদের আলোচনার আসরে সেই সময়ে এলো হামিদ। সময় মত 'সী-অন'কে ভুলে, তাকে ট্যাক্সি থেকে নামতে দেখে, পিটই এগিয়ে গিয়ে পথ দেখিয়ে নিজেদের হেড-কোয়ার্টাসে নিয়ে এলো হামিদকে। তারপর একে একে তাকে পরিচয় করিয়ে দিল দুই বন্ধুর সঙ্গে।

আবার বসল আলোচনা-সভা। এবার চারজনে মিলে। জুপিটার বললে, পিট, তুমি তোমার কালকের অ্যাডভেঞ্চারের কথা ফের গোড়া থেকে শুরু কর। ইন এভরি অ্যান্ড ফুল ডিটেলস্। বব, নোট নাও।

পিট দ্বিতীয়বার শুরু করল তার গতকালের কাহিনী।

সব শোনার পর জুপিটার গম্ভীর কণ্ঠে বললে, মোদ্দা কথা তোমরা ঠিকানাটা জানো না সেই চোরাই মাল-গুদামের? তবে চিনে নেবার সুবিধের জন্য খড়ির দাগ দিয়ে এসেছ সেখানে? এই তো?

হ্যাঁ।

কুছ পরোয়া নেই। আমার মাথায় একটা মতলব এসেছে। কিন্তু তাতে সময় লাগবে। ভাই হামিদ, পিটির কাছে আমি তোমার কথা সব শুনেছি। আমরা তিন বন্ধুতে রাজী আছি তোমায় সাহায্য করতে। আচ্ছা, তুমি নাকি রা-ওর্কনকে তোমার বংশের আদি পুরুষ বলেছ?

হ্যাঁ, বলেছি আর এখনো বলছি। যাদুকর সার্ডন সেই কথাই তো বলেছে বাবাকে।

সার্ডন ভুল বলেছে। মানে সব সত্যিকথা বলেনি।

কি রকম?

যেমন ধর, যাদুকর রা-ওর্কনের বিড়াল-অজ্ঞতার সম্পর্কে যা যা বর্ণনা দিয়েছিল, তার ভেতরে মস্তবড় একটা ভুল থেকে গেছে, জানো না বোধহয়?

কীসের ভুল?

সে বলেছে ঃ রা-ওর্কনের এখনকার বিড়াল অবতার দেখতে হবে অবিকল তাঁর সেই তিন হাজার বছর আগেকার প্রিয় বেড়ালটির মত। তামাটে গায়ের রং...দু-রঙের দু-চোখের মণি...সামনের থাবাজোড়া কালো ঐ বেড়ালটাকেই কাল আমি দেখেছিলাম প্রোফেসার ইয়ারবরোর বাগানে ঘুরে বেড়াতে।

ঠিক। বেড়ালটা আপাততঃ আমার হেফাজতে আছে। দেখতে চাও? একটু অপেক্ষা করো। এই বলে জুপিটার তার ছোট্ট ল্যাবরেটরি ঘরে ঢুকে গেল। পরক্ষণেই বের হলো বেড়ালটাকে

কোলে নিয়ে।

এবার তবে একটা মজা দেখ। এই বলে পকেট থেকে রুমাল বার করে ল্যাবরেটরিতে গিয়ে কীসের একটা আড়কে যেন ভিজিয়ে নিয়ে এলো তার একটা খুঁট, তারপর বেড়ালের সামনের কালো রঙের থাবা জোড়ার একটাতে আলতোভাবে ঘষতেই সেটা ক্রমে ক্রমে সাদা রূপ ধরতে লাগল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই সাদা হয়ে গেল থাবা দুটো।

জুপিটার বললে, বুঝলে হামিদ, বেড়ালটার থাবা দুটো আসলে সাদাই। ওগুলোকে কালো রং করা হয়েছে বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে। এ তোমার বংশের পূর্ব পুরুষ নয়—এ হচ্ছে মিসেস ব্যানফ্রীর বেড়াল। স্ফিংক্স।

এতক্ষণ বাদে বব আর পিটি বুঝল, খানিক আগে বেড়ালের ছদ্মবেশ ধারণ বলতে কী বোঝাতে চেয়েছিল জুপিটার তাদের।

ব্যাপারটা তাহলে দাঁড়াচ্ছে, যাদুকর সার্ডনের ভবিষ্যৎবাণী অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়ে তোলার জন্যে কেউ বা করা মিসেস ব্যানফ্রীর বেড়ালকে চুরি করে, তার থাবা দুটো কালো রং করে ছেড়ে দিয়েছিল প্রোফেসারের বাগানে।

কিন্তু কেন?

গূঢ় কারণে নিশ্চয়ই।

ভালো কথা, রা-ওর্কনের অভিশাপের বিষয় কিছু জানা আছে তোমার? কিছু কিছু আশ্চর্য ঘটনা ঘটে গেছে প্রোফেসারের বাড়িতে। যেমন আপনা আপনি অনুবিস-এর কাঠের ভারী মূর্তিটা পড়ে যাওয়া...দেয়াল থেকে ধাতুর মুখোশ খসে পড়া—এই ধরণের আর কি।

দাঁত বার করে হাসল হামিদ। বলল, অভিশাপের কথা জানবো না কেন? সার্ডনই তো বলেছে আমাদের। আর এখানকার আশ্চর্য ঘটনা? ও তো আমাদের কারসাজি। ও-ই তো জানালা আর দেয়ালের ফাটলের ভেতর দিয়ে একটা লম্বা লোহার রড ঢুকিয়ে ঠেলে দিয়েছিল অনুবিসকে। দেয়াল থেকে ধাতুর মুখোশ ফেলে দেওয়াও তারই কীর্তি। থামের মাথা থেকে পলেস্তারা খসিয়ে পাথরের ভারী গোলাটাকে গড়িয়ে দিয়েছিল সে-ই। অবশ্য তোমাদের প্রাণে মারা তার উদ্দেশ্য ছিল না, উদ্দেশ্য ছিল তোমাদের—বিশেষ করে প্রোফেসার ইয়ারবরোকে ভয় পাওয়ানো। এবার বুঝলে?

বব আর পিটি তো থ। শুধু জুপিটার স্বাভাবিক কণ্ঠে বললে, আমিও প্রায় তা-ই আন্দাজ করেছিলাম। আচ্ছা, এবার মমি চুরির ব্যাপারে আসা যাক। ভাই হামিদ, তুমি কি নিজের চোখে জো আর হ্যারিকে রা-ওর্কনের মমিকে চুরি করতে দেখেছিলে?

হ্যাঁ।

মমি—মমির বাক্স আর মমির সেই মাস্টার ক্রিমিনাল খদ্দেরকে হাতের মুঠোয় পেলেই দেখবে, সব রহস্য তখন কেমন সহজ হয়ে গেছে।

কিন্তু প্রথম কাজ সেই চোরাই মালের গুদামটাকে আমরা খুঁজে বার করব কী করে? যদিও আমি গুদাম ঘরের দরজায় খড়ির দাগ দিয়ে এসেছি, কিন্তু লস্ এঞ্জেলেস্ শহরটা তো আর একটুখানি জায়গা নয়। বলল পিটি।

তাও আমি ভেবে দেখেছি। ওটা খুব একটা জটিল সমস্যা নয়। বলল জুপিটার। ভুতুড়ে ফোনের সাহায্য নেব আমি।

আমি অবশ্য আজ সকালেই তুমি আসার খানিক আগেই আমার এমন পাঁচজন বন্ধুকে ফোন করেছিলাম—যাদের প্রত্যেকের বাবা লস এঞ্জেলেসের শহরতলীতে কাজ করেন বা ব্যবসা করেন তাঁরা প্রত্যেকেই তাঁদের ছেলের কথামত কপাটে নীল খড়ির দাগ দেওয়া গুদাম ঘরের খোঁজ অবশ্যই নেবেন। খোঁজ পেলে, ঠিকানা টুকে এনে নিজের ছেলেকে দেবেন। সন্দেহ করবেন—কেন এই উদ্ভট অনুরোধ? মোটেই না। জানো হামিদ, এক ধরণের খেলা আছে আমাদের লোকে তাকে বলে গুপ্তধন সন্ধানে। যে ছেলের বাবা প্রথমে ঐ খড়ির দাগ দেওয়া-বাড়ি খুঁজে পাবেন তাঁর ছেলেই পাবে প্রথম পুরস্কার। অতএব সন্দেহের কোনো বালাই নেই। এবং ভূতুড়ে ফোনের সাহায্য নিয়ে আমরা আমাদের একটা কেস এর আগেও সাফল্যের সঙ্গে তদন্ত করেছিলাম। এটা হবে দ্বিতীয়। তবে কথা কী জানো? এটা একটু সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। সন্ধ্যের আগে সঠিক খবর পাওয়া সম্ভব নয়।

সেই দিন সন্ধ্যেবেলায় দেখা গেল জুপিটার, পিট, বব আর হামিদকে নিয়ে মিঃ জোনসের একখানা ট্রাক লস এঞ্জেলেসের শহরতলির দিকে ছুটেছে। চালাচ্ছে কনরাড। সোনালী রঙের দামী রোলস রয়েস এধরণের কাজে এহেন জায়গায় বড্ড বেমানান হবে মনে করেই জুপিটার সে গাড়ি আনায়নি।

শহরতলির কয়েকটা রাস্তা পার হয়ে অবশেষে ট্রাক এসে যেখানে থামল, সেটা একটা পুরোন আর বন্ধ হয়ে যাওয়া থিয়েটার হল। জীর্ণ আর মলিন সাইনবোর্ড পড়ে জানা গেল এই থিয়েটার হলের নাম শ্যামলেট থিয়েটার।

ট্রাক থেকে কনরাড ছাড়া বাকি কজনে নেমে পড়ল চটপট। জুপিটার জিজ্ঞেস করলে, এই বাড়িটায় কি কাল তোমরা ছিলে? চিনতে পার?

পিট সন্দেহজনক দৃষ্টিতে থিয়েটার বাড়িটার দিকে তাকাতে তাকাতে জবাব দিলে, যদিও বাড়ির সামনেটা নজর করিনি কেমন দেখতে সেটা, তবু মনে হচ্ছে সে বাড়ি এ বাড়ি নয়। এত উঁচুও ছিল না।

আমারও তাই মনে হচ্ছে। বলল হামিদ।

ভূতুড়ে ফোনে তো এখানকার ঠিকানাই রয়েছে। ১০৮৫৩ শ্যামলেট স্ট্রীট। আর এই বাড়িটাই ১০৮৫৩ নম্বর। চল সবাই।

জুপিটারকে অনুসরণ করল তিনজনে। শ্যামলেট থিয়েটারের পেছনের অংশে এসে দেখে, ফোনে দেওয়া ঠিকানা মিথ্যে নয়। সত্যিই তার দরজায় নীল চক দিয়ে আঁকা কয়েকটা জিজ্ঞাসার চিহ্ন রয়েছে।

এমন সময়ে তাদের চমকে দিয়ে কারা যেন হেসে উঠল হো হো করে। জুপিটার পিট-বব-হামিদ সবাই ফিরে তাকাল। দেখল তাদের পেছনে নরিস আর তার দুই সাগরেদ দাঁড়িয়ে হাসছে।

নরিস জিজ্ঞাসা করল জুপিটারকে, কী গো শার্লক হোমস, নতুন কোনো রহস্যের সূত্র খুঁজতেই এখানে এসেছ নাকি?

জুপিটার কোনো জবাব দিল না। শুধু স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে দেখল নরিসকে।

নরিস আবার বলল, নীল খড়ির জিজ্ঞাসা-চিহ্ন খুঁজছ তো? তবে আর ভাবনা কী? আশেপাশের অনেক বাড়িতেই দরজার গায়ে...দেয়ালের গায়ে ঝুড়ি ঝুড়ি নীল জিজ্ঞাসা-চিহ্ন

আঁকা রয়েছে দেখতে পাবে। তোমার তদন্তের কোনো অসুবিধেই হবে না গোয়েন্দা প্রবর।

অতঃপর বাবু নরিস একবার ঘৃণাভরে জুপিটারের দিকে চেয়ে, নিজের বন্ধুদের সঙ্গে সে স্থান ত্যাগ করল।

জুপিটার বলল, নিশ্চয়ই আমাদের কোনো ভূত বন্ধু ওকে ফোন করেছিল আমাদের দরকারে। ও ব্যাটা তখন সব জানতে পেরে আমাদের হয়রান করবার মতলবে আগে ভাগে এখানে এসে বাড়ি বাড়ি দেগে দিয়েছে নীল খড়ির দাগ। হয়তো বা এই অঞ্চলই নয় অন্য অঞ্চলের অন্য বাড়িতে খড়ির দাগ দিয়ে এসেছে পিট।

এখন তাহলে কী করা যায়? জিজ্ঞাসা করল বব। তার কণ্ঠে হতাশার সুর। ট্রাকে চেপে স্বস্থানে প্রস্থান?

তা কেন? দৃঢ় কণ্ঠে প্রতিবাদ করে উঠল জুপিটার। এসেছি যখন, তখন এর শেষ না দেখে নড়ছি না এখান থেকে। ট্রাক নিয়ে আমরা পথে পথে ঘুড়ব। নীল চকখড়ির দাগ ছাড়াও এমন কোনো চিহ্ন হয়তো থাকতে পারে যা কাল রাতে পিট আর হামিদ দেখে থাকলেও এখন ঠিক মনে করতে পারছে না। ঘুরতে ঘুরতে চিহ্নটা নজরে এলে আবার মনে পড়বে। চল ট্রাকে ওঠা যাক আবার।

আবার সবাই ফিরে চলল ট্রাকে।

ট্রাক চলেছে পথের পর পথ পেরিয়ে। পিট আর হামিদ শ্যেনচক্ষু মেলে বসে আছে বাইরের দিকে চেয়ে। সহসা জুপিটারের জামার হাতা আঁকড়ে ধরল পিট। বলল ঃ ঐ যে আইসক্রীম ষ্ট্যান্ডটা দেখতে পাচ্ছ, আমার এখন মনে হচ্ছে কাল রাতে তাড়া খেয়ে ছোটবার সময়ে এ ষ্ট্যান্ডটার পাশ দিয়েই ছুটেছিলাম আমরা।

সিদ্ধান্ত যা নেবার তা জুপিটারই নিল অতঃপর। সে বলল, বব আর হামিদ এখানে থাক। আমি আর পিট যাচ্ছি দু'দিকে। একটা ওয়াকি-টকি তো ববের কাছে রয়েছেই। আমাদের মধ্যে যে আগে সন্ধান পাবে সে-ই তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে দেবে। কেমন?

জুপিটার চলেছে গলিপথ বেয়ে। নীল খড়ির দাগ দেওয়া সেই গুদাম ঘরের কোনো চিহ্নই তখনো পর্যন্ত। এখনো আকাশে গোধুলির ম্লান আলো রয়েছে। এরপর অন্ধকার নামলে তখন আর খড়ির দাগ চেনা কষ্টকর হবে। মনে মনে ক্রমেই হতাশ হচ্ছিল জুপিটার।

গলিটা শেষ হয়ে আর একটা গলিতে পড়েছে—এই রকম জায়গায় একটা বড় বাড়ি আর সেই বড় বাড়ির সামনে নীল রঙের ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে। দু'জন লোক বসে ড্রাইভারের সীটে। জুপিটার কতকটা অন্যমনস্কের মত ট্রাকটার পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গিয়ে ওপাশের গলির মোড়ে পৌঁছবে বলে এগোচ্ছে ধীরে পায়ে এমন সময়ে তার কানে এলো ট্রাকের লোক দুজনের একজন আরেকজনকে বলছে ঃ দরজা খুলে দিয়েছি হ্যারি ট্রাক ঢোকাও।

হ্যাঁ, এই যে ঢোকাচ্ছি। তার আগে তুই তোর দিকের দরজাটা বন্ধ করবি তো।

চোদ্দ □ জুপিটারের অসহায়

নাম দুটো শুনেই টনক নড়ে উঠল জুপিটারের। দেখল, ট্রাকটা ধীরে ধীরে সেই বড় বাড়িটার মধ্যে প্রবেশ করছে। সে আর কালক্ষেপ করল না। হাতের নাগালে এসেও চিড়িয়া উড়ে যাচ্ছে দেখে সে দ্রুতবেগে অনুসরণ করল ট্রাকটাকে। তার ভাগ্য ভাল, সে আর নিজেদের নিয়ে

মশগুল থাকায় তারা জুপিটারকে লক্ষ্য করেনি।

ট্রাকটা গিয়ে বাড়ির ভেতরে থামল। জুপিটার থামল ঠিক পাশে। এইবার ওরা নামবে। আর নামলেই তাকে দেখতে পাবে কেউ না কেউ। জুপিটার অর দেরী না করে চোখের পলকে সেঁধুলো ট্রাকের তলায়। কারণ তখনকার মত সেটাই একমাত্র নিরাপদ স্থান।

ইতিমধ্যে পেছনের লোহার গেট বন্ধ হলো। ট্রাকের হেড লাইট জ্বলল। সেই আলোয় ষ্টোররুমের যাবতীয় জিনিস প্রতিভাসিত হয়ে উঠল জুপিটারের চোখে। মমির বাক্সটা অবধি।

কিন্তু মুশকিল বাধল সে তার এই আবিস্কারের কথা বন্ধুদের জানাতে পারছেনা। ওয়াকি-টকিতে জানাতে গেলেই ধরা পড়ে যাবে জো আর হ্যারির কাছে। মাত্র ফুট ছয়েক দূরেই দাঁড়িয়ে আছে দুই দুশমন।

এবার নতুন আর এক বিপদ দেখা দিল জুপিটারের। বাক্স তুলতে গিয়ে জো'র খেয়াল হলো ট্রাকটা দরজার এত কাছ ঘেঁষে দাঁড় করানো হয়েছে ট্রাক না সরালে কফিনটাকে ট্রাকে তোলা যাবে না।

সে তখন হ্যারিকে বলল ট্রাকটা একটু এগিয়ে নিতে। হ্যারি জবাব দিলে, সরাতে হয় তুই সরা, আমি আগে এক গ্লাস জল খেয়ে নিই। বলে হ্যারি ষ্টোররুমেই লাগোয়া একটা ঘরে গেল জল খেতে। জো এলো ট্রাক সরাতে। ট্রাক সরে গেল কয়েক ফিট তফাতে। জুপিটারের আড়ালটুকুও সরে গেল সেই সঙ্গে।

মুশকিলে পড়ে গেল জুপিটার। ওয়াকিটকিতে বন্ধুদের খবর দেওয়ার উপায় নেই, আবার ট্রাকটাকেও নজর ছাড়া করা চলেনা। ট্রাকেও সে চড়ে বসতে পাচ্ছে না। কেননা, মমির বাক্স রাখতে এসে জো আর হ্যারি দেখে ফেলে তাকে যদি।

উপায় একাই আছে। মমির বাক্সের গিয়ে সেঁধুনো।

কিন্তু কয়েক মুহূর্তের মধ্যে কাজটা সেরে না ফেললে সব মাটি। সাহসে বুক বাঁধল জুপিটার। বাক্সটা রয়েছে ট্রাকের পাশের দিকে— সামান্য পিছনে। হ্যারি কলঘরে...জো ড্রাইভিং সীটে...জুপিটার তীরের মত ছুটে হুমড়ি খেয়ে বসল মমির বাক্সের কাছে তারপর চোখের পলক পড়তে না পড়তেই ভেতরে—

নিজেদের ট্রাকে ফিরে এসে জমায়েত হয়েছিল পিট, বব আর হামিদ। সেই যে জুপিটার চলে গেল গুদাম ঘরের খোঁজে তারপর থেকে তার আর সাড়া শব্দ নেই। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করা, অবশেষে ওয়াকি টকিতে বারংবার চেষ্টা করেও জুপিটারের সাড়া পাওয়া যায়নি। কে জানে, কী বিপদে আবার পড়ল সে।

কী করা উচিত যখন ভাবছে এরা সেই সময়ে পিটের ওয়াকি-টকি সরব হয়ে উঠল সহসা।

আমি জুপিটার বলছি। আমার কথা শুনতে পাচ্ছ পিট।

পিট সজোরে আঁকড়ে ধরল নিজের মেশিনটাকে। সাগ্রহে বললে, হ্যাঁ হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি। বলে যাও। কী ব্যাপার?

আমি জো আর হ্যারির ট্রাকে চেপে চলেছি আপাততঃ হলিউডের দিকে। দু-টনি নীল রঙের ট্রাক। মাঝে মাঝে রঙ চটে গেছে। লাইসেন্স নাম্বার হচ্ছে—পি এক্স ১০৪৩। গাড়িটা এই মাত্র পশ্চিমমুখো হয়ে পেণ্টার ষ্ট্রীট ধরে চলেছে বুঝেছ?

হ্যাঁ বুঝেছি। বাক্সটা আমার চেনা।

তবে আর কি, ফলো করো। কানেকশান কেটে দিল জুপিটার।

পিট অতঃপর কনরাডকে বুঝিয়ে বলল গোটা পরিস্থিতিটা। তাকে কী করতে হবে তাও বোঝাল। মালিকের ভাইপো—তাদের একান্ত প্রিয় জুপি শত্রুপক্ষের ট্রাকে বন্দী শুনেই তো মাথা গরম হয়ে গেল তার। সে অস্ফুট কণ্ঠে জার্মান ভাষায় একটা কঠিন শপথবাক্য উচ্চারণ করে করে নিমেষে নিজেদের ট্রাকের মুখ ঘুরিয়ে ঝড়ের গতিতে ছুটে চলল আগের ট্রাকের পিছু নিতে। আর অল্প সময়ের ভেতরেই নির্দিষ্ট পথে, নির্দিষ্ট লক্ষ্য বস্তুকে খুঁজে নিল।

ওয়াকি-টকি চালু করে জুপিটারকে খবরটা জানিয়ে দিল পিট।

মানুষ ভাবে এক ঈশ্বর করান আর এক। একটা রেল লাইন ক্রস করে জো আর হ্যারির ট্রাক চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই লেভেল ক্রসিংয়ের লোহার গেট নেমে এলো। কনরাড প্রাণপণ চেষ্টা করেও কয়েক সেকেন্ডের জন্য দূরত্বটুকু কভার করতে পারল না। ফলে ঘ্যাঁচ করে সশব্দে ব্রেক করতে হলো তাকে।

পিট তাড়াতাড়ি ওয়াকি-টকিতে খবরটা জানিয়ে দিলে জুপিটারকে।

নিজের অসহায় অবস্থার কথা বুঝেও কিছুমাত্র দমলনা জুপিটার। বরং আরো ঠান্ডা মাথায় ভাবতে লাগল, এবার তার কী করা উচিত। শেষ পর্যন্ত ঠিক করল—ওয়াকি-টকিতে সমানে সে ডেকে যাবে পিটকে। তাকে এপথে সে পথে খুঁজতে খুঁজতে দৈবাৎ যদি তারা তার ট্রান্সমিশনের গন্ডীতে এসে পড়ে। এই ভেবে কয়েক সেকেন্ড পর পরই পিটকে ডেকে চলল জুপিটার। কিন্তু প্রতিবারই হতাশ হলো।

ভবিষ্যতে ভাগ্যে কী লেখা আছে কে জানে? হয় জীবন, না হয় মৃত্যু। কিন্তু ভেঙে পড়লে কী হবে? অবস্থা বুঝে তখন ব্যবস্থা নেবার চেষ্টা করতে হবে—ভাবল জুপিটার।

ট্রাকের গতি হঠাৎ মন্থর হলো। থেমে গেল একেবারে। তারপর মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই আবার চলতে শুরু হলো। জুপিটার আঁচ করল, খুব সত্বর তাদের আগমন সংবাদ জানানো হলো সেই রহস্যজনক খদ্দেরকে।

আরো কিছুক্ষণ পরে ট্রাকটা এসে ফের দাঁড়াল এক জায়গায়। জো আর হ্যারির নামার শব্দ শোনা গেল। শোনা গেল ঘড় ঘড় লোহার দরজা খোলার আওয়াজ। জুপিটার বুঝল গন্তব্য স্থানে এসে গেছে ট্রাক। এইবারই তার চরম ভাগ্য পরীক্ষা।

অতঃপর জো আর হ্যারি এসে ট্রাকের পেছনের ডালা খুলে মমির বাক্সটা বয়ে নিয়ে গেল গুদাম ঘরের ভেতরে।

ঠিক আছে। এবার মিনিট দশেকের জন্য তোমরা একবার বাইরে যাও তো। আমার একটু কাজ আছে এই বাক্সটা নিয়ে। তারপর আমি ডাকলে ভেতরে এসে এটাকে নিয়ে গিয়ে কোথাও পুড়িয়ে ফেল। বলল এক তৃতীয় কণ্ঠস্বর। ঠিক চেনা নয় জুপিটারের কাছে। সেই খদ্দের নিশ্চয়—ভাবল জুপিটার।

আগে আমাদের টাকা মিটিয়ে দিন মশাই নইলে একপাও আমরা নড়ছি না এখান থেকে। জো বলল কড়া গলায়।

নিশ্চয়ই দেব। আরো দু'হাজার ডলার পাবে তোমরা। এখন চল, বাইরে চল। আর্ধেক এখনই দিচ্ছি বাকি আর্ধেক এই বাক্সটা পুড়িয়ে ফেলার পর দেব কিন্তু।

ঠিক আছে। দাঁড়ান, যাবার আগে দড়িটা খুলে নিই। বলল হ্যারি।

মমির বাক্সের দড়িটা খুলে নিল হ্যারি। তারপর তাদের তিনজনের বেরিয়ে যাওয়ার শব্দ শুনতে পেল জুপিটার। সে চুপি চুপি বেরিয়ে এলো তার বন্দীদশা থেকে মুক্ত হয়ে। আড়মোড়া ভেঙ্গে গা-গতরের খিল ভেঙে নিল। তারপর অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে দেখতে লাগল—চারিদিক—কোথায় এসেছে সে।

মিনিট দুয়েক হয়নি জুপিটার শুনল, বাইরে থেকে কে যেন দরজা খুলে ভেতরে আসছে। কাঠের দরজা। নিশ্চয়ই সহজে আসা যাওয়ার জন্য মালিক এটা ব্যবহার করে। এটা তার প্রাইভেট প্যাসেজ।

লুকোবার আর জায়গা নেই দেখে, জুপিটার বিদ্যুৎগতিতে সেই দরজার কাছেই কোণ ঘেঁষে দাঁড়াল। ফলে কপাট খেলার সঙ্গে সঙ্গে সে ঢাকা পড়ে গেল কপাটের আড়ালে।

অন্ধকারে অন্ধকার মাখা হয়ে একটা ছায়ামূর্তি প্রবেশ করল গ্যারাজে। আলো থেকে ভেতরের অন্ধকারে হঠাৎ আমার লোকটির নজরে পড়ল না জুপিটার। সেই ফের দরজায় চাবি দিয়ে অনেকক্ষণেই চলে গেল মমির বাক্সটার কাছে। বোঝা গেল, ঐ বাক্সটার দিকেই তার মন পড়ে থাকায় সে আর অন্যদিকে মন দেবার ফুরসৎ পায় নি।

আগন্তুক মমির বাক্সটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। নিজের মনেই অনুচ্চ কণ্ঠে বললে, অবশেষে তোমায় আমি পেলাম। দীর্ঘ পঁচিশটা বছর আমায় অপেক্ষা করতে হয়েছে তোমাকে পাবার জন্য। তাতে দুঃখ নেই। শুধু পঁচিশ বছর কেন জীবনভর তোমার জন্যে আমি অপেক্ষা করতে রাজী ছিলাম বন্ধু।

লোকটিকে গ্যারাজ-লাইট না জ্বালাতে দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল জুপিটার। তার মানে, অন্ধকারে আত্মগোপন করাই শ্রেয়।

লোকটি অতঃপর বাক্সের পাশে উবু হয়ে বসে, বাক্সের ডালা তুলে ঝুঁকে পড়ে কী যেন খুঁজতে লাগল...কী যেন করতে লাগল একহাতে—অন্য হাতে পেন্সিল টর্চ ধরা।

এ সুযোগ হেলায় হারালো না জুপিটার। সে শিকারী চিতার মত নিঃশব্দ অথচ দ্রুতপদে গুড়ি মেরে গিয়ে আচমকা পেছন থেকে এক ধাক্কা দিয়ে বসল আগন্তুককে। অসতর্ক মুহূর্তে এবং অপ্রত্যাশিত ভাবে ধাক্কা খেয়ে লোকটি হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল বাক্সের ভেতরে। জুপিটার চটপট তার পা দুখানাও ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়ে, বাক্সের ডালা এঁটে দিলে দ্রুত হাতে তারপর চেপে বসল তাতে।

রহস্যের সেই মেঘনাদ—সেই চোরচূড়ামণি—সেই মাষ্টার ক্রিমিন্যাল বুদ্ধির খেলায় পরাজিত হয়ে নিজেই এবার জুপিটারের হাতে বন্দী হয়ে পড়ল।

পনেরো ☐ রহস্য তরল হলো

হাজার হলেও জুপিটার বয়সে তরুণ। তার আর শক্তি কতটুকু? যে লোকটা মরিয়া হয়ে নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্যে চেষ্টা করে চলেছে তার সেই চেষ্টার পেছনে ছিল পরিণত দেহের সর্বশক্তি আর অন্ধ আক্রোশ এবং প্রচন্ড ভয়। তার সঙ্গে জুপিটারের প্রচেষ্টার তুলনা করা চলে না।

সেই সময়েই ঘটল কান্ডটা। বাইরে প্রচন্ড গোলমাল...হৈ চৈ...চেঁচামেচি ছুটোছুটি শুরু

হলো। জুপিটার কিছু বোঝবার আগেই ঘটাং ঘটাং করে উঠে গেল প্যাসাজের লোহার শাটারটা। একদল লোক হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল ভেতরে। ফটাফট আলো জ্বলে উঠল।

আনন্দে বিস্ময়ে জুপিটার দেখতে পেল সারির প্রথমেই দাঁড়িয়ে রয়েছে তার তিন বন্ধু—পিটি, বব, আর হামিদ। তার পেছনে প্রোফেসার ইয়ারবরো আর আমেদ। সবশেষে সহজে হাত ঘষতে ঘষতে ঢুকল কনরাড।

কনরাড এসেই সোল্লাসে ঘোষণা করলে ঃ দু ব্যাটাকে বেশ করে বেঁধে রেখেছি ট্রাকের মধ্যে। পালাবে কোথায়? কৈ, জুপি কৈ? ঐ তো। মাষ্টার জুপি—ও কে?

হ্যাঁ কনরাড, আমি ও-কে?

জুপি! জুপি! বাক্সের মধ্যে ও কীসের শব্দ? কে ধাক্কা দিচ্ছে ভেতর থেকে? ববের দুচোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠল ভয়ে আর বিস্ময়ে।

এই রহস্যময় কেসের যিনি মূল গায়েন—তিনি। সেই যাদুকর সার্ডন। আবার কে?

সার্ডন। সেকি, সার্ডন এখানে। প্রায় একই সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল হামিদ আর আমেদ।

অসম্ভব। এ হতেই পারে না। অতদূর দেশ লিবিয়া থেকে তার মতন একজন বৃদ্ধ সহায়-সম্বলহীন যাদুকর কিছুতেই আসতে পারে না এ দেশে। বললেন আমেদ।

অসম্ভব কি সম্ভব এক্ষুণি দেখাচ্ছি আপনাকে। তার আগে সবাই সতর্ক থাকুন, সে যেন কোনমতে পালাতে না পারে।

তারপর সে ডালা থেকে নিজের দেহের চাপ সরিয়ে উঠে দাঁড়াতেই ভেতরের এক ধাক্কায় ছিটকে পড়ল ডালাটা। সঙ্গে সঙ্গে ভয়াবহ ও বিশ্রী মুখের চেহারা এবং চোখের বন্য আর ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিয়ে যে লোকটি বেরোল, তাকে দেখে হামিদ আর আমেদ দুজনেই অবিশ্বাস্য চিৎকার করে উঠল ঃ সার্ডন। কিন্তু পরক্ষণেই ভুল ভাঙল তাদের। হামিদই আগে বললে, না না, এ তো সার্ডন নয়। সে ছিল কানা, এক ঝাঁকড়া সাদা চুল আর একমুখ দাঁড়ি গোঁফ। তাছাড়া পঙ্গু ছিল বলে লাঠি ধরে ধরে চলত সে।

ওটা ছিল তার ছদ্মবেশ। সহাস্যে জানাল জুপিটার। এই কেসে ছদ্মবেশেরই তো ছড়াছড়ি। সার্ডন ছদ্মবেশী...রা-ওর্কনের বেড়াল ছদ্মবেশী আমেদ ছদ্মবেশী...আনুবিস ছদ্মবেশী এমন কি আমিও প্রোফেসার ইয়ারবরোর ছদ্মবেশ ধরেছিলুম কিছুক্ষণের জন্য।

এ লোকটা তবে কে? জিজ্ঞাসা করল হামিদ।

উত্তরটা এবার এলো প্রোফেসার ইয়ারবরোর কাছ থেকে। তিনি প্রায় অবরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, একি, ফ্রীম্যান তুমি। এ সবের মানে কী? আমার রা-ওর্কনকে তবে তুমিই চুরি করেছ?

ধরা পড়ে বিন্দুমাত্র লজ্জিত কিংবা অপ্রতিভ হলেন না ফ্রীম্যান। তিনি মাথা উঁচু করে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে বন্ধুর মুখের দিকে চেয়ে সদম্ভে বললেন, হ্যাঁ, ইয়ারবরো এ কাজ আমার। আর কেনই বা করব না বলতে পার? এই মমি আর তার এই বাক্সটা আবিষ্কার হওয়ার লগ্ন থেকেই আমি অপেক্ষা করে আছি এ দুটোর জন্য। ওহ, দীর্ঘ পঁচিশ বছর ধরে বসে থাকতে হয়েছে আমায়। কত যে টাকা নষ্ট করেছি এর পেছনে তার কোনো হিসেব-নিকেস নেই। এক লাখ ডলার হয়তো বা দুলাখ ডলারই হবে।

এই সময়ে আমেদ দলছুট হয়ে বেরিয়ে এসে ফ্রীম্যানের মুখোমুখি দাঁড়ালেন। তাঁর মুখের দিকে চেয়ে তীব্রকণ্ঠে বললেন, হ্যাঁ, ইনিই সেই যাদুকর সার্ডন। সেই মুখের ছাঁচ, সেই গলার

আওয়াজ। ইনিই আমার মনিবকে কথা শুনিয়ে তাকে বাধ্য করে ছিলেন যে সব কথায় বিশ্বাস করতে আর আমাকে ও হামিদকে এত দূরে ছুটে আসতে। অর্থ নষ্ট, সময় নষ্ট, মনের সুখ শান্তি নষ্ট, অযথা হয়রানি—কীনা হয়েছে তার ফলে আমাদের। মিথ্যাবাদী কোথাকার! বলেই কেউ কিছু বোঝবার আগেই ফ্রীম্যানের গালে ঠাস করে এক চড় কষিয়ে দিলেন।

নীরবে নিশ্চেষ্ট ভাবে নিজের অঙ্গে সেই আঘাত গ্রহণ করলেন ফ্রীম্যান, শুধু ম্লান কণ্ঠে বললেন, এর হয়তো প্রয়োজন ছিল আমার। নইলে প্রায়শ্চিত্ত হবে কী করে? যাই হোক ইয়ারবরো, তুমি বোধ হয় জানতে খুবই উৎসুক হয়েছ, কেন আমি এমন কাজ করলাম?

মলিন হাসি হাসলেন ফ্রীম্যান। বললেন, তুমি একটু ভুল করছ ইয়ারবরো। গবেষণামূলক কোনো কাজের জন্য রা-ওর্কনকে আমার দরকার ছিলনা আদপেই, আমার দরকার ছিল তার এই বাক্সটাকে! তুমি নিশ্চয়ই ভোলনি, ইয়ারবরো, তোমার এই আবিষ্কারের পেছনে আমার স্বর্গত বাবার অবদানও কিছু কম ছিল না।

আমি কোনদিনই তা অস্বীকার করিনি আর করবোও না কোনো দিনই। সে যখন কায়রোর বাজারে আচমকা খুন হয়ে গেল তখন সবচেয়ে বেশী দুঃখ আর আঘাত পেয়েছিলাম আমিই।

শুনে প্রীত হলাম। তুমি বোধহয় জানোনা বন্ধু, শুধুমাত্র রা-ওর্কনের নয় সেই সঙ্গে আরো একটা জিনিষ তিনি আবিষ্কার করে ছিলেন আশ্চর্যভাবে। কী সেই আবিষ্কার জানো? এই মমি-কেস-য়ের মধ্যে একটা ফাঁপা জায়গা। দাঁড়াও, তোমায় চাক্ষুস করাচ্ছি সেটা, এই বলে ফ্রীম্যান তাঁর গ্যারেজের একধারে গিয়ে একটা যন্ত্রপাতির বাক্স হাতড়ে বার করলেন ছোট্ট একটা হাত করাত। সেটা দিয়ে চিরতে যাচ্ছেন, প্রবলভাবে বাধা দিয়ে উঠলেন প্রোফেসার ঃ ওকি! ওকি করছ ফ্রীম্যান! আমার এই দামী মমির বাক্সটা যে নষ্ট হয়ে যাবে।

সজোরে হেসে উঠলেন ফ্রীম্যান। বললেন, দামী! কে বলেছে তোমায়? এর ভেতরে যা লুকিয়ে আছে তার চেয়ে দামী নয় নিশ্চয়ই। তাছাড়া এক টুকরো কাঠ কেটে নিলে কীই বা এমন ক্ষতি হবে বাক্সটার? তোমারও তো এক টুকরো কাঠ কার্বন ডেটিং এক্সপেরিমেন্টের জন্য দরকার বলেছিলে। সুতরাং কাটি না। আসল ব্যাপার কী জানো, ইয়ারবরো, আমার বাবা সেই ফাঁপা গর্তটাকে এমনভাবে আঠা দিয়ে বুজিয়ে ফেলেছিলেন যে করাত দিয়ে না চিরে উপায় নেই। নইলে কবেই আমি আমার খুশীমত সময়ে আর সুযোগে তোমার বাড়ি গিয়ে ওটাকে, অনায়াসেই খুলে ফেলতাম। আমার বাবার মত এত কান্ড করার মানেই হচ্ছে, তিনি কোনো না কোনদিন এই বাক্সটাকে নিজের করে পাবার আশা করেছিলেন। যতদিন না তা সম্ভব হচ্ছিল ততদিন তাঁর আবিষ্কার যাতে অন্য সবাইয়ের নজরের আড়ালেই থেকে যায়-এই ছিল তাঁর মনোগত বাসনা।

কাউকে কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়ে ফ্রীম্যান দ্রুত হাতে মমি-কেস-এর একটা কোন কয়েক মিনিটের মধ্যে বিচ্ছিন্ন করে ফেললেন করাত চালিয়ে। তারপর সেটা হাতে নিয়ে লেকচার দেবার ভঙ্গীতে বলতে শুরু করলেন ঃ কখনো যদি তাঁর কিছু ভালো-মন্দ ঘটে যায় মমি কেসটা পাবার আগেই, তাহলে তো তাঁর আবিষ্কার বরাবরের মধ্যে সকলের—বিশেষ করে আমার অগোচরে থেকে যাবে, এই আশঙ্কায় মারা যাওয়ার কয়েক ঘণ্টা আগে তিনি সব জানিয়ে আমার একখানা চিঠি লেখেন। চিঠিখানা আমি পাই তাঁর মৃত্যুর পরে। আমি তখন কলেজে পড়াশেশনা করছি মধ্য প্রাচ্যের ভাষা নিয়ে। চিঠি পাবার পর আর বাবা কী আবিষ্কার

করেছিলেন তা জানবার পর, ঐ মমির চিন্তাই হয়ে উঠল আমার সর্বসময়ের ধ্যান-জ্ঞান। কলেজ থেকে পাশ করে বেরিয়ে অনেক রকম চেষ্টা করেছিলাম রা-ওর্কনের মমিটাকে নিজের দখলে আনতে, কিন্তু সব প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছিল একে একে।

অবশেষে খবর পেলাম কায়রো মিউজিয়াম নাকি যে কোন কারণেই হোক, মমিটাকে এবার নাকি প্রোফেসার ইয়ারবরোর কাছে পাঠিয়ে দিতে মনস্থির করেছে। খবরটা শোনার পর এবং নিজের তরফে বিশেষ অসুবিধে থাকায় মাথায় একটা নতুন মতলব খেলে গেল। আর সেই মতলব মতই লিবিয়ায় গিয়ে হামিদ পরিবারের বড় কর্তার সঙ্গে দেখা করলাম।

আমি ভাষাবিদ, আমি ইতিহাস বক্তা, আমি মরিয়া এবং মতলববাজ। ফলে কথার প্যাঁচে, ভাষার যাদুতে আর অভিনয়ের নিপুণতায় হামিদ পরিবারকে অনায়াসেই বিশ্বাস করাতে পারলাম যে রা-ওর্কন তাঁদেরই বংশের আদি পুরুষ এবং একজন বিদেশীও বিধর্মী লোক তাঁকে (রা-ওর্কনকে) বাসভূমি থেকে উৎখাত করে নিয়ে যাচ্ছে পরদেশে। এতে শুধু রা-ওর্কনেরই শান্তি বিঘ্নিত হবে না, তাঁর ক্রুদ্ধ অভিশাপে হামিদ পরিবারের ওপর নেমে আসবে অশুভ-অকল্যানের কালো ছায়া। হামিদ পরিবার যদি নিজেদের মঙ্গল চান তবে যেন অচিরেই তাদের পূর্বপুরুষ রা-ওর্কনের মমিটাকে তাঁর বাক্সসমেত উদ্ধার করবার চেষ্টা করেন সেই বিদেশী আর বিধর্মী লোকটির কবল থেকে।

কিন্তু তুমি বন্ধু সে ধারই মাড়াল না। নার্ভাস হলেও ভয় পেলেনা মোটেই। উল্টে বাক্সটাকে কেটে তার কার্বন ডেটিং এক্সপেরিমেন্ট করতে চাইলে। বড় ভাবনায় পড়ে গেলাম। বাক্স কাটতে গিয়ে যদি তুমি নিজেও পরিস্কার করে বলো—যা আমার বাবা আবিষ্কার করেছিলেন আজ থেকে পঁচিশ বছর আগে।

আচ্ছা, আজ তোমাদের কৌতূহলে জরোজরো করে রাখতে চাই না। এই দেখ—এই বলে ফ্রীম্যান মমি-কেস-য়ের কাটা অংশ হতে পার্চমেন্ট কাগজের একটা প্যাকেট টেনে আনলেন। সকলেরই উদগ্র দৃষ্টি তাঁর হাতের দিকে। ফ্রীম্যান মেঝের বসে প্যাকেটটাকে সাবধানে খুললেন কম্পিত হাতে। শেষ পর্যন্ত যা বেরোল, তা দেখে উপস্থিত সকলেরই চোখ ধাঁধিয়ে গেল। মুখে কারো কথা নেই—নড়ছেনা—কেউ—চোখের পলক ফেলতেও বুঝি ভুলে গেছে সকলে।

প্রত্যেকটি মানুষের অপলক চোখের সামনে নাড়ানাড়ি করছে উজ্জ্বল আলোর নীচে।

সকলের আগে মমিও ফিরে পেলেন প্রোফেসার ইয়ারবরো। তিনি অভিভূত কণ্ঠে বললেন ঃ রত্ন। মিশরের প্রাচীন ফ্যারাওদের আমলের মনি-মুক্তো-হীরে পান্না-চুন্নী-জহরৎ। এ যে অদৃশ্য জিনিষ, ফ্রীম্যান। আর্থিক মূল্য দাবী করতে পারো।

প্রোফেসার ফ্রীম্যান একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, এবার তো বুঝতে পারছ, ইয়ারবরো, কেন একাজ আমি করেছিলাম। মণি-রত্নগুলো বাবা নিজের কাছে রাখতে ভরসা পান নি। গোটা তিন-চার নিয়ে বাকিগুলো এইভাবে প্যাকেট-বন্দী করে রা-ওর্কনের মমির বাক্সের মতোই লুকিয়ে রেখেছিলেন। আর খুব সম্ভব, কায়রোর বাজারে এই রত্ন বিক্রী করতে গিয়েই তিনি প্রাণ খুইয়ে বসেন।

কয়েক সেকেন্ড নীরবতা মধ্যে কেটে যাবার পর প্রোফেসার ইয়ারবরো জিজ্ঞাসা করলেন ফ্রীম্যানকে ঃ রা-ওর্কন কোথায়?

গ্যারাজের একটা কোন দেখিয়ে দিলেন ফ্রীম্যান।

আহ! ভগবানকে ধন্যবাদ। আবেগমন্ডিত কণ্ঠে বললেন তিনি। নষ্ট করো নি তাহলে। আচ্ছা ফ্রীম্যান, আমার রা-ওর্কনকে দিয়ে তুমি কথা কওয়ালে কেমন করে?...

ষোল □ মিঃ হিচককের প্রশ্ন

মিঃ অ্যালফ্রেড হিচকক তাঁর অফিসে বসে, এই তিন তরুণ রহস্য-অনুসন্ধানীর বর্তমান রহস্য-তদন্তের কেস হিস্ট্রি পড়ছিলেন মন দিয়ে। তাঁর ডেস্কের অপর তিনদিকে বসেছিল জুপিটার, পিট আর বব। শেষ পাতাটুকু শেষ করে তিনি পরিতৃপ্তির সুরে বললেন।

বিবরণটি পড়লাম কিন্তু একটা ব্যাপারে আমার একটু খটকা ঠেকছে, তোমরা কেউ সেটা এগিয়ে দেবে আমাকে? বললেন মিঃ হিচকক।

কোন ব্যাপারে, স্যার? জানতে চাইল জুপিটার।

ব্যাপারটা হচ্ছে এই, তোমার সঙ্গে ওয়াকি-টকিতে সমস্ত কানেকশান কেটে যাবার পর, নীল ট্রাক নজর ছাড়া হবার পর, পিট বব হামিদ তাদের দলবল নিয়ে ঠিক সময়ে ঠিক জায়গায় আবার হাজির হয়ে কী ভাবে বিপদ থেকে বাঁচাল তোমায়? এ ব্যাপারে একটু বুঝিয়ে বলবে?

মুচকি হেসে পিট বললে, ব্যাপারটা এই ভাবে ঘটছিল, স্যার—জুপি আর নীল ট্রাকটা আমাদের নজর ছাড়া হয়ে যাবার পর, যত রাগ সব গিয়ে পড়ল হামিদের অভিভাবক আমেদের ওপর। মনে হলো, এই বিপদের জন্য সেই দায়ী। তাকে তখন ধরবার জন্য আমরা ফিরে গিয়ে হানা দিলাম প্রোফেসারের বাড়িতে। তারপর তাঁকে আদ্যোপান্ত জানিয়ে, তাঁকে নিয়ে এলাম আমেদের ঘরে। তাঁর ঘরে তখন জন কয়েক কম্বল ব্যবসায়ী বসে কথা কইছিল। আমরা আমেদকে আমাদের অভিযোগ ও সন্দেহের কথা জানাতে তিনি তো আকাশ থেকে পড়লেন। বার বার দেবতার নামে শপথ করে বলতে লাগলেন, তিনি সম্পূর্ণ নির্দোষ। ঠিক হলো, পুলিশকেই শেষ পর্যন্ত জানাতে হবে গোটা ব্যাপারটা। তারাই এর তদন্তের ভার হাতে নিল। প্রোফেসার ইয়ারবরো সামান্য দোমনা ভাব দেখালেন, বললেন, পুলিশে যাবার আগে একবার তাঁর বন্ধু প্রোফেসার ফ্রীম্যানের সঙ্গে পরামর্শ করে গেলে ভাল হত না? তারপর—

পিটকে থামিয়ে দিয়ে মিঃ হিচকক বললেন, তারপর আমায় বলতে দাও, আমি বলছি : তোমরা ফ্রীম্যানের বাড়ি যেতে দেখলো, তাঁর বাড়ির গ্যারাজের সামনে সেই নীল ট্রাকটা দাঁড়িয়ে রয়েছে। যদি না ইয়ারবরো পুলিশে যাবার আগে বন্ধু ফ্রীম্যানের কাছে পরামর্শের জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করতেন, তোমরা তবে কোনো সন্ধানই পেতে না জুপিটারের।

হ্যাঁ স্যার, সায় দিল জুপিটার। জো আর হ্যারিকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। তারা দাগী আসামী। প্রোফেসার ইয়ারবরো কিন্তু বন্ধু ফ্রীম্যানের নামে কোন অভিযোগ আনেন নি। তিনি বলেছেন, ফ্রীম্যানের কোনো দোষ নেই। ওই পরিস্থিতিতে পড়লে উনিও হয়তো ফ্রীম্যানের মতই আচরণ করতেন। যাই হোক, প্রোফেসার ফ্রীম্যান তাঁর বর্তমান কর্মস্থলে ইস্তফা দিয়ে মধ্যপ্রাচ্যে চলে গেছেন ইউ, এন, ও-র তরফে নতুন কাজ নিয়ে। প্রোফেসার ইয়ারবরো রা-ওর্কনের বাক্সে লুকোন প্রাচীন রত্ন-অলঙ্কারগুলো—আবার মিশর সরকারকেই ফিরিয়ে দিয়েছেন—সেই সঙ্গে রা-ওর্কনকেও। হামিদ আর আমেদ লিবিয়াতেই ফিরে গেছে। তারা যে অজস্র অর্থ ব্যয় করে মস্তব বড় একটা ধোঁকাবাজীর হাত থেকে বেঁচে গেছে, এতেই তারা খুশী। মিসেস ব্যানফ্রীও খুশী তাঁর স্ফিংসকে ফিরে পেয়ে;আশা করি আপনার সব খটকা

আমরা দূর করতে পেরেছি স্যার?

উঁহু, কৈ আর পারলে? এই মমির মামলার যেটা সর্বপ্রধান রহস্য যা নিয়ে তোমাদের এস মামলায় অনুপ্রবেশ—সেই রহস্যটাই তো খোলসা হলো না এখনো। তিন হাজার বছরের পুরোন মমিকে দিয়ে কেমন করে কথা কইয়ে ছিলেন ফ্রীম্যান—সেই রহস্য তো রহস্যই রয়ে গেল আমার কাছে। সমাধান হলো না।

ওহো-ওটা? জুপিটার সহাস্যে বললে, ববের বাবা মা বলেছিলেন, তা-ই। অর্থাৎ ভেন্ট্রিলোকিজম।

মিঃ হিচকক গম্ভীর হয়ে গেলেন এই কথায়। তিনি গলা ভারী করে বললেন, বন্ধুরা, ভেন্ট্রিলোকিষ্টরা কণ্ঠস্বরকে উৎক্ষেপ করেনা যেমন ভাবি আমরা। বরং পুতুলটাই যেন ঠোঁট মুখ নেড়ে সাধারণ মানুষের মতই কথা কইছে সকলের সামনে এমনই একটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে তারা। অর সেটা করতে গেলে তাদের থাকতে হয় ডামি পুতুলটার কাছাকাছি। দূর থেকে ভেন্ট্রিলোকিজম চলে না।

আপনি ঠিকই বলেছেন স্যার। দূর থেকে ভেন্ট্রিলোকিজম চলে না। কিন্তু মনে রাখবেন : এক ধরণের স্পীকার বেরিয়েছে বাজারে, যা শতখানেক ফুট কি তারও বেশী দূরত্বে কোনো শব্দকে সোজাসুজি নিক্ষেপ করতে পারে চারিদিকে না ছড়িয়ে। এর দরুণ মাত্র একটি বিশেষ লক্ষ পথ বা বিশেষ স্থান থেকেই এই স্পীকারে ছোঁড়া শব্দ শুনতে পাওয়া যায়। এই বিশেষ ধরণের একটা বড় স্পীকার প্রোফেসার ফ্রীম্যানের বাড়ির বারান্দায় লাগানো ছিল। আর তাঁর বাড়ির ঠিক সোজাসুজি উল্টো দিকে তিনশ ফুট দূরে গিরিখাতের অপর পারে ছিল প্রোফেসার ইয়ারবরোর বাড়ি।

নিজের স্বার্থে মতলব মতন প্রোফেসার ফ্রীম্যান প্রাচীন অপ্রচলিত আর দুর্বোধ্য আরবী ভাষায় গোটা কয়েক কথা টেপ করে নিয়েছিলেন গোপনে। দূরবীনে চোখ লাগিয়ে যখন দেখতেন তাঁর বন্ধু মিউজিয়াম রুমে একাকী রয়েছেন মমিটার কাছে, তিনি তখনই টেপটাকে চালু করে দিতেন ঐ স্পীকারটাকে তাঁর মিউজিয়ামের খোলা জানলার দিকে মুখ করে। ফলে গিরিখাত পার হয়ে টেপের সেই শব্দ-শুধুমাত্র ইয়ারবরোর কানে এসেই পৌঁছত—আশেপাশের বাড়ির বাসিন্দারা তা শুনতে পেত না।

বাহবা ভাই, বাহবা। উল্লাসে ফেটে পড়লেন মিঃ হিচকক।